উৎসর্গ।

পরমমাননীয় আদর্শচরিত্র

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা মহেন্দ্রলাল খান্ বাহাদুর

মহোদয় ধার্ম্মিকবরেষু।

রাজোচিতসম্মানপুরঃসর সবিনয় নিবেদন

রাজন্!

আপনার নিকট স্বপ্নেরও অতীত অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি। সে অনুগ্রহ কি? না, আপনি বঙ্গভূমির অন্যতম বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী রাজা হইয়াও কলিকাতায় অবস্থানকালে কত বার অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার নিকট স্বয়ং আসিয়া, আমাকে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা ও অকপট উৎসাহ দান করিয়াছেন। আমি চিরদরিদ্র সাহিত্যজীবী, আপনি চিরৈশ্বর্য্যের অধিকারী—আমি সাহায্যপ্রার্থী, আপনি সাহায্যদাতা—আমি দীন গ্রন্থকার, আপনি ধনী গ্রন্থকার। কোথায় আমি আপনার নিকট স্বয়ং গিয়া আপনার দর্শন লাভ করিব, না কোথায় আপনি এই দরিদ্রের কুটীরে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, আমাকে বিশেষরূপে উৎসাহিত করিয়াছেন। এ আমার পক্ষে নিতান্ত সৌভাগ্যের বিষয়। দারিদ্র্যের চিরসহচর কবিগণের প্রতিনিধির চিরসহচর ধনিগণের এরূপ অকপট সহানুভূতি না থাকিলে, দরিদ্র কবি উৎসাহ পায় কৈ? আপনি এ বিষয়ে আদর্শ। এই জন্য আমি হৃদয়ের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত আমার এই তৃতীয় ভাগ গ্রন্থাবলী আপনার সুপ্রসিদ্ধ নামে উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

আপনার চিরানুগৃহীত ও বিনয়াবনত

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

কলিকাতা।

৩১এ শ্রাবণ, ১২৯২ সাল।

সূচিপত্র।

দুর্ব্বাসার পারণ।

[পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক]

নাট্যোক্ত ব্যক্তি।

পুরুষ।

শ্রীকৃষ্ণ। দুর্ব্বাসা। ধৌম্য। যুধিষ্ঠির। ভীম। অর্জ্জুন। দুর্য্যোধন। দুঃশাসন। কর্ণ। শকুনি। চিত্রসেন। গন্ধর্ব্বগণ। বিদূষক। দুর্ব্বাসার শিষ্যগণ। গোপগণ। ভারবাহকগণ। একটি বালক, ইত্যাদি।

স্ত্রী।

রুক্মিণী। দ্রৌপদী। ভানুমতী। বিদূষকপত্নী। একটি ঋষিকন্যা। জনৈক চিত্রকরী। পরিচারিকাগণ। গোপীগণ, ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক।

—•—

প্রথম দৃশ্য।

হস্তিনাপুর রাজোদ্যান।

দুর্য্যোধন ও বিদূষক।

দুর্য্যো।—বয়স্য!
কি একমনে গণনা কোচ্চো?
বিদূ।—আপনার সৌভাগ্য-রেখা।
দুর্য্যো।—(সহাস্যে)—
আমার সৌভাগ্য-রেখা কি
আমার গল-লম্বিত মুক্তামালায় অঙ্কিত?
বিদূ।—অবশ্য।
এ তো যেমন তেমন মুক্তোমালা নয়,
এর এক একটা মুক্তো এক একটা যুধিষ্ঠির!
দুর্য্যো।—কি? কি?
বিদূ।—তা' নয় তো কি?
দুর্য্যো।—যুধিষ্ঠির?
বিদূ।—উঁ হুঃ—বোলতে ভুলেছি,
এইবার ঠিক বোল্‌বো—
এর এক একটা মুক্তো
পাঁচ পাঁচটা পাণ্ডব মায় দ্রৌপদী!
সেই ছটাকে বেচ্‌লে যত দাম হয়,
এ মালার এক একটা মুক্তোর দামও তাই।
ওঃ—কত মুক্তো!—কত দাম!
দুর্য্যো।—হাঃ হাঃ হাঃ!
বয়স্য!
তোমাকে এই মালা পুরস্কার দিলেম।
(মুক্তামালা প্রদান)
বিদূ।—(সহাস্যে)—এবার কর্ণও হেরেছেন!
দুর্য্যো।—সে আবার কি?
বিদূ।—কর্ণ না বড় দাতা?
দুর্য্যো।—অবশ্য।
সখা কর্ণের অপেক্ষা জগতে কে দাতা?
বিদূ।—এবার সে গুড়ে বালি!
এমন গজমুক্তোর মালা—উঁ হুঁ—
যা'র তা'র কর্ম্ম কি দান করা?
কর্ণ তো কর্ণ—
চক্ষুরও কর্ম্ম নয়!
দুর্য্যো।—আচ্ছা, তোমার বদনার?

বিদূ।—আমার রসনার কর্ম্ম অসংখ্য ;—
তিনি গ্রহণ করেন রাশি রাশি মিষ্টান্ন,
দান করেন যুবরাজ দুর্য্যোধনের প্রশংসা,
বর্ষণ করেন পঞ্চপাণ্ডবের গণ্ডা গণ্ডা পিণ্ডাণ্ড !
দুর্য্যো।—হাঃ হাঃ হাঃ।
বিদূ।—(স্বগত)—পঞ্চপাণ্ডবের নিন্দে কোরে
দুর্য্যোধন আহ্লাদে কুটিকাটা !
পর্য্যার ন্যাজে হ'য়েছে ন্যাজ মোটা !
ফিরুটে আরো কিছু লম্বা হ'লে
হাম্বা হাম্বা কোরে দুর্য্যোধনকে
পাকা রম্ভা দেখ কোরে দেখাতেন।

শকুনির প্রবেশ।

দুর্য্যো।—কি সংবাদ, মাতুল ?
শকুনি।—কাছে এস, বাপু ! কাণে কাণে বল্‌বো।
(উভয়ের জনান্তিকে কথোপকথন)
বিদূ।—(স্বগত)—মামা শকুনি কি না !
কেবল কাণে কাণে কথা !
মেদিমারা মিন্সে ! কেবল ফুস্ ফুস্, ঘুস্ ঘুস্।
আমার মতন নাকে কাণে কথা কও—
তবে তো বুঝি পুরুষ !
তা' নয়,
আমাকে দেখ্‌লেই ফুস্ ফুস্ !
আ মোলো !—
আমি যেন ওঁর পাকা ধানে মই দি !
মই তো দিই নি—এইবার দি,
কাছে ঘেঁসে ফুস্ ফুসে ঘা দি।
(শকুনির পশ্চাদ্ভাগে অগ্রসরণ)
শকুনি।—(দেখিতে পাইয়া)—আঃ, কি গ্রহ !
ও দিকে একটু স'রে দাঁড়াও না ?
বিদূ।—(অত্যল্প সরিয়া)—এই নিন্।
শকুনি।—আঃ, কি আপদ্ !
তুমি কথা শোন না কেন ?
বিদূ।—আঃ, কি জ্বালা।
যমের বাড়ী পর্য্যন্ত স'ঙ্গে বলেন না কি ?
(স্বগত)—মোলো যা !
এমন পিটপিটে লোক তো কোথাও দেখিনি,
চেহারাখানা দেখেচো!—যেন বিছুটীগাছ !
দেখ্‌লেই গা কুটকুট করে।
আমাকে যেন পঞ্চ পাণ্ডব পেয়েচেন,
কপট পাশা পেড়ে বনে পাঠা'বেন !
পাশা পেড়েও আমার কিছু হয় না—
তা পাশা পেড়ে !
মামার যেমন চেহারা, তেম্নি নাম—শকুনি !
ভাগাড়ে যাও না—ভাগাড়ে যাও না—
এখানে কেন ?
শকুনি।—ব্রাহ্মণ !
তোমার হাতে কি ?—মুক্তাহার ?
বিদূ।—(স্বগত)—এই পাশা পেড়েচে রে ?
তাড়ালে—তাড়ালে।
এটাকে কেউ আঁটতে পারে না গা !
শকুনি।—এ মুক্তামালা কোথা পেলে ?
বিদূ।—মুক্তো কোথা ?
(গোপন করিতে করিতে)—
শাদা রেসমের গাঁট।
[বেগে প্রস্থান।
শকুনি।—বৎস ! শুনলে তো ?
এই তো তোমার পিতার স্নেহ !
দুর্য্যো।—মাতুল।
আমার আর মঙ্গল নাই ;
পিতাও আমায় পর ভাবলেন,
যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডবই তাঁ'র আপনার।
তা'রা এখন বনবাসী ভিখারী,
তবু পিতা তা'দের ঐশ্বর্য্যশালী ব'ল্লেন।
হা, দুর্য্যোধন দরিদ্র !
যুধিষ্ঠির ঐশ্বর্য্যশালী রাজা !
এ কথা শোনা অপেক্ষা
আমার মৃত্যুই শ্রেয়স্কর।

কর্ণের প্রবেশ।

(কর্ণের প্রতি)—সখা ! সখা !

শত ধিক্ থাকুক আমারে!
পূজ্যপাদ পিতা মোরে
ত্যজা-পুত্র সম ভাবে মনে।
ছি ছি!
এ লজ্জা রাখিতে স্থান নাই।
কহ গিয়া পিতারে আমার—
দীনহীন দুর্য্যোধন পিতৃগৃহ ছাড়ি'
গেল চলি নিবিড় কাননে।
সখা!
এই লও রাজপরিচ্ছদ,
এই লও রাজোষ্ণীষ,
এই লও রাজভূষা;
দীন দুঃখী দুর্য্যোধন।

কর্ণ।—(দুর্য্যোধনের হস্ত ধারণ করিয়া)—
সখা! সখা!
কেন হেন অভিমান?
কেন হেন আত্মগ্লানি?
বৃদ্ধ পিতা তব
বুদ্ধিহীন এবে
ভেবে ভেবে বিবিধ ভাবনা।
কি হেতু তাঁহার ভাবে
রাজ্য ত্যজি' যা'বে বনবাসে?
বুদ্ধিমান শকুনি গান্ধারপতি মাতুল তোমার,
অনুগত কর্ণ তব হিতকারী সখা,
তবে কেন এ হেন বিষাদ?
কেন বা প্রমাদ ভাব মনে?
কে না জানে—
মহারাজ দুর্য্যোধন পৃথিবী-ঈশ্বর?

শকুনি।—বাস্তবিক কথা।
বৎস দুর্য্যোধন!
তুমি বলীর অপেক্ষাও বলী,
নতুবা যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ
রাজ্যচ্যুত হ'য়ে কি বনবাসে গমন করে?
তুমি ধনীর অপেক্ষাও ধনী,
নতুবা পাণ্ডবের রাজলক্ষ্মী কি
তোমার বশীভূতা হন্!
তুমি এক্ষণে রাজার রাজা,
সমস্ত করদ রাজারা তোমাকেই কর দিচ্ছেন।
আমরা পূর্ব্বে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন ক'রে
রাজা যুধিষ্ঠিরের যেরূপ ঐশ্বর্য্য দেখেছিলেম,
এক্ষণে তোমারও তদ্রূপ অবলোকন ক'চ্চি।
গ্রাম-নগর-আকরপরিপূর্ণা,
শৈলকাননশোভিতা এই সসাগরা ধরা
সম্পূর্ণরূপে তোমারই অধিকৃতা।
বৎস! বল্‌তে কি,
তুমি পৃথিবীতে সাক্ষাৎ ইন্দ্র;
তুমি তেজে প্রচণ্ড ভাস্কর,
পাণ্ডবেরা বনবাসী খদ্যোৎমাত্র।
বৃদ্ধ মহারাজের কথায় কি আসে যায়?
কে রাজা—কে ভিক্ষুক,
এক্ষণে তা'র পরীক্ষা হ'লেই তো হ'লো।

দুর্য্যো।—মাতুল!
আর না—আর না,
পিতা যা'রে বাম,
নাম তা'র লোপ হওয়াই ভাল।

শকুনি।—কেমন উতলা হও কেন?
আমার কথাটাই আগে শোনো না?

দুর্য্যো।—কি, বলুন?

শকুনি।—যেমন আর দুদ দোরে দ্বৈতবনে চল;
আমি জানি,
দ্বৈতবনের অন্তর্গত একটি সরোবরতটে;
এক্ষণে দ্রৌপদীর সহিত
পাণ্ডবগণ অবস্থান কোচ্চে।
দুর্দ্দশার একশেষ,
খেয়েছে কন্দমূল মাত্র ভরসা!
তা'দের সে শ্রী নাই—সে তেজ নাই—
সে কিছুই নাই।
সামান্য ভিক্ষুকের দলে মিশে থাক্‌লে
পাণ্ডবদের আর চেনা যায় না,
এতদূর দুর্দ্দশা।
তুমি এখন অন্তঃপুর-মহিলাদের সঙ্গে,
দাসদাসী সঙ্গে, অশ্বহস্তিরথ সঙ্গে,

সৈন্যসামন্ত সঙ্গে, সেই বনে চল ;
তা'হ'লেই সব চুকে যা'বে ;
শ্রীহীন পাণ্ডবেরা তোমার ঐশ্বর্য্য দেখে
অধোমুখ হ'য়ে ঝোপে ঝাপে
লজ্জায় লুকিয়ে থাক্‌বে ;
তখন তোমার বাবার কথা কোথায় থাক্‌বে !

কর্ণ।—উপযুক্ত যুক্তি বটে।
(দুর্য্যোধনের প্রতি)—সখা !
অবিলম্বে তা'ই কর,
এর চেয়ে যুক্তি আর নাই।
দেখিয়া তোমারে
যুধিষ্ঠির, ভীমার্জ্জুন মরিবে মরমে ;
তব প্রিয়া ভানুমতী যবে
দ্রৌপদীর নিকটে দাঁড়া'বে,
দ্রৌপদী হইবে ম্লানমুখী,
চন্দ্রে হেরি' খদ্যোত যেমতি।

দুর্য্যো।—তা' যেন হইল সখে !
কিন্তু, পিতার আদেশ বই যাইব কেমনে ?

শকুনি।—আমি থাক্‌তে আদেশের চিন্তা কি ?
আমি কৌশল ক'রে
বৃদ্ধ মহারাজকে সম্মত কোর্‌বো।

দুর্য্যো।—কিরূপ কৌশল ?

শকুনি।—পূর্ব্বে যে ঘোষযাত্রার কথা ব'লেচি,
তাই আমার নির্ঘাত কৌশল।
যদি পূর্ব্বদিকের সূর্য্য পশ্চিমদিকে ওঠে,
যদি পর্ব্বতের পাষাণ-বক্ষে পদ্ম ফোটে,
যদি পঙ্গু ব্যক্তি অশ্বের মত ছোটে,
যদি অগ্নিশিখায় মধুমক্ষিকা মধু লোটে,
তবু আমার কৌশল কভু না টোটে।
আমি মহারাজকে বোল্‌বো—
মহারাজ ! আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্য্যোধন
ভ্রাতৃগণের সহিত ঘোষপল্লী যা'বেন।
যা'বার উদ্দেশ্য দু'টি—
একটি তত্রত্য গোবৎসদের
বয়ঃক্রম, বর্ণ ও সংখ্যাদিনিরূপক অঙ্কপ্রদান,
অপরটি মৃগয়া।

দুর্য্যো।—তিনি সম্মত হ'বেন কি ?

শকুনি।—তবে আবার বলি—
যদি পূর্ব্বদিকের সূর্য্য—

কর্ণ।—আর বোল্‌তে হ'বে না,
গান্ধাররাজের কথাও যা', কাজও তা'।
(দুর্য্যোধনের প্রতি)—সখা !
আর চিন্তা কি ?—নিশ্চিন্ত হও।

দুর্য্যো।—মাতুল !
তবে পিতার নিকট চলুন।

শকুনি।—বাপু ! তোমার গিয়ে কাজ নি,
কি বোল্‌তে কি বোল্‌বে,
আমিই সব ঠিক্‌ঠাক্‌ ক'রে আস্‌চি।
কর্ণ !
তুমি দুর্য্যোধনের কাছে থাক।

[শকুনির প্রস্থান

দুর্য্যো।—অঙ্গরাজ !
সুবুদ্ধি মাতুল মহাশয় যা' বল্লেন,
কারোও যদি সেইরূপ ক'ত্তে পারেন,
তা' হ'লে
আমার মনের দুঃখ কতকটা দূর হয়।

কর্ণ।—কেন, সখে ! ভাব বারংবার ?
যে মাতুল নিদ্রাজাগরণে
শুভ তব করেন কামনা,
তাঁ' হ'তে শুভের পরে শুভই ঘটিবে।
সৌবলের প্রাণপণ - মঙ্গল তোমার।

দুর্য্যো।—তুমিও সহায় যা'র,
শুভই সম্ভব তা'র।
সখে !—সখে !
কবে পা'ব দেখিতে নয়নে
জ্ঞাতিশত্রু সে পাণ্ডবগণে
দ্বৈতবনে বল্কল-অম্বরী ?
কবে পা'ব দেখিতে হে
শিরে জটা—ক্ষীণদেহ—ভিক্ষাপাত্র করে ?
হেন দীনবেশে

নিরখিলে পঞ্চপাণ্ডবেরে
যে আহ্লাদ পাইব হৃদয়ে,
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল পেলেও
সে আনন্দ না পাইব চিতে।
নিবিড় অরণ্যমাঝে
কাষায়বসনবাসা দ্রৌপদী-বদন
হেরিব নয়নে আমি ;
প্রিয় সখা!
কিবা সুখ এ হ'তে আমার ?
তোমাদের যুক্তিমতে
যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন মোরে
অসামান্য শ্রীসম্পন্ন হেরে যদি,
তা' হ'লে যে দুঃখ আজ পাই,
প্রায়শ্চিত্ত হ'বে তা'র,
আনন্দ পাথার উথলিবে ;
যে বিষাদ-মেঘে আজ আচ্ছন্ন হইনু,
সে মেঘ উড়িয়া যা'বে,
সুখচন্দ্র দেখা দিবে অন্তর-আকাশে।

কর্ণ।—পাণ্ডবের দর্পচূর্ণ পূর্ব্বেই হয়েচে,
ছায়ামাত্র ছিল বাকি,
এই বার তা'ও ঘুচে যা'বে।

বিদূষকের পুনঃপ্রবেশ।

(বিদূষকের প্রতি)—ওহে,
তুমি কি রাজসভা থেকে আসচো ?

বিদূ।—কেন, বলুন দেখি ?

কর্ণ।—সেখানে গান্ধাররাজ গিয়েছেন ?

বিদূ।—গণ্ডার কণ্ডারের খবর রাখি নি।
গণ্ডার তো খানা ডোবায় পোড়ে থাকে,
রাজসভায় গণ্ডার!

দুর্য্যো।—দূর মূর্খ!
মাতুল মহাশয়কে কি সভায় দেখেচো ?

বিদূ।—ও—গান্ধাররাজ!
ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার!
না, আমি রাজসভায় যাই নি।

কর্ণ।—এখন কোথা থেকে আসচো ?

বিদূ।—ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার—

কর্ণ।—কি বোলচো ?

বিদূ।—মামা মহাশয় রাজসভায় কেন ?

দুর্য্যো।—বিশেষ প্রয়োজনে।

বিদূ।—(স্বগত)—বিশেষ প্রয়োজনে ?
না, কাণা রাজাটার মুণ্ডভোজন ?
উহুঁ—সেটি হ'বার যো নেই, বাবা!
কথায় বলে—
"কাণা খোঁড়া, এক গুণ বাড়া।"
শকুনি তো শকুনি—
শকুনির বাবা হাড়গিলেও এলে
কাণার কাছে হাড়গোড় ভাঙা 'দ'।
বাবা,
সে দুর্য্যোধনের বাবা ধৃতরাষ্ট্র।
লোকে নখে খিমচি কাটে,
সে বুড়ো কাণা চোকে খিমচোয়।
যে দিন শকুনিটে কপট পাশায়
পাণ্ডবদের সর্ব্বনাশ করে,
সে দিন আমি বুড়োটাকে খুব চিনেচি।
এখনো আমার কাণে
সেই "কিং জিতং কিং জিতং" বিঁধে উঠচে,
এরি নাম কাণা চোকের খিমচুনি।

শকুনির পুনঃপ্রবেশ।

শকুনি।—(দুর্য্যোধনের প্রতি)—
সামান্য মাতুল নহি আমি।

বিদূ।—(স্বগত) তা' আমি খুব জানি।

দুর্য্যো।—মনোবাঞ্ছা পূরিয়াছে ?

শকুনি।—বাধাশূন্য একেবারে।
আগামী কল্য প্রাতে—
(বিদূষকের প্রতি)—আবার এখানে ?

বিদূ।—আগামী কল্য প্রাতে কি, মহাশয় ?

শকুনি।—তোমার তা'তে প্রয়োজন কি ?

বিদূ।—(স্বগত)—
আমি যেন শকুনির সতীন গৃধিনী।
হাড় জ্বালালে, বাবা!

শকুনি।—তুমি একবার এখান থেকে যাও।
বিদূ।—কোথা?—ভাগাড়ে?
শকুনি।—কি! আমায় পরিহাস?
বিদূ।—আজ্ঞে না, পরিহাস নয়,
নাম-রহস্য।
শকুনি।—(দুর্য্যোধনের প্রতি)—বৎস!
এমন মূর্খ দুর্ম্মুখকেও স্থান দাও?
দুর্য্যো।—ওর কথা গ্রাহ্য কোর্‌বেন না,
ওটা পাগল।
শকুনি।—ওটা গর্দ্দভ!
বিদূ।—তা হোলো ভাল,
একজন খেচর—একজন ভূচর,
এখন একটা চরাচর চাই,
নৈলে এ খেচর ভূচর চরে কোথা!
শকুনি।—বৎস দুর্য্যোধন!
চল আমরা অন্তরালে যাই;
এখানে আমি কোন কথা বল্‌তে চাই না।
বিদূ।—আমিও শুন্‌তে চাই না।

(স্বকর্ণে হস্তপ্রদান)

[বিদূষক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

দুঃশাসনের প্রবেশ।

দুঃশা।—ওহে, এ কি মূর্ত্তি?
বিদূ। আঁ্যা!
দুঃশা।—কালা নাকি?
শুন্‌তে পাচ্চো না?
বিদূ।—আমি যে কানে হাত দিয়ে আছি।
দুঃশা।—কেন?—হ'য়েচে কি?
বিদূ।—মামার হুকুম।
দুঃশা।—মাতুল মহাশয় আমায় ডেকে এসে
আবার গেলেন কোথা?
বিদূ।—(স্বগত)—যমের বাড়ী!
দুঃশা।—কোথায় গেলেন?
বিদূ।—(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—
ওই—ওই—মামা!

(দুঃশাসনের গমনোদ্যোগ)

বলি, মহাশয়,
ব্যাপার কি?—কথাটা কি?
দুঃশা।—আগামী প্রাতে
দাদা মহাশয় আর আমরা ঘোষপল্লী যাব।
বিদূ।—ঘোষপল্লী?—সেখানে কেন?
দুঃশা।—তুমি কি কিছু শোন নি?
বিদূ।—শুনেছি বৈ কি,
সেখানে
মামা মহাশয়ের একলাই যাওয়া উচিত।
দুঃশা।—কেন?
বিদূ।—ঘোষপল্লীতে গরু ঢের,
সুতরাং ভাগাড়েরও ভাবনা নেই।
দুঃশা।—তাতে হ'লো কি?
বিদূ।—আপনার মামা যে শকুনি!
দুঃশা।—দূর মূর্খ!
বিদূ।—তবে কি বলুন দেখি?
দুঃশা।—মাতুল মহাশয়ের নাম বটে শকুনি।
বিদূ।—তবে আমি কি বল্লেম ধুচুনি?
দুঃশা।—মাতুলের নামে পরিহাস? গো-ভাগাড়?
বিদূ।—যেমন নাম তেম্নি ধাম।
দুঃশা।—(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—
ঐ মাতুল আস্‌চেন।
বিদূ।—আমিও ভাগাড়ে শুই।

(ভূতলে শয়ন)

দুঃশা।—না হে,
মাতুল এলেন না,—চলে গেলেন।
বিদূ।—আপদ গেলো,
আমিও উঠে পড়ি—হেঁইয়াঁ।

(গাত্রোত্থান)

দুর্য্যোধন ও কর্ণের পুনঃপ্রবেশ।

দুর্য্যো।—বয়স্য!
কাল তোমার পোয়া বারো হ'বে।
বিদূ।—আপনার মামা থাকৃতে
কা'র বাবার সাধ্যি পাশায় পোয়া পায়,
তা' পোয়া-বারো!

আমার মত চাষাড়ে বামুনের
মামার মত পাশাড়ে হওয়া বড় শক্ত।
মামার পাশা ভেল্কী পোকার হাড়,
পড়নের তোড় কি, বাপ্!—
পড়্ পঞ্জুড়ি—অম্নি পঞ্জুড়ি,
পড়্ তিনবুড়ী—অম্নি তিন বুড়ী
পড়্ কচ্—অম্নি কচাকচ্।
মামা পেলওয়াড় ব'লে পেলোয়াড়—
ইন্দ্রপ্রস্থের পাণ্ডব—বনে!
অন্তঃপুরের দ্রৌপদী—গাছতলায়!
মহারাজ!
মামার পোষা বাঘো তো আপনারই।

দুর্য্যো।—যাক্, পরিহাস রাখো;
কথা শোনো—
তুমি রাজভৃত্যগণকে
যাত্রার উপযোগী দ্রব্য সংগ্রহ ক'র্ত্তে বল।

কর্ণ—সারথিদের অশ্ব হস্তী রথ।

দুর্য্যো।—পটমণ্ডপ।

কর্ণ।—নর্ত্তক, গায়ক, বাদকদের
প্রস্তুত হ'তে বল।

দুর্য্যো।—খনক, বর্দ্ধকদের সংবাদ দাও।

বিদু।—(ঈষৎ বিরক্ত হইয়া দুঃশাসনের প্রতি)—
আপনি হাঁক দান কেন?
দু' দশ বিশটে হুকুম করুন।
দশচক্রে ভগবান্ ভূত হ'লেন যে!
(দুর্য্যোধনের প্রতি)—মহারাজ!
আমি কাহিল—হাওয়ায় টলি,
আমার উপর এত ভার!

কর্ণ।—তুমি কত ভার সহ্য ক'র্ত্তে পার?

বিদু।—মিষ্টান্নের ভার যত দিতে পারেন।

(সকলের হাস্য)

দুর্য্যো।—আচ্ছা, তাই দেওয়া যা'বে।
রন্ধনশালায় চল।
(কর্ণের প্রতি)—সখে!
মাতুল মহাশয়ের সঙ্গে তুমি
ভাল ক'রে পরামর্শ কর।
(দুঃশাসনের প্রতি)—ভাই!
সমস্ত গোপকে তুমি আজই
ঘোষপল্লীতে যেতে বল;
সে লোকজন সঙ্গে ক'রে
অগ্রে তথায় আমাদের জন্য
বাসগৃহ নির্ম্মাণ করুক,
আভীরগণকে প্রস্তুত হ'য়ে থাক্তে বলুক।
আমি একবার অন্তঃপুরে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হস্তিনাপুর—রাজান্তঃপুর।

সিংহাসনোপরি ভানুমতি উপবিষ্টা।
ছত্রচামরাদি ধারণ করিয়া পরিচারিকা-
গণ দণ্ডায়মানা।

পরিচারিকা।—

(গীত)

হেরি' এ চাঁদ বদনখানি
আকাশের চাঁদ মেঘে ঢোকে।
হেরি' দু'টি নীল-নয়ন নীল-কমল কাঁদে শোকে॥
গায়ের বরণ হেরে চাঁপা,
লাজের ভরে পাতাচাপা,
নধর অধর রাঙা পানা, কোকিল-বধূ ডাকে লোকে॥

অনৈকা চিত্রকরীর প্রবেশ।

চিত্রকরী।—(সুরে)—জয় জয়, রাজমহিষি!

ভানু।—(সুরে)—এস এস, চিত্রকারিণি!

চিত্রকরী।—(সুরে)—
তোমার আদেশে, আনিনু আঁকিয়ে
দ্রৌপদী বনবাসিনী।
ক্ষীণ কলেবরা, বল্কলধরা,
ভিখারিণী—ভিখারিণী॥

ভানু।—(চিত্র লইয়া সানন্দে সুরে)—
ওগো চিত্রকরী! সাবাসি তোরে,

বড় সুখী আজ করিলি মোরে।
দ্রৌপদীর এই কাঙালিনী বেশ
দেখিতে ভালবাসি।
প্রাণনাথ এলে দেখা'ব তাঁর,
এ ছবি লুটা'ব তাঁহার পায়;
ওই আসে পতি, নে লো পুরস্কার,

(রত্নালঙ্কারপ্রদান)

চিত্রকরী।—(গ্রহণ করিয়া, সুরে)—
ভবে রাণি, আমি আসি।

[চিত্রকরীর প্রস্থান।

দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

ভানু।—(নিকটে যাইয়া)—মহারাজ!
দেখ দেখ, দ্রৌপদীর দশা দেখ!
বনবাসিনী, ভিখারিণী কাঙালিনী।
আমি এ চিত্র দেখে বড় সুখী হ'য়েছি।

দুর্য্যো।—প্রিয়ে।
তুমি ছায়া দেখেই এত সুখী হ'য়েছ,
কায়া দেখিলে আরও সন্তুষ্ট হ'বে।

ভানু।—ভিখারিণী দ্রৌপদী কি
আমার কাছে ভিক্ষা ক'ত্তে আস্‌বে?

দুর্য্যো।—কাল তুমি তা'কে ভিক্ষা দেবে।

ভানু।—সে কোন্ মুখে আর
আমাকে মুখ দেখা'বে?

দুর্য্যো।—তা'র উপায় ক'রেছি।

ভানু।—বল কি, স্বামিন্!

দুর্য্যো।—কাল আমি তোমায় নিয়ে
দ্বৈতবনে গমন ক'র্‌বো;
ভিখারিণী দ্রৌপদীকে তোমায় দেখাবো।
কাল রাজরাণী ভানুমতীর কাছে
বনবাসিনী ভিখারিণী দ্রৌপদী
যা'তে ভিক্ষা গ্রহণ করে,
তা'র উপায় করেছি।
প্রিয়তমে!
তুমি আজ ভিক্ষাদ্রব্য সংগ্রহ ক'রে রাখ।
কাল প্রত্যুষেই শুভযাত্রা ক'র্‌বো।

ভানু।—আমার স্বামী যে আমার মনের কথা
বুঝে কাজ ক'ত্তে যত্ন করেন,
এ আমার পক্ষে বড় সৌভাগ্যের কথা।
কাল নিশ্চয়ই আমায় নিয়ে যা'বে?

দুর্য্যো।—কোনমতে তা'র অন্যথা হ'বে না।

ভানু।—আমি এই চিত্রখানাই
দ্রৌপদীকে ভিক্ষা দান ক'র্‌বো।
এই তা'র পক্ষে উপযুক্ত ভিক্ষা।

নেপথ্যে বিদূষক।—মহারাজ কোন্‌দিকে গেলেন?
মহারাজ!—মহারাজ!

বেগে বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ।—এই যে এখানেই মহারাজ।
আমি যা' ভেবেছি, ঠিক্ তাই।

দুর্য্যো।—কি ভেবেছো, বয়স্য?

বিদূ।—এ ঘরে এলেই মহারাজ কালা হন্।
আমি জানি,
কুম্ভকর্ণ নেই, কিন্তু তা'র ঘুম আছে;
সে ঘুম কোথা?—না এই ঘরে।

দুর্য্যো।—আমার ঘুম কোথায় দেখ্‌লে?
আমি যে জেগে আছি।

বিদূ।—ঘুম যে দুই প্রকার—
ঘুম-ঘুম আর জেগে-ঘুম।
ঘুম-ঘুম ফুঁয়ে ভাঙে,
কিন্তু জেগে-ঘুম মোচ্‌ড়ালেও ভাঙে না।
সেটা আপনার দোষ নয়,
এ ঘরটির গুণ।

ভানু।—(সহাস্যে)—ঘরের দোষ কি?

বিদূ।—আমি তো ঘরের দোষ বলি নি,
ব'লেছি গুণ!
(সহাস্যে) —যা চ'লে—যা চ'লে,
মহারাণীও কালা!
সাধ কোরে কি বলি,
আমার কপাল-গুণে রাজা কালা—
রাজার রাণী কালী।

(সকলের হাস্য)

মহারাজ্ঞি! আপনার হাতে এ কি?

ভানু।—ছবি।
বিদূ।—ছবি?—কোন জলজন্তু না কি?
ভানু।—জলজন্তু নয়, বনজন্তু।
বিদূ।—বনজন্তু?—কই দেখি?
(চিত্র লইয়া)—কি জ্বালা!
এই কি বনজন্তু?
এ যে কোন জন্তুই নয়।
দুর্যো।—তবে কি?
বিদূ।—কলা-বৌ।

(সকলের হাস্য)

হাসচেন যে?—আমার কি চক্ষু নেই?
এত লম্বাকারা কেন?
এত কৃশা কেন? শুষ্কা কেন? মলা কেন?
অবশ্য এটা কদলী-বধূ।
ভানু।—না না, দ্রৌপদী।
বিদূ।—(বিস্ময়ে)—অ্যাঁ অ্যাঁ!—দ্রৌপদী?
না না, এ একটা ক্ষুধাতুরা ভৈরবী।
ভৈরবী দেবীবিশেষ,
সুতরাং নমস্কার করি।
ভানু।—দূর হও, অন্ধ!
বিদূ।—দেবনিন্দায় মহাপাপ।
আঁকা অনেকটা ঠিক হ'য়েচে,
হাতে একটা ত্রিশূল হ'লেই বস্।
ভানু।—তোমার বুকশূল হ'লেই—
বিদূ।—দুর্গা দুর্গা দুর্গা।
আমি চল্লেম।
দুর্যো।—এলে আর গেলে?
বিদূ।—শুধু শুধুই বুকশূল,
এখনো অম্লশূল, পিত্তিশূল, দিকশূল,
আবার হয় তো শেষটা
ইস্পাতের শূল পর্য্যন্ত বা!
দুর্যো।—(সহাস্যে)—ভয় কি?
বিদূ।—সেটা আপনার পক্ষে।
আমি চল্লেম—চল্লেম।
দুর্যো।—কি প্রয়োজনে এসেছিলে ব'ল্লে না?
বিদূ।—যে ভারটা আমাকে দিয়াছিলেন,
আপনার মাতুল মহাশয় তা নামঞ্জুর করেন,
তাই ব'ল্‌তে এসেছিলেম।
দুর্যো।—কিসের ভার?
বিদূ।—বেশ!

(বিরক্ত হইয়া অবস্থিতি)

দুর্যো।—বিরক্ত হও কেন?
বিদূ।—গায়ের রক্ত শুকিয়ে দিয়ে বলচেন—
বিরক্ত হও কেন?
রক্ত না থাকলেই বিরক্ত।
দুর্যো।—বয়স্য!
অল্প সময়ের মধ্যে
অনেক বিষয় ভাবতে হ'চ্চে,
সব কথা মনে রাখতে পাচ্চি নি।
জান তো,
কল্য প্রাতেই শুভযাত্রা ক'র্ত্তে হ'বে।
বিদূ।—সেই জন্যই তো
আমার প্রতি মিষ্টান্নের ভার দিয়েছিলেন।
কেন দিয়েছিলেন?
আর আমিই বা কেন নিয়েছিলেম?—
এ বিষয়ে খুব পোক্ত ব'লেই তো?
দুর্যো।—তা মাতুল মহাশয়
অসম্মত হ'লেন কেন?
বিদূ।—তিনি ব'ল্লেন কি, শুনুন—
ব্রাহ্মণ! তুমি মিষ্ট-ভার নিতে পারবে না,
কাষ্ঠ-ভার নেও।
আমি তা' নামঞ্জুর ক'র্ত্তে পাল্লেম না,
কাজে কাজেই তিনি নামঞ্জুর ক'ল্লেন।
দুর্যো।—তুমি সহজে ছাড়লে কেন?
বিদূ।—তেমন গুরুভারকে সরিয়ে ফেলে
মিষ্টভার নেওয়া আমার সাধ্য নয়।
দুর্যো।—চল,
আবার আমি গিয়ে ঠিক ক'রে দিচ্চি।
(ভানুমতীর প্রতি)—
রাণি!
তুমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বেশভূষার আয়োজন কর
আমার ভ্রাতৃবধূগণকে

এবং অন্যান্য নারীগণকে
স্ব স্ব উৎকৃষ্ট বেশভূষায়
সজ্জিত হ'য়ে থাক্‌তে বল।

বিদূ।—তবে
আমার ব্রাহ্মণীকে আর বলা হ'লো না।

দুর্য্যো।—কেন? কেন?

বিদূ।—তিনি বড় অভিমানিনী,
তা'তে
তাঁ'র আবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বেশভূষা নেই;
এমন চাঁদের হাটে প'ড়ে
তেমন জলধরীর অভিমান বৃষ্টি
ঝর্‌ঝর্ প'ড়বে।
সে বৃষ্টির তোড়ে
আমায় সামাল সামাল ডাক্‌তে হ'বে।
তাই ব'লচি,
ব্রাহ্মণীকে বলা হ'লো না।

ভানু।—আচ্ছা,
আমি তোমার ব্রাহ্মণীকে
ভাল বেশভূষা দেবো।

বিদূ।—জয় হোক্—জয় হোক্।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গ্রাম্য-পথ।

বেগে দুইজন ভারবাহকের প্রবেশ।

নেপথ্যে বিদূষক।—(উচ্চৈঃস্বরে)—
দাঁড়া ব্যাটারা!—দাঁড়া—দাঁড়া।

বেগে বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ।—(সরোষে
আমাকে কি
তোদের সঙ্গে

১ম ভা-বা।—আপনি ছোট কেন?
আপনকার তো দু'চাকার রথ আছে;
রথে না চোড়ে দৌড়ও কেন, ঠাকুর?

বিদূ।—আমার খুসি,
তোর বাবার কি?

১ম ভা-বা।—খুসি তো দৌড়ও।
ওরে ভাই, চল্ তো পাখীর মত উড়ে।

(ভারবাহকগণের বেগে গমনোদ্যোগ)

বিদূ।—(১ম ভারবাহকের প্রতি)—
তবে রে বেল্লিক!
আমার সঙ্গে ঠাট্টা?

(গণ্ডদেশে চপেটাঘাত)

১ম ভা-বা।—(রুষ্ট হইয়া)—কি ঠাকুর!
কথায় কথায় হাত তোলো—চড় মারো?

বিদূ।—এখনো যে লাথি মারি নি,
এই তোর বাবার ভাগ্যি!

১ম ভা-বা।—বামুণ তুমি,
লাথ খাতে পারো দু'শো বার,
চড় চাপড়ের কে?
মাগ আর বামুণ সমান,
এদের লাথ খেতে পারি,
চড় খাবো কেন?

বিদূ—(সরোষে)—কি!—কি?
যত বড় মুখ, তত বড় কথা—
আমি তোর মাগ?

১ম ভা-বা—তা আমি কি তোমার বাপ?

বিদূ।—পাজী ব্যাটা! দুর্ম্মুখ ব্যাটা!
আগে ঘোষপাড়ায় চল,
তা'র পর টেরটা পাওয়াবো,
রোগের মত ওষুধ দেবো।

১ম ভা-বা।—ঘোষপাড়ায়
আর তোমার বামুণ নেই,
সব আমাদের গয়লা,

বিদূ।—দুর্গা—দুর্গা—দুর্গা!
ব্যাটা অবুঝ!—ব্যাটা বেল্লিক!
আসুন মহারাজ,
শূলে দেবো।
(ভারবাহকগণের ভয়প্রকাশ)
২য় ভা-বা।—(১ম ভারবাহকের প্রতি)—
তুই শালা বড্ড বদ্ লোক,
ঠাকুরকে চিনিস্ নি?
১ম ভা বা।—না।
এ ঠাকুর কে হে?
বিদূ।—(সরোষে)—তোর বাবা!
১ম ভা বা।—বড় কল্কি মেজাজ।
২য় ভা-বা।—চুপ্ কর্—চুপ্ কর্।
১ম ভা-বা।—কিসের চুপ্ কর্?
হাতে হ'লো না, শেষে মুখে,
এ ভারি অন্যায়।
২য় ভা-বা।—ওরে ভাই,
এ ঠাকুরের হাত পা মুখ সবই সমান,
ইনি যে আমাদের রাজার মিতে।
১ম ভা-বা।—(সভয়ে)—
অ্যাঁ!—বলিস্ কি!
(বিদূষকের পদধারণ করিয়া)—
ঠাকুর মশয়! মাপ কর মোকে,
আমি ঠিকে লোক,
তোমাদের শহরে থাকি নি,
আমি আপনাকে চিনতে পারি নি।
দণ্ডবৎ করি মশয়!
এ কথা রাজার কাছে অপ্রকাশ করো না।
তিনি শুনলে
ওপরে কাঁটা হেঁটোয় কাঁটা দিয়ে গাড়্‌বে।
বিদূ।—ব্যাটা! হুঁকো দেবে!
এত বড় কথা—আমায় হুঁকো!
এত জিনিষ থাকতে হুঁকো!
কখনই ছাড়্‌বো না—শূল—শূল—শূল!
২য় ভা-বা।—(১ম ভারবাহকের কাণে কাণে কি বলিল)
১ম ভা-বা।—(স্বীয় বস্ত্রমধ্য হইতে অর্থ বাহির করিয়া)—ঠাকুর মশয়!
এই নেও—পান খেয়ো।
আমি মুরুক্ষু সুরুক্ষু মানুষ,
আমার কথাও কি কাণে করে?
মাপ কর, ঠাকুর মশয়!—মাপ কর।
বিদূ।—(অর্থগ্রহণ করিয়া)—সাবধান, সাবধান।
এমন কথা আর বলিস্ নি।
কাণ মল—নাকে খৎ দে।
(প্রথম ভারবাহকের তদ্রূপ করণ)
যা তোরা এগিয়ে যা,
আমি এখানে একটু বিশ্রাম কোরে যাচ্ছি।
(উপবেশন)

[ভারবাহকদ্বয়ের প্রস্থান।

একজন বালকের প্রবেশ।

বালক।—তুমি কে গা?
বিদূ।—আমি কাগা।
বালক।—কাগা?—দূর, বনমানুষ।
বিদূ।—তুই আমায় চিনিস্?
বালক।—হুঁ।
সেই যে তুমি পিঁজরের ভিতর ছিলে!
বিদূ।—কোথা রে?
বালক।—সেই যে কে জানে কোথা।
বিদূ।—আয়, আমি তোর কাণে কাণে বলি,
এখনি মনে হ'বে।
বালক।—ও বাবা!
হাঁক্ কোরে নাকে কাম্‌ড়ে দেবে।
যে মুখের ছিরি, যেন বামশিঙে!
একজন গন্ধর্ব্বের প্রবেশ।
ওরে বাবা! এ আবার কে?
এ যে কাগার ভাই বগা।
বাবা রে বাবা!

[পলায়ন।

গন্ধর্ব্ব।—তুমি কে?

বিদু।—তুমি কে?

গন্ধর্ব্ব।—আমায় চেনো না?

বিদু।—না।

গন্ধর্ব্ব।—আমায় চেনে না
এমন লোক কই?

বিদু।—আমি এই।

গন্ধর্ব্ব।—চিত্রসেনের নাম শুনেছ?

বিদু।—(সবিস্ময়ে ও সভয়ে)—কে, ভীমসেন?
তিনি কি নিকটে আছেন?

গন্ধর্ব্ব।—অতি নিকটে।

বিদু।—(স্বগত)—কি সর্ব্বনাশ!
গদাধর ভীম এখানে!
এ আমি কোথায় এলেম!—আঁা!
(প্রকাশ্যে)—ঘোষপল্লী কত দূর?

গন্ধর্ব্ব।—এই স্থানের পশ্চিমেই ঘোষপল্লী

বিদু।—তা'র পর?

গন্ধর্ব্ব।—তা'র পরেই দ্বৈতবন।

বিদু।—(শিহরিয়া, স্বগত)—তবেই রে!
যম তো আমায় শিয়রে!
শকুনি মামা বোলেছিলো—
ঘোষপল্লী আর দ্বৈতবনে
কাশী গয়া তফাৎ।
ঘোর মিথ্যে কথা,
ঘোর কপটতা,
ঘোর প্রবঞ্চনা।
আমি সেই কুচক্রীটের চক্রে প'ড়ে
ভীমসেনের হাতে প'ড়লেম যে!
(প্রকাশ্যে)—আচ্ছা, একটা কথা বলি—
ভীমসেন তোমার কে?

গন্ধর্ব্ব।—কে?

বিদু।—ভীমসেন—ভীমসেন।

গন্ধর্ব্ব।—ভীমসেন কে?

বিদু।—এই তুমি বল্লে, আবার—

গন্ধর্ব্ব।—ভীমসেন নয়, চিত্রসেন।

বিদু।—(স্বগত)—বাঁচ্লেম!
কত সেন রে!
(প্রকাশ্যে)—চিত্রসেন কে?

গন্ধর্ব্ব।—গন্ধর্ব্বপতি।

বিদু।—তোমার কে?

গন্ধর্ব্ব।—প্রভু।

বিদু।—এখানে কেন?

গন্ধর্ব্ব।—তোমায় নিয়ে যা'ব।

বিদু।—কোথা?

গন্ধর্ব্ব।—আমার প্রভুর নিকট।

বিদু।—কেন?

গন্ধর্ব্ব।—নৈলে বল, তুমি কে?

বিদু।—যদি না বলি?

গন্ধর্ব্ব।—তবে ধোর্‌বো।

বিদু।—ইস্!—তাই তো!—এত জোর!

গন্ধর্ব্ব।—দেখ্‌বে?

বিদু।—দেখ্‌বো।

(গন্ধর্ব্বের তূরীধ্বনি)

অপর কয়েক জন গন্ধর্ব্বের বেগে
প্রবেশ।

ও বাবা!—এ কি!
ডাকাতের দেশ না কি!
শেষে ডাকাতের হাতে প'ড়লেম!
পালাই বাবা!
পালাই ছুটে!

(পলায়নোদ্যোগ)

১ম গন্ধর্ব্ব।—ধর ধর—পালায় যে।

(বিদূষককে ধৃতকরণ)

বিদু।—(সভয়ে)—মহারাজ!—মহারাজ!—
খুন ক'রে—টিপে মারে!
কোথা রাজা দুর্য্যোধন!
রক্ষে করুন—গরীবকে এসে বাঁচান!

(রোদন)

১ম গন্ধর্ব্ব।—হ'য়েছে—হ'য়েছে—
এ লোকটা দুর্য্যোধনের চর।
তুমি কি লোক?

বিদু।—ব্রাহ্মণ।

১ম গন্ধর্ব।—উত্তম,
ব্রাহ্মণ কখন মিথ্যা কথা বলে না।

বিদূ।—(স্বগত)—আমার আপাদমস্তক
পাকা মিথ্যা কথার ছাঁচ।
কিন্তু মারের গুঁতুনির চোটে
সত্যও না বেরোয়!

১ম গন্ধর্ব।—ব্রাহ্মণ! সত্য বল—
দুর্য্যোধন কোথা?

বিদূ।—হস্তিনায়।

১ম গন্ধর্ব।—সত্য কথা হ'লো না।
তবে তুমি ব্রাহ্মণ নও,
মিথ্যাবাদী—প্রবঞ্চক।

(অপর গন্ধর্ব্বগণের প্রতি)—

ওহে, ধূর্ত্তকে বন্ধন কর।

বিদূ।—কই আমি মিথ্যে ব'ল্লেম?

১ম গন্ধর্ব।—দুর্য্যোধন হস্তিনায় ব'ল্লে কেন?

বিদূ।—হস্তিনায় মানে কি?

১ম গন্ধর্ব।—দুর্য্যোধনের রাজধানীতে দুর্য্যোধন।

বিদূ।—আরে তা' নয়,
হস্তী কি না হাতী, নায় কি না নৌকায়,
অর্থাৎ রাজা দুর্য্যোধন
হস্তী বা নৌকা-আরোহণে—

(নীরব)

১ম গন্ধর্ব।—চুপ ক'র্লে যে?
হস্তী বা নৌকা-আরোহণে
দুর্য্যোধন কি এখানে এসেছে?

বিদূ।—তা' কে জানে?
আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি,
দুর্য্যোধনকে অত খোঁচাখুঁচি ক'চ্চ কেন?

১ম গন্ধর্ব।—দুর্য্যোধন পাণ্ডবশত্রু।

বিদূ।—সেটা তো অনেক কেলে পচা কথা।
বোধ হয়, আরও কিছু মৎলব আছে—না?

১ম গন্ধর্ব।—হাঁ।

বিদূ।—তবে এখানে কেন?
গোহাবাগাড়ায় যাও,
যা' হয় একটা হেস্তোনেস্তো হ'য়ে যাবে!
গরীব ব্রাহ্মণকে টানাহেঁচড়াও কেন?
বোগাকে বেঁধে মারামারি কেন?

১ম গন্ধর্ব।—ঘোষপল্লীতে দুর্য্যোধন এসেছে?

বিদূ।—আজ্ঞে—হাঁ!

১ম গন্ধর্ব।—(২য় গন্ধর্ব্বের প্রতি চুপে চুপে)—
ওহে, এই লোকটার কাছেই
দুর্য্যোধনের ঠিক সন্ধান পাওয়া গেল।
তবে চল,
গন্ধর্ব্বপতি চিত্রসেনকে এ সংবাদ দি।
তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে আছেন।

২য় গন্ধর্ব।—কিন্তু এই বিট্লেটাকে
ছেড়ে দিয়ে যাওয়াটা ভাল নয়।
এ য'দি দুর্য্যোধনকে গিয়ে
আমাদের আর আমাদের প্রভুর কথা বলে,
তা' হ'লে কোনরূপ বিভ্রাট ঘ'টতে পারে।

বিদূ।—(স্বগত)—এরা কাণে কাণে কি ব'লচে?
ডাকাতে পরামর্শ না কি?—হ'তে পারে।
যে গয়লার দেশে এসে প'ড়েছি,
তা'তে আবার
সেই ভাবী ব্যাটা আমার উপর বড় চটেচে,
শাসিয়ে গেছে;
এই বদ্লোকগুলো বা তা'রই জাত কুটুম;
ছদ্মবেশে ঢাল সড়কী এনেচে,
আমার ভয় হ'চ্চে।
আমি পালাই।

(পলায়নোদ্যোগ)

১ম গন্ধর্ব।—যমের হাত থেকে কোথায় যাও?
ধ'রে কোরে তোমরা এর চোক দুটো বাঁধ।

(গন্ধর্ব্বগণের তদ্রূপ করণ)

বিদূ।—ও বাবা!—বাবা রে—!—গেলেম রে!
আমায় খুন কোর্লে রে!
ওগো কে আছ, রক্ষে কর।
ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি,
এই আমি ভাবীর টাকা ফিরে দিচ্চি,
এমন কর্ম্ম আর ক'র্বো না,

এ টাকা নোবো না—ছোঁবো না।
এই নেও তাঁকে দিও,
আমায় ছেড়ে দাও, বাবা!

১ম গন্ধর্ব।—এটা পাগল না কি?
এলো মেলো কি ব'কচে?

২য় গন্ধর্ব।—উঁহুঁ, এটা পাগল নয়,
ভণ্ড তপস্বী।
টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চল।

[বিদুষককে লইয়া গন্ধর্ব্বগণের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বৈতবনের নিকটবর্ত্তী ঘোষপল্লী।

ইতস্ততঃ আভীরগণের পর্ণকুটীর ও গোশালা।

দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি, ভানুমতী এবং পুষ্পপল্লববেশে গোপ ও গোপীগণ।

(গোপ ও গোপীগণের গ্রাম্যগীত ও নৃত্য)

গোপ ও গোপীগণ।—(গীত)

গোপ।—
গৌ হবে গৌ হবে গৌ হবে, ভেইয়া।
ভড়ক্ ভড়ক্ বছুয়া ছুটে পুছুয়া উঁচাইয়া॥

গোপী।—
নিং নিং নিং নিং, ঝুং ঝুং ঝুং ঝুং,
টুং টাং টুং টাং, ভুং ভুং ভুং ভুং,
ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্, ধে ধে ধে ধে ধেইয়া॥

গোপ।—
ভোঁপোর ভোঁপোর, পোঁপোর পোঁপোর,
গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুড়্ গড়াক্—
ধা কেটে ধা কেটে, তা কেটে তা কেটে,
বাদল টুটিল্ ধড়াক্॥

গোপী।—(রোদনচ্ছলে)—
আঁই আঁই আঁই আঁই, উ উ উ,
ক্যা বাজায়ব? - হোঁ হোঁ হোঁ!

গোপ।—(সমুৎসাহে)
ক্যা ডর্ ক্যা ডর্, রাজা রাণী,
মাদল দেবে, হেঁইয়া॥

দুর্য্যো।—(শকুনির প্রতি)—মাতুল!
আপনি গোপ ও গোপাঙ্গনাগণকে
যথোচিত পুরস্কার প্রদান করুন্।
(কর্ণের প্রতি)—সখে!
এই বার চল,
অদূরবর্ত্তী বৈতবনের মধ্যস্থ সরসীতটে
আমাদের যে ক্রীড়াগৃহ নির্ম্মিত হ'য়েছে,
সেখানে সকলে মিলে ক্রীড়া করি।
তা'র পর মৃগয়ায় বহির্গত হ'ব।

কর্ণ।—তবে চল, সখে!

শকুনি।—(দুর্য্যোধনের প্রতি)—
স্বকার্য্য ভুলে গেলে?
পাণ্ডবগণকে ঐশ্বর্য্য দেখাতে এসে,
শেষে ক্রীড়া মৃগয়ায় মত্ত হ'লে কি হ'বে?

দুর্য্যো।—মহাশয়! তা'র চিন্তা কি?
অদ্যই তো আমরা রাজধানীতে
প্রত্যাবর্ত্তন কচ্চি না;
এখানে কিছু দিন অবস্থান ক'রবো,
এর মধ্যে সমস্তই হ'বে।

শকুনি।—ভাল—ভাল।

দুর্য্যো।—(দুঃশাসনের প্রতি)—ভাই!
তুমি ভানুমতীকে
মহিলাগণের নিকটে নিয়ে যাও।

দুঃশা।—আসুন, আর্য্যে!

[দুঃশাসন ও ভানুমতীর প্রস্থান

কর্ণ।—সখে! ভাল কথা স্মরণ হ'ল—
আমি এখানে আস্‌বার সময়
ক্রীড়ামণ্ডপের নিকট
কএক জন অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখেছিলেম।
তাঁরা পরস্পরে কি কথোপকথন কচ্ছিলো।

দুর্য্যো।—অপরিচিত ব্যক্তি ?
তা'দের পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রে না কেন ?
কর্ণ। গোপনৃত্যসঙ্গীতে কৌতূহল চরিতার্থরত,
সেখানে আর অপেক্ষা ক'র্ত্তে পারেন না।
দুর্য্যো।—চল দেখি,
তা'রা এখনো সেখানে আছে কি না ?

[দুর্য্যোধন ও কর্ণের প্রস্থান।

শকুনি।—(স্বগত)—কথাটা কেমন ঠেকচে যে!
অপরিচিত ব্যক্তি!
গোপনে পরামর্শ!
পাণ্ডবদের চর নয় তো ?
(গোপ ও গোপীদের প্রতি প্রকাশ্যে)—
তোরা এখন যা,
এর পর পুরস্কার দেবো।
(স্বগত)—গোপনে গোপনে
সন্ধান নিচ্চে নাকি ?
১ম গোপ।—মশায়!
এখনি বক্‌সিস্‌টে দিলে ভাল হয় না ?
ঘরে চাল ডাল নুণ তেল নেই।
শকুনি।—তা আমার কি ?
(স্বগত)—তাই তো কি হবে!
ভীমটের রাগ যে আমারই উপর বেশী!
বাপ্‌!—যে গদা!
১ম গোপ।—এখন না হয় অর্দ্ধেক দাও না।
শকুনি।—(স্বগত)—আমি দুর্য্যোধনকে
বনে এনে ভাল করি নি।
আজই আবার কৌশল ক'রে
রাজধানীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাই।
১ম গোপ।—আপুনি কি ভাবচো ?
রাজার কাছে গিয়ে বক্‌সিস্‌ নেবো ?
শকুনি।—তাই যা—তাই যা।
১ম গোপ।—(অপর সকলের প্রতি)—
চ' রে তবে।

[গোপ ও গোপাঙ্গনাগণের প্রস্থান।

শকুনি।—আমি পাশার জোরে
পাণ্ডবদের বনে দিয়েচি,
কিন্তু এখন
ভীমের গদার চোটে সাম্‌লায় কে ?
(নেপথ্যে চীৎকার)
(শুনিয়া সভয়ে)—আঁ্যা! ও কি!

বেগে বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ।—(অত্যন্ত ভয়সহ)—পালাও—পালাও—
এলো—এলো!
শকুনি।—(অত্যন্ত ভয়সহ)—কে এল ?—
আঁ্যা—ভীম!
বিদূ।—মামা গো!
খুন ক'রে!—বোঁ বোঁ ক'রে ছুটেচে!
আমায় রক্ষে কর—রক্ষে কর।
(শকুনিকে জড়াইয়া ধরণ)
শকুনি।—(সভয়ে)—আঃ—
ছাড়ো না—ছাড়ো না!
জড়াও কেন ?—ছেড়ে দাও না ছাই!
বিদূ।—ও মামা!—ও মামা!
আমায় বাঁচাও, মামা!
ঐ এলো—ঐ এলো গো!
শকুনি।—কি আপদ্‌!
আমায় শুদ্ধ টানো কেন ?
ছেড়ে দে না রে, বাপু!
ছাড়্‌—ছাড়্‌—গেলেম যে!
হাঁপিয়ে উঠেচি—ছাড়্‌—ছাড়্‌!

[বিদূষককে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া বেগে প্রস্থান।

বিদূ।—বাবা রে!—পিচি রে!
ও মামা!—ও মামা!—দাঁড়াও—দাঁড়াও!

[তদ্বৎ বেগে প্রস্থান।

বিদূষকের হস্ত ধারণ করিয়া দুর্য্যোধনের পুনঃপ্রবেশ।

দুর্য্যো।—একি, মাতুল, একি ? স্থির হও।
এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?

বিদূ।—যমের বাড়ী!

দুর্য্যো।—পরিহাস রাখ।

বিদূ।—যম ছেড়েও ছাড়্‌চে না।

দুর্য্যো।—ব্যাপার কি, বল?

বিদূ।—আমার বল্‌তে হ'বে না,
এখনি শুনবেন।

দুর্য্যো।—কে বল্‌বে?

বিদূ।—যমের দূত আসচে।
আমায় পাগল ব'লে ছেড়ে দিয়েছে,
কিন্তু আপনাদের ছাড়্‌বে না।
যদি প্রাণের ভয় থাকে,
তবে আর কথাটী ক'বেন না,
সটান হস্তিনাপুরে পিট্টান দিন।
আমি আগে পলাই,
হাত ছাড়ুন।

দুর্য্যো।—বায়ুগ্রস্তের কথাই স্বতন্ত্র!

বিদূ।—এখন আমি ভূতগ্রস্ত!

[বেগে প্রস্থান

একজন গন্ধর্ব্বের প্রবেশ।

দুর্য্যো।—কে তুমি?

গন্ধর্ব্ব।—গন্ধর্ব্বপতি চিত্রসেনের দূত।

দুর্য্যো।—এখানে কি প্রয়োজনে?

গন্ধর্ব্ব।—আপনাকে আমার প্রভুর
আদেশ বিজ্ঞাপন ক'র্ত্তে।

দুর্য্যো।—কি আদেশ?

গন্ধর্ব্ব।—আপনি অবিলম্বে বিনা বাক্যব্যয়ে
এই দ্বৈতবন হ'তে প্রস্থান করুন।
এখানে আপনার অবস্থান কর্‌বার
বিন্দুমাত্রও অধিকার নাই।
আমার প্রভু, পুত্রগণ ও ভৃত্যগণের সহিত
অলকাপুরী পরিত্যাগ ক'রে
এই দ্বৈতবনে অবস্থান ক'চ্ছেন।
আপনি কা'র আদেশে
তাঁ'র বাসস্থানে বাসগৃহ নির্ম্মাণ ক'রেছেন?
মুহূর্ত্তমধ্যে আপনার সমস্ত গৃহ—
সমস্ত পটমণ্ডপ—সমস্ত দ্রব্যসম্ভার
স্থানান্তরিত করুন,
এই মুহূর্ত্তেই দ্বৈতবন হ'তে নিষ্ক্রান্ত হ'ন্।
এই আমার প্রভুর আদেশ।

দুর্য্যো।—(সরোষে)—কি! এত বড় স্পর্দ্ধা!
ধিক্ তোর পাপিষ্ঠ প্রভুকে!
তুই দূত—সুতরাং অবধ্য,
নতুবা উপযুক্ত দণ্ড প্রদান ক'র্ত্তেম;
আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ।

বেগে কর্ণের প্রবেশ।

(কর্ণের প্রতি)—সখে! সখে!
জগতে এতও বাতুল, মূর্খ থাকে,
তা' আমি জান্তেম না।
(দূতের প্রতি)—যা, তুই তোর প্রভুকে বল্—
পৃথিবীপতি মহারাজ দুর্য্যোধন
এই দণ্ডেই কাপুরুষ গন্ধর্ব্ব চিত্রসেনকে
এ স্থান হ'তে দূরীভূত ক'রে
উপযুক্ত প্রতিফল দেবেন।
দূর হ পাপিষ্ঠ!

গন্ধর্ব্ব।—ধর্ম্ম সাক্ষী,
আমার প্রভুর আর কোন দোষ নাই।
রাজা দুর্য্যোধন!
আমার প্রভুর হস্তে
আর তোমার নিস্তার নাই।

কর্ণ।—তোমার প্রভু কোথায়?
শীঘ্র তা'কে
আমার নিকট আগমন ক'র্ত্তে বল।
আমরা ক্রীড়াগৃহে চল্লেম।

[গন্ধর্ব্বের প্রস্থান।

মহারাজ!
ও কা'র প্রেরিত দূত?

দুর্য্যো।—চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের।
সে পাপিষ্ঠ আমাদের এই দ্বৈতবন হ'তে
দূরীভূত ক'র্ত্তে চায়।

কর্ণ।—(তাচ্ছিল্যসহকারে)—হাঃ হাঃ হাঃ!

মূর্খের অশেষ দোষ।
চলুন আমরা ক্রীড়া করি গিয়ে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

দ্বৈতবনে কৌরব-স্কন্ধাবার।

বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ।—আমি
গন্ধর্ব্বটাকে পশ্চিমমুখে যেতে দেখেছি,
সে যেরূপ রেগে বোঁ বোঁ হ'য়ে গেছে
তা'তে বড় সন্দেহ হ'চ্চে।
যা'বার সময়
আমার দিকে আবার কট্‌মট্ ক'রে চেয়ে
সটান চ'লে গেছে।
ঐটেই আমার চোক বেঁধেছিলো.
এবারও হয় তো বাঁচুত্তো,
কিন্তু আমার রাগটা
এখন মহারাজের উপর দেখ্‌চি।
আমি দূর থেকে সব দেখেছি, সব শুনেছি,
মহারাজের কাজটা ভাল হয় নি।
লোকে কথায় বলে 'মেরে গন্ধর্ব্ব হোটাব'
এ যে সাক্ষাৎ গন্ধর্ব্ব।

(নেপথ্যে তূরীধ্বনি ও যুদ্ধ-কোলাহল)

(চমকিয়া)—এঁ্যা—ও কি!—কিসের গোল!
কি সর্ব্বনাশ!
গন্ধর্ব্বের পঙ্গপাল যে!
সাজে যে!—বা—যুদ্ধ উপায়!
ও দিকে আবার কি!
কৌরব, গন্ধর্ব্বে যুদ্ধ বেঁধে গেলো যে!
ইস্!—ভয়ানক যুদ্ধ যে!
ও আবার কি!—এঁ্যা—এঁ্যা,—
মেয়ের পালে
গন্ধর্ব্বেরা পাল পড়্‌লো যে!
হায় হায়!—হ'লো কি!
মেরে মক্কের মকা মকা যে যে!
ঐ যা,
মেকে মেকে গন্ধর্ব্বে [illegible] ধ্যাই দিলে যে,
আমি এখন্ কোন্ দিকে পালাই!
কেন ম'তে—ছাই—
পোড়া পঙ্গপালের [illegible] রে!

(নেপথ্যে পদশব্দ)

ও বাবা! পায়ের শব্দ শোনো,
কে আসে!—কে ও!
গন্ধর্ব্ব যে!
আমি না—আমি না!

বেগে আলুথালুবেশে বিদূষকপত্নীর প্রবেশ।

আমায় মেরো না, বাবা!—আমি না—
দোহাই বাবা!
বিদূ-পত্নী।—(সশব্যস্তে)—তুমি এখানে?
বিদূ।—দোহাই তোমার,
আমার কোন অপরাধ নেই,
আমায় ছেড়ে দাও।
বিদূ-পত্নী—এই যা সুযোগ,
এখন ছাড়্‌লে চলে কই?
বিদূ।—দোহাই গন্ধর্ব্বরাজ!
আমি তোমার ছেলের তুল্য,
পুত্রহত্যে ক'রো না,
তোমার পায়ে পড়ি,
আমি তোমার—
বিদূ-পত্নী।—ছি ছি, ছি ছি,
তুমি এ কি ব'লচো?
আমায় চিন্তে পাচ্চো না?
বিদূ।—তোমায় কে না চেনে?
যমও চেনে,
তা আমি তো আমি।
বিদূ-পত্নী।—দূর্ পোড়ারমুখো!
বিদূ।—(স্বগত)—কি, পোড়ারমু

গন্ধর্ব্বের মুখে এ কেমনতর কথা!
কে এ?
(ভাল করিয়া দেখিল)—আরে ছ্যাঃ—তুমি!

বিদূ-পত্নী।—চোকের মাথা খেয়েচো?

বিদূ।—গোলে প'ড়ে ঘোল হ'য়ে গেচি।
তা, ব্রাহ্মণি! এসেচো ভালই হ'য়েচে,
চল দৌড়ে পালাই।
দেখ চো তো কাণ্ডখানা?
(হস্ত ধরিয়া)—এসো এসো, ছুটে এসো।

বিদূ-পত্নী।—যা'বার কি আর পথ আছে,
ক্রমে ক্রমে শত্রুরা তেড়ে এলো যে!
তোমায় ধর্‌বার জন্ত
চাদ্দিকে গন্ধর্ব্ব ছুটেচে।

বিদূ।—(সভয়ে)—অ্যাঁ—আমায়!
তবে কি হ'বে—গেলেম যে!

বিদূ-পত্নী।—তুমি শীগ্‌গির এক কাজ কর,
এই তাঁবুর পর্দ্দাখানা গায়ে জড়াও,
জড়িয়ে এই খেনে প'ড়ে থাক,
ভয়ে কেঁপো না—ন'ড়ো না।

বিদূ।—তোমার উপায় কি হ'বে, ব্রাহ্মণি!
এস, দু'জনেই পর্দ্দাখানায় জড়িবুটি হই,
নৈলে বেঘোড়ে মারা যা'বে!

(নেপথ্যে পুনঃ কোলাহল)

বিদূ-পত্নী।—ঐ শোনো, ভয়ানক চীৎকার,
সব গেলো—সব গেলো,
তুমি আর দেরি ক'র না,
এক্ষুনি পর্দ্দাখানায় ঢুকে পড়;
আমার জন্তে ভয় নেই,
আমি দৌড়ে গিয়ে ঐ ঝোপটায় সুকুবো।

বিদূ।—অ্যাঁ—ঝোপে!
দুগ্ধফেননিভ শয্যায় ব্রাহ্মণী ঝোপে!

বিদূ-পত্নী।—এলো যে!

বিদূ।—এই ঢুকি।

(ভূপতিত একখানি পর্দ্দামধ্যে প্রবেশ)

বিদূ-পত্নী।—মুখটা ঢাকো।

বিদূ।—দম্ আট্‌কা'বে যে!

বিদূ-পত্নী।—তা আট্‌কায় আট্‌কা'বে,
নৈলে মাথাটা কচ ক'রে, কেটে ফেল্‌বে যে!

বিদূ।—(সভয়ে)—ও বাবা!
আচ্ছা, এই কচ্ছপাবতার হ'লেম।

(পর্দ্দামধ্যে মুখপ্রবেশকরণ)

বিদূ-পত্নী।—আমি ঝোপে ঢুকি গে।

বিদূ।—(পর্দ্দামধ্য হইতে)—হুঁ হুঁ।

বিদূ-পত্নী।—(স্বগত)—ও মা! এ কি!
গন্ধর্ব্বগুলো কে গো,
মেয়েগুলোকে ধ'রে কোথায় নিয়ে যাচ্চে!
আমাকে দেখ্‌লে লুটে নেবে,
পালাই—পালাই—ঝোপে ঢুকি।

[বেগে প্রস্থান।

বেগে শকুনির প্রবেশ।

শকুনি।—(সভয়ে)—
কেন ম'রে এমন কাজ ক'রেছিলেম,
এখন গন্ধর্ব্বের হাতে প'ড়ে যাই যে!
এখানে কে আছে?

বিদূ।—(পর্দ্দামধ্য হইতে)—ওই রে! ধ'রে রে!

(কম্পন)

শকুনি।—ওই এল, ওই এল, ধ'রে ধ'রে!
এটা কি?
এইটের ভিতর সুকুই।

(পর্দ্দা-উত্তোলন-চেষ্টা)

বিদূ।—(সভয়ে)—ওঁ—ওঁ—ওঁ!

শকুনি।—(সভয়ে)—অ্যাঁ!—এর ভিতর কি!
গন্ধর্ব্ব না কি!

বিদূ।—ওঁ—ওঁ—ওঁ!

শকুনি।—বাবা রে! বাবা রে!

(পলায়নোদ্যোগ)

বেগে শসস্ত্রে গন্ধর্ব্বগণের প্রবেশ।

১ম গন্ধর্ব্ব।—ধর ধর এ ব্যাটাকে।

শকুনি।—(সভয়ে)—আমি না—আমি না, ঐ ওর ভিতর।

(অঙ্গুলিদ্বারা পর্দ্দা-নির্দ্দেশ)

বিদূ।—(সভয়ে)—বাবা রে! গেলেম রে!

ম গন্ধর্ব্ব।—(সবিস্ময়ে)—
ও কি! দেখ দেখ।

(ইত্যবসরে শকুনির পলায়নোদ্যোগ)

তুমি কোথায় পালাও?
তোমরা একে ধর,
আমি ওটা কি দেখি।

(গন্ধর্ব্বগণকর্ত্তৃক শকুনিধারণ)

(পর্দ্দা তুলিয়া সহাস্যে)—আরে মর,
সেইটে যে হে!

২য় গন্ধর্ব্ব।—কোনটা হে?

১ম গন্ধর্ব্ব।—সেই বিটুলেটা!

২য় গন্ধর্ব্ব।—(দেখিয়া সহাস্যে)—আ-মর!
ধোক্ড়ার ভিতর বোক্ড়া চাল!—
হাঃ হাঃ হাঃ!

(সকলের হাস্য)

১ম গন্ধর্ব্ব।—দু'জনে মিলে পরামর্শ হ'চ্ছিল?
লুকিয়ে পার পা'বে—না?
(শকুনির প্রতি)—একে টেনে বা'র কর।

শকুনি।—আমায় ছেড়ে দেবে তা' হ'লে?

১ম গন্ধর্ব্ব।—দেবো।

শকুনি।—বুঝেচ গন্ধর্ব্ববীরগণ!
এই ব্যাটাই যত নষ্টের জড়;
এটাই দুর্য্যোধনকে পরামর্শ দিয়ে
তোমাদের দ্বৈতবনে ঘর বাঁধিয়েচে।
আমি কত নিষেধ ক'রেছিলেম,
ভ্রূক্ষেপও করে নি।
আয় ব্যাটা, বেরিয়ে আয়।

(আকর্ষণ)

বিদূ।—মামা!
এই কি তোমার মনে ছিলো।

শকুনি।—কে তোর মামা রে ছুঁচো?

বিদূ।—হা ভগবান্!
মামা! তুমি নিজে এই কাজ ক'রে
আমার ঘাড়ে চাপা'লে!
তা চাপা'বে বই কি,
তুমি যে দুর্য্যোধনের মামা শকুনি!

১ম গন্ধর্ব্ব।—কি কি, এই সেই শকুনি!
এরি কপটপাশায় পাণ্ডবগণ বনবাসী!

বিদূ।—আমি পৈতে ছুঁয়ে বল্‌চি,
এই সেই শকুনি মামা!

১ম গন্ধর্ব্ব।—(শকুনির প্রতি)—
ধিক্ তোমাকে!
তুমি কাপুরুষ!—নরাধম!
গন্ধর্ব্বরাজ আজ তোমায় পেয়ে
যা'র-পর-নাই সন্তুষ্ট হ'বেন।
কিন্তু অগ্রে আমরা সন্তুষ্ট হই।
তুমি নরাকার গর্দ্দভ।

বিদূ।—(বহির্গত হইয়া)—ঠিক্ ঠিক্!
ঐ আজ আমাদের সর্ব্বনাশের মূল!
(শকুনির প্রতি)—মামা!
তুমি আমায় না গর্দ্দভ ব'লেছিলে?
এখন কে গর্দ্দভ শুনলে তো!

শকুনি।—(১ম গন্ধর্ব্বের প্রতি)—বীরবর!
আমি কেন পাণ্ডবদের বনে পাঠা'ব?
তা'রা দুর্য্যোধনের দোষে বনে এসেছে,
আমি বরং তা'দের আজ কৌশলে
উদ্ধার করবো ব'লে এসেছি।

১ম গন্ধর্ব্ব।—বটে!
গন্ধর্ব্বের নিকট মনুষ্যের চাতুরী!
তুমি গর্দ্দভের ন্যায় অবস্থান কর।

শকুনি।—এবার ক্ষমা কর।

১ম গন্ধর্ব্ব।—তোমার মত পাপাত্মাকে ক্ষমা ক'রে
আমি ঈশ্বরের নিকট পাপী হ'ব।
যদি আমার আদেশ না পালন কর,
তবে এখনই মস্তক বিখণ্ড ক'রবো।

শকুনি।—(স্বগত)—পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত!
কি করি, প্রাণটার মায়া ছাড়তে পারি নি।

(প্রকাশ্যে)—এই নেও।

(গর্দ্দভের ন্যায় অবস্থিতি)

বিদূ।—মামা গো! কেমন!

১ম গন্ধর্ব্ব।—(বিদূষকের প্রতি)—

তুমি এই গর্দ্দভে আরোহণ কর।

বিদূ।—আজ্ঞে, সেটা কি ভাল?

হাজার হোক্, উনি মামা—

আমি ভাগ্নে।

মাপ করুন, এটি পার্‌বো না।

১ম গন্ধর্ব্ব।—তোমারও তবে মস্তক—

বিদূ।—(সভয়ে)—ও বাবা!

আচ্ছা আচ্ছা, চ'ড়্‌চি।

(শকুনির পৃষ্ঠে আরোহণ)

(স্বগত)—এ চড়ায় সুখ হ'ল না,

যদি এ যাত্রা মামা বাঁচে,

আর আমিও বাঁচি,

তা' হ'লেই বিভ্রাট!

হস্তিনায় গিয়ে মামা কি

আর আমায় আস্তো রাখ্‌বে!

তা কি করি,

এখন তো বাঁচি,

তা'র পর যা' হয় হ'বে,

হস্তিনায় আর কোন্ ব্যাটা যা'বে।

(প্রকাশ্যে)—মামা মহাশয়!

কিছু মনে ক'র্‌বেন না!

১ম গন্ধর্ব্ব।—(শকুনির প্রতি)—

কি পাশাপটু শকুনি মহাশয়!

আজ যে আপনার পোয়া-বারো!

শকুনি।—(স্বগত)—থাক্ ব্যাটারা!

একবার তোদের হাত এড়াতে পারে হয়,

তার পর টের্‌টা পাওয়াবো,

তোদেরও গাধা ক'রে পিঠে চ'ড়্‌বো।

১ম গন্ধর্ব্ব।—(অপর গন্ধর্ব্বগণের প্রতি)—

চল, প্রভুর নিকট

এই অদ্ভুত জন্তটো নিয়ে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

দ্বৈতবন—যুদ্ধভূমি।

চিত্রসেন ও গন্ধর্ব্বগণের প্রবেশ।

চিত্র।—বীরগণ!

এই স্থান সাবধানে রক্ষা কর সবে।

আমি দেখি কোথা দুর্য্যোধন;

পাণ্ডবারি দুরাচারে

যথোচিত দিব প্রতিফল।

দেবরাজ ইন্দ্র মোর সখা,

কৈলা মোরে অনুরোধ—

"শুন চিত্রসেন!

বনবাসী সস্ত্রীক পাণ্ডবে

মহাদর্পী পাপী দুর্য্যোধন

দেখাইতে ধনগর্ব্ব,

করিবারে মানখর্ব্ব,

উপনীত সদলে এ দ্বৈতবনে।

মিত্র চিত্রসেন!

অবিলম্বে তুমি

উপযুক্ত দণ্ড দাও দর্পী দুর্য্যোধনে,

সস্ত্রীক বাঁধিয়া

আন তা'রে আমার গোচরে।"

বীরগণ!

করহ শ্রবণ—

ইন্দ্রবাণী সুনিশ্চয় করিব পালন।

এবে দেখি কোথা সে পাতকী।

[চিত্রসেনের প্রস্থান।

এক রজ্জুতে শকুনি ও বিদূষককে পিঠ-মোড়া করিয়া বাঁধিয়া লইয়া অপর গন্ধর্ব্বগণের প্রবেশ।

একজন পূর্ব্ব-গন্ধর্ব্ব।—(সহাস্যে)—

এ দুটো কি?

বন্ধনরজ্জুধারী গন্ধর্ব্ব।—(সহাস্যে)—
ঘোড়া ঘোড়ার ডিম্!

বিদূ।—না না, চোরা ষাঁড়ের সঙ্গে
কপিলে ষাঁড়ও বাঁধা পড়েচে!

শকুনি।—(সকাতরে)—বাবু গন্ধর্ব্বচূড়ামণি!
আর কেন!—দম্‌আনিতে প্রাণ যায় যে!

বিদূ।—সদুঃখে স্বগত)—
"বড়র পিরীতি বালির বাঁধ,
ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ।"
সে কথা হাড়ে হাড়ে সত্যি,
এই এক্ষুণি এই গন্ধর্ব্বের ব্যাটারা
আমাকে যা'র পিঠে চড়া'লে,
আবার তা'র সঙ্গেই
পিঠমোড়া ক'রে বাঁধ্‌লে!
বড়র সঙ্গে, যে পিরীত করে,
বড়র কথায়, যে প্রত্যয় করে,
সে বোকা গুটিপোকা,
আপনার ফাঁদে আপনিই আটকে মরে।
দুর্য্যোধন মস্ত রাজা,
তা'র সঙ্গে পিরীত ক'রে
শেষে গন্ধর্ব্বের খর্পরে প'ড়্‌লেম;
আবার,
গন্ধর্ব্বেরা মস্ত বড় বলবান্,
আগে গাধার পিঠে চড়িয়ে
শেষে পিঠমোড়ায় দফা রফা ক'র্লে।
বাপ রে!—গেলেম রে!
হাত মড় মড় ক'চ্চে!
বড়র পিরীতের ভিটেয় ঘুঘু চরুক্!

(নেপথ্যে কোলাহল)

শকুনি।—(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—
বাপু দুঃশাসন!
তোমরা থাক্‌তে আমার এই দশা!

বেগে দুঃশাসনের প্রবেশ।

দুঃশা।—(সক্রোধে)—
আরে আরে গন্ধর্ব্ব নারকি!
মাতুলের হেন অপমান!
দেখি,
কে করে নিস্তার তো'সবায়,
আয় আয়!

(গন্ধর্ব্বগণের সহিত দুঃশাসনের অসিযুদ্ধ)
(ইত্যবসরে শকুনি ও বিদূষকের পলায়ন-চেষ্টা
কিন্তু ভূতলে পতন)

শকুনি।—বাপু! বন্ধন মোচন কর,
নৈলে ঘোড়া টানে হোঁচোট্ খেয়ে পড়ি!

দুঃশা।—কি ভয় মাতুল?
অসিতে কাটিব রজ্জু।

(তৎকরণ চেষ্টা)

গন্ধর্ব্বগণ।—(সরোষে)—কাট কাট,
এক ঘায় ত্রিমস্তক উড়াও আকাশে।

(দুঃশাসনকে আক্রমণ)

দুঃশা।—(বন্ধনরজ্জু মোচনের
অবকাশ না পাইয়া)—
আরে আরে, কাপুরুষগণ!
পুনঃ আক্রমণ?
এই বার মরিলি নিশ্চয়।

(শকুনি ও বিদূষককে ত্যাগ করিয়া
গন্ধর্ব্বগণের সহিত পুনর্যুদ্ধ)

[ইত্যবসরে শকুনি ও বিদূষকের
বন্ধনাবস্থায় পলায়ন।

[যুদ্ধ করিতে করিতে দুঃশাসন ও
গন্ধর্ব্বগণের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

দ্বৈতবন—যুদ্ধ-ভূমির অপর পার্শ্ব।

(সহসা গন্ধর্ব্বমায়ায় অন্ধকার, মেঘ, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, ঝটিকা ও বজ্রপাতের সৃষ্টি)

(নেপথ্যে ঘোরতর আর্ত্তনাদ ও কোলাহল)

বেগে দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যো।—(শশব্যস্তে)—
এ কি! এ কি! বিচিত্র ঘটনা!

চিত্রসেন গন্ধর্ব মায়াবী
মায়ায় সৃজিল অন্ধকার!
মায়া-মেঘ—মায়া-বৃষ্টি—মায়ার তড়িৎ—
মায়া-বজ্র পড়ে ঘোর রবে—
মায়া-ঝড় গর্জ্জি'ছে ভীষণ!
হুলুস্থুল চারি ধার,
মম সৈন্যে দারুণ চীৎকার!
কি হ'বে!—কি হ'বে!
কি করি উপায়!
কে কোথায়,
অন্ধকারে দেখিতে না পাই!
কোথা কর্ণ?—কোথা দুঃশাসন?
কোথা মোর নিরীহ মাতুল?
কোথা বিদূষক?
কাহারই না পাই সন্ধান,
গন্ধর্ব্বাস্ত্রে ত্যজিল কি প্রাণ!

(নেপথ্যে পদশব্দ)

(শুনিয়া)—কে আসে?—কে আসে?
দুরাচার চিত্রসেন?
ভাল হ'ল,
আয় আয়, কৌরবারি!

(অসি উত্তোলন)

বেগে দুঃশাসনের প্রবেশ।

আরে আরে চিত্রসেন!

(অস্ত্রাঘাতোদ্যোগ)

দুঃশা।—মহারাজ!—ক্ষান্ত হও,
চিত্রসেন নহি আমি,
অনুগত দুঃশাসন।
দুর্য্যো।—(দেখিয়া)—ভাইরে!
বিষম বিভ্রাট উপস্থিত,
মুহূর্ত্তে ঘটিল সর্ব্বনাশ!
কোথা নারীগণ?
কোথা মোর ভ্রাতৃবধূগণ?
দুঃশা।—মহারাজ!
সে দুঃখকাহিনী নিবেদিতে হৃদয় বিদরে!
চিত্রসেন গন্ধর্ব্বপাতকী
মায়া-জাল পাতি,
হরিয়াছে নারীগণে।
দুর্য্যো।—সে কি, ভাই! এ কি কহ!
কোথা ভানুমতী?
দুঃশা।—না পাই সন্ধান তাঁ'র।
দুর্য্যো।—(সক্রোধে)—কি এত স্পর্দ্ধা!
মায়াজীবী চিত্রসেন
কৌরব-কামিনীগণে হরে!
নাহি ডর ক্ষীণ-প্রাণে তা'র!
দুঃশাসন! তিষ্ঠ তুমি এই ঠাঁই;
দেখ,
শত্রু যেন না পালায় এই পথে।
আঁধারে সন্ধান করি'
বাঁধিয়া আনিব্রে চিত্রসেনে।

[বেগে প্রস্থান।

(নেপথ্যে আর্ত্তনাদ ও কোলাহল)

দুঃশা।—(শশব্যস্তে) ভয় নাই, কুরুসৈন্যগণ!
বধিয়া গন্ধর্ব্বগণে
উদ্ধার করিব তোমা' সবে।
দাঁড়া, রে গন্ধর্ব্বগণ!

[বেগে প্রস্থান।

বিপর্য্যস্ত-বেশে শকুনির প্রবেশ।

শকুনি।—(চতুর্দ্দিকে চাহিয়া হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক)
বাপ্! কি ভয়ানক অন্ধকার!
এখন কোন্ দিক্ দে পালাই?
দুঃশাসনের কল্যাণে তো বন্ধন মোচন হ'লো,
কিন্তু অন্ধকার মোচন করে কে?
কিছুই যে দেখ্তে পাই নি চোকে,
আবার দ্বিগুণ অন্ধকার বুকে!
এ আমি কোন্ দিকে এলেম?

বেগে বিদূষকের প্রবেশ ও শকুনির উদরোপরি পতন।

বাপ !—পেট গেলো যে !
কে রে !—কে রে।

(উভয়ের ভূতলে পতন)

বিদূ।—(সভয়ে)—ও বাবা !
আবার ঘুরে ফিরে গন্ধর্ব্বের হাড়কাঠে !
দোহাই বাবা !—দোহাই বাবা !

[গাত্রোত্থান করিয়া উভয়ের উভয় দিক্ দিয়া পলায়ন।

চিত্রসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে দুঃশাসনের পুনঃপ্রবেশ।

দুঃশা।—(সক্রোধে)—হয়, মান পরাজয়,
নয়, বিখণ্ড করিব পাপ-শির।
চিত্র।—একাই কি সে কার্য্য সাধিবে ?
ডাক তব শত ভ্রাতৃবীরে।
দুঃশা।—কি ! পরিহাস !
আয় আয়, দুরাচার !

(উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ)

[পরাজিত হইয়া দুঃশাসনের পলায়ন।

বেগে জনৈক গন্ধর্ব্ব-সৈন্যের প্রবেশ।

গন্ধর্ব্ব-সৈন্য।—প্রভো !—প্রভো !
বিষম বিভ্রাট উপস্থিত,
মহাবীর কর্ণের শায়কে
শায়িত সমর-ক্ষেত্রে গন্ধর্ব্বনিকর,
উদ্ধশ্বাসে প্রাণভয়ে
অনেকে পালায় চারিধারে।
কি ক'ব কর্ণের বীরপণা,
হেন ভাষা শিখি নাই আজো ;
একা কর্ণ কোটি বীর যেন,
রণভূমে প্রলয়াবতার !

(নেপথ্যে কোলাহল)

(সভয়ে)—হের হের, প্রভো !
ঐ সেই গন্ধর্ব্ব অশনি।—
ঐ সেই কর্ণ বীর !
বাঁচাও গন্ধর্ব্বগণে এ কাল-সময়ে।
চিত্র।—কেন হেন ভয় ভাব মনে ?
চিত্রসেন সনে
সামান্য মানুষ কর্ণ করিবে সংগ্রাম ?
হের এই—ঘুচাইব কর্ণনাম।

বেগে কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ।—গুরুর প্রসাদে
মম শরে লক্ষ লক্ষ গন্ধর্ব্ব আহত,
কত লক্ষ পলাইল ভয়ে ;
দেখি আরো কত কোথা আছে।
এই যে গন্ধর্ব্ব হেথা !

[গন্ধর্ব্ব-সৈনিকের পলায়ন

চিত্র।—সাবধান !
কেন ভূমে ধনুর্ব্বাণ।
কর্ণ।—(সহাস্যে)—জানি আমি,
নির্ব্বাণের কালে দীপ তেজে জ্বলি' উঠে।
চিত্র।—(সপরিহাসে)—
মোরো জানা আছে—
জ্বলন্ত অনলে কীট নিজে আসি' পড়ে।
কর্ণ।—কিবা নাম তোর, ওরে জ্বলন্ত অনল ?
চিত্র।—চিত্রসেন।
কর্ণ।—ধন্য আমি,
এতক্ষণে আশা-যজ্ঞে মোর
পূর্ণাহুতি হ'বে।
রে পাপিষ্ঠ !
তোর স্বষ্ট মায়া-অন্ধকারে
বিখণ্ড করিব তোরে,
আলোকের রেখা না পা'বি দেখিতে আর।
আয় আয় দুরাচার !
চিত্র।—কর্ণ !

নিজ ইষ্টদেবে স্মরু একবার।

(উভয়ের ধনুর্যুদ্ধ)

কর্ণ।—(শূন্যতূণ হইয়া স্বগত)—কি বিভ্রাট!
নাহি তূণে একটিও বাণ।
অহো!
গন্ধর্বের শরে হইল জর্জর অতি।
যা'ই হোক,
তথাপি বধিব চিত্রসেনে।
(ধনুঃ উত্তোলন করিয়া)—
আরে আরে চিত্রসেন!
তূণে মোর নাহি বাণ,
ধনুর্ঘায় ল'ব তোর পাপপ্রাণ।

(উভয়ের পুনর্যুদ্ধ)

[পরাজিত হইয়া কর্ণের পলায়ন।

চিত্র।—কি হে কর্ণ!
তব পাপ-আশা-যজ্ঞে
এই কি হে পূর্ণাহুতি!
পৃষ্ঠ দেখাইয়া পলাইলে ঊর্দ্ধশ্বাসে!
ভীতবক্ষে নাহি এতি শর,
দাও রড়, বাঁচাও অসার প্রাণ।
এই বার দুর্য্যোধন বাকি,
নিশ্চয় বাঁধিব তা'রে।
দেখি কোথা সে পাতকী।

[বেগে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

দ্বৈতবন—দুর্য্যোধনের পটগৃহ-সম্মুখ।

(অন্ধকার, ঝড়, বৃষ্টি ইত্যাদি)

দুর্য্যোধন ও ভানুমতী।

দুর্য্যো।—ভয় নাই,
কি হেতু উতলা এত, প্রিয়ে!
সাহসে বাঁধিয়া বুক তিষ্ঠ মোর পাছে।
গন্ধর্বের কিবা সাধ্য আসিবে হেথায়?
কাপুরুষ দুর্য্যোধন?

(নেপথ্যে কোলাহল)

গন্ধর্ব-সৈন্যের সহিত বেগে চিত্রসেনের প্রবেশ।

(ভানুমতীর হস্ত ধারণ করিয়া
চিত্রসেনের প্রতি)—
আরে আরে পাপী চিত্রসেন!
দূরে যা' সম্মুখ হ'তে,
নতুবা মরণ সুনিশ্চয়।

চিত্র।—দুর্য্যোধন!
ধিক্ তোরে শত বার,
পাপিষ্ঠ!
দূতে মোর কৈলি অপমান,—
এই বার প্রতিশোধ তা'র,
হতমান করিব নিশ্চয়।
শুনিয়াছি লোকমুখে—
'মহামানী দুর্য্যোধন';
এই বার ঘুচা'ব সে কথা,
তবে সে ঘুচিবে মোর ব্যথা।
কাপুরুষ!
চিত্রসেন থাকিতে জীবিত,
পাণ্ডবাপমান না সবে ধরণী।

দুর্য্যো।—অহো!
এতক্ষণে বুঝিয়াছি—
পাণ্ডবের ভৃত্য চিত্রসেন!
পাণ্ডবের অসার আদেশে
কাপুরুষ চিত্রসেন ধরে ছার প্রাণ।
পাঠা তোর প্রভু যুধিষ্ঠিরে,
প্রভুভ্রাতা ভীমার্জ্জুনে;
দুর্য্যোধন ভৃত্যসনে নাহি যুঝে,
সেটা মোর পক্ষে অপমান।

চিত্র।—(সহাস্যে)—
আত্ম-অভিমানী দুর্য্যোধন!
বৃথা বাক্যে কিবা প্রয়োজন?
জান না কি—
ভৃত্য আগে—প্রভু সে পশ্চাতে?
(গন্ধর্ব্বগণের প্রতি)—শুন, বীরগণ!
দুর্য্যোধন পত্নীভয়ে না করিবে রণ,
মহামানী মনে মনে
বিনা রণে মানিয়াছে পরাজয়;
ভাল হ'লো,
রজ্জু দিয়া বাঁধ দুর্য্যোধনে।
দুর্য্যো।—(সরোষে)—কি, পাপিষ্ঠ!
দুর্য্যোধন মানিয়াছে পরাজয়?
রজ্জু দিয়া করিবি বন্ধন?
(ভানুমতীর প্রতি)—প্রিয়ে!
অন্তরালে যাও তুমি,
হের, পতিহস্তে চিত্রসেন-পরাজয়।

[ভানুমতীর প্রস্থান।

চিত্র।—(গন্ধর্ব্বগণের প্রতি)—বীরগণ!
ভানুমতী না পালায় যেন,
এক কারাগারে পতিপত্নী র'বে আজ।
যাও, ত্বরা ধর ভানুমতী,
কিন্তু, না করিও উৎপীড়ন।

[দুইজন গন্ধর্ব্বের প্রস্থান।

দুর্য্যো।—(সরোষে)—কি বারকি!
পতিপত্নী এক কারাগারে!
যমাগারে পাঠাইব তোরে!

(উভয়ের অসিযুদ্ধ)

চিত্র।—ক্লান্ত কি হ'য়েছ, বীর!
ফেল তবে ভূমে অসি,
মাগ ক্ষমা—মান পরাজয়।
দুর্য্যো।—এ জীবনে নয়।

(ঘোরতর যুদ্ধ ও দুর্য্যোধনের মূর্চ্ছা)

চিত্র।—বাঁধ পাপী দুর্য্যোধনে;
ল'য়ে চল লৌহ-কারাগারে।
(উচ্চৈঃস্বরে)—কোথা ভানুমতী?
(নেপথ্যে জনৈক গন্ধর্ব্ব)—হেথা, প্রভু!
চিত্র।—উহারেও ল'য়ে চল।

[মূর্চ্ছিত দুর্য্যোধনকে লইয়া
সকলের প্রস্থান।

বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ।—(সরোদনে)—
হায় হায়, কি হ'লো গো!
ঝোপেও গন্ধর্ব্বের কোপ!
হা ব্রাহ্মণি! তুমি কোথায় গেলে!
এক যাত্রায় পৃথক্ ফল—হায় হায়!
এখন কেঁদেই বা কি করি!
শাস্ত্রে লেখে—"বিপদি ধৈর্য্যম্।"
আঁক পাঁক ক'রে সব ফাঁক্ হ'বে,
তা'র চেয়ে এক কাজ করি,
মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে যাই,
তিনি দুর্য্যোধনের মত কড়া লোক ন'ন,
দয়ার অবতার ব'ল্লেই হয়।
তাঁ'কে মনের দুঃখু জানাই।
(ভাবিয়া,—না,
পতির মুখে পত্নীহরণটা—ছ্যা!
বরং স-পত্নী দুর্য্যোধন-হরণের কথাটা বলি,
ঝিকে মেরে বৌকে শেখানই কাজের কথা।
দোহাই মা কালি!
আমার হারানিধি ব্রাহ্মণীকে যেন ফের
পাই ফিরে;
তোমায় জোড়া মোষ দেবো, মা!
ব্রাহ্মণি!—ব্রাহ্মণি!—ব্রাহ্মণি!

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

—•—

প্রথম দৃশ্য।

দ্বৈতবনের অপর পার্শ্ব—যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞকুটীর।

যজ্ঞসামগ্রী-হস্তে যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

যুধি।—আহা, কাতর ব্রাহ্মণ
যে ভাবে কহিল কথা,
হৃদয়ে বাজিল ব্যথা অতি!
ভাই দুর্যোধন গন্ধর্ব্বের কারাগারে!
অন্তঃপুরবাসিনী রমণীনিচয়
আকুলহৃদয় উৎপীড়নে!
মৃগয়ায় আসি'
বিপন্ন হইল শত ভ্রাতা!
বিপ্রমুখে শুনি' এ বারতা
আকুল হইল মোর প্রাণ।
যা'ই হোক্,
এখনি ইহার প্রতিকার করা চাই;
নহে আমি অধার্ম্মিক হ'ব,
কিরূপে দেখা'ব মুখ ধার্ম্মিক-সমাজে?
ভাই হ'য়ে ভেয়ের দুর্দ্দশা
যুধিষ্ঠির কেমনে দেখিবে?
কেমনে সহিবে হেন ভ্রাতৃ-অপমান?

দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপদী।—মহারাজ!
এ কি চিন্তা? এ কি ভাব?
সহসা প্রসন্ন-মুখ বিষণ্ণ কি হেতু?
পূজা যাগে বিঘ্ন কি ঘটিল?
যুধি।—দেবি!
তা'র চেয়ে বিপদ্ আজি হে।
পত্নী-সনে ভাই দুর্যোধন
চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের লৌহ-কারাগারে!
দ্রৌপদী।—(সবিস্ময়ে)—সে কি! সে কি!
রাণী ভানুমতী লৌহ-কারাগারে!
রাজা! রাজা!
এখনো নিশ্চিন্ত তুমি?
ছি ছি, কি লজ্জার কথা—
তব ভ্রাতৃজায়া গন্ধর্ব্বের কারাগারে!
ধর্ম্মরাজ! এ কি ধর্ম্ম তব?
যুধি।—পাঞ্চালি!
তব সম আমারো হৃদয়
অস্থির হ'য়েছি অতি;
নিশ্চিন্ত নহিকো আমি,
সপ্ত-সিন্ধু-সম মম চিন্তা উথলি'ছে।
স্থির হও, দেবি!
অবিলম্বে প্রতীকার করিব ইহার।
কোথা ভীম? কোথা অর্জ্জুন?
কোথায় নকুল? সহদেব কোথা?
দ্রৌপদী।—দেখি দেখি কোথা তাঁ'রা।

[বেগে প্রস্থান।

যুধি।—চিত্রসেন!
ভাল কাজ কর নাই তুমি,
ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠতাত মোর,
জ্যেষ্ঠতাত-জায়া সে গান্ধারী,
সে দোঁহার শত পুত্রে রাখ কারাগারে?
ছি ছি, যুধিষ্ঠির বর্ত্তমানে
শত শত কৌরব-কামিনী
কাঁদে হাহাকারে গন্ধর্ব্বের কারাগারে?

ভীম ও অর্জ্জুনের প্রবেশ।

ভীমার্জ্জুন।—মহারাজ! করি প্রণিপাত।
যুধি।—করি আশীর্ব্বাদ,—
চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের জয়শ্রী করহ লাভ আজি।
ভীম।— এ কি আশীর্ব্বাদ!
মর্ম্ম যে বুঝিতে নারি কিছু।
চিত্রসেন গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর
আমা' সবাকার হিতকারী;
তাঁহারি কৃপায়
দ্বৈতবনে আছি মোরা সুখে,
তবে কেন হেন আশীর্ব্বাদ?

যুধি—পাঞ্চালীর সনে দেখা বুঝি হয় নাই ?
ভীম।—না, মহারাজ।
যুধি।—তাই তুমি শোনো নাই বিপদ-কাহিনী।
ভাই বৃকোদর!
আমাদের ভ্রাতা দুর্য্যোধন
চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের লৌহ-কারাগারে।
ভীম।—মিত্র চিত্রসেন
করিয়াছে মিত্রোচিত কাজ।
তবে কেন হেন আশা তব, মহারাজ ?
শুনিয়াছি মুনিগণ-মুখে,
পাপ কলিযুগে
পাপাত্মা মানবগণ অধর্ম্মী হইবে,
হিতৈষীর করিবে অহিত ;
আজিই কি সূত্রপাত তা'র
তোমা হ'তে, ধর্ম্মরাজ ?
যুধি।—ভাই!
তোমরা যেমন মোর,
সুযোধনো তাই।
তোমাদের বিপদ্ দেখিলে
যেইরূপ কাঁদে মোর প্রাণ,
সুযোধনে বিপন্ন হেরিলে,
সেইরূপ হই রে আকুল।
ভীম।—কে জানে, অগ্রজ!
কিবা তব ভ্রাতৃস্নেহ!
যুধি।—ভীম!
অগ্রে বিশেষরূপ বোঝো,
তা'র পর—
ভীম।—মহারাজ!
আমি না বুঝে এমন কথা কখন বলি নি।
আমরা বদ্ধপরিকর হ'য়ে
অশ্ব হস্তী রথ ও সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক
বহুযত্নে যে কার্য্য ক'র্ত্তেম,
আজ গন্ধর্ব্বেরা তা' সম্পন্ন ক'রেছেন।
মনুষ্যের সকল মনোরথ সফল হয় না,
তা'রা মনে মনে একরূপ ভাবে,
কিন্তু কার্য্যে অন্যরূপ ঘ'টে থাকে ;
কপটাচারী দ্যূতবেদী ধৃতরাষ্ট্রের
দুর্ম্মন্ত্রণার ফল এই।
সকলেই জানে যে,
যা'রা অক্ষম ব্যক্তির প্রতি দ্বেষ করে,
অবশ্যই তা'রা অন্য কর্ত্তৃক
তা'র উপযুক্ত প্রতিফল প্রাপ্ত হয়।
অদ্য গন্ধর্ব্বেরা
আমাদের সমক্ষে
এই অলৌকিক কার্য্য করেন।
এ আমাদের পরম সৌভাগ্য যে,
আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি
ভূমণ্ডলেও আছেন।
আমরা স্বচ্ছন্দে নিশ্চেষ্ট আছি,
কিন্তু আমাদের এই গুরুভার
অন্য লোকে অনায়াসে বহন ক'র্লে।
যে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন মনে ক'রেছিল—
নিজে পরমসুখে কালক্ষেপ ক'র্বে,
আর আমরা শীত আতপ বাত বর্ষায়
নিরতিশয় ক্লেশপরম্পরায়
নয়নাশ্রুতে সিক্ত হ'য়ে সময় যাপন ক'র্বো,
অদ্য সেই অধর্ম্মাচারী দুর্য্যোধন,
স্বচক্ষে নিজের পরাভব প্রত্যক্ষ করুক্ ;
তা'র স্বভাবানুবর্ত্তী লোকেরাও
অদ্য দন্তে তৃণ ধারণ ক'রে
আপনার নিকটে আসুক।
আমি মুক্তকণ্ঠে ব'ল্‌ছি—
কুন্তীতনয়েরা অনৃশংস,
কিন্তু ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ অধার্ম্মিক।
যুধি।—ভীম!
এ সময়ে এরূপ ব্যবহার করা
পুরুষের উচিত নহে।
বৃকোদর!
কৌরবগণ এক্ষণে দুরবস্থাগ্রস্ত,
তবে তুমি কিরূপে
এরূপ বাক্য প্রয়োগ ক'চ্চ ?
দেখ,

জ্ঞাতিভেদ, জ্ঞাতিবাদ ও জ্ঞাতিবৈর
সর্ব্বদাই ঘটে থাকে বটে,
তথাপি কুলধর্ম্ম কদাচ নির্ম্মূল হ'বার নয়।
যদি অপর কোন ব্যক্তি
বংশের অনিষ্ট-চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়,
তা' হ'লে
সেই সৎকুলজাত ব্যক্তিদের কর্ত্তব্য যে,
তাঁ'রা একমতাবলম্বী হ'য়ে
পরকৃত দৌরাত্ম্যের প্রতীকার করেন;
তা সুযোধন তো আমাদের ভ্রাতা।
তবে বল দেখি, ভাই!
যে গন্ধর্ব্বেরা সুযোধনকে অপহরণ
এবং বলপূর্ব্বক
অবলাগণকে গ্রহণ ক'রে
আমাদের কুলে কলঙ্কার্পণ ক'চ্ছে,
এ সময়ে তোমাদের সজ্জিত হ'য়ে
সেই গন্ধর্ব্বগণের বিরুদ্ধে
উত্থিত হওয়া উচিত নয় কি?

ভীম।—(নীরব)

যুধি।—ভীম! নীরব হ'য়ে রৈলে যে?

অর্জ্জুন।—মধ্যম সহোদর!
ধর্ম্মরাজ যা' যা' বল্লেন,
এক্ষণে আমাদের তা'ই করা উচিত।
আমার নিবেদন,
আর আপনি কোনরূপ আপত্তি—

ভীম।—না, ভাই!
আর আমার আপত্তি নাই।
অর্জ্জুন!
অবিলম্বে প্রস্থান করি চল।

যুধি।—ভীম!
তোমার চিত্তপরিবর্ত্তনে সন্তুষ্ট হ'লেম।
তুমি অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের সহিত
মিলিত হ'য়ে গন্ধর্ব্ব-হস্ত হ'তে
সুযোধনকে মোচন কর।
দেখ, ভীম! দেখ, অর্জ্জুন!
যদি আমার যজ্ঞ আরব্ধ না হ'ত
তা হ'লে আমি স্বয়ং [illegible] হ'তেম।
এক্ষণে তোমরা [illegible] ক'রে
সুযোধনকে গন্ধর্ব্ব হস্ত হ'তে মুক্ত কর;
যদি তা'তে কৃতকার্য্য না হও,
তবে অসমান বলপ্রকাশ ক'রে
কার্য্য সাধন ক'র্‌বে;
তা'তেও যদি সফলমনোরথ না হও,
তবে সমস্ত উপায় উদ্ভাবন ক'রে
শত্রুকে শাসনপূর্ব্বক
সুযোধনকে পরিত্রাণ ক'র্‌বে।
এস, ভ্রাতৃগণ!
ধর্ম্মের কৃপায় তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হউক।
(যুধিষ্ঠিরকে উভয়ের প্রণাম)
[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দ্বৈতবন—সরস্বতীনদীতট।

দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপদী।—মা সরস্বতি!
তুমি দেবনদী!
আমার মনোবাঞ্ছা পুরাও, মা!
দেবতার কার্য্য কর, জননি!
(ধ্যানোপবেশন)

গান করিতে করিতে অনেক৷ ঋষি-কন্যার প্রবেশ।

ঋষি-কন্যা।—(গীত)
ব'হে যা, মা দেবনদি! কলকল গানে।
ঢেলে দে মা, সুধাধারা তৃষাতুর-প্রাণে॥
চ'লে যা, মা, ধীরে ধীরে,
ব'লে দে, মা, দুখিনীরে,—
কত দিন আঁখি-নীরে বসি' তোর তীরে—
ভাসিবে দ্রৌপদী রাণী আকুল নয়ানে?
(কথায়)—মা! তুমি কি ভাব্‌ছো?

দ্রৌপদী।—বাছা আমার! মা আমার!
আমার মত একটি অভাগিনী
আজ অকূল বিপদ-সাগরে ডুবেছে,
তাই তা'র উদ্ধারের জন্ত
দেবী সরস্বতীর রাঙা পা দু'খানি ভাব্‌চি।

ঋষিকন্যা।—তোমার চেয়েও অভাগিনী আছে?

দ্রৌপদী।—আছে।

ঋষিকন্যা।—সে কে, মা?

দ্রৌপদী।—ভানুমতী।

ঋষিকন্যা।—ভানুমতী অভাগিনী!
তাই তোমায় বনবাসিনী করেছে—না?

দ্রৌপদী।—বাছা!
আমি না হয় স্বামিসঙ্গে বনবাসিনী,
সে যে আজ স্বামিসঙ্গে কারাবাসিনী।

ঋষিকন্যা।—খুব হ'য়েছে,
যেন সাত জন্ম তাই থাকে।

দ্রৌপদী।—ছি, মা!
অমন কথা ব'ল্‌তে নেই।
বরং এস, আমরা দু'জনে মিলে
তাঁ'র মঙ্গলের জন্ত
দেবনদী সরস্বতীর স্তবগান করি।

ঋষিকন্যা।—না, আমি ও গান গা'বো না।
তার চেয়ে আশ্রমে যাই।

(গমনোদ্যোগ)

দ্রৌপদী।—তবে আর তোকে আমি
নৈবেদ্যের ফল দেবো না।

ঋষিকন্যা।—না মা, না মা,
আচ্ছা, গান গাচ্ছি!

উভয়ে।— (স্তবগীত)
জয় দেবি! জয় দেবি! দেবতটিনি!
পূতশীতস্বচ্ছনীরা জীবজীবনদায়িনি!
অমর-নিকর-পূজ্য-জননি,
দীনহীন তাপি-পাপি-পাবনি,
মা! মা! মা! মা!—
বাসনা মম কর পূরণ, কোকিল-কল-নাদিনি!

যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

যুধি।—দেবি!
ভীমার্জ্জুন আদি চারি ভাই
সম্মত হইয়ে মোর ভাবে,
উদ্ধারিতে গেল সুযোধনে।
ভানুমতী আদি নারীগণ
হস্তিনায় যা'বে নির্ব্বিবাদে।

দ্রৌপদী।—মহারাজ!
সরস্বতী দেবীর প্রসাদে
পূরে যেন মনস্কাম।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

দ্বৈতবন—গন্ধর্ব্ব-কারাগার।

প্রস্তরবক্ষে ও আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত
শকুনি ভূতলে শায়িত।
ধীরে ধীরে বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ।—(স্বগত)—বাপ্‌! যেন যমের বাড়ী!
অন্ধকারে চাক্‌ভাঁউরি লাগ্‌লো যে!
তা লাগুক্‌, আর ভয় নেই,
এখনি আমার আলোমুখীর দেখা পা'বো।
কথায় বলে, সাধ্‌লেই সিদ্ধি—সে কথা ঠিক্‌;
আমি পরমদয়ালু যুধিষ্ঠিরকে সাধ্‌লেম,
আর অম্নি সিদ্ধি।
ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব
এই চার জনে
কি অদ্ভুত বীরত্ব দেখালে—বা!
নতুন কাণ্ড—গন্ধর্ব্বের গন্ধর্ব্ব ছুটে গেলো!
সাতগুষ্টি চিত্রসেন গন্ধর্ব্বটা
পচা ঘোলের হোকে প'ড়ে
হাবুডুবু খেয়ে অস্থির,
বাবা! এতো আর শকুনি মামার ভাগে নয়,

এ ধর্ম্মরাজের
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম চার ভাই,
ব্যাটার গন্ধর্ব্ব! কোন্ দিকে পালা'বি?
আমা' হ'তেই আজ দুর্য্যোধনের উদ্ধার হ'লো,
মেয়ে গুলো হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলো,
সবাই রক্ষে পেলে—সবাই রক্ষে পেলে;
কিন্তু, মা কালি!
শকুনি মামা যেন রক্ষে না পায়,
তা' হ'লেই সর্ব্বনাশ!
গাধাচড়ার শোধ নেবে!
নাক কাণ কেটে বোঁচা কোর্‌বে।
(চিন্তিয়া)—ছাই কোর্‌বে।
আমি কি আর হস্তিনায় যা'বো?
ব্রাহ্মণীকে নিয়ে একেবারে কাশীবাসী।
ও তিন চার্‌টে ঘরে তো
ঘরণীকে পেলেম না,
এই ঘরটায় একবার খুঁজে পেতে দেখি।

(ইতস্ততঃ অন্বেষণ)

প্রিয়ে উষামুখি!—থাক তো সাড়া দাও।
ওই যে আমার হৃদয়মোহিনী শুয়ে গো,
আ-মরি মরি! হোঃ!—
ধূল্যবলুণ্ঠিত কায়া!
যেন অন্ধকারের ছায়া!
হায় হায়, এ কি!—হা কষ্ট! হা কষ্ট!
নিবিড় নিতম্বে জগদ্দল পাথর!
দারুণ গ্রীষ্মে
আপাদমস্তক বেতবস্ত্রে বিমুক্তিত!
হায় হায়, যেন জমাট বরফের চাঁই গো!
ধিক্ গন্ধর্ব্বগণ,
অবলার প্রতি
কি এই রূপেই বলপ্রকাশ ক'র্ত্তে হয়?
তোর জগদ্দল পাথরের নিকুচি কোরে।

(বক্ষঃ হইতে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ)

প্রিয়ে অম্লমধুরমুখি!—কটু-কষায় বচনে!
তিক্তলবণরসনে! ঝাড়িমোড়িতদশনে!
উত্তিষ্ঠ জাগ্রতা ভব!
প্রাণময়ি! মানময়ি! ছাড় মান,
কর গাত্রোত্থান।

(অঙ্গাচ্ছাদিত বস্ত্রমোচন)

(দেখিয়া সভয়ে)—অ্যাঁ! কে রে!

শকুনি।—(সরোষে গাত্রোত্থান করিয়া)—
এখানেও পরিহাস!

(বিদূষকের হস্তধারণ)

বিদূ।—(সভয়ে, স্বগত)—ও বাবা!
মাগ নয়, মামা!
এইবার একলা পেয়ে দফা রফা করে রে!
(প্রকাশ্যে)—মামা,
আমার ষোল আনা ঝক্‌মারি হ'য়েছে,
ক্ষমা ঘেন্না করুন্।

শকুনি।—(সরোষে)—পাষণ্ড! নরাধম!

বিদূ।—পাঁচ শো বার,
নৈলে
মামাকে ব'ল্লেম কি না ভাগের মাগ!—ছি!

(নেপথ্যে কোলাহল)

মামা মশায়! সর্ব্বনাশ হ'লো আবার,
কোলাহল শুনচেন?

শকুনি।—(সভয়ে)—অ্যাঁ!—আবার!
(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—
অ্যাঁ!—ভীম যে!
বাবা! গদা!

[বেগে প্রস্থান।

বিদূ।—আপদ্ গেলো! হাঃ হাঃ হাঃ!
মামা বেটা ছুটচে দেখ—
যেন কোলা ব্যাঙ্ লাফাচ্ছে!
ও কি মেয়ের পাল যে!
খালাস হ'য়ে আঁতুড় ঘর থেকে—ও বিন্দু!—
কারাগার থেকে পিঁপড়ের সার বেরুচ্চে!
(সাহ্লাদে)—আরে ওই যে—ওই যে—
চাঁদের হাটে আমার সাধের রাহু!
ব্রাহ্মণি, ব্রাহ্মণি, দাঁড়াও দাঁড়াও।

[বেগে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

দ্বৈতবন—যুধিষ্ঠিরের বজ্রকুটীর।

...ির ও দ্রৌপদী।

যুধি।—(পূজা সমাপন করিয়া)—নারায়ণ! কৃষ্ণ!
আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।
(উভয়ের প্রণাম)
(নেপথ্যে পদশব্দ)
(শুনিয়া)—এই যে, এই যে সুযোধন।

ভীম, অর্জ্জুন, দুর্য্যোধন, ভানুমতী ও জনৈক গন্ধর্ব্বদূতের প্রবেশ।

সুযোধন! এস এস, ভাই!
এ কি! এ কি! ভীম! অর্জ্জুন! এ কি!
সুযোধনের বন্ধনরজ্জু এখনো মোচন কর নি!
অতি গর্হিত কার্য্য হ'য়েছে।
(স্বহস্তে বন্ধনমোচন)

দুর্য্যো।—(লজ্জায় নিরুত্তর)

দ্রৌপদী।—ভগিনি ভানুমতি!
(হস্ত ধারণ করিয়া)—দুঃখিত হ'য়ো না,
বিধাতার ইচ্ছায় যা হ'বার তা' হ'য়েছে,
তিনিই আবার দুঃখমোচন ক'র্বেন।
আজ আমাদের এই সামান্যকুটীরে বিশ্রাম ক'রে
আগামী কল্য গৃহে গমন ক'র।

ভানুমতী।—(লজ্জায় নিরুত্তর)

যুধিষ্ঠির।—সুযোধন!
জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় কেমন আছেন?
দেবী গান্ধারী কেমন আছেন?
রাজ্য ও প্রজাগণের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল তো?
তুমি কবে দ্বৈতবনে এসেছিলে?
কেন গন্ধর্ব্বপতি চিত্রসেনের সহিত
তোমার যুদ্ধ সংঘটিত হ'লো?

দুর্য্যো।—সে কথা ব'ল্‌তে ইচ্ছা করি না।

গন্ধর্ব্ব।—কেন ব'ল্‌বেন না?
তবে বোধ হ'চ্চে—
আপনার ইচ্ছা গন্ধর্ব্বেশ্বর চিত্রসেনকে
দোষী সাব্যস্ত করা?
(যুধিষ্ঠিরের প্রতি)—মহারাজ! শ্রবণ করুন,
রাজা দুর্য্যোধন নিতান্ত কুচক্রী,
ইনি আপনাদের বনবাসজনিত দুঃখে
নিতান্ত সন্তুষ্ট,
আপনাদের দুর্দ্দশা দর্শন ক'র্বার জন্য
স্বগণের সহিত দ্বৈতবনে এসেছিলেন।
এঁর এবং এঁর পত্নী ভানুমতীর ইচ্ছা
আপনাদের এবং দেবী দ্রৌপদীকে
মর্ম্মান্তিক অপমান আর পরিহাস করা।
দেবরাজ ইন্দ্র তা' অবগত হ'য়ে
আমাদের প্রভু চিত্রসেনকে
এদের অহঙ্কার চূর্ণ ক'র্ত্তে আদেশ করেন।
আমাদের প্রভুও যথোচিত কার্য্য ক'রেছেন।

ভীম।—চিত্রসেন আমাদের পরম বন্ধু,
বন্ধুর উপযুক্ত কার্য্যই ক'রেছেন।

যুধি।—ভীম! ক্ষান্ত হও,
মর্ম্মাহতের মর্ম্মে আর আঘাত ক'র না।
ভাই সুযোধন!
বধূমাতা ভানুমতি!
চিত্রসেনের সমস্ত অপরাধ
আমি গ্রহণ ক'র্লেম।

ভীম।—কি আশ্চর্য্য, মহারাজ! বলেন কি!
চিত্রসেন অপরাধী!
আর এই দুর্য্যোধন আমাদের হিতৈষী!
অমৃত বিষ আর বিষ অমৃত!

যুধি।—বৃকোদর! রুষ্ট হ'য়ো না—শোনো—
সুযোধন এখনও বালক,
বালকের অপরাধ গ্রহণ ক'র্ত্তে নাই।

দুর্য্যো।—(স্বগত)—হা অদৃষ্ট! এও শুন্‌তে হ'ল,
এ অপেক্ষা আমার মৃত্যু শ্রেয়স্কর।
চিত্রসেন!
কেন তুমি আমায় নিহত কর নাই?

যুধি।—অর্জ্জুন!
যাও, সুযোধনের বিশ্রাম-স্থান ঠিক কর।

দ্রৌপদি!
তুমি বধূমাতা ভানুমতীকে
কুটীরমধ্যে নিয়ে যাও।
আর আর সকলে কোথা?

ভীম।—এখানে দাঁড়া'বার স্থান কোথা?
সকলকে আশ্রমের বহির্ভাগে রেখে এসেছি।

যুধি।—ভাল কর নাই;
যাও সকলকে বিধিমত আদর অভ্যর্থনা কর।
আমিও পূজা সাঙ্গ ক'রে যাচ্ছি।

ভীম।—মহারাজ!
আদর অভ্যর্থনার জন্য
অর্জ্জুন গেলেই ভাল হয়।

যুধি।—কেন, তুমি?

ভীম।—আমি আপনার সুযোধনকে
এবং পৃথিবীর দুর্য্যোধনকে অভ্যর্থনা করি।

দুর্য্যো।—(স্বগত)—হা ভাগ্য! মর্ম্মান্তিক শ্লেষ!
ভীম! শ্লেষ-ক্লেশ কখনই সহ্য ক'র্‌বো না,
একদিন না একদিন এর প্রতিশোধ নেবো।

যুধি।—ভীম!
তবে তুমি সুযোধনের নিকট থাক।
অর্জ্জুন! তুমি শীঘ্র যাও।

[অর্জ্জুনের প্রস্থান।

পাঞ্চালি!
তুমি নকুল সহদেবকে নিয়ে
ভোজ্য ফলমূলাদি সংগ্রহ কর।
এখন অপরাহ্ন,
তোমার ভোজন হ'য়েছে,
সুতরাং অন্নব্যঞ্জনের উপায় নাই।
আগামী কল্য তা'র উপায় হবে,
অদ্য ফলমূলই ভরসা।
যাও, ভানুমতীকে নিয়ে শীঘ্র যাও।

দুর্য্যো।—না আমরা আর বেশীক্ষণ থাক্‌বো না,
এই মুহূর্ত্তেই প্রস্থান ক'র্‌বো।
এখনি সন্ধ্যা হ'বে,
আর বিলম্ব ক'র্ত্তে পারি না।

যুধি।—নিতান্তই যদি, ভাই,
অবস্থান ক'র্ত্তে ইচ্ছা না কর,
তবে কিঞ্চিৎ জলযোগ ক'রে গৃহে গমন কর।

দুর্য্যো।—না, বিলম্ব হ'বে।

ভীম।—(যুধিষ্ঠিরের প্রতি)—কেন, মহারাজ!
এত সাধ্য সাধনা?
আপনার সুযোধন
আমাদের একঘ'রে ক'রেচেন,
ছায়াও স্পর্শ ক'র্‌বেন না, তা খাওয়া!

যুধি।—ভীম! আবার?

ভীম।—আচ্ছা, আমি এখান থেকে চ'ল্লেম,
থাক্‌লে চুপ ক'রে থাক্‌তে পার্‌বো না,
আপনার সুযোধনের ন্যায়
জিহ্বাও আমার শত্রু,
কোন মতেই কথা শোনে না।
বিদায় হই, সম্রাট্ সুযোধন!
এর পর উভয়ে সাক্ষাৎ হ'বে।

যুধি।—ভীম! এরূপ অন্যায় ক্রোধ ভাল নয়,
তুমি যে আজ সাক্ষাৎ
উগ্রমূর্ত্তি দুর্ব্বাসার ন্যায়
যথেচ্ছ ব্যবহার প্রদর্শন ক'চ্চো;
কোন মতেই আমার আদেশ পালন ক'চ্ছ না।
এ তোমার ন্যায় বলীর পক্ষে
যা'র-পর-নাই নিন্দার কথা।

ভীম।—সে কি, মহারাজ!
আপনার চিরানুগত ভৃত্য ভীমসেন
আপনার অবাধ্য হ'লে
এতক্ষণ দুর্য্যোধন জীবিত থাক্‌তো না।

[প্রস্থান।

যুধি।—ভাই দুর্য্যোধন,
তুমি অল্পবুদ্ধি ভীমের কথায় রাগ ক'রো না।

দুর্য্যো।—(স্বগত)—
কি, দুর্ব্বাসা—উগ্রমূর্ত্তি দুর্ব্বাসা!
উপযুক্ত সময়ে
বনবাসী যুধিষ্ঠিরের মুখ হ'তে

উগ্রমূর্ত্তি দুর্ব্বাসা শব্দ নিক্রান্ত হ'ল ;
আমার প্রতিহিংসার এই প্রধান পন্থা।
যুধিষ্ঠির,
তুমি তোমার ভ্রাতৃগণদ্বারা
গন্ধর্ব্ব-হস্ত হ'তে আমায় উদ্ধার ক'রে
অপকার ব্যতীত উপকার কর নাই,
কিন্তু তীব্র ঋষি দুর্ব্বাসার নাম
আমায় স্মরণ করিয়ে দিয়ে
আমার এই মর্ম্মান্তিক অপমানের সময়
যথেষ্ট উপকার ক'রলে।
অবশ্য আমিও প্রত্যুপকার ক'র্‌বো।
সে প্রত্যুপকার কি ?—
না, তোমারই সর্ব্বনাশ।
আহত সর্পকে দুগ্ধদান ক'রলে
প্রাণান্তক বিষই বৃদ্ধি পায়।
যুধিষ্ঠির,
তুমি জলভ্রমে জলন্ত অগ্নিমুখে
ঘৃত নিক্ষেপ ক'রলে।
অদ্যই আমি মহর্ষি দুর্ব্বাসার আশ্রমে চ'ল্লেম
আমার মূলমন্ত্র
প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা।
(প্রকাশ্যে)—আর বেলা অধিক নাই,
এক্ষণে আমরা বিদায় হই।

যুধি।—(স্বগত)—সুযোধন বড় অভিমানী,
তা'তে আবার
ভীমসেন নির্ব্বোধের ন্যায়
বাক্য প্রয়োগ ক'রে গেলো ;
সুতরাং সুযোধন যে আর এখানে
এক মুহূর্ত্তও অবস্থান করবে,
তা'র বিন্দুমাত্র আশা নাই।

দুর্য্যো।—প্রায় সূর্য্যাস্ত হ'য়ে এলো ;
আর থাকতে পাচ্ছি না।

যুধি।—আচ্ছা, ভাই, তবে এস ;
আশীর্ব্বাদ করি,
ধর্ম্মে তোমার মতি থাক্।

দ্রৌপদী।—ভগিনি ভানুমতি!
আশীর্ব্বাদ করি,
স্বামীর সহিত চিরকাল ধর্ম্মাচরণ কর,
বোন্,
তুমি আমার সঙ্গে একটিও কথা কইলে না ?

ভানুমতী।—(স্বগত)—
ভিখারিণীর সঙ্গে কথা কি ?
আবার যদি বলে,
তবে যা' হয় একটা উত্তর দেবো।

দ্রৌপদী।—কই, বোন্,
কোন উত্তর দিলে না যে ?

ভানুমতী।—আসি।

দ্রৌপদী।—এস, বোন্,

যুধি।—সকলে পথে সতর্ক হ'য়ে গমন ক'র।

[দুর্য্যোধন ও ভানুমতীর প্রস্থান।

পাঞ্চালি!
অনেক দিনের পর
আজ সুযোধনকে দেখে বড় সন্তুষ্ট হ'লেম।
কিন্তু
সে একটি দিনও এখানে অবস্থান ক'র্‌লে না,
এই বড় দুঃখ রইল।

দ্রৌপদী।—মহারাজ!
পথে যেতে ভানুমতীর তো
পুনর্ব্বার কোন বিঘ্ন বাধা ঘটবে না ?
আমি আবার সাবধান ক'রে দিয়ে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

দুর্ব্বাসার আশ্রম।

দুই জন শিষ্যের প্রবেশ।

১ম শিষ্য।—ঠাকুরটির সবই উল্টো,

২য় শিষ্য।—শুধু উল্টো ? পাল্টা শুদ্ধ।

১ম শিষ্য।—আবার ভোল্টা ?

২য় শিষ্য।—দনর আনা উনিশ গণ্ডা
তিন কড়া তিন ক্রান্তি।

১ম শিষ্য।—তবেই ষোল আনা পূরো!
যা' হোক্ ভায়া!
কপালক্রমে আচ্ছা লোকেরই শিষ্য হ'য়েছি;
বাজে খাটুনিতে হাড় মাটি।
এক কাজ সতর বার,
আবার এক বারে সতর কাজ,
একটু যদি দেরি হ'ল তো রক্ষা নাই,
সম্মুখে যা' পান, তা'ই তুলেই প্রহার।
২য় শিষ্য।—প্রহার তো বাপের ঠাকুর,
গোবেড়েন্—গোবেড়েন্।
এই দেখ না, ভায়া,
আজও আমার গুরু নিতম্বে
তেশিরে মনসা-কাঁটার কালশিরে।
চিকিৎসককে দেখিয়েছিলেম,
তিনি ব'ল্লেন, "বাপু হে,
এ কাল্‌শিরের দাগ
এ জন্মে তো যা'বেই না,
পরজন্মেও একটা আঁচিল হ'য়ে থাক্‌বে।"
১ম শিষ্য।—(সবিস্ময়ে)—
আঁ্যা—বল কি, —আঁচিল,
তবে আমার যে পাঁচিল,
সত্য মিথ্যা—আমার পিঠ দেখ।
২য় শিষ্য।—ইস্, এ যে নিম্‌খুন্,
১ম শিষ্য।—(রোদন)
২য় শিষ্য।—কাঁদ্‌চো কেন, ভায়া?
১ম শিষ্য।—কাল হ'য়েছি নিম্‌খুন্,
আজ আবার হ'ব বেতগুলক।
২য় শিষ্য।—কেন?—কেন?
১ম শিষ্য।—
আজ ঠাকুরটির বিটুবেল ইচ্ছে হ'য়েছে,
কাপড় চোপড়ে সান্‌লো না,
শেষে জটাতে গিরিমাটির রঙ্ দেবেন।
কাপড় ছোবাতেই গিরিমাটি ফুরিয়েচে,
এখন উপায় করি কি?
২য় শিষ্য।—তাই তো,
আজ আবার বা জটা-পেটা।
১ম শিষ্য।—যা' থাকে কপালে,
আমি পালাই ভাই।
২য় শিষ্য।—পালিয়ে পার পাও কই?
চুম্বকের টানে লোহাকে প'ড়্‌তেই হ'বে।
১ম শিষ্য।—কি করি তবে?
২য় শিষ্য।—ছোবানো কাপড় ধু'য়ে
এক ভাঁড় জল ধ'রে রেখে দাও।
১ম শিষ্য।—বাঃ,
তোমার কি যোগানে বুদ্ধি,—বাঃ,
তবুও তোমার নিতম্বে তেশিরের কাঁটা,
এই বড় দুঃখ।
২য় শিষ্য।—ওটা ঠাকুরটির উন্মাদরোগ,
আমি তুমি তো পর, ভায়া!
ঠাকুর যখন রুদ্রচণ্ড হন,
তখন সম্মুখে কা'কেও না পেলে,
নিজের নিতম্বে নিজে
পটাপট্ চটাচট্ চপেটাঘাত।
১ম শিষ্য।—যা' হোক্, কিন্তু,
এমন রাগী ঋষি কোথাও দেখিনি।
২য় শিষ্য।—সাক্ষাৎ ক্রোধ—সাক্ষাৎ ক্রোধ।
১ম শিষ্য।—যাই এখন,
তোমার যুক্তিমত কার্য্য করি।

[প্রস্থান।

দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যো।—কহ, মুনিশিষ্য,
মহর্ষি দুর্ব্বাসা কোথায়?
২য় শিষ্য।—তিনি নদীতটে
সায়ংসন্ধ্যা ক'র্ত্তে গিয়েছেন।
আপনি কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করুন,
এখনি আস্‌বেন।
দুর্য্যো।—আচ্ছা।
(স্বগত)
এই আমার প্রতিহিংসার বীজক্ষেত্র।
চিরশত্রু পাণ্ডবগণ,

তোমাদের কপটতা প্রকাশ হ'য়েছে,
আপনাদের দোষক্ষালনের জন্ত
সাধুতার ভাণ ক'রে
গন্ধর্ব্বহস্তে আমায় যথেষ্ট অপমান ক'রেছ,
এই বার তা'র প্রতিশোধ।

২য় শিষ্য।—(স্বগত)—ইনি কোন রাজা—না?
ভাল একবার জিজ্ঞাসাই করি না কেন?
(প্রকাশ্যে)—মহাশয়!

দুর্য্যো।—(স্বগত)—মূলমন্ত্র—
প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা!

২য় শিষ্য।—বলি, মহাশয়, আপনি কে?

দুর্য্যো।—(স্বগত)—দুরাত্মা ভীম!
এই বার দুর্ব্বাক্যের উপযুক্ত প্রতিফল!

২য় শিষ্য।—(স্বগত)—বাবা!
এ লোকটা যে আবার এককাঠি সরেস্—
আমার ঠাকুরটির ঘাড়ে চড়ে!
এত মহাশয় মহাশয় ক'চ্চি,
জ্রুক্ষেপও নেই।
মুখখানা তো রাগে গরগর ক'চ্চে,
কপালে টস্ টস্ ঘাম ঝ'র্‌চে,
চোক দুটো কট্‌মট্ ক'চ্চে,
এক একটা দীর্ঘনিশ্বাসের ঠেলায়
পায়ের কাছের ঘাসগুলোও নুয়ে প'ড়্‌চে।
এর গায়ে
দুর্ব্বাসা ঠাকুরের হাওয়া লাগে নি তো?

দুর্য্যো।—(স্বগত)—ওঃ, কি লজ্জার কথা—
পাঁচটা ক্ষুদ্র কীটের হস্তে
দুর্য্যোধনের অপমান!
বড় অসহ্য!—বড় অসহ্য!
এর প্রতিশোধ নেবোই নেবো।

২য় শিষ্য।—এ লোকটাও কি পাগল?
কি বিড়বিড় ক'রে ব'কচে?

দুর্য্যো।—ব্রাহ্মণ,

২য় শিষ্য।—আজ্ঞে।

দুর্য্যো।—(স্বগত)—ওঃ—মর্ম্মান্তিক আঘাত!
দুঃসহ জ্বালা,—পাপিষ্ঠ পাণ্ডব!

২য় শিষ্য।—(স্বগত)—
এবার যে আবার তুড়ুতুড়ি কাটে।

দুর্য্যো।—(অস্থির হইয়া বিভ্রান্তচিত্তে অসি
নিষ্কোষিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে)—
আরে আরে পাপিষ্ঠ!
রক্ষা নাহি আর;—
প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা!

(বেগে পরিক্রমণ)

২য় শিষ্য।—(সভয়ে)—বাবা রে! কে রে!
ও ভায়া,—দৌড়ে এসো,—বাপ্!

[বেগে পলায়ন।

বেগে প্রথম শিষ্যের প্রবেশ।

১ম শিষ্য।—কি ভায়া?—কি ভায়া?
(দুর্য্যোধনকে দেখিয়া সভয়ে)—ও বাবা!
ও মা!—অ্যা—অ্যা! কাট্‌লে রে!

[বেগে পলায়ন।

দুর্য্যো।—(প্রকৃতিস্থ হইয়া)—
ছি ছি, কি ক'ল্লেম!
মুনিশিষ্যের অপমান ক'ল্লেম কি?
কই—না।
যা'ই হোক,
এমন এত অস্থির হওয়া ভাল নয়।
মহর্ষি দুর্ব্বাসা ক্রুদ্ধ হ'তে পারেন,
আমার কথায় সম্মত হ'বেন না।
আমি ওঁকে ওঁর দশ সহস্র শিষ্যের সহিত
অদ্য নিমন্ত্রণ ক'রে
আমার গৃহে নিয়ে যা'বো,
বিধিমতে সেবা শুশ্রূষা ক'রে তুষ্ট ক'র্‌বো,
দুর্ব্বাসাকে তুষ্ট ক'র্‌তে পাল্লেই কার্য্যসিদ্ধি।

(নেপথ্যে গীত)

(শুনিয়া)—এই যে মহর্ষি আস্‌চেন,
এখন আত্মভাব গোপন ক'রে থাকি।

শিষ্যগণের সহিত দুর্ব্বাসার প্রবেশ।

দুর্ব্বাসা।— (গীত)

গাও সন্ধ্যা, গাও চন্দ্র, গাও উজল তারকা-দাম।
গাও আকাশ, গাও বাতাস, প্রাণারাম হরিনাম॥
গাও কানন-কুসুমচয়—
জয় রাম, জয় জয়,
মধুসূদন, জীবজীবন,
বংশীধারী বাঁকা শ্যাম॥
গাও রে প্রাণ, আপন প্রাণে,
হরিগুণ-গান মধুর-তানে,
গাও রে বিহগ, কূজন-গানে,
কৃষ্ণ-ভজন-সুধা;—
ত্রিভুবন বাঁধা চরণে যাঁ'র,
তাঁ'র চরণে, মন আমার,
বাঁধ আপনারে প্রেম-ডোরে,
ভবসাগরে পা'বি ত্রাণ॥

দুর্য্যো।—প্রভো, প্রণমি চরণে।

দুর্ব্বাসা।—ধর্ম্মে মতি হোক্।
মহারাজ দুর্য্যোধন,
কি মনন করি' তুমি আসিলে আশ্রমে?

দুর্য্যো।—তপোধন,
কৃপা করি' করুন্ গ্রহণ
এ দাসের নিমন্ত্রণ।
অদ্য মম সনে
মিলি' শিষ্যগণে চলুন হস্তিনাপুরে।
পবিত্র হইবে পুরী ও পদ-পরশে।
দয়া করি' এ দীনের আতিথ্য গ্রহণ
করিতে হইবে আপনারে।

দুর্ব্বাসা।—ভাল ভাল,
তুষ্ট হইলাম আমি তব নিমন্ত্রণে,
কিন্তু না যাইব আজি,
যে দিন হইবে ইচ্ছা, সেই দিন যাব,
কিন্তু যা'ব সুনিশ্চয়।

দুর্য্যো।—যথা আজ্ঞা, তপোধন,
পুন নিবেদন—
থাকে যেন স্মরণে দেন দুর্য্যোধন মিনতি।

দুর্ব্বাসা।—দুর্ব্বাসার এক কথা।

দুর্য্যো।—জানি তা' নিশ্চয়।

একজন শিষ্য।—প্রভো, অদ্যই চলুন না,
নৈলে ওঁর ভোজ্য সামগ্রী সব নষ্ট হ'বে।

দুর্ব্বাসা।—স্থির হও, ঔদরিক!
যবে ইচ্ছা হ'বে, যা'ব তবে।

দুর্য্যো।—প্রণিপাত করি' পায়,
লইনু বিদায়।

[দুর্য্যোধনের প্রস্থান।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

—•—

প্রথম দৃশ্য।

দ্বৈতবন—বটবৃক্ষতল।

বৃক্ষকাণ্ডে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া দুর্ব্বাসা উপবিষ্ট।

জনৈক শিষ্য তদীয় পদ-সেবায় নিযুক্ত।

দুর্ব্বাসা।—আ,—আ,—আ!
বৎস, তোমার করতল্ অতি কোমল।
বহু পথ পদব্রজে অতিক্রম করতে
আমার পদযুগলে যে বেদনা হ'য়েছিল,
তোমার সেবা শুশ্রূষায় তা অপনোদন হ'ল।
আ,—আ,—আ!
বাপু,
এই বার অঙ্গুলি কয়েকটা মোটন কর তো।

শিষ্য।—প্রভো, আর বিলম্ব ক'চ্চেন কেন?
তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল যে;
দেখুন দেখি,
সূর্য্যদেব আকাশের কত পশ্চিমে।

দুর্ব্বাসা।—আঃ, বৃথা বাক্যব্যয় করিস্ কেন?
টেপ্—টেপ্।

শিষ্য।—(সকাতরে)—প্রভু, আর পারি নি।

কল্য একাদশীর উপবাস গেচে,
বড় ক্ষুধা পেয়েচে,
চোকে ধোঁড়া দেখ্‌চি।

দুর্ব্বাসা।—এখনো স্নানাহ্নিকের সময় হয় নাই,
তুই চোকে ধোঁড়া দেখ্‌চিস্‌?

শিষ্য।—তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হ'ল,
আর কেন বিলম্ব ক'চ্চেন?
অনুগ্রহ ক'রে সরস্বতী নদীতটে চলুন।

দুর্ব্বাসা—তোর আর পরামর্শ দিতে হ'বে না।
আজ তোকে
সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পা টিপতে হবে।

শিষ্য।—(স্বগত)—তবেই হ'য়েচে!
একে পেটের জ্বালায় ধড় ফড়্‌ ক'চ্চি,
তা'তে আবার সন্ধ্যে পর্য্যন্ত পা-টেপা!
পা তো ভারি সুশ্রী!—ফুটিফাটা!
তা আবার সন্ধ্যে পর্য্যন্ত টেপা!

দুর্ব্বাসা।—যা, হাত ধুয়ে
ওই বনফুলগুলি তুলে আন্‌।

শিষ্য।—(স্বগত)—আঃ বাঁচ্‌লেম,
এইবার প্রভু স্নান ক'র্‌বেন।

[শিষ্যের প্রস্থান।

দুর্ব্বাসা।—অদ্য দুর্য্যোধনের অনুরোধ
রক্ষা ক'র্ত্তে হ'বে।
হস্তিনার রাজভবনে দুর্য্যোধন সে দিবস
আমার যথেষ্ট সেবা ক'রেচে;
আমি সহজে কা'রো প্রতি সন্তুষ্ট হই না,
কিন্তু দুর্য্যোধন
ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য, পেয়, বসন, ভূষণ,
অশ্ব, হস্তী, শকট, বাসগৃহ, ভূমি,
দাস, দাসী প্রভৃতি দ্বারা
আমাকে তৃপ্ত করেচে;
আমি যা' আদেশ ক'রেছি,
ভৃত্যের ন্যায়
তৎক্ষণাৎ তা'ই পালন ক'রেচে;
আমি তা'র সেবা শুশ্রূষায় পরিতুষ্ট হ'য়ে
বরদানে উদ্যত হ'লেম।
দুর্য্যোধন
আমার নিকট এই বর প্রার্থনা ক'ল্লে—
"হে ব্রহ্মন্‌!
রাজা যুধিষ্ঠির
আমাদের কুলের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ,
গুণবান্‌ এবং শীলসম্পন্ন;
তিনি এক্ষণে ভ্রাতৃগণের সহিত
দ্বৈতবনে অবস্থান ক'চ্চেন;
অতএব আপনি যেমন আমার নিকট
দশ সহস্র শিষ্যের সহিত
আতিথ্য গ্রহণ ক'ল্লেন,
সেইরূপ
তাঁ'রও নিকট আতিথ্য গ্রহণ করুন।
যে সময়ে দ্রুপদকুমারী দ্রৌপদী
ব্রাহ্মণ ও স্বামিগণের ভোজনাবসানে
স্বয়ং ভোজন ক'রে সুখে বিশ্রাম ক'র্‌বেন,
তৎকালেই
আপনাকে তথায় গমন ক'র্ত্তে হ'বে;
আমার প্রতি এই অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন।"
দুর্য্যোধনের এই বর-প্রার্থনায়
আমি সম্মত হ'য়ে অঙ্গীকার ক'রেচি—
"দুর্য্যোধন,
আমি তোমার প্রতি প্রীতিবশতঃ
অবশ্যই তা' ক'র্‌বো।"
অদ্য সেই প্রতিজ্ঞা-প্রতিপালনের দিন।

আর একজন শিষ্যের প্রবেশ।

কি, বৎস, কি দেখে এলে?

শিষ্য।—অপরাহ্ণে এসে
আপনি ভাল করেন নি।
সব চুকে গেচে।

দুর্ব্বাসা।—আমি গোপনে গোপনে যে সংবাদ
তোমাকে নিতে ব'লেছিলেম,
তা'র কি, অগ্রে বল?

শিষ্য।—পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদীর কথা তো?

দুর্ব্বাসা।—হাঁ—হাঁ।

শিষ্য।—তিনিও আহার ক'রেচেন।

দুর্ব্বাসা।—(স্বগত)—সময় উপস্থিত হ'য়েচে।

(প্রকাশ্যে)—

বৎস, তবে আর বিলম্ব কেন?

চল, তোমাদের নিয়ে

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আশ্রমে গমন করি।

শিষ্য।—তা'র চেয়ে

আপনার নিজের আশ্রমে চলুন।

দুর্ব্বাসা।—কেন?

শিষ্য।—এখানে আর কিছুই সুবিধা হ'বে না,

তিন প্রহরের পর কে আতাপ-সেবা ক'রবে?

দুর্ব্বাসা।—মহারাজ যুধিষ্ঠির তেমন লোক ন'ন।

তোমরা আমার সঙ্গে আগমন কর।

[উভয়ের প্রস্থান।

—•—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দ্বৈতবন—যুধিষ্ঠিরের বিশ্রামমণ্ডপ।

বিশ্রাম-মণ্ডপমধ্যে যুধিষ্ঠির আসীন এবং দুই পার্শ্বে ভীম ও অর্জ্জুনের দণ্ডায়মান হইয়া যুধিষ্ঠিরকে তালবৃন্ত দ্বারা বীজনকরণ।

কিয়ৎকাল পরে শিষ্যগণের সহিত হরি-গুণ-গান করিতে করিতে দুর্ব্বাসার প্রবেশ।

(তদ্দর্শনে যুধিষ্ঠিরাদির গাত্রোত্থান ও দুর্ব্বাসাকে প্রণাম করিয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান)

দুর্ব্বাসা ও শিষ্যগণ।—(গীত)

(জয়) নন্দ-দুলাল,ব্রজ-গোপাল, ভূপ-কৃপাল হরি হে।
কৃষ্ণচন্দ্র, চন্দ্রবদন, ভব-সাগর-তরী হে
রাধিকা-হৃদি-বিহারী শ্যাম,
বংশীধারী বঙ্কিম ঠাম,
ফুল্ল-বক্ষ-কুসুম দাম,
পাতকি-পাপ-হারী হে॥
মনোমোহন, বাঁকা-নয়ন, গোপিনীগণ-রঞ্জন,
চারু পীত ধড়া, বাঁকা শিখিচূড়া,
ভীত চিত্ত-ভয় ভঞ্জন;—
দৈত্যবিজয়ী হৃষীকেশ,
চন্দনমাখা মোহন-বেশ,
গোবর্দ্ধনধর পরেশ,
বৃন্দা-বিপিনচারী হে॥

যুধিষ্ঠির।—(পুনঃ প্রণাম করিয়া)—তপোধন,

ধন্য আমি আজ হেরি' পাদপদ্ম তব,

ধন্য আজ দ্বৈতবন।

দুর্ব্বাসা।—মহারাজ যুধিষ্ঠির,

গত কল্য শিষ্যগণসনে

করিয়াছি একাদশী উপবাস,

অদ্য তোমার নিকটে করিব পারণ;

বড়ই ক্ষুধার্ত্ত আমি,

ততোধিক শিষ্যগণ মোর,

শীঘ্র কর ভোজ্য আয়োজন;

দশটি হাজার শিষ্য গুরুসনে উপবাসী,

তোমার আতিথ্যে আজি

পারণ-সন্তোষ সবাকার।

যুধি।—(কৃতাঞ্জলিপুটে)—মুনিবর,

বড় ভাগ্যধর আমি,

তেঁই পেনু তোমা' হেন ব্রাহ্মণ অতিথি।

হ'য়েচে কি স্নানাহ্নিক?

দুর্ব্বাসা।—না, রাজা।

যুধি।—যান তবে,

স্নানাহ্নিক সারি' কৃপা করি আসুন ত্বরায়।

দুর্ব্বাসা।—ভাল ভাল; তুষ্ট হৈনু আমি,

আরো তুষ্ট হ'ব অন্ন-ব্যঞ্জন ভোজনে।

এস এস, শিষ্যগণ,

সরস্বতী-নদী নীরে স্নানাহ্নিক সারি।

(কিয়দ্দূর গমন করিয়া)—মহারাজ,

আয়োজনে বিলম্ব না হয় যেন,

দিবা-বৃদ্ধি সনে

দ্বিগুণ বেড়েছে ক্ষুধানল।

[শিষ্যগণের সহিত দুর্ব্বাসার প্রস্থান।

যুধি।—(শশব্যস্তে)—ভীম! ভীম!—

শীঘ্র রন্ধনশালায় যাও,
দেখ,
দ্রুপদকুমারীর ভোজন হ'য়েছে কি না।
বিদ্যুদ্বেগে গমন কর,—যাও যাও।

[বেগে ভীমের প্রস্থান।

(আকাশের দিকে চাহিয়া, স্বগত)—ইস্!
তৃতীয় প্রহর বেলা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে,
প্রত্যহ এর পূর্ব্বেই অতিথিভোজন হয়,
আজও তাই হ'য়েছে,
ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য সকলেই
আহার ক'রে গেছেন,
অভ্যাগত কই কেউই তো বাকি নাই;
সর্ব্বশেষে আমরা আহার ক'রেছি,
আমাদের পরেই দ্রৌপদীর ভোজন;
তবে দ্রৌপদী কি এখনো অভুক্তা আছেন?
দ্রৌপদী ভোজন ক'লেই বিভ্রাট ঘ'টবে,
অন্য তা' হ'লে
ভগবান্ সূর্য্যপ্রদত্ত স্থালীতে
আর অন্ন-ব্যঞ্জন কিছুই পাওয়া যা'বে না।
কই, ভীম যে এখনো এলো না,
(প্রকাশ্যে)—অর্জ্জুন! অর্জ্জুন!
ভীম কোথায় গেল?
বড় বিলম্ব হ'চ্ছে,
এখনি মহর্ষি দুর্ব্বাসা স্নানাহ্নিক ক'রে
সশিষ্য আমার নিকট প্রত্যাগমন ক'র্‌বেন।
ভাই, তুমিও শীঘ্র যাও,
যদি পাঞ্চালীকে প্রথম অন্নগ্রাস
মুখসন্নিকটে উত্তোলন ক'ত্তে দেখ,
অথচ ওষ্ঠাধরে স্পৃষ্ট হয় নাই,
তা' হ'লেও
তাঁ'কে উচ্ছিষ্ট ক'ত্তে নিবারণ ক'র;
যদি বাক্য দ্বারা নিবারণ ক'র্‌বার
সময় না পাও,
তবে একবারে হস্ত ধারণ ক'রে
অন্নগ্রাস ভূমে নিক্ষেপ ক'র।
শীঘ্র যাও—শীঘ্র যাও।

[বেগে অর্জ্জুনের প্রস্থান।

(অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে)—কই—কই,
ভীম যে এখনো আসুচে না,
দুর্ব্বাসা যে এখনি এসে প'ড়্‌বেন,
অর্জ্জুনই বা কই এলো?
নকুল সহদেব কোথা?
(উচ্চৈঃস্বরে)—নকুল!—নকুল!
সহদেব!—সহদেব!—নকুল!
কেউ এখানে নাই?
যাই নিজে যাই—নিজে যাই।

[বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

দ্বৈতবন—বৃক্ষশ্রেণীমধ্যে পথ।

দুর্ব্বাসার প্রবেশ।

দুর্ব্বাসা।—মহারাজ যুধিষ্ঠির
আমাকে সশিষ্য
স্নানাহ্নিক ক'ত্তে পাঠা'লেন তো,
কিন্তু দ্রৌপদীর আহারের পর স্থালীতে
একটি পিপীলিকারও খাদ্য থাকে না,
তবে তিনি এই অপরাহ্ন-সময়ে
আমাকে দশ সহস্র শিষ্যের সহিত
কিরূপে ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদান ক'র্‌বেন?
তিনি ধর্ম্মশীল মিষ্টভাষী;
তাই আমাকে আতিথ্যদানে সম্মত হ'লেন;
কিন্তু কার্য্যে যে পার্‌বেন না, তা' জানি।
এখন কি করি,
এরূপ ধার্ম্মিককে কষ্ট দেওয়া কি উচিত?—না
আমি আর তাঁ'র নিকট যা'ব না।
সশিষ্য আপন আশ্রমে প্রস্থান করি।
(ভাবিয়া)—তাই বা কিরূপে পারি?

তা' হ'লে আমার বরদান-শক্তির ফল কই ?
আমার প্রতিজ্ঞা নষ্ট হ'বে,
দুর্য্যোধনের নিদারুণ কষ্ট হ'বে ;
দুর্ব্বাসা একবার যা' বলে,
তা' প্রতিপালনে কখনই বিমুখ হয় না।
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মশীল, আমিও ধর্ম্মপ্রতিপালক,
ধর্ম্মই এক্ষণে
আমাদের উভয়ের কার্য্যসিদ্ধির মূল।
আজ নূতন ঘটনা—ধর্ম্মসংঘর্ষণ।

[প্রস্থান।

[শিষ্যগণের প্রবেশ ও ক্ষুধাসম্বন্ধীয় কথা কহিতে কহিতে প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

দ্বৈতবন—দ্রৌপদীর রন্ধনশালা।

ভীম, অর্জ্জুন ও দ্রৌপদী।

দ্রৌপদী।—কি হ'বে উপায় তবে ?
নারী আমি, নারি যে বুঝিতে,
বল বল কোন সদুপায়।
ভীম।—অন্য আর উপায় কোথায় ?
ফলমূলে নাহি করে আশা
ক্ষুধিত দুর্ব্বাসা ;
অন্নব্যঞ্জনের আশা জাগে,
সশিষ্য আইলা তেঁই মুনি।
দ্রৌপদী।—হায় হায়,
কেন আমি করিনু ভোজন !
ভীম।—কিবা তব দোষ, দেবি ?
প্রতিদিন এ হেন সময়
সকলের ভোজনান্তে তোমার ভোজন,
আজিও তাহাই সংঘটিত ;
কিন্তু কে জানে যে
অসময়ে আসিবে দুর্ব্বাসা ?
অর্জ্জুন।—একা ঋষি নন,
দশ হাজার শিষ্য তাঁ'র সনে ;
সকলেই ক্ষুধায় আকুল।
হায় হায়,
নাহি দেখি এ বিপদে কূল,
বিধি আজ আমা সবে প্রতিকূল।

বেগে যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

যুধি।—দ্রৌপদি !—দ্রৌপদি !
এ কি !—এ কি !
বিষণ্ণ-বদন,
অশ্রুভরা আয়ত-লোচন !
মুখভাবে হইল প্রকাশ মনোভাব ;
হায় হায়,
আজি সর্ব্বনাশ ঘটিল নিশ্চয়,
ক্ষুধাতুর ব্রাহ্মণের শাপে
না দেখি নিস্তার আর ;
ভস্মীভূত হ'ব ছয় জনে।
দ্রৌপদী।—মহারাজ !
যুধি।—দেবি, রাখ অন্য কথা,
স্থালী কোথা দেখাও অচিরে ;
বাস্তবিক হ'য়েছে কি ভোজন তোমার ?
দ্রৌপদী।—(অধোমুখে নিরুত্তর)
যুধি।—কেন নিরুত্তরে, দেবি !
বল বল, ভুক্ত কি অভুক্ত তুমি ?
ভীম।—মহারাজ,
দ্রুপদনন্দিনী কি উত্তর দিবে আর,
প্রসাদ তোমার ক'রেছে ভোজন।
যুধি।—হা, পাঞ্চালি !
বিধিবিড়ম্বনে তোমা' পঞ্চজনে
হারাইব ব্রাহ্মণের রোষে !
নিজেও হইব ভস্মীভূত !
ভীম রে,
নিজে মরি, ক্ষতি নাই তা'য়,
কিন্তু, ভাই, তোমা'সবে হারাইব আজ,
এই দুঃখ বড় মনে !
মোর দোষে
বিপ্র-রোষে পড়িবে তোমরা।

ভ্রাতৃহারা পত্নীহারা হ'ব।
হায় হায়,
মোর পাপে শান্তিময় দ্বৈতবন
ব্রহ্মশাপ-দাবানলে জ্বলিয়া উঠিবে,
পশু পক্ষী পুড়িয়া মরিবে ;
ফলপত্রময় তরু লতা
মোর পাপে প্রাণে পেয়ে ব্যথা
ভস্ম হ'য়ে উড়িবে আকাশে ;
এ পাপীর পাপে
পৃথিবীও দগ্ধ হ'য়ে যা'বে ;
দুর্ব্বাসার রোষানলে
কেহ আর নিস্তার না পা'বে।
না জানি, অর্জ্জুন,
কি ঘোর নরকে যা'ব আজ!

অর্জ্জুন।—মহারাজ,
বিপদের কালে অধীরতা ভাল নয় ;
নিজেই ব'লেছ তুমি,—
অধীরতা বিপদের দূতী।

যুধি।—অর্জ্জুন রে,
এ বিপদ্ ধৈর্য্য নাহি মানে ;
আকাশেরো অন্ত পেতে পারি,
এ বিপদ্ অনন্ত অপার।
ভাই রে,
দ্রৌপদীর ভোজন না হ'লে
কি আনন্দ পাইতাম প্রাণে
কিন্তু রে এক্ষণে
তা'র চেয়ে কোটিগুণ ভয়,
কোটিগুণ ক্ষোভ
হৃদয় আকুল কৈল মোর ;
যেই দিকে চাই,
সেই দিকে, ভাই, বিভীষিকা,
সেই দিকে দুর্ব্বাসার ক্রোধাগ্নি-হুঙ্কার,
সেই দিকে দশ হাজার ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ
গুরু-সনে রুষ্ট-মনে
একেবারে সমস্বরে দেয় অভিশাপ।
অহো, ভীম রে, অর্জ্জুন রে,
হা পাঞ্চালি,
হা নকুল, হা সহদেব,
দ্বৈতবনে পাণ্ডুবংশ শেষ!

ভীম।—মহারাজ!

যুধি।—ভীম, কি আর বুঝা'বি তুই, ভাই,
বজ্রাগ্নিরে কে ধরিবে হাতে ?
এখনি পড়িবে মাথে,
ভস্ম—ভস্ম—ভস্ম হয় প্রাণ।

দ্রৌপদী।—মহারাজ,
জানি আমি দুর্ব্বাসা দারুণ ঋষি,
তাহে পুনঃ ক্ষুধাতুর ;
বিপদ্ তো দুর্ব্বাসার সনে
পশিয়াছে আজি দ্বৈতবনে,
কোনমতে না দেখি নিস্তার।
তবে যদি একটি উপায়—

যুধি।—কি উপায়, দেখি ?

দ্রৌপদী।—দন্তে তৃণ ধরি'
যাই আমি দুর্ব্বাসার পাশে,
কাঁদিয়া লুটিয়া পড়ি পায়,
যদি চায় দয়ার নয়নে ঋষি।

যুধি।—বিফল সে আশা তব ;
চেন না সে উগ্র দুর্ব্বাসারে ;
দয়া তাঁ'র কঠিন-হৃদয়ে স্থান নাহি পায়।
রুষিলে দুর্ব্বাসা
কা'রো কথা নাহি শুনে ;
তুমি আমি কিবা ছার,
ব্রহ্মাণ্ড ডরায় তাঁ'রে।

দ্রৌপদী।—নিতান্তই যদি
নাহি ভিজে দুর্ব্বাসার মন,
হত্যা করা যদিই এতই প্রিয় তাঁ'র,
ভস্মীভূত করুন আমারে একা,
আমারি পাপেতে
দুর্ব্বাসার না হ'ল পারণ,
সেই পাপে হোক্ আমারি মরণ।
পঞ্চ ভাই থাক হেথা,
আমি যাই জনকের প্রাণে।

যুধি।—কোথা যাও, দেবি,
 শীরী তাঁ'রে পায়ে কি রাখিতে ?
 যা' হ'বে তা' হ'বে,
 এক সঙ্গে মরিব সকলে।
 তিষ্ঠ তুমি রন্ধনশালায়,
 এ সময়ে রন্ধন কুটীর
 তোমারে ছাড়িতে নাই।
 দেখি, স্নান করি এল কি না ঋষি।
 এস, ভীমার্জ্জুন,
 পঞ্চভ্রাতা মিলে যদি পারি বুঝাইতে।
 [যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুনের প্রস্থান।

দ্রৌপদী।—(কাতর হইয়া)—
 কি হ'বে—কি হ'বে আজ,
 ঋষিরাজ শাপ-বাজ এখনি এড়িবে,
 পুড়িয়া মরিব সবে
 বক্ষোভেদী হাহাকার রবে।
 (কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া)—কই, উপায় না পাই,
 হায় হায়, রক্ষা আর নাই।
 (কৃতাঞ্জলিপুটে)—এ ঘোর সঙ্কটে
 কোথা হরি! দেখা দাও,
 বাঁচাও বাঁচাও, দয়াময়,
 দয়ার নয়নে চাও ;
 নহে আজ না দেখি নিস্তার।

(গীত)

দেবকীনন্দন, কংসনিসূদন, কৌস্তভ-ভূষণ মুরারে।
বিপন্নপাল, গোপাল, প্রজাপাল কৃপাল হরে ॥
 বরদ প্রাণদ শারদ নীরদ,
 হৃদয়-দরদহারী অভয়দ,
 বিপদ-সাগরে তরণী তব পদ,
 হরি হে!—হরি হে!—
 এ ঘোর সঙ্কটে, এস হে নিকটে,
 করপুটে ডাকি তোমারে।

[পট-পরিবর্ত্তন]

দৃশ্য্য,—দ্বারকাপুরী—কৃষ্ণের কক্ষ।

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কিয়ৎক্ষণ পরে রুক্মিণীর প্রবেশ।

রুক্মিণী।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
 হরি, কি দোষ করিনু রাঙা পায়,
 আজ ভোজনে বসিয়ে উঠিলে কেন হে ?
 পঞ্চগ্রাস মুখে দিতে না দিতে
 কেন চমকিলে আকুল-চিতে ?
 আহা, হাতের অন্ন হাতেই রহিল,
 ক্ষুধায় সময় মুখে না উঠিল।
 আজ অভাগিনী প্রতি, কেন প্রাণপতি,
 বিমুখ হ'লে হে বল-বল ?
 শ্রীচরণে ধরি, বল দয়া করি',
 কেন তব মন অধীর হ'ল ?

কৃষ্ণ।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
 প্রাণময়ি, শোনো কথা,
 আজ প্রাণে কেন হেন ব্যথা ;—
 আমার প্রাণ তো আমার নয়,
 ভক্তিমূলে ভক্ত কিনেছে ;
 কাজেই মোরে উঠিতে হ'ল,
 হাতের অন্ন হাতে রহিল।

রুক্মিণী।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
 কে হে সেই ভক্ত বল আমায়,
 দিল না, আহা, খেতে তোমায় ?

কৃষ্ণ।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
 দ্রৌপদী দীনা দ্বৈতবনে
 হাহাকারে কাঁদে আকুলমনে।
 বনধূলিতলে তনু লুটায়,
 কমল-নয়নে ধারা গড়ায়;
 "কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! বলি ডাকিছে মুখে,
 করাঘাত কত করি'ছে বুকে।

যাই যাই আমি, রহিতে নারি,
দিই পে-মুছা'য়ে নয়ন-বারি।

[কৃষ্ণের প্রস্থান।

রুক্মিণী।—(কথায়)—আঁা! সখী দ্রৌপদী?
সহসা তাঁ'র কি বিপদ্ ঘ'ট্‌লো?
স্বামী তো কিছু প্রকাশ ক'র্লেন না,
প্রকাশ ক'র্বার সময়ও পেলেন না।
আহা, বড় দুঃখের বিষয়,
বনবাসেও দুঃখিনীর নিস্তার নাই।
হরি,
তোমার ভক্ত যেন তোমার শ্রীচরণ-প্রসাদে
আজ সমস্ত বিপদ্ হ'তে মুক্ত হয়।

[প্রস্থান।

[পট পরিবর্ত্তন।]

—•—

পূর্ব্বদৃশ্য।

দ্বৈতবন—দ্রৌপদীর রন্ধনশালা।

দ্রৌপদী ধ্যানোপবিষ্টা ও পার্শ্বে বঙ্কিম-ভাবে শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডায়মান।

কৃষ্ণ।—দ্রৌপদি, দ্রৌপদি,
দ্রৌপদী।—(প্রণাম করিয়া, কণ্ঠের স্বরে)—
হরি, অকূল পাথারে ডুবেছি হে।
আজ তুমি বই আর উপায় নাই,
তোমার চরণ-তরী বিনে—দয়াল হরি,—
এ বিপদ-সাগর কিসে হ'ব পার?
আজ ভাগ্য-দোষে, ঋষি দুর্ব্বাসার রোষে
তোমার ভক্ত পাণ্ডবেরা ভস্মীভূত হয়,
দয়াময়, আহা, কি হ'বে হে,
আজ দাসী তোমার, মরে ব্রহ্মশাপে,
দেহ ভস্মরাশি ধূলায় মিশিবে,
বাতাসে সে ধূলি আকাশে উড়িবে,
আর পারণা কর—ওহে ভক্তের হরি!—
এ নয়নে দেখিতে পা'ব না;
আমার মনের আশাও আজ আমার সনে
ভস্ম হ'বে ব্রহ্মশাপানলে।
আহা, থাকে তুমি, মরি আমি—হে হরি!—
অপমানী কি ক'বে তোমায়?
দুঃশাসনের পাপভুজ হ'তে
বাঁচাইয়াছিলে এ দাসীরে,
আজ দুর্ব্বাসার রোষানল হ'তে
বাঁচাও, নৈলে প্রাণে মরি হে!
কৃষ্ণ।—(কথায়)—রাজপুত্রি!
আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে,
এত বেলা হ'ল,
তবু কিছুই মুখে দিই নাই।
আমি আর কথা কইতে পাচ্ছি না,
আমায় অন্নব্যঞ্জন দাও।
দ্রৌপদী।—দয়াময়, বিপদের উপর বিপদ্!
ও দিকে দুর্ব্বাসা মুনি
দশ সহস্র শিষ্যের সহিত ক্ষুধায় কাতর,
এ দিকে তুমি আবার ক্ষুধার্ত্ত।
হায় হায়, হা ভাগ্য,
আজ আমার এ কি হ'ল!
কৃষ্ণ।—সখি,
এই কি সখীর কার্য্য?
আমি ক্ষুধায় অস্থির,
অথচ তুমি এক্ষণে মন্দ কথা ক'চ্ছ।
দ্রৌপদী।—হরি,
হতভাগিনী দ্রৌপদী যে
পাপ জঠরানল নির্ব্বাণ ক'রেছে,
এক্ষণে সূর্য্যদত্ত স্থালী যে শূন্য,
অন্ন আর তো উপায় নাই।
কৃষ্ণ।—কই, স্থালী আনয়ন কর দেখি?

(কুটীরমধ্য হইতে দ্রৌপদীর স্থালী আনয়ন)

সখি! সখি!
আন ক'রে স্থালী দেখ দিকি
আমিও দেখি।

(দর্শন করিয়া)—এই যে, এই যে,
শাকান্ন র'য়েছে !
দ্রৌপদী।—হা ভাগ্য ! এতে কি হ'বে ?
এ যে যৎসামান্য শাকান্নের কণিকা মাত্র।
এতে একটি সামান্য পিপীলিকারও
ক্ষুধানিবৃত্তি হয় না।
কৃষ্ণ।—পিপীলিকার না হোক,
ক্ষুদ্রতম কীটাণুর তো উদরপূর্ত্তি হ'বে।
তুমি ঐ শাকান্নকণিকাটুকুই দাও।
(হস্তপ্রসারণ)
দ্রৌপদী।—হা হতভাগিনী দ্রৌপদি !
তোকে ধিক্ !
জগজ্জীবের অন্নদাতা যে হরির করকমলে
ভক্তগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট নৈবেদ্য অর্পণ করে,
আমি কি না সেই পবিত্র শ্রীকরে
তুচ্ছ শাকান্নকণা দিলেম !
(শাকান্নকণা-প্রদান)
কৃষ্ণ।—(শাকান্নকণা ভক্ষণ করিয়া)—
আঃ, আজ আমি বড় তৃপ্ত হ'লেম,
এমন তৃপ্তি কখনই লাভ করি নি।
আমার সঙ্গে
অনন্তজগৎ পুর্ণোদর হোক্।

বেগে ভীমের প্রবেশ।

ভীম।—(শশব্যস্তে)—পাঞ্চালি, পাঞ্চালি,
ধর্ম্মরাজ বড়ই অস্থির,
পলে পলে পাগলের প্রায়
ভূতলে লুটায়,
ঘন ঘন বক্ষে করাঘাত।
(কৃষ্ণকে দেখিয়া)—
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ,
কতক্ষণ এলে, সখা ?
চল চল, সান্ত্বিবে রাজারে।
মরিবার কালে,
দেখিতে পাইনু সবে তব শ্রীচরণ,
এই এক পরম লাভ।
কৃষ্ণ।—মধ্যম দাদা, ব্যাপার কি ?
ভীম।—পাঞ্চালি,
বল নি কি সখারে সে কথা ?
কৃষ্ণ।—(সহাস্তে)—ওঃ—সেই কথা,
তাই হোক্,
আমি বলি আবার কি একটা।
তা ভয় কি ?
আপনি শীঘ্র
দশ সহস্র শিষ্যের সহিত দুর্ব্বাসাকে ডাকুন,
এখানে অন্নব্যঞ্জন সমস্ত প্রস্তুত।
ভীম।—সে কি,
পাঞ্চালী কি ভোজন করেন নি ?
কৃষ্ণ।—সে কথায় প্রয়োজন কি ?
ভীম।—কই, স্থালী দেখি ?
কৃষ্ণ।—আমার কথায় কি বিশ্বাস হয় না ?
ভীম।—এই আমি চ'ল্লেম।
মহারাজকে এ সংবাদ দিয়ে যা'ব কি ?
কৃষ্ণ।—বিলম্ব হ'বে।
আমি যাচ্ছি।
ভীম।—তবে শীঘ্র যাও ;
আমি সরস্বতী-তটে চল্লেম।
[ভীমের প্রস্থান।
দ্রৌপদী।— (গীত)
পরের তরে আপন ভুলে,পরের প্রাণে প্রাণ মিশাও।
পরম্ দয়াল পরম্ ব্রহ্ম, পরের তুমি, নিজের নও॥
সৃষ্টি তোমার পরের তরে,
দৃষ্টি তোমার পরের'পরে,
পরের তরে অগুণ হরি, আকার ধ'রে সগুণ হও॥
পরের তরে কার্য্য কর,
পরের তরে কেবল ঘোরো
পরের চোখে চেয়ে দেখ, পরের কথায় কথা কও ;—
পরকে দিয়ে নিজের বিষয়, পরের তরেই চেয়ে লও॥

বেগে অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন।—(শশব্যস্তে)—সখা, সখা,
সর্ব্বনাশ উপস্থিত !

এস এস বিদ্যুৎ গমনে,
তুমি বই না দেখি নিস্তার।

কৃষ্ণ।—কি হ'ল আবার ?

অর্জ্জুন।—হের ওই—হের ওই,
গেল—গেল—সর্ব্বনাশ হ'ল।

দ্রৌপদী।—(সভয়ে)—হায় হায়,
এ কি বিড়ম্বনা !
দুর্ব্বাসার রোষানল
ধূ ধূ করি' উঠিল জ্বলিয়া।
অহো, ভীষণ অনল-শিখা !
(কৃষ্ণের পদতলে পতিত হইয়া)—হরি,
বাঁচাও পাণ্ডবগণে,
বাঁচাও আরণ্য জীবে,
বাঁচাও এ দুখিনীরে,
নহে, প্রভু ! মুহূর্ত্ত ভিতরে
ভস্মরাশি উঠিবে আকাশে।
হায় হায়, কি হ'বে কি হ'বে !

অর্জ্জুন।—দেবি,
এ অনল দুর্ব্বাসার রোষানল নহে,
চিতানল জ্বলে ভয়ঙ্কর,
(কৃষ্ণের প্রতি)—কৃষ্ণ, কৃষ্ণ,
বিলম্বিতে নারি আর,
চল চল, ধর্ম্মরাজে করিবে নিস্তার।

দ্রৌপদী।—আঁা !—ধর্ম্মরাজ চিতানলে !
হা কৃষ্ণ, হা দীনের দয়াল,
তুমি যাঁ'র হিতকারী,
তাঁ'র কি হে এই পরিণাম !
হা ধর্ম্মরাজ, হা স্বামিন্ !

(মূর্চ্ছা)

কৃষ্ণ।—সখা, সখা,
শান্ত কর দ্রৌপদীরে,
ভাঙো মূর্চ্ছা সযতনে।

অর্জ্জুন।—হা অদৃষ্ট !
কোন্ দিক্ দেখি।
ভাগ্য-দোষে আজ
পাণ্ডবের জীবনে প্রলয় !
কৃষ্ণ কি হ'বে কি হ'বে,
ভাই,
সুখে দুঃখে তুমিই ভরসা,
তব ভক্তাধীন শ্রীচরণ
পাণ্ডবের জীবন সম্বল।
(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—সখা,
হের হের,
চৌগুণ বাড়িল অগ্নিশিখা ;
আমি তিষ্ঠিতে না পারি আর হেথা ;
তুমিই সান্ত্বহ দ্রৌপদীরে,
যাই আমি রাজার নিকটে ;
এ ঘোর সঙ্কটে নাহি আর ত্রাণ।
অগ্নি—অগ্নি—অগ্নির ভীষণলীলা !
চিতাগ্নি রোষাগ্নি একাকার !
কৃষ্ণ হে,
খাণ্ডবদাহনে
না জানি করিনু কত পাপ,
আজ তা'র ফলভোগ—পাণ্ডবদাহন !
ছি ছি, বড়ই লজ্জার কথা,
মোর পাপে পেয়ে বাধা
ধর্ম্মরাজ চিতানলে !
ধিক্ মোরে,
মহাপাপী ভ্রাতৃঘাতী আমি !

(ভূতলে পতন)

কৃষ্ণ।—সখা ধনঞ্জয়,
এক্ষণে উচিত নয় এ হেন বিলাপ।
কিবা তব পাপ ?
ছাড় শোক—ছাড় পরিতাপ।
জপ একমনে—
"যথা ধর্ম্ম তথা জয়।"

অর্জ্জুন।—"যথা কৃষ্ণ, তথা ধর্ম্ম,
যথা ধর্ম্ম, তথা জয়।"

নেপথ্যে ভীম।—(উচ্চৈঃস্বরে)—
অর্জ্জুন, অর্জ্জুন,
কৃষ্ণ কই ?—কৃষ্ণ কই ?
শীঘ্র এস—শীঘ্র এস।

অর্জ্জুন।—ঐ শোনো, ডাকেন মধ্যম দাদা।
শীঘ্র যাও, সখা, শীঘ্র যাও।

কৃষ্ণ।—(উচ্চৈঃস্বরে)—
মা ভৈ—মা ভৈ—মা ভৈ।

(শঙ্খধ্বনি)

অর্জ্জুন, তুমি দ্রৌপদীর নিকট থাক।
মা ভৈ—মা ভৈ—ভয় নাই—ভয় নাই।

[শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে
শ্রীকৃষ্ণের বেগে প্রস্থান।

অর্জ্জুন।—শীঘ্র যাও, সখা, শীঘ্র যাও।

দ্রৌপদী।—(চেতনা লাভ করিয়া)—
কই, হরি কই ?
কই কৃষ্ণ বিপদকাণ্ডারী ?
(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া;—হায় হায়,
ভীষণ চিতাগ্নি হুহুঙ্কারে।
হের হের, কি ভীষণ শিখা !
হায় হায়, কি হ'ল—কি হ'ল,
ধর্ম্মরাজ বুঝি নাই !
কি কাজ এ ছার প্রাণে আর ?
আমিও ত্যজিব তনু,
ওই চিতানল
দ্রৌপদীরো শান্তির সম্বল।

[বেগে প্রস্থান।

অর্জ্জুন।—দেবি, দেবি, শান্ত হও,
কৃষ্ণবাক্য করহ স্মরণ—
"যথা কৃষ্ণ, তথা ধর্ম্ম,
যথা ধর্ম্ম, তথা জয়।"
তবে কেন ভাব ভয় ?
কেনই বা হতাশ রোদন ?
শ্রীকৃষ্ণই পাণ্ডবের প্রাণ,
শ্রীকৃষ্ণই দ্রৌপদীর বিপদভঞ্জন।

[বেগে প্রস্থান

—

পঞ্চম দৃশ্য।

দ্বৈতবন—যুধিষ্ঠিরের কুটীর-পার্শ্ব।

(চিতা প্রজ্বলিত)

যুধিষ্ঠির ও ভীম।

যুধি।—ছাড়, ভাই, ছাড় মোরে,
কি লাভ এ ছার প্রাণে আর ?
প্রজ্বলিত চিতা-হুতাশনে দিব ঝাঁপ।

ভীম।—মহারাজ, শান্ত কর চিত,
উচিত কি আত্মবিসর্জ্জন ?

যুধি।—ভাই রে,
দুর্ব্বাসার শাপানলে ভস্মীভূত হ'ব
বড়ই ডরাই তা'য় ;
ব্রহ্মশাপ অনন্ত বজ্রের তেজ,
সে তেজ এখনি জ্বলে উঠে
আসিবে রে ছুটে হুহুঙ্কারে,
তোমা'সবাকারে
মোর সনে ভস্মরেণু করিয়া উড়া'বে।
ভাই রে,—ভীম রে,
তা'র চেয়ে মরি চিতানলে ;
ছেড়ে দে—ছেড়ে দে এ পাপীরে,
চিতাগ্নিই বন্ধু এবে মোর।

ভীম।—মহারাজ,
কি হেতু কাতর এত ?
ভয়হারী মুকুন্দ মুরারি হরি
উপনীত তোমার কুটীরে
উদ্ধারিতে আমা'সবে এ ঘোর সঙ্কটে।
শান্ত হও, ক্ষান্ত হও প্রাণ-বিসর্জ্জনে।

যুধি।—ভীম,
কেন রে ভুলা'স্ আর,
ব্রহ্মশাপে না দেখি নিস্তার।
নিশ্চয় জানিস্, ভাই,
পাতকী নারকী বই
ব্রহ্মশাপ নাহি লাগে কা'রে,
মহাপাপী অধম নারকী আমি,

তেঁই আজ গুরুসনে অযুত ব্রাহ্মণ
মুহূর্ত্তে জ্বালিবে শাপানল—
প্রবল—প্রবল—প্রবল সে শাপানল।
এখনি পশিব ঘোর ভস্মের নরকে।
ভীম রে,
কেন তবে করিস্ ছলনা ?
কেন রে ভুলা'স্ বৃথা ?
ব্রহ্মশাপ যা'র ভাগ্যে লেখা,
সে পাপীরে কৃষ্ণ নাহি দেয় দেখা।
ছাড় হস্ত, বৃকোদর,
বিলম্বে নিভিবে চিতানল ;
মনোবাঞ্ছা না হ'বে পূরণ।

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি)

ভীম।—ধর্ম্মরাজ,
আমি আপনাকে ছলনা করি নি,
ঐ শুনুন,
শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খ-নিনাদ।

(পুনর্ব্বার শঙ্খধ্বনি)

যুধি।—ও পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি নয়,
দুর্ব্বাসার রোষ-গর্জ্জন !
আর নিস্তার নাই—নিস্তার নাই,
এস এস অনন্ত বিদ্যুৎ,
ভীম, ভীম, পালাও পালাও ;
যদি গোপনে রক্ষা পাও—পালাও ;
আমায় ছেড়ে দাও,
চিতানলে লুকাই রে আমি।

ভীম।—মহারাজ, মহারাজ,

যুধি।—ভাই রে,
এই দেখা শেষ দেখা,
জন্মের মতন আজি হ'লেম বিদায়।

(চিতানলে ঝম্পপ্রদানোদ্যোগ ; এমন
সময় সহসা প্রজ্বলিত চিতা হইতে
শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে
শ্রীকৃষ্ণের উত্থান)

কৃষ্ণ।—(বাধা দিয়া)—ধর্ম্মরাজ, ধর্ম্মরাজ,
এ কি কাজ আজ ?
শান্ত হও, ক্ষান্ত হও,
দুর্ব্বাসারে কেন কর ভয় ?
তোমা' হেন ধার্ম্মিকেরে
কা'র সাধ্য দেয় অভিশাপ ?
একটি দুর্ব্বাসা তুচ্ছ অতি,
অনন্ত অনন্ত কোটি দুর্ব্বাসা এলেও
তিল মাত্র ক্ষতি তব নারিবে করিতে।

যুধি।—কৃষ্ণ রে, কৃষ্ণ রে !

(ভূতলে পতন)

কৃষ্ণ।—(যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া)—
ওঠ ওঠ, মহারাজ,
ধর্ম্মের কৃপায়
ধ্বংস হ'ল সমস্ত বিপদ ;
আমিই ব্রাহ্মণগণে করা'ব ভোজন।

যুধি।—কৃষ্ণ রে !
প'ড়েছে কি মনে যুধিষ্ঠিরে !
ভাই, ভাই,
তুই বই কেউ নাই আর,
এ সঙ্কটে তুইই কর্ণধার।
তুই পাণ্ডবের মনঃপ্রাণ,
দুর্ব্বাসার রোষে কর্ পরিত্রাণ।

(নেপথ্যে রোদন শব্দ)

(শুনিয়া)—ভীম, ভীম,
কিসের এ কোলাহল ?
দেখ দেখ,
আসে বুঝি রুষিয়া দুর্ব্বাসা ?

সরোদনে বেগে দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপদী।—(বিভ্রান্তচিত্তে)—
মহারাজ, দাঁড়াও—দাঁড়াও,
অভাগিনী দ্রৌপদীকে সঙ্গে নেও।
এক চিতা
দু'জনের জুড়া'বার ঠাঁই।

কৃষ্ণ।—(দ্রৌপদীকে বাধা দিয়া)—পাঞ্চালি,
স্থির হও—স্থির হও, কোথা যাও ?

মুছ মুছ নয়নের জল,
চেয়ে দেখ
এই যে এখানে ধর্ম্মরাজ!
দ্রৌপদী।—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!
(কৃষ্ণের পদতলে পতন)

বেগে অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন।—(কৃষ্ণের প্রতি)—সখা! সখা!
ধর ধর পাঞ্চালীরে।
কৃষ্ণ।—সখা! ভয় নাই, ভয় নাই।
যাও তুমি, আনহ ব্যজন।
[অর্জ্জুনের প্রস্থান।
(ভীমের প্রতি)—মধ্যম দাদা!
যাও নাই ডাকিতে ব্রাহ্মণগণে?
ভীম।—কৃষ্ণ!
যেতে যেতে আচম্বিতে
দেখিনু এ চিতা-হুতাশন,
চমকিল মন,
আইনু ছুটিয়া হেথা।
এসে দেখি এই সর্ব্বনাশ।
কৃষ্ণ।—মম আগমন
ধর্ম্মরাজে কর নি জ্ঞাপন?
ভীম।—শত শত বার বলিনু রাজারে,
কিন্তু স্রোতে না পড়িল বাধা।
কৃষ্ণ।—যাও, এইবার ডাক বিপ্রগণে,
বিশেষতঃ ঋষি দুর্ব্বাসারে।
মধ্যম দাদা!
গদা যেন কাঁধে থাকে!
ভীম।—গদা কেন, ভাই?
কৃষ্ণ।—আমিও যে গদাধর।
ভীম।—হাঃ হাঃ হাঃ! ভাল ভাল!
চল তবে
দুই ভাই গদাধর হ'য়ে যাই।
যুধি।—না না, কাজ নাই।
কৃষ্ণ।—ভয় কি, ভূপতি?
গদা বই ক্ষুধা কভু যায়?
গদায় ক্ষুধায় বড় ভাব,
যাও, মধ্যম দাদা!
ভীম।—তুমি?
কৃষ্ণ।—আমি পরে যাচ্ছি।
[ভীমের প্রস্থান।

ব্যজন লইয়া অর্জ্জুনের পুনঃপ্রবেশ।

অর্জ্জুন।—(ব্যজন দ্বারা কৃষ্ণকে ব্যজনকরণ)
কৃষ্ণ।—সখে!
আমি কি তোমাকে এই জন্য
ব্যজন আনতে বল্লেম?
আমায় ব্যজন দাও;
তুমি পাঞ্চালীকে এ স্থান হ'তে নিয়ে যাও।
একে মনস্তাপ,
তা'র উপর আবার এই অগ্নিতাপ,
কোমলাঙ্গীর বড় কষ্ট হ'চ্চে।
যুধি।—পাঞ্চালি,
অদ্য পাণ্ডবনাথ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়
আমাদের নিদারুণ বিপদ্ বিদূরীত হ'ল।
সকলে মিলে
সরস্বতীর পবিত্র জলে
অরণ্যের প্রফুল্ল ফুলে
বনমালীর পাদপদ্ম পূজা ক'র্‌বো।
তুমি ফুল জল আনয়ন কর।
অর্জ্জুন!
পুরোহিত মহর্ষি ধৌম্যকে আহ্বান কর।
[অর্জ্জুন ও দ্রৌপদীর প্রস্থান
কৃষ্ণ।—(যুধিষ্ঠিরকে ব্যজন করিতে করিতে)—
মহারাজ!
আপনাদের নিকট যথাসময়ে
আগমন ক'র্ত্তে পারি নি,
তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।
যুধি।—(শশব্যস্তে)—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! এ কি!
আমাকে ব্যজন ক'চ্ছ?
(ব্যজনে বাধা দিয়া)—ছি ছি—ছি ছি!

কৃষ্ণ।—কেন, মহারাজ, দুঃখিত হ'চ্ছেন ?
পরিশ্রান্তকে শান্তিদান করা পরম ধর্ম্ম।
অনলোত্তাপে আপনার দেহ ঘর্ম্মাক্ত,
এই জন্যই আমি ব্যজন ক'চ্চি।

(পুনর্ব্বার ব্যজনকরণ)

যুধি।—(বাধা দিয়া)—কৃষ্ণ!
যতক্ষণ নাহি ছিলে কাছে,
ততক্ষণ ছিলাম দহিতে অগ্নিতাপে ;
এক্ষণে শীতল আমি
হেরি' তব শীতল শ্রীপদ :
ভাই!
জানি আমি—জানে সর্ব্বজীব—
হরিপদ অনন্তসন্তাপহারী ;
তবে কেন, হে মুরারি!
কর আজি এ নব ছলনা ?
আহা,
যে কৃষ্ণের আজ্ঞামতে
জগদ্জীবেরে বায়ু জীয়ায় যতনে,
সে কৃষ্ণ নিজেই মোরে করেন ব্যজন!
এ বড় লজ্জার কথা,
কোথা ব্যথা যা'বে,
না, প্রাণে বাজে শতগুণ ব্যথা।
হে পাণ্ডবপতি লক্ষ্মীপতি!
তালবৃন্ত ফেলে দাও,
ব্যথা বড় বাজিবে শ্রীকরে।

(কৃষ্ণের হস্ত হইতে তালবৃন্তগ্রহণ)

কৃষ্ণ।—মহারাজ!
এতে ব্যথা নাহি পাই,
ব্যথা পাই ভক্তের ব্যথায় ;
ভক্তে স্নেহ করিবারে
ভক্তের দুয়ারে দ্বারী হই,
শিরে বই বাধাহারী বাধা,
বিষ-অন্ন খাই কর পাতি,
ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠপুরী হই বনচারী,
ভীমাকার গিরি ধরি করে,
অগ্নিকে কই, রাজন্,
ভক্ত প্রভু মোর,
ভক্তের কিঙ্কর আমি।

যুধি।—এ কি কথা কহ হরি,
তুমি যে হে ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর!

কৃষ্ণ।—কার গুণে আমি ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর ?
কা'র গুণে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর বাঁচে ?
কা'র গুণে আইনু গো বৈতবনে
মুখের গরাস ফেলি' ভূমে ?
কেবল ভক্তের গুণে।
ধর্ম্মরাজ!
ভক্ত বই কা'রো নই আমি,
ভক্তই আমার দেহ,
ভক্তই আমার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী প্রাণ,
ভক্তই ব্রহ্মাণ্ড মোর,
বেশী কি কহিব, মহারাজ!
একমাত্র ভক্তের ভক্তির বলে
'হরিনাম' আজো জাগে অনন্ত জগতে।
বল তবে, ধর্ম্মশীল!
ভক্ত-সেবা কেন না করিবে হরি ?
হরিই যে ভক্ত—ভক্তই যে হরি।

যুধি।—কৃষ্ণ, কৃষ্ণ!
এই গুণে ভক্তবৎসল তুমি।
শোন্ রে জগদ্জীব, হরিতত্ত্ব শ্রীহরির মুখে।

ধৌম্য ও পূর্ব্বোক্ত ঋষিকন্যার সহিত অর্জ্জুন ও দ্রৌপদীর পুষ্পাদি লইয়া পুনঃপ্রবেশ।

ধৌম্য।—এসো ভক্তপ্রাণ হরি!
মহর্ষি দুর্ব্বাসার অকাল-আগমনে
ভীত হ'য়ে পূজা-কুটীরে
তোমার ধ্যান ক'চ্ছিলেম,
এমন সময়ে
অর্জ্জুন ও দ্রৌপদী গিয়ে
আমায় প্রবুদ্ধ ক'র্লেন।
এঁদের প্রমুখাৎ শ্রবণ ক'র্লেম—
বিপদমোচনকারী ভক্তাধীন হরি

ভক্তগণের কুটীরে আগমন ক'রে
অকূল বিপদ-সমুদ্রের কূল প্রদর্শন করেছেন।
আহা, আমি এতক্ষণে বুঝ্‌লেম—
পাণ্ডবগণেরই হরি,
আর হরিরই পাণ্ডবগণ!
(যুধিষ্ঠিরের প্রতি)—মহারাজ!
আসুন, সকলে মিলে
মানসপূজার পর
শ্রীহরির দৈহিক ও বাচনিক পূজা করি।
যুধি।—কুলপুরোহিত মহাত্মন্!
সেই জন্যই
আপনাকে আহ্বান করা হ'য়েচে।
আসুন,
গুরুশিষ্যগণে একত্র হ'য়ে
ব্রহ্মাণ্ডগুরুর পাদপদ্মে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দি।
কৃষ্ণ ব্যতীত সকলে।—(পুষ্পগ্রহণ করিয়া)—

(গীত)

"বরং বরেণ্যং বরদং বরদানৈক কারণম্।
মঙ্গল্যং মঙ্গলাধারং মঙ্গলং মঙ্গলপ্রদম্॥
সগুণং নির্গুণং ব্রহ্মং, জ্যোতিরূপসনাতনং,
সাকারঞ্চ নিরাকারং তেজোরূপং নমাম্যহম্॥"
(শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে সকলের পুষ্পাঞ্জলি
প্রদান ও প্রণাম)

কৃষ্ণ।—ধর্ম্মরাজ!
মধ্যম দাদা আমায় ডেকে গেছেন,
চলুন, সকলে মিলে
সরস্বতীতটে গমন করি।
সকলে মিলে না ডাক্‌লে
সশিষ্য মহর্ষি দুর্ব্বাসা
আস্‌বেন না বোধ হয়।
যুধি।—কৃষ্ণ, তোমার চক্রে জগৎ চালিত হয়,
চল যাই।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

দ্বৈতবন—সরস্বতীনদীতট।

জলে স্থলে দুর্ব্বাসার শিষ্যগণ।

১ম শিষ্য।—ও ভায়া, ভায়া!
হঠাৎ আমার উদর স্ফীত হ'য়ে উঠ্‌লো কেন
২য় শিষ্য।—আমারো তাই, যেন ঢকা!
৩য় শিষ্য।—(হাঁফাইতে হাঁফাইতে)—
ও বাবা, বাবা গো!
পেট গেলো যে, বাবা!
আজ বুঝি বা হই অকা!
৪র্থ শিষ্য।—নদীর জলটা
বিষাক্ত হ'য়েছে না কি?
হঠাৎ জলোদরী রোগ উপস্থিত যে!
আমি যে আর তটে উঠ্‌তে পাচ্চি নি,
পেটের ভিতর আস্ত জল ঢুক্‌লো না কি?
আমায় টেনে তোলো না, ভায়ারা!
১ম শিষ্য।—আমার কর্ম্ম নয়,
পেটে পেটে ধাক্কা লাগ্‌লেই কুপোকাৎ!
৩য় শিষ্য।—(বাক্য উচ্চারণ করিতে অক্ষম হইয়া
অঙ্গভঙ্গিদ্বারা মনোভাব প্রকাশ করণ)
১ম শিষ্য।—ইস্, তাই তো!
তোমার যে ভয়ানক কষ্ট দেখ্‌চি হে!
একেবারে বাগ্‌রোধ!
২য় শিষ্য।—আমার যে আবার প্রাণরোধ!
৪র্থ শিষ্য।—দেখাশোনাও জন্মশোধ!
১ম শিষ্য।—(সবিস্ময়ে)—ও ভায়া!
এ রোগ ফোগ নয়, অন্নভোগ!
আমার মুখ শুঁকে দেখ—
কেমন মস্‌লার গন্ধ!
২য় শিষ্য।—(মুখাঘ্রাণ লইয়া)—অ্যাঁ, তাই তো!
সরস্বতী নদীর জলগুণ তো অতি অদ্ভুত হে!
৩য় শিষ্য।—(বোবার ন্যায় ভাবপ্রকাশ)
২য় শিষ্য।—তোমারো মুখাঘ্রাণ গ্রহণ কর্‌বো?
(ঘ্রাণ লইয়া)—ও ভায়া।
তোমার মুখে খেচরান্নের সুগন্ধ যে!

৪র্থ শিষ্য।—আমার মুখে?

২য় শিষ্য।—(ঘ্রাণ লইয়া)—
আহা—মরি মরি!
কিবা নব্য গব্যঘৃতের মদনমোহন সৌরভ!

দুর্ব্বাসার প্রবেশ।

দুর্ব্বাসা।—(শশব্যস্তে)—প্রিয় শিষ্যগণ!
শীঘ্র আমার প্রিয় সাধন কর,
উদরে হস্তাবমর্ষণ কর।
প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায়।

(উদ্গারত্যাগ)

১ম শিষ্য।—প্রভো!
উদরস্থ অন্ন ব্যঞ্জন দধি দুগ্ধ পায়স
মিষ্টান্ন পেচরান্ন পলান্ন পিষ্টকরাশি
জীর্ণ না হ'লে উদর বিদীর্ণ হয় যে!

দুর্ব্বাসা।—আমি যে ক্রমেই অবসন্ন।

১ম শিষ্য।—প্রভো,
আমার আবার ততোঽধিক,—আসন্ন।

দুর্ব্বাসা।—বল কি, বাপু!

১ম শিষ্য।—আপনি বৃদ্ধ, কষ্ট হ'তেই পারে;
আমরা ভোগবয়সী,
কাঁচা পাথর খেয়ে জল করি,
আমরাও হাঁসফাঁস—দমেদম!

দুর্ব্বাসা—এক্ষণে আশ্রমে যা'বার উপায়?

১ম শিষ্য।—প্রভো, নিরুপায়!

দুর্ব্বাসা।—কেন?

১ম শিষ্য।—শ্রম আর আশ্রম অভেদাত্মা,
শ্রম না ক'লে তো আশ্রম মেলে না,
এখন শ্রম ক'ত্তে পার্‌বো না,
সুতরাং আশ্রমেও যাওয়া হ'বে না।
অত্র সরস্বতী-নদীগর্ভেই অবস্থিতি।

দুর্ব্বাসা।—কি, শ্রম আর আশ্রম অভেদাত্মা!
দূর মূর্খ!

১ম শিষ্য।—(স্বগত)—আজ আমরা অনন্ত!

দুর্ব্বাসা।—আমি ঐ বৃক্ষচ্ছায়ায় শয়ন করি গে।

১ম শিষ্য।—যে আজ্ঞে।
আস্তে আস্তে যাবেন।

[দুর্ব্বাসার প্রস্থান।

দূরে গদাস্কন্ধে ভীমের প্রবেশ।

২য় শিষ্য।—(১ম শিষ্যের প্রতি ভয়ে)—
ভায়া, গদা যে!

১ম শিষ্য।—এইবার দফারফা!
এই ফাঁপা পেটে ঐ বিশমোণী গদা পড়লেই
'বম্ভার ফট্'!

২য় শিষ্য।—তবেই তো বিভ্রাট!
এস সকলে টব্‌টব্ জলে ডুবি।

১ম শিষ্য।—তোমার মরণকালে বিপরীত বুদ্ধি!
এ ফাঁপা কুপো কি জলে ডোবে?

২য় শিষ্য।—যা হয় হ'বে।
আচ্ছা, এস তবে ভাল ক'রে আহ্নিক করি।

(সকলের তদ্রূপকরণ)

ভীম।—(উচ্চৈঃস্বরে)—মহর্ষি দুর্ব্বাসা কোথা?
মহর্ষির দশ সহস্র শিষ্য কোথা?
অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত,
শীঘ্র আসুন—শীঘ্র আসুন।
কই, কা'রই যে উত্তর পাচ্ছি না,
এখনও কি সানাহ্নিক হয় নি?
আসুন—আসুন।
তবুও যে উত্তর নাই;
কোথায় স্নান ক'ত্তে গেলো?
(কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া)—
এই যে ব্রাহ্মণগণ এখানে।
(নিকটে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে)—
সূর্য্যদেব যে অস্তে যান,
আহার করবেন কখন?
উঠুন,—উঠুন, আর আহ্নিকে কাজ নাই।
এ কি, কেউ নড়ে না যে,
দাঁড়িয়ে নিদ্রা যা'চ্ছে না কি?
(১ম শিষ্যের হস্তধারণ করিয়া)—ও ঠাকুর!
এদিকে যে সব ফুরিয়ে গেলো।

১ম শিষ্য।—(কাঁপিতে কাঁপিতে)—
এ দিকেও তাই।
ভীম।—এ দিকে আবার কি জুড়লো?
১ম শিষ্য।—(উদরে হস্তাবমর্ষণ)
ভীম।—(সহাস্যে)—জলে না কি?
১ম শিষ্য।—জলে স্থলে উভয়তই।
ভীম।—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।
জলে স্থলে হ'য়েছে,
এখন মরুৎ ব্যোমে বাকি।
উঠে এস।

(আকর্ষণ)

১ম শিষ্য।—আজ্ঞে, তাও হয়েছে।
(স্বীয় উদর প্রদর্শন করিতে করিতে)—
এই দেখুন,
এক আদটা নয়, উনপঞ্চাশ মরুতের আড্ডা!
ব্যোম তো আছেই,
নৈলে মরুৎ মহাপ্রলয় করেন কোথা?
ভীম।—তা হ'বে না, শীঘ্র চল, শীঘ্র চল।
(৩য় শিষ্যের প্রতি)—উঠে এস?
৩য় শিষ্য।—
(বোবার ন্যায় অঙ্গভঙ্গী দ্বারা কষ্টপ্রকাশ)
ভীম।—(২য় শিষ্যের প্রতি)—
এ ব্রাহ্মণ কি বোবা!
২য় শিষ্য।—(ভয়ে)—দোহাই, মহারাজ!
আমায় ছেড়ে দিন,
আমার চোঁয়া ঢেকুর—হেউ—হেউ!
সকলে।—হেউ—হেউ—হেউ—হেউ!
ভীম।—তোমরা কি আমায় পরিহাস ক'চ্ছ?
মহর্ষি দুর্ব্বাসার শিষ্যেরও গুরুস্বভাব?

(সকলের ভয়প্রকাশ)

১ম শিষ্য।—দোহাই মেজো কর্ত্তা—
দোহাই মেজো কর্ত্তা,
আপনাকে যে পরিহাস করে,
তা'র বাপ নির্ব্বংশ হোক্।
ভীম।—প্রস্তুত অন্ন নষ্ট ক'রে
আমাদের ক্ষতি ক'ল্লে কেন?
১ম শিষ্য।—আপনারা
এ নদীতে স্নান ক'র্ত্তে পাঠা'লেন কেন?
যদি জানেন যে, সরস্বতী নদীর এমন গুণ,
তবে উনুনে আগুন দিলেন কেন?
আমাদের অপরাধ কি বলুন?
মার্ত্তে হয় মারুন—রাখ্‌তে হয় রাখুন,
কি করবো—আপনার গদাই ভরসা!
আজ আমাদের যা' হ'য়েছে,
তা'তে প্রাণ তো অগ্রেই
"অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।"
এখন শেষার্দ্ধ বই তো নয়,
তা দিন এক এক ঘা গদা!
আপদ্ চুকে যাক্,
ব্যাটার জলভদ্‌কা পেট ভোস্‌কে যাক্।
ভীম।—মহর্ষি কোথায়?
১ম শিষ্য।—ঐ গাছতলায়।
ভীম।—আচ্ছা, তোমরা এখানে অপেক্ষা কর,
ব্যাপারটা কি মহর্ষির নিকট জেনে আসি।
সাবধান, কেউ যেও না।
১ম শিষ্য।—আজ্ঞে না।
(স্বগত)—
তুমি একবার গদা শুদ্ধ সরলে হয়,
আমরাও অমি নাদাশুদ্ধ চোঁচা দৌড়।
ভীম।—মহর্ষি কি ও স্থানে নিদ্রিত?
১ম শিষ্য।—আজ নিদ্রিত হ'বার যো কি?
প্রভু আমাদের গাছতলায় তন্দ্রিত।
ভীম।—ভাল একবার নিকটে গমন করি।

[প্রস্থান।

১ম শিষ্য।—ওহে ভায়ারা, এই যা সুযোগ,
নৈলে আবার দুর্য্যোগ।
৩য় শিষ্য।—সুযোগও বুঝি, দুর্য্যোগও বুঝি,
কিন্তু, ভায়া, যোগাযোগ কই?
নদীর জলযোগ যে ছাড়্‌তে পাচ্চি নি,
দৌড়ুলেই মৃত্যুযোগ!

(নেপথ্যে পদশব্দ

১ম শিষ্য।—কথা শুনচো না,
কেবল যোগাযোগ নিয়েই অস্থির ;
ঐ দেখ আবার সেই শূলযোগ !—
ও বিষ্ণু—গদাযোগ !

৩য় শিষ্য।—আঁা, তাই তো !
এইবার যেতে না পেলেই
গদার ঘায়ে গুরুশিষ্য এক ঠাঁই !
বাবা ! কাজ নাই !

[সকলের কষ্টেসৃষ্টে পলায়ন।

এক দিক্ দিয়া দুর্ব্বাসা ও ভীম এবং অপর দিক্ দিয়া কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন ও দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দুর্ব্বাসা—(প্রণাম করিয়া, কথকের সুরে)—
আহা, এ কি মূরতি হেরি,
একবার বেঁকে দাঁড়াও বাঁকা হরি !
আমার সাধের সাধ আজ পূরিল, প্রভু !
হেরে তোমার রাঙা পা দু'খানি।
মধুর মধুর নূপুর বাজে,
রুণুঝুনু রুণুঝুনু বোলে হে—
না না, ও তো রুণুঝুনু নয়,
এই বোলে ঐ নূপুর বাজে ;—
"শ্রীহরির পদতরণী'পরি
নাবিক আমারে ক'রেছে হরি,
নূপুর-নাবিক নাম রে আমার,
আয়, পাপি ! যদি যা'বি ভবপার,
একবার ভক্তিভরে হরি বোলে—
আয়, পাপি ! আয় পারে ল'ব,
পাপতাপরাশি ঘুচা'য়ে দেবো "
হরি !
আমি মহাপাপী, কি হ'বে মোর ?
কিসে ঘুচে যা'বে ভব-ভোর ঘোর ?

কৃষ্ণ।—(কথকের সুরে)—
মুনি ! [illegible]

কেন আমায় পাণ্ডবে কাঁদা'লে ?
দ্রৌপদীর নয়ন-জলে বক্ষ ভাসা'লে ?

দুর্ব্বাসা।—(কথকের সুরে)—
হরি ! তোমায় দেখ্‌বো বোলে।
আমি জানি, ওহে চক্রপাণি !
তোমার ভক্তজনে কাঁদা'লে,
তোমায় রাঙা চরণ বিনাতপে মেলে।
কত যোগী ঋষি তপ করে বনে,
কই, দেখা হয় কি তোমার সনে ?
আজ ধর্ম্মলীলায়, ওহে ধর্ম্মরূপি !
ধর্ম্মরাজের প্রতি ক'রে ছলা,
পেয়েছি হে তোমার চরণ-তেলা।

কৃষ্ণ।—(কথকের সুরে)—
এ ছলনা কি ভাল, মুনি ?

দুর্ব্বাসা।—(কথকের সুরে)—
প্রভো ! কা'রে আজ হে ভুলাও তুমি ?
যা'র প্রভুর প্রাণে ছলা-খেলা,
সে আবার কি খেল্‌বে ছলা,
তুমি প্রভু, আমি দাস তোমার,
যত দোষ কি আমার বেলা ?
তুমি দুর্য্যোধনে আজ—হরি হে !—
দুর্য্যোধনে আজ ছল-মায়ায়
শিক্ষা দিলে, হরি ! আমায় দিয়ে।
তুমি আমার গুরু, তুমি আমার রাম,
তুমি কৃষ্ণ আমার, তুমি হরি আমার,
আমি দাসানুদাস, প্রভু হে, তোমার।

কৃষ্ণ।—(কথকের সুরে)—
না না, মুনি ! ব'ল না এমন,
তুমি আমি ভিন্ন নহি হে !
মুনি ! তুমি হর—আমি হরি,
তুমি আমার,—আমি তোমার,
তোমায় আমায় এক অঙ্গ হে,
আজ দেখুক্ জগৎ নয়ন মেলে
হরিহররূপ একাধারে।

[কৃষ্ণ ও দুর্ব্বাসার অন্তর্দ্ধান।

[পট-পরিবর্ত্তন]

দৃশ্য—একত্র অৰ্দ্ধবৈকুণ্ঠ ও অৰ্দ্ধকৈলাস।

একত্র অৰ্দ্ধবৃষ ও অৰ্দ্ধগরুড়োপরি একদেহের দক্ষিণার্দ্ধভাগে হরি ও বামার্দ্ধভাগে হরমূর্ত্তির মিলন। হরির দক্ষিণ দিকে প্রফুল্ল পদ্মোপরি লক্ষ্মী ও সরস্বতী এবং হরের বাম দিকে সিংহোপরি দুর্গা ও মকরোপরি গঙ্গা আসীনা।

দুর্ব্বাসার শিষ্যগণের প্রবেশ।

সকলে।— (গীত)

অদ্ভুত দেব আধ আধ মধুর মধুর মিলন।
আধ শ্যামল, আধ ধবল, যুগল-অচল-ভুলন ॥
আধ মদনমোহন,
আধ মদনদাহন,
আধ মধুর, আধ গভীর, সৃজন-লয়-কারণ ॥
আধ চন্দন, আধ ভস্ম,
আধ বসন্ত, আধ গ্রীষ্ম,
আধ কম-বন-কুসুম-হার, আধ হাড়-হার-ধারণ ॥
আধ ললাটে তিলক-ছাদ,
আধ ললাটে বালক চাঁদ,
আধ ধৌত পীতবাস, আধ বাঘ-ছাল ভীষণ ॥
আধ নবীন, আধ প্রবীণ,
আধ কোমল, আধ কঠিন,
আধ অধরে মধুর হাস্য, আধ অধরে গর্জ্জন ॥
আধ কুণ্ডল, আধ ধুস্তুর,
আধ প্রেমিক, আধ বিধুর,
আধ নয়ন বঙ্কিম ঠাম, আধ ঢুলুঢুলু লোচন ॥
আধ কেয়ূর, আধ ভুজঙ্গ,
আধ কমল, আধ করঙ্গ,
আধ অধরে মধুর মুরলী, আধ অধরে বিষাণ ॥
আধ চক্র, আধ শূল,
আধ বক্র, আধ স্থূল,
আধ অমৃত, আধ গরল, অমৃতে গরল মিশ্রণ ॥
আধ ওঙ্কার, আধ হুঙ্কার,
আধ প্রেম, আধ বিকার,
আধ ভোগী, আধ যোগী, আধ হাসি, আধ রোদন।
আধ গোপিনী-হৃদি-রঞ্জন,
আধ যোগিনী-যোগ-জীবন,
আধ অঙ্গ গরুড়ারূঢ়, আধ বৃষভ-বাহন ॥
আধ শিরে শিখি-চূড়ার ছটা,
আধ শিরে কটা জটার ঘটা,
আধ দেব হরি, আধ দেব হর, হরিহর জীব-জীবন ॥

যবনিকাপতন।

সম্পূর্ণ।

ভীষ্মের শরশয্যা।

[পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক]

নাট্যোক্ত ব্যক্তি।

পুরুষ।

কৃষ্ণ। বলরাম। ভীষ্ম। দ্রোণ। ধৃতরাষ্ট্র। বিদুর। দুর্য্যোধন। দুঃশাসন। কর্ণ। শকুনি। সঞ্জয়। যুধিষ্ঠির। ভীম। অর্জ্জুন। ধৌম্য। সাত্যকি। অভিমন্যু। যুযুৎসু। শ্বেত। উত্তর। শঙ্খ। লক্ষ্মণ। শিখণ্ডী। সভাসদ। ভৃত্য। কৃষক ও তৎপুত্র। পুরুষ ও স্ত্রীপ্রজাগণ। প্রহরিগণ। কুরুসৈন্যগণ ও পাণ্ডবসৈন্যগণ। সারথি। রাজহংসরূপী ঋষিগণ, ইত্যাদি।

স্ত্রী।

দুর্গা। কৃতজ্ঞতা। প্রতিজ্ঞা। খ্যাতি। কীর্ত্তি। কুন্তী। জনৈক বৃদ্ধা, ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হস্তিনানগরী—রাজসভা।

ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও সভ্যগণ।

দুর্য্যো—পিতঃ!

পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজা তুমি,
আমি আর দুঃশাসন আদি
শত ভ্রাতা তনয় তোমার;
কিন্তু, রাজা! তব অবিচারে
জীবনে মরিয়া আছি সবে।
দুরাচার পাণ্ডবগণের করে
বার বার ঘোর অপমান,
এততেও নাহি তব দয়া,
নাহি তব সন্তানের স্নেহ,
এই দুঃখ জাগে মোর মনে।
পিতঃ গো,
তোমা হেন জনক থাকিতে,
শত ভ্রাতা ভুঞ্জিব কি হেন অপমান?
বিশেষতঃ,
তব ভৃত্য দুর্য্যোধন মৃত্যুরে না ডরে,
যত ডরে পরকৃত অপমানে।
মোর পক্ষে অপমান
অযুত জন্মের মৃত্যু-জ্বালা।

ধৃত।—বৎস দুর্য্যোধন!
কেন রে উতলা এত?
ভাই ভাই বিবাদ না সাজে,
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই থাকা ভাল নয়।
বৃদ্ধ আমি,
বুঝি রে বিশেষ,
অশেষ যন্ত্রণা ঘটে গৃহ-বিচ্ছেদেতে।
ভুলে যা রে মনের বিষাদ,
ভুলে যা রে ক্রোধ হিংসা,

ভুলে যা রে পাণ্ডব-বিদ্বেষ।
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠভ্রাতা তোর,
গুরুসম পূজা কর্ তা'রে ;
ইহলোকে পরলোকে শুভ লাভ হ'বে,
কীর্ত্তি র'বে ভুবনভিতরে ;
তো সবার ভ্রাতৃপ্রেম
পৃথিবীর নরনারী গা'বে চিরদিন।
শকুনি।—মহারাজ!
দৈববিড়ম্বনে অন্ধ তুমি,
তেঁই কহ হেন বাণী।
যদি, রাজা! দেখিতে নয়নে
দুর্য্যোধন কি যে এবে
ভেবে ভেবে পূর্ব্ব অপমান,
তা' হ'লে কি আর
পাণ্ডবের পক্ষ হ'য়ে কহিতে এ কথা?
আহা, রাজপুত্র দুর্য্যোধন
দীনপুত্র হইতেও দীন!
হা অদৃষ্ট,
কার্ত্তিকেয়-জিনি তনু
অতি ক্ষীণ—অতি ম্লান!
দুর্য্যোধন যেন আর দুর্য্যোধন নয়,
চেনা নাহি যায়, হায় হায়!
ধৃত।—বল কি গান্ধারপতি?
শকুনি।—সত্য কহি, মহারাজ!
হারা'য়েছ চক্ষুরত্ন দু'টি,
পুত্ররত্ন হারাও বা এবে।
ধৃত।—(স্বগত)—তাই তো, কি করি?
শকুনি।—মহারাজ!
নীরবে রহিলে কেন?
ধৃত।—বল, হে সৌবল!
কিসে সুস্থ রহে দুর্য্যোধন?
রাজচিকিৎসকগণে ডাকাও অচিরে,
চিকিৎসায় রাখ দুর্য্যোধনে।
শকুনি।—কি করিবে চিকিৎসকগণ?
মনঃপীড়া শিবের অসাধ্য,
চিকিৎসক কোন্ ছার!
ধৃত।—কহ তবে কোন সদুপায়,
মনঃপীড়া যাহে যায়।
শকুনি।—নির্ব্বে তুমি হও, রাজা!
পুত্রচিকিৎসক।
একমাত্র বাক্য তব
এ রোগের অমোঘ ঔষধ।
ধৃত।—কি সে বাক্য?
শকুনি।—এই বাক্য—
'পাণ্ডবগণেরে নাহি দিব রাজ্যভাগ।'
ধৃত।—সত্যই কি দুর্য্যোধন
এই চাহে আমার নিকটে?
শকুনি।—তব এই বিশাল মেদিনী
পুত্রের তোমারি।
আপন পুত্রেরে ছাড়ি'
পরপুত্রে কেন দিবে, রাজা?
ধৃত।—ভ্রাতৃপুত্র পরপুত্র নহে।
শকুনি।—ভাল,
তাই যেন হ'ল,
কিন্তু, মহারাজ!
যুধিষ্ঠির, ভীমার্জ্জুন আদি
তোমার রাজ্যের অংশ কি হেতু পাইবে?
ধৃত।—আমি আর পাণ্ডু দুই ভ্রাতা;
পিতৃরাজ্য বিভক্ত বিভাগে।
আহা,
অকালে মরিল পাণ্ডু পঞ্চপুত্র রাখি';
কিন্তু তা'র রাজ্যাংশ তো আছে।
পৈতৃক বিষয়
কেবল আমার একা নয়,
ধর্ম্মশাস্ত্রমতে
পাণ্ডুর অবর্ত্তমানে
পাণ্ডুর পুত্রেরা অংশ পায়।
শকুনি।—মহারাজ!
ভ্রান্তির বন্ধনে তুমি বাঁধা,
তেঁই কহ এ হেন বচন।
কিন্তু, রাজ্যেশ্বর! ভাব একবার
পাণ্ডবগণের মনোভাব,

বিশেষতঃ মহাচক্রী কৃষ্ণের ছলনা।
নিশ্চয় জানিও,
পাণ্ডবেরা যৎসামান্য রাজ্যভাগ পেলে
সমস্ত পৃথিবী তুমি হারাইবে, রাজা!

ধৃত।—সে কি কথা?

শকুনি।—অরণ্যের এক পার্শ্বে
আশ্রয় পাইলে দাবানল
সমস্ত অরণ্য ভস্ম করে।

কর্ণ।—যা' বলিলে, গান্ধার-ভূপতি!
মোর মতে সত্য সেই কথা।
চরণের কনিষ্ঠ অঙ্গুলে,
বিষধর করিলে দংশন,
সমস্ত দেহের রক্ত বিষাক্ত হইয়া
জীবন বিনষ্ট হয়।
পাণ্ডবনিকর
পায় যদি বিতস্তিপ্রমাণ রাজ্যভাগ,
অবশেষে সমস্তই করিবেক গ্রাস।

শকুনি।—অঙ্গরাজ!
তবু নাহি বুঝেন ভূপতি।
মোহবশে মজি' রাজা
চা'ন নিজ রাজ্য হারাইতে।

ধৃত।—সৌবল!
যা' বলিলে সত্য বটে,
বুদ্ধিদোষে দুর্বিপাক ঘটে।
যাই হোক্,
ভ্রান্তি মোহ ঘুচিল আমার।
সবার সমক্ষে কহি,—
পাণ্ডবগণেরে নাহি দিব রাজ্যভাগ।
বৎস দুর্য্যোধন!
শান্ত কর মন,
আমার ঐশ্বর্য্য রাজ্য তোমারি কেবল,
তুমি পৃথিবী-ঈশ্বর।

কর্ণ।—(দুর্য্যোধনের প্রতি)—সখে!
আর চিন্তা নাই,
বেদবাক্য যদিও কখন নড়ে,
তোমার পিতার বাক্য না নড়িবে কভু।

ধৃত।—দুর্য্যোধন!
দ্যূতপণ হ'তে
মুক্ত এবে পাণ্ডবনিকর।
দ্বাদশ বৎসর বনবাস,
এক বর্ষ অজ্ঞাতনিবাস
পূর্ণ এবে তা'সবার।
শুনিয়াছি,
বিরাটনগরে পঞ্চ ভাই
পণমুক্তিলাভ করি' সুখে কাটে কাল!

শকুনি।—চিরদিন তথায় থাকিতে হ'বে।
বিরাটরাজার অন্নে দ্রৌপদীর সনে
পঞ্চ ভাই ধরিবেক প্রাণ।
তা'সবার অন্য কোথা নাহি স্থান।

ধৃত।—সৌবল!
তুমি মোর হিতকারী,
শত পুত্র মোর
আবরিত তব হিত-আবরণে।
যাহে তব ভাগিনেয়গণ
নির্ব্বিবাদে সুখে কাটে দিন,
কর এবে পন্থা তা'র।

শকুনি।—আজ্ঞা যদি হয়,
দুর্য্যোধনে ল'য়ে যাই মন্ত্রণাভবনে।

ধৃত।—ভাল ভাল, যাও তবে।
দেখ,
প্রতিদিন যে যুক্তি করিবে,
আমি যেন পারি তা' জানিতে।

শকুনি।—সে কি, মহারাজ!
মন্ত্রণার কর্ত্তা তুমি,
অবলম্বি' তোমা'
আমাদের যা'কিছু মন্ত্রণা।

ধৃত।—ভাল ভাল।
যাও, আমিও নির্জ্জনে ভাবি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হস্তিনানগরী—মন্ত্রণা-গৃহ।

শকুনি ও দুঃশাসনের প্রবেশ।

দুঃশা।—বলেন কি, মাতুল মহাশয়!
আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'য়েছে?
পিতা মহাশয় সম্মত হ'য়েছেন?

শকুনি।—বাপু!
তোমরা আমার আপনার
না পঞ্চপাণ্ডব?
জেনে শুনে
কি ক'রে অন্যায় কার্য্যে হস্তার্পণ করি?
মহারাজ
এক একবার কেমন ভ্রান্ত হ'য়ে পড়েন,
তা'ই পাণ্ডব পাণ্ডব ক'রে অস্থির হন।
তিনি জলন্ত অঙ্গারকে
এত দিন মাণিক ভেবে আস্‌ছিলেন,
আজ ভ্রম ঘুচেছে।

দুঃশা।—আপনি থাক্‌লে তা' আর ঘুচ্‌বে না?

শকুনি।—হাঃ হাঃ হাঃ।

দুঃশা।—সে সময়ে কি রাজসভায়
ভীষ্মদেব, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য,
খুল্লতাত বিদুর ছিলেন?

শকুনি।—
ও গুলোর নাম আমার কাছে ক'র না।
ওরা খা'বে তোমার পিতার অন্ন,
গুণ গা'বে পঞ্চপাণ্ডবের।
ওদের মত কৃতঘ্ন লোক আর নাই।

দুর্য্যোধন ও কর্ণের প্রবেশ।

দুর্য্যো।—(দুঃশাসনের প্রতি)—ভাই!
মাতুল মহাশয়ের কৃপায়
এত দিনে আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হ'ল।
পিতা মহাশয়
আর তা'দের রাজ্যার্দ্ধ দেবেন না।

দুঃশা।—মাতুল মহাশয়ের নিকট তা' শুন্‌লেম।

দুর্য্যো।—মাতুল মহাশয়!
কিসে আমার
পিতৃরাজ্য নিষ্কণ্টকে ভোগ হয়,
তা'র কোন সদুপায় বলুন।

শকুনি।—পঞ্চ-পাণ্ডবকে বিনাশ ক'র্লেই
তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'বে।

দুর্য্যো।—কিরূপে বিনাশ করি?

শকুনি।—তা'র চিন্তা কি?
চিরদিনই তুমি আমার পরামর্শে
সমস্ত কার্য্য ক'চ্চো,
আজো কর।

দুর্য্যো।—বলুন?

শকুনি।—তুমি,
মহারাজ দ্রুপদ ও বিরাটের সহিত
যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ-পাণ্ডবকে নিমন্ত্রণ কর।
তা'রা এখানে নিমন্ত্রণ-রক্ষার্থ
আগমন ক'র্লে পর
বিষান্নমিশ্রিত ভোজ্যান্ন প্রদান কর,
দেখ্‌বে তখন—
বিনা আয়াসে শত্রুকুল নির্ম্মূল হ'বে।

দুর্য্যো।—সেটা আমা' হেন লোকের পক্ষে
বড় ঘৃণার কার্য্য।
কাপুরুষের ন্যায়—

শকুনি।—(বাধা দিয়া)—তুমি কাপুরুষ?
কি আশ্চর্য্য,
যাঁ'র অতুল মান দিগন্তবিস্তৃত,
সেই মহারাজ দুর্য্যোধন কাপুরুষ?

দুর্য্যো।—অন্য উপায় বলুন।

শকুনি।—আচ্ছা, তবে আর এক কাজ কর,—
সৈন্যসামন্ত নিয়ে বিরাটনগরে চল,
বিরাটনগরের চতুর্দ্দিকে অগ্নিসংযোগ কর,
সৈন্যগণকে নগরের চতুঃসীমা
অবরোধ ক'রে থাক্‌তে বল,
যেন কেউ না পলায়ন ক'ত্তে পারে,
তা' হ'লেই পাণ্ডবেরা দগ্ধ হ'য়ে মর্‌বে,

অথচ নির্ব্বিবাদে
তোমার যাবজ্জীবন রাজ্যভোগ হ'বে।
দুর্য্যো।—না, মাতুল!
এ যুক্তিও ভাল বোধ হ'ল না।
কর্ণ।—বাস্তবিক,
এ সকল দুর্ব্বলের কাজ,
মহারাজ দুর্য্যোধনের বীরহৃদয়ে
এরূপ কদাচার শোভা পায় না।
শকুনি।—আচ্ছা—আচ্ছা—তবে—তবে—

জনৈক দ্বারপালের প্রবেশ।

দুর্য্যো।—কি সংবাদ?
দ্বার।—(অভিবাদন করিয়া)—মহারাজ!
আপনার নিকট
ধৌম্য পুরোহিত মহাশয় আস্‌তে চাচ্চেন।
শকুনি।—কে?—ধৌম্য?
দ্বার।—হাঁ মহাশয়।
দুর্য্যো।—কোথা তিনি?
দ্বার।—আপনার পিতার নিকট।
দুর্য্যো।—যাও, তাঁ'কে আস্‌তে বল।

[দ্বারপালের প্রস্থান।

শকুনি।—এক্ষণে আর পাণ্ডববিনাশের
কোন যুক্তি পরামর্শে কাজ নাই।
আমার বেশ্ বোধ হ'চ্ছে,
ধৌম্য পাণ্ডবদের পক্ষ হ'য়ে এসেচেন।
দুর্য্যো।—আপনি তাঁ'র সঙ্গে বাক্যালাপ করুন,
আমি এ স্থান হ'তে প্রস্থান করি।
শকুনি।—আমিও তা'ই বল্‌তে যাচ্ছিলেম।
কর্ণ।—না, সখে!
এখন যাওয়া উচিত নয়।
তোমারই নিকট তিনি আস্‌তে চেয়েছেন।
শকুনি।—হাঁ হাঁ—তাও ত বটে।
দুর্য্যো।—ধৌম্য যদি
পাণ্ডবদের কথা উত্থাপন করেন,
তা' হ'লে আমার বড় অসহ্য হ'বে।
শকুনি।—তুমি কোন কথা ক'য়ো না।
দুর্য্যো।—জীবিত ব্যক্তির জিহ্বা তো মৃত নয়।
শকুনি।—বাস্তবিক,
বীরের জিহ্বাও বীর।
তা' যাই হোক্,
অঙ্গরাজ আর আমি তোমার হ'য়ে
উত্তর প্রত্যুত্তর ক'র্‌বো।

ধৌম্যের প্রবেশ।

আসুন আসুন, প্রণাম।
ধৌম্য।—সকলের ধর্ম্মে মতি হোক।
শকুনি।—অদ্য কি মনে ক'রে
শুভাগমন ক'রেছেন?
ধৌম্য।—বিশেষ বক্তব্য আছে।
শকুনি।—বলুন।
ধৌম্য।—মহারাজ যুধিষ্ঠির আমাকে
মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পাঠিয়েছেন।
শকুনি।—কি প্রয়োজনে?
ধৌম্য।—তাঁ'র নিজের অংশ পা'বার জন্য।
শকুনি।—নিজের কিসের অংশ?
ধৌম্য।—অৰ্দ্ধ-রাজ্য।
দুর্য্যো।—কি?—অৰ্দ্ধ-রাজ্য?
শকুনি।—বৎস, তুমি চুপ কর।
(ধৌম্যের প্রতি)—মহর্ষে!
কোন রাজ্যের অৰ্দ্ধ-রাজ্য?
ধৌম্য।—এই বিশাল ভারতরাজ্যের।
শকুনি।—এ রাজ্যের আর অংশ কি?
এর সমস্তই তো একমাত্র রাজা দুর্য্যোধনের।
ধৌম্য।—না না, ধর্ম্মতঃ তা হ'তে পারে না।
এই ভারতরাজ্য রাজা যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনের।
ধর্ম্মরাজ সত্যপ্রতিজ্ঞায় এক্ষণে মুক্ত হ'য়েছেন,
সুতরাং তিনি
ভারতের নিজাংশ প্রার্থনা ক'চ্ছেন।
মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে আমি এ কথা বলাতে
তিনি রাজ্যার্দ্ধ দিতে সম্মত হ'য়েছেন,
এক্ষণে কেবল তাঁ'র জ্যেষ্ঠপুত্র
রাজা দুর্য্যোধনের অভিপ্রায়—

দুর্য্যো।—মাতুল! মাতুল!
পিতার পলে পলে ভাবান্তর।
এই না তিনি প্রতিজ্ঞা ক'রলেন,
বোধ হয়, তাঁ'র প্রতিজ্ঞাবাক্যের
প্রতিধ্বনি এখনও নিবৃত্ত হয় নাই,
অথচ তিনি স্বয়ং প্রতিজ্ঞাপালনে
নিবৃত্ত হ'লেন।
শকুনি।—বৎস, স্থির হও।
দৌম্য।—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কি ব'লেছিলেন?
দুর্য্যো।—সে কথায় নাহি প্রয়োজন।
বৃদ্ধ পিতা শত্রু মোর,
মুখে মোরে ভালবাসে,
অন্তরে পাণ্ডবগণে ডাকে।
না শুনিব কোন কথা তাঁ'র,
প্রতিজ্ঞা আমার—
নাহি দিব পাণ্ডবেরে রাজ্যভাগ।
দেখি কি করে পাণ্ডব?
দৌম্য।—এ সময়ে ক্রোধ ভাল নয়,
জ্ঞান বুদ্ধি ক্রোধে দগ্ধ হয়,
ধর্ম্ম নাহি মনে স্থান পায়,
ছাড় হেন ক্রোধ,
ভাই ভাই বিরোধ কি ভাল?
সম্প্রীতে থাকহ সবে,
দাও যুধিষ্ঠিরে রাজ্যভাগ।
পাণ্ডবেরা না চাহে বিবাদ,
চাহে শুধু ধনরত্ন রাজ্যের বিভাগ।
কিন্তু যদি নিতান্ত না দাও,
তা' হ'লে নির্ব্বাণ অগ্নি জ্বলিবে আবার,
মনে যেন থাকে ইহা।
শকুনি।—এ কথা কে ব'লেচে?
দৌম্য।—বীর ভীমসেন।
শকুনি।—(স্বগতঃ)—আঃ, সেটা মরে না।
আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কা'কেও ডরাই নি,
ডরাই কেবল সেইটেকে।
(প্রকাশ্যে)—বৎস দুর্য্যোধন! কি বল?
রাজ্যাংশ দেওয়াটাই যুক্তিসিদ্ধ হ'চ্চে না?

দুর্য্যো।—মাতুল!
আপনিও কি আমার পিতার ন্যায়?
শকুনি।—না, বাপু, তা' নয়,
"নরাণাং মাতুলক্রমঃ"
বরং তুমি আমার ন্যায়।
তোমার আমার মন এক,
কেবল বয়সে গুরু লঘু—জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ।
তবে দু' একটা ফাঁস কথা যা' বলি,
তা' বয়সের দোষে।
(দৌম্যের প্রতি)—মহাশয়!
আপনি গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বলুন
যে—যে—
দৌম্য।—কি ব'লবো?
শকুনি।—(দুর্য্যোধনের প্রতি)—বল না?
দুর্য্যো।—বল গিয়া যুধিষ্ঠিরে,—
বিনাযুদ্ধে আশা না মিটিবে,
বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী
নাহি দিবে যুধিষ্ঠিরে রাজা দুর্য্যোধন।
কি আস্পর্দ্ধা,
বলিয়াছে দুরাচার ভীম রাজ্য-অর্দ্ধ নাহি দিলে
নির্ব্বাপিত অগ্নি জ্বলিবে আবার।
ভাল ভাল, তাই হ'বে,
দুর্য্যোধন কাপুরুষ নহে,
বীর-রক্ত এখনো এ দেহে বহে।
সম্মুখসংগ্রামে
বীরভাব—বীরকার্য্য—বীরমূর্ত্তি—বীরশক্তি
দেখাইয়া সে পাণ্ডবগণ
লউক্ এ রাজ্যভার।
কিন্তু বিনাযুদ্ধে
নাহি দিব রাজ্যের একটি ধূলিকণা।
হয় বধিয়া আমারে যুধিষ্ঠির
রাজা হ'বে এ মহারাজ্যের,
নয় যুধিষ্ঠিরে বধি দুর্য্যোধন
ভুঞ্জিবে এ মহারাজ্য।
হয় যুধিষ্ঠির রাজা হ'বে,
নয় দুর্য্যোধন একমাত্র রাজরাজেশ্বর।

ধৌম্য। - ভ্রাতৃভক্তি কি হেতু ভুলি'ছ ?
সাক্ষাৎ ধর্ম্মের মূর্ত্তি রাজা যুধিষ্ঠির,
প্রাণাপেক্ষা স্থায় প্রিয় তাঁ'র,
অন্যায়ের মহাশত্রু তিনি ;
হেন যুধিষ্ঠিরে
না বলিও হেন রূঢ় কথা।
ন্যায়ধর্ম্ম পাল, দুর্য্যোধন !

দুর্য্যো। -- ধর্ম্মাধর্ম্ম ন্যায়ান্যায় কিবা ?
নিজ রাজ্য নিজেই ভুঞ্জিব,
কেন বৃথা বাক্য-আড়ম্বর ?
কেন কহ নির্ব্বোধের ভাষা ?
দূতসম এলে তুমি, মুনি !
দৌত্যও করিলে বিধিমতে,
আর কাজ নাই,
কহ গিয়া তব সেই পঞ্চ যজমানে—
মানে মানে থাকুক্ নীরবে।
বামনের কেন আশা চন্দ্র-পরশনে ?
পঙ্গুর কি হেতু আশা পর্ব্বতলঙ্ঘনে ?
দরিদ্রের কেন রাজ্যলোভ ?

কর্ণ।—দরিদ্রের, দরিদ্রের মত থাকাই উচিত।
বল গিয়া, ধৌম্য পুরোহিত !
অর্জ্জুনেরে বিশেষিয়া—
ভীমের মতন সেও যদি চাহে
জ্বালিতে নির্ব্বাণ অগ্নি পুনর্ব্বার,
তা' হ'লে এ কর্ণ
কোটি ধন্যবাদ দিবে তা'রে,
নহে পরিহাসে
কোটি কোটি টিটকারী দিবে।
জানি আমি,
পাণ্ডবেরা ভীরু কাপুরুষ,
নহে ভিক্ষা কেন মাগে রাজ্যভাগ ?
কহ যুধিষ্ঠিরে
ভিক্ষাপাত্র করে ক'রে আসুক হেথায়,
হস্তিনায় অতিথিশালায়
থাকুক ভিক্ষুকগণ সনে,
রাজব্যয়ে উদরান্ন পা'বে,
দ্রৌপদী ও চারি ভাই সনে
একরূপ কাল কেটে যাবে।

ধৌম্য।—কর্ণ!
এ নহে উচিত বাণী।
পরান্নে জীবন ধরা তোমারেই সাজে।
দুর্য্যোধন-গ্রহগ্রহ তুমি,
দুর্য্যোধন-অন্নে তব প্রাণ।
পরান্নের মর্ম্ম বুঝ তুমি,
তেঁই কহ হেন কটু-ভাষা।
ছি ছি, না কহিও হেন বাক্য আর।

কর্ণ।—ভাল, মুনি !
কাজ নাই তা'সবার হেথা আসি'
পাঞ্চালনগরে যেতে বল।
দ্রুপদ শ্বশুর সেথা আছে,
তা'র কাছে থাকুক পাণ্ডবগণ ;
শ্বশুরের পাপ-অন্নে ধরিয়া জীবন
থাকুক পাণ্ডবগণ।
ভাগ্যের প্রসাদে
প্রসাদ পাইবে সেথা ভাল !
শ্বশুরের গৃহে
অন্নদাস গৃহজামাতার বড় মান !

ধৌম্য।—ছি ছি,
ধর্ম্মশীল পঞ্চপাণ্ডবেরে
যে বলে এ হেন বাণী,
নীচ প্রাণী কেবা তা'র চেয়ে ?
(দুর্য্যোধনের প্রতি)—রাজা দুর্য্যোধন !
নাহি চাহি থাকিতে হেথায় আর।
শেষবাক্য বল এইবার,—
কি বলিব রাজা যুধিষ্ঠিরে ?
কি বলিব ভীম অর্জ্জুনেরে ?

দুর্য্যো।—শেষ কথা অগ্রেই ব'লেছি,
বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী
নাহি দিবে দুর্য্যোধন।
নিশ্চয় জানিও এই মোর পণ।

ধৌম্য।—পুনর্ব্বার বলি,
এখনো ভাবিয়া বল শেষবাক্য তব ?

দুর্য্যো।—যাও চলি';
বার বার সেই কথা!
এস, কর্ণ!
এস, দুঃশাসন!
আসুন, মাতুল!

[ধৌম্য ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ধৌম্য।—দুর্য্যোধন!
আর তব রক্ষা নাই;
তব শিয়রে শমন।
ধর্ম্ম-সত্য-ন্যায়-শিরে
এরূপে যে করে পদাঘাত,
নিশ্চয় নিপাত তা'র।

[ধৌম্যের প্রস্থান।

শকুনির পুনঃপ্রবেশ।

শকুনি।—দুর্য্যোধন কাজটা ভাল ক'ল্লে না,
একবারেই অমন ক'রে রেগে ওঠাটা
বড় কুলক্ষণ।
দুর্য্যোধন নিতান্ত উদ্ধত।
ও মনে করে
যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব
ওর পরম শত্রু,
কিন্তু তা' নয়,
ক্রোধটাই ওর পরম শত্রু।
যা'র ক্রোধশত্রু সঙ্গের সাথী,
তা'র অন্য শত্রু নিপাত হয় না,
বরং সহস্রগুণে বৃদ্ধি হ'য়েই থাকে।
যে ক্রোধকে নষ্ট ক'ত্তে পেরেচে,
সে জগৎশুদ্ধ শত্রুকে নষ্ট ক'রেচে।
ছলে কৌশলে যা' হয়,
বলে যুদ্ধে তা'র সিকিও হয় না।
এ কথাটা দুর্য্যোধন বুঝ্‌লে না,
এই বড় দুঃখ।
যাই হোক্,
আর একবার বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেখি,
যদি যুদ্ধের আশা ত্যাগ করে।
কিন্তু যে একগুঁয়ে,
আমার কথা শুনবে কি?
না শুন্‌লেই বিভ্রাট,
কুরুপাণ্ডবে নিশ্চয়ই মহাযুদ্ধ বাঁধ্‌বে।
তা' হ'লে কি আর রক্ষে আছে?
বাপ!—যে ভীম!
হিমশিম্ খাইয়ে দেবে!
সে আবার আমাকে শাসিয়ে গেচে
আমারি পাশার হাড়
আমারি চোকে গুঁজে দিয়ে
দ্বিতীয় ধৃতরাষ্ট্র ক'র্‌বে।

দুর্য্যোধন ও কর্ণের পুনঃপ্রবেশ।

দুর্য্যো।—মাতুল!
এবে আর বিলম্ব না সহে;
মম পক্ষে যত রাজগণ,
লিপি লিখ সবে বিধিমতে,
লিখ সবে নিজ নিজ সৈন্যগণসনে
আসিতে হস্তিনাপুরে ত্বরা।
ভগদত্ত, ভূরিশ্রবা, হার্দ্দিক, নীলাদি
মম বন্ধু রাজগণ পাশে
পাঠাও অদ্যই দূত;
অক্ষৌহিণী সেনা ল'য়ে সবে
জয় জয় রবে আসুন হেথায়।
কৌরব পাণ্ডবে এবে
নিশ্চয় ঘটিবে মহারণ।
শকুনি।—বৎস, যদি সহজে সব চুকে যায়,
তবে বৃথা রক্তপাত কেন?
দুর্য্যো।—যে কালে ব'লেছি
বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী
নাহি দিব পাণ্ডবেরে,
কা'র সাধ্য লঙ্ঘে সেই কথা?
জানি আমি

সে পঞ্চপাণ্ডব রাজ্যলোভী,
না ছাড়িবে রাজ্য-আশা ;
অনায়াসে নাহি পেলে ভাগ
সংগ্রাম করিবে সুনিশ্চয়।
আমিও তাহাই চাই।

শকুনি।—আচ্ছা,
আমি যদি বিনাযুদ্ধে
পাণ্ডবগণকে সমূলে বিনষ্ট ক'রে
তোমার রাজ্য নিষ্কণ্টক ক'র্ত্তে পারি,
তা' হ'লে তুমি তা'তে সম্মত আছ কি না ?

দুর্য্যো।—ধৌম্যেরে ব'লেছি যাহা,
আর তাহা না পারি ফিরা'তে।
যখন বলিবে ধৌম্য পাণ্ডবসম্মুখে—
'বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী
পাণ্ডবেরে নাহি দিবে দুর্য্যোধন',
তখন সে কথা
মোর পক্ষে কি ভাবে দাঁড়া'বে ?
মাতুল !
আর না—আর না,
ডাকাও যতেক দূত,
লিখ লিপি করদ ভূপালগণে।
আমার অটুট পণ—
হয় যুদ্ধে মরিবে পাণ্ডবগণ,
নয় দুর্য্যোধন।

শকুনি।—(স্বগত)—যে ভীম ! শেষটাই ঠিক্ !
ভাগ্নের সঙ্গে আমাকেও বা টানে !

দুর্য্যো।—মাতুল ! নীরবে কেন ?
ভাবিবার নাহি অবসর,
হও ত্বরাপর।
(কর্ণের প্রতি)—সখে !
মাতুল বড়ই ভীত,
কাজ নাই ওঁরে আর।
তুমিই স্বহস্তে লিখ লিপি।

শকুনি।—না, বাপু !
আমি ভীত ফীত হই নি।

কর্ণ।—কি হেতু কম্পিত তবে ?

শকুনি।—লিখ্‌তে গেলেই হাত কাঁপে।
কর্ণ ! তুমিই পত্রাদি রচনা কর।
আমি বরং দুঃশাসনকে ডেকে আনি।
তোমরা দু'জনে লিখ্‌লে
খুব্ শীঘ্র কার্য্য সম্পন্ন হ'বে।
(স্বগত —যাই একবার
ভীম দ্রোণ বিদুরকে সংবাদ দি।
তাঁ'রা যদি
দুর্য্যোধনের যুদ্ধচেষ্টা নিবারণ ক'র্ত্তে পারেন।

[প্রস্থান।

কর্ণ।—চল, সখে ! নির্জ্জন ভবনে,
দোঁহে মিলি' যুক্তি করি'
লিপি লিখি একে একে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

হস্তিনানগরী—দুর্য্যোধনের কক্ষ।

কর্ণ ও দুঃশাসনের প্রবেশ।

কর্ণ।—বীর !
তোমাকে সমস্ত দুর্গসংস্কারের ভার
গ্রহণ ক'র্ত্তে হ'বে।
তদ্ব্যতীত অনেকগুলি নূতন দুর্গও
নির্ম্মাণ করা'তে হ'বে।

দুঃশা।—অঙ্গরাজ !
তুমি এ সকল কার্য্যে
আমাপেক্ষা বিশেষ নিপুণ,
সুতরাং—

কর্ণ।—তোমার অগ্রজ যে আমার প্রতি
সৈন্যগণের যুদ্ধশিক্ষার ভারার্পণ ক'রেছেন।
তা' তোমার কোন চিন্তা নাই,
আমি মধ্যে মধ্যে
তোমার কার্য্যকলাপ দর্শন ক'র্‌বো।

দুঃশা।—তা' হ'লে আমার আর চিন্তা কি ?
আচ্ছা,

মাতুল মহাশয়
কোন্ কার্য্যের ভার গ্রহণ ক'রলেন ?

কর্ণ।—তিনি যুদ্ধব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকতে চান।

দুঃশা।—কেন ?

কর্ণ।—তিনি অস্ত্রযুদ্ধ অপেক্ষা চক্ষযুদ্ধেই পটু,
বলপ্রয়োগ অপেক্ষা ছলপ্রয়োগেই চতুর।

ভীষ্ম ও দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যো।—পিতামহ !
যা' ক'রেছি তা' ক'রেছি,
অন্যথা করিতে নারি আর,
যে হ'বে সে হ'বে,
নাহি ডরি তা'য়,
নিজ স্বত্ব কি হেতু অন্যেরে দিব ?
মম পূজ্যপাদ পিতা মহাশয়
এ ভারতরাজ্যে মোরে কৈলা অভিষেক,
এবে আমি রাজ্য-অধীশ্বর ;
বল তবে, পিতামহ !
মোর রাজ্য-অর্দ্ধভাগ কোন্ ন্যায়মতে
যুধিষ্ঠিরে করিব প্রদান ?
অর্দ্ধরাজ্য দূরে থাক্,
সূচ্যগ্র মৃত্তিকা-কণা
নাহি দিব যুধিষ্ঠিরে।

ভীষ্ম।—বৎস দুর্য্যোধন !
নিতান্ত বালক তুমি,
জ্ঞানালোক তিলমাত্র নাই,
তেঁই কহ এ পাপ-বচন।
যুধিষ্ঠির পর নহে,
খুল্লতাত-পুত্র তোমাদের,
তেঁই তাঁ'র আছে অধিকার
রাজ্য-অর্দ্ধভাগে ন্যায়মতে।

কর্ণ।—ভাল, তাই যেন গ্রাহ্য করিলাম,
কিন্তু বল দেখি, বৃদ্ধবীর !
কোন্ ন্যায়মতে—কোন্ ধর্ম্মমতে—
যুধিষ্ঠির ভাঙ্গিয়াছে পণ-অঙ্গীকার ?

ভীষ্ম।—কোন্ পণ অঙ্গীকার ?

কর্ণ।—দ্যূতপণ—দ্যূতপণ।
বৃদ্ধ ! মনে কি হে নাহি ভব—
পাশাপটু শকুনির পাশে
সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে বনবাসে
গেল সেই যুধিষ্ঠির ?
মনে কি হে নাই—
দ্বাদশ বৎসর বনবাস,
এক বর্ষ অজ্ঞাতনিবাস,
এই পণ পূর্ণ করি'
ধর্ম্মের গোচরে পা'বে ত্রাণ ?
কিন্তু, বৃদ্ধ !
এবে সেই যুধিষ্ঠির কোন্ ধর্ম্ম মানি'
লঙ্ঘন করিল সেই পণ ?
কোন্ ন্যায় মানি'
মৎস্য আর দ্রুপদ রাজারে
সহায় করিয়া চাহে রাজ্য লইবারে ?
জানি আমি তোমারে বিশেষ,
অধর্ম্মী পাণ্ডবপক্ষে তুমি,
তেঁই আজ অধর্ম্মেরে ভাব ধর্ম্মজ্ঞানে,
ধর্ম্মেরে অধর্ম্ম ভাব।
তোমা'সম পাণ্ডব-বন্ধুর
না চাহি শুনিতে কোন কথা।
যাও তুমি, বল যুধিষ্ঠিরে
অগ্রে পালি' দ্যূতপণ
তবে যেন আসে হেথা পিতৃরাজ্য নিতে।
পুনর্ব্বার অরণ্যে পশিয়া
প্রতিজ্ঞার কাল পূর্ণ করি'
দুর্য্যোধন বরাবরি
আসুক যুড়িয়া হস্ত সে পঞ্চপাণ্ডব।
তা' যদি না পারে,
যদি নিতান্তই যুদ্ধ-আশা করে,
অধর্ম্মের ভার ধরি' শিরে,
তা'তেও প্রস্তুত আছি ;
এই হেতু যুদ্ধ-প্রয়োজন।
নিশ্চয় জানিও, ধর্ম্মযুদ্ধে অধার্ম্মিক পাপী যুধি
পা'বে সমুচিত প্রতিফল।

ভীষ্ম।—কর্ণ, শত ধিক্ তোমা!
সূতপুত্র অতি নীচ তুমি,
তেঁই কহ হেন নীচ ভাষা;
নীচ আশা যা'র,
উচ্চ ভাব কোথায় তাহার?
অন্ধকার পাতালেই রয়,
সূর্য্যপাশে পারে কি যাইতে?
রাধেয়!
কোন্ মুখে উচ্চারিলে তুমি—
যুধিষ্ঠির অধার্ম্মিক?
অধার্ম্মিক জনের গোচর
জগতের অনাদিকারণ হরি নারায়ণ
প্রাণ বাঁধা দেয় কোন্ কালে?
কলের পুতলী সম
অধর্ম্মীর করে খেলে কি কখন হরি?
এত দেখে শুনে,
তবু বল যুধিষ্ঠিরে অধার্ম্মিক?
ধিক্ থাক্ তোমা হেন মূর্খজনে।
কর্ণ।—না কহিও হেন বাক্য আর,
বৃদ্ধ বলি' সহি বহু,
কিন্তু অন্যায়ের পক্ষ নহি আমি।
ক্ষাত্রধর্ম্ম পালি বিধিমতে,
ক্ষাত্রধর্ম্মমতে বরঞ্চ ত্যজিব তনু,
তবু নাহি অন্যায়েরে দিব আলিঙ্গন।
ধর্ম্মে ধরি' শিরে বুঝিব সমরে,
দেখি, কিবা করে
যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন আদি সে পাণ্ডব।
(দুর্য্যোধনের প্রতি)—
সখে!
না ভুলিও বৃদ্ধের বচনে,
এই বৃদ্ধ পাণ্ডবের প্রাণ।
ভীষ্ম।—দুর্য্যোধন! সাবধান হও,
নীচ কর্ণে না দিও আশ্রয়—
না দিও আশ্রয় এক তিল।
কুটিল শকুনি, কর্ণ, মূর্খ দুঃশাসন
এই তিন জন
সর্ব্বনাশ, মাননাশ,
প্রাণনাশ করিতে তোমার
ভূতলে হ'য়েছে অবতার।
দুঃশা।—পিতামহ!
পালি পালি গালি দাও কেন?
কি দোষ পাইলে মোর?
কেন আজ উচ্চারিছ হেন কটু ভাষা?
অগ্রজ আমার রাজ্য-অধিপতি,
তাঁ'র প্রতি তব দয়াবিন্দু নাই,
দয়া-সিন্ধু পাণ্ডবের দিকে।
ছি ছি! এ বড় লজ্জার কথা,
পিতামহ ভীষ্মদেব অধর্ম্মের দিকে!
কর্ণ।—বৃদ্ধ হ'লে এইরূপি হয়,
শুধু ভীষ্ম নয়,
ধৃতরাষ্ট্র, কৃপ, দ্রোণ, বিদুরাদি
সবাই ভীষ্মের অবতার!
ভীষ্ম।—কর্ণ! তিষ্ঠ নিরুত্তরে।
বৎস দুর্য্যোধন!
যুদ্ধ-আশা কর পরিহার,
কেন নিজে নিজের মরণ কর অন্বেষণ?
বিরাটের গোগৃহ-সমরে
কি দুর্দ্দশা ঘ'টেছিল তোমা সবাকার
একমাত্র অর্জ্জুনের করে,
সেই কথা ভাব একবার।
পাণ্ডবেরা পুনঃপুনঃ
যে সব দুষ্কর কার্য্য কৈল সম্পাদন,
তুমি, কর্ণ, দুঃশাসন অথবা শকুনি
কোন্ কার্য্য ক'রেছ সেরূপ?
বল তবে,
কি সাহসে চাও যুঝিবারে
যমসম পাণ্ডবগণের সাথে?
বিপরীতে তোমারই মাথে
পড়িবে দারুণ বজ্র।
বৃদ্ধ আমি,
যুদ্ধনীতি—ধর্ম্মনীতি—জ্ঞাননীতি
সমস্তই বুঝি বিধিমতে;

ধর মোর ভাষ,
ছাড় ঘোর যুদ্ধ-আশ।
যুধিষ্ঠিরে অর্দ্ধ-রাজ্য দিয়া,
অর্দ্ধ-রাজ্য নিজে নিয়া
ভাই ভাই সুখে কর অবস্থান।
বৎস!
ভাই ভাই এক ঠাঁই—
এর চেয়ে সুখ নাহি আর;
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই—
এর চেয়ে দুঃখ নাহি আর।
করিয়া বিচার
ধর্ম্মপথে তিষ্ঠ, দুর্য্যোধন!

কর্ণ।—(দুর্য্যোধনের প্রতি)—
সখে!
অদ্ভুত কুচক্রী ভীষ্মদেব,
বুঝি' সুঝি' যেবা হয় কর।

দুর্য্যো।—পিতামহ!
অনুরোধ করি বার বার,
বাধা মোরে নাহি দিও আর।
তোমার প্রতিজ্ঞা যেইরূপ কভু নাহি নড়ে,
আমারো প্রতিজ্ঞা সেইরূপ থাকিবে অটুট।
বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী
নাহি দিব যুধিষ্ঠিরে।
পরশত্রু অপেক্ষা নিশ্চয়
জ্ঞাতিশত্রু অতি ভয়ঙ্কর।
এ হেন শত্রুরে আমি
কেন দিব নিজ অংশ মোর?
মোর রাজ্যে
পাণ্ডবের কিবা অধিকার?
অটুট প্রতিজ্ঞা মোর কভু না টুটিবে,
যতক্ষণ প্রাণ মোর,
ততক্ষণ যুধিষ্ঠির রাজ্য নাহি পা'বে।

ভীষ্ম।—দুর্য্যোধন!
মৃত্যুকালে ঔষধ না খায় রোগী,
আসন্ন সময়ে ঘটে বুদ্ধিবিপর্য্যয়,
নহে কেন না শুনিলি মোর কথা?
আইনু সাধিতে হিত,
কেন দিলি প্রাণে হেন ব্যথা?
বড় দুঃখ রহিল আমার—
পাষাণের কঠিন হৃদয়ে
ছড়াইনু অমৃতের বীজ,
বৃথা গেল শুষ্ক হ'য়ে।
শেষ কথা ব'লে যাই,—
যদি না ভীষ্মের যুক্তিমতে
কার্য্য কর, দুর্য্যোধন!
নিশ্চয় নিধন হ'বে তব।
মনে যেন রয়—
'যথা কৃষ্ণ, তথা ধর্ম্ম,
যথা ধর্ম্ম, তথা জয়।'

[প্রস্থান

(দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণের পরস্পর কাণে কাণে কি কথা কওয়া)

শকুনির প্রবেশ।

শকুনি।—(স্বগত)—দুর্য্যোধন কথা শুন্‌লে না।
ভীষ্মাদিও কিছুতে বুঝুতে পার্‌লেন না।
নিশ্চয় যুদ্ধ ঘট্‌বে,
একটুখানি মাটির জন্যে
সমস্তই মাটি হ'বে দেখ্‌ছি।
তা' যা'ই হোক্,
যতক্ষণ শ্বাস—ততক্ষণ আশ।
দুর্য্যোধনকে আর একটা যুক্তি দি,
দ্বারকা থেকে কৃষ্ণকে আন্‌তে বলি।
কৃষ্ণ যদি দুর্য্যোধনের দিকে হয়,
তবে আর কিসের ভয়?
যদি আর কিছুও না হয়,
তবু আমি এক প্রকার রক্ষে পা'ব,
ভীমাকার ভীমটের হাত এড়া'ব,
কদাকার গদাটার ঘাও এড়া'ব।
(প্রকাশ্যে)—বৎস দুর্য্যোধন!
পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করাটা নিশ্চয়-কি?

কর্ণ।—এখনো কি আপনার সন্দেহ আছে?
শকুনি।—আঃ, তুমি একটু চুপ কর না।
দুর্য্যো।—মাতুল মহাশয়!
অঙ্গরাজ আর আমার বাক্য একই।
শকুনি।—তা' জানি,
দু'জনে এক-প্রাণ—এক-আত্মা—এক-মন—
এক-ধ্যান—এক-জ্ঞান—
এক শরীরে ডান হাত বাঁ হাত।
বৎস! একটা কথা ব'ল্‌বো কি?
দুর্য্যো।—বলুন।
শকুনি।—কৃষ্ণকে যদি হস্তগত ক'র্ত্তে পার,
তা' হ'লে বড় ভাল হয়।
আমি জানি,
একা কৃষ্ণ সহস্র পাণ্ডব।
তুমি অগ্রে গিয়ে তাঁকে যুদ্ধে বরণ কর।
কর্ণ।—কৃষ্ণ কিবা জানে যুদ্ধনীতি?
শকুনি।—আমিও কিবা জানি যুদ্ধনীতি?
কিন্তু চক্রনীতি জানি সবিশেষ।
কা'র পাশা
পাণ্ডবের ক'রেছিল সে হেন দুর্দ্দশা?
কা'র পাশা
পুরাইল দুর্য্যোধন ভূপতির আশা?
দুর্য্যো।—কিরূপে বরিব কৃষ্ণে?
শকুনি।—কেন?—তা'র চিন্তা কি?
কৃষ্ণকে সারথ্যকার্য্যে বরণ কর।
কৃষ্ণ সারথি হ'লে
শত শত মহারথী রথ ছেড়ে পলা'বে।
পাণ্ডব তো পাণ্ডব,
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এলেও পরাজয় মানবে।
কৃষ্ণ আমার চেয়েও ছলকৌশলী,
ধরি মাছ না ছুঁই জল;
নিজের হাতে তিনি কিছুই ক'র্‌বেন না,
কিন্তু বুদ্ধিবলে যা' ক'র্‌বেন,
তা' লক্ষ লক্ষ অস্ত্রধারীও পারবে না।
দুর্য্যো।—কি বল, সখে?
কর্ণ।—তা সারথি কর;
তুমি রথী আর কৃষ্ণ সারথি,
এ কথা ভাল।
শকুনি।—তবে শীঘ্র দ্বারকায় যাওয়া উচিত।
শীঘ্র না গেলে
যদি পাণ্ডবেরা অগ্রে সেখানে যায়,
তা' হ'লে আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হ'বে না।
দুর্য্যো।—কা'র যাওয়া উচিত?
শকুনি।—তোমারই স্বয়ং,
অন্য লোক গেলে কৃষ্ণ ইতস্ততঃ ক'র্ত্তে পারেন,
তুমি স্বয়ং গেলে
আর অন্য মত ক'র্‌বেন না।
বৎস! ব'ল্‌তে কি,
কৃষ্ণকে হস্তগত ক'লে
জয়শ্রী নিশ্চয় তোমারই হ'বে, তোমারই হ'বে।
দুর্য্যো।—তাই ভাল।
আপনারা যুদ্ধের অন্যান্য আয়োজন করুন।
আমি প্রত্যাগত হ'য়ে যেন
সমস্তই প্রস্তুত দেখ্‌তে পাই।
শকুনি।—তা' হ'বে,
কিন্তু তুমি খুব শীঘ্র যাও।
দুর্য্যো।—অদ্যই যাত্রা ক'র্‌বো।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—কৃষ্ণের কক্ষ।

(এক পার্শ্বে স্বর্ণ-পর্য্যঙ্ক সজ্জিত ও
তন্নিম্নভাগে একখানি স্বর্ণাসন স্থাপিত)

কৃষ্ণ ও বলরাম।

কৃষ্ণ।—আর্য্য!
দৈবের ঘটন কে করে লঙ্ঘন?
এত দিনে কৌরব পাণ্ডবে
নিশ্চয় বাধিবে মহারণ।
শুনিয়াছি আমি,

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অর্দ্ধরাজ্য তরে
পাঠাইয়াছিলা দূত হস্তিনানগরে,
কিন্তু সে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন
বলিয়াছে—
'বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী
নাহি দিব যুধিষ্ঠিরে।'
শেষে রাজা যুধিষ্ঠির সন্ধির কারণে
প্রার্থনা করিয়াছিলা শুধু
ইন্দ্রপ্রস্থ, অবিস্থল, বৃকস্থল,
মাকন্দী, বারণাবত এই পঞ্চ গ্রাম
পঞ্চ ভাই তরে;
তা'তেও সে মূর্খ দুর্য্যোধন
সম্মতি করেনি দান।
কাজে কাজে এবে
কৌরব পাণ্ডবে হ'বে দারুণ সংগ্রাম।
শুনিয়াছি,
দুই পক্ষে হইতেছে সমর-সাজনি।
বল।—ভাই! বড়ই সঙ্কট বটে,
কিন্তু বিধি-বিধি কে করে লঙ্ঘন?
দুর্য্যোধন কেন হেন অধর্ম্মী হইল,
তাই ভাবি মনে।
ধিক্ রাজ্যলোভে!
ধিক্ রাজ্যভোগে!
ধিক্ রাজনামে!
ভিক্ষুক বরঞ্চ ভাল রাজ্যপতি হ'তে,
পাপমূল যুদ্ধ-আশা নাহিক তাহার।
কৃষ্ণ।—কহ, আর্য্য! এবে কিবা করি?
বল —ভাই!
কি কৌরব, কি পাণ্ডব,
দুই পক্ষ আমাদের বিশেষ আত্মীয়,
এ দু'য়ের কোনো পক্ষে
আমাদের হস্তক্ষেপ করা ভাল নয়।
রাখ মোর কথা,
তুমি কোন পক্ষে না যাইও,
না ধরিও অস্ত্রশস্ত্র ভীষণ সংগ্রামে।
আমি যাই তীর্থপর্য্যটনে;
দ্বারকায় থাকিলে কি জানি
কোন পক্ষ অনুরোধ করে বা আমারে।
কৃষ্ণ! বল বল,
ধরিবে না অস্ত্র রণাঙ্গনে?
কৃষ্ণ।—তোমার বচন না করি লঙ্ঘন আমি।
না ধরিব অস্ত্র কুরুপাণ্ডব-সমরে।
বল।—বড় তুষ্ট হৈনু আমি।
চলিলাম তীর্থ পর্য্যটনে।

[বলরামের প্রস্থান।

কৃষ্ণ।—কি যেন কি হয় মনে,
কে যেন আমারে ডাকে।
দেখি ধ্যানে।

(ধ্যানে উপবেশন)

(ভগ্নধ্যান হইয়া)—দুর্য্যোধন, ধনঞ্জয়
আসি'ছে আমার পাশে।
উভয়ের ইচ্ছা
সংগ্রামে বরিবে মোরে।
অধর্ম্মের দিকে নহি আমি,
যথা ধর্ম্ম তথা জয়।
এক্ষণে উপায় করি তা'র।
(উত্তরীয় বস্ত্র মুখাবৃত করিয়া পর্য্যঙ্কে শয়ন)

দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যো।—(স্বগত)—কই, কৃষ্ণ কোথা?
এই যে বিভোরে নিদ্রা যায়।
নিদ্রিতেরে ডাকা ভাল নয়,
অপেক্ষা করিয়া রহি,
জাগিলেই কহিব মনের কথা।
বসি কোথা?
এই যে পর্য্যঙ্ক-শির-ধারে
সুবর্ণ-আসন সুসজ্জিত।
ইহার উপরি বসি'
যুদ্ধ-চিন্তা করি ততক্ষণ।

(আসনে উপবেশন

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

এ কে উপস্থিত?—অর্জ্জুন যে।
মম সম ইহারো অন্তরে
জাগে কি কৃষ্ণের চিন্তা?
যদি তা'ই হয়,
তা' হ'লে নিশ্চয়
আমারি পুরিবে আশা।
অগ্রে আমি আসিয়াছি,
আমারি হইবে কৃষ্ণ।
দেখি, কি করে অর্জ্জুন।

অর্জ্জুন।—(স্বগত)—এ কি হেরি,
পর্য্যঙ্ক শিয়রে দুর্য্যোধন।
পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ পর্য্যঙ্কে নিদ্রিত।
কৃষ্ণ!
অধীন পাণ্ডবগণে ভুলিবে কি, সখা?
শ্রীচরণতলে বসি'
পদসেবা করি বিধিমতে,
পাণ্ডবেরে কষ্ট কি সন্তুষ্ট হরি
পদস্পর্শে পারিব বুঝিতে।

(কৃষ্ণের পদতলে উপবেশন)

দুর্য্যো।—(স্বগত)—ধিক্ ধনঞ্জয়!
রাজকুল-কলঙ্ক নিশ্চয় তুই।
চন্দ্রবংশে তোর সম নীচ আর নাই,
এত স্থান থাকিতে, নির্ব্বোধ!
কৃষ্ণের চরণতলে বসিলি অনা'সে!
ছি ছি,
কৃষ্ণ এবে নিদ্রা হ'তে উঠি'
দেখিবে দু'জনে যবে,
কি ভাবিবে—কি বলিবে?
বড় লজ্জা—বড় ঘৃণা!
ইচ্ছা হয়,
ছাড়ি' এই স্থান,
কিন্তু স্বকার্য্য-সাধনে এনু,
কাজেই থাকিতে হ'ল অধোমুখে।

অর্জ্জুন।—(স্বগত)—ধন্য আমি আজ;
যেই শ্রীচরণ
মহাযোগী শিব ধ্যান করে,
যেই শ্রীচরণ পাইবার তরে
ব্রহ্মা আদি দেবগণ,
জ্ঞানী মুনিগণ
কঠোর তপস্যা করে,
আজ সেই ভক্তাধীন শ্রীচরণ
স্বহস্তে করিব সেবা।
আহা,
পাণ্ডবের নাথ হরি কত কষ্ট করি'
কঠিন মাটিতে হাঁটি' যান ছুটি' ছুটি'
আমাদের হিত সাধিবারে
মরুভূমি, অরণ্য, ভূধরে অনুক্ষণ,
আজ সেই শ্রীচরণ সেবা করি'
কিয়দংশে ঋণমুক্ত হই।
তাহা ছাড়া
মুক্তির সম্বল ক'রে লই।

(কৃষ্ণের পদসেবা)

দুর্য্যো।—(সরোষে)—
শত ধিক্ তোমারে অর্জ্জুন!
রাজপুত্র করে পরপদসেবা!
ধনঞ্জয়!
মৃত্যু নাহি হয় কেন এখনো তোমার?

অর্জ্জুন।—এত যদি লজ্জা তব,
তুমিই মর না কেন, রাজা!
রাজবুদ্ধি তব—রাজকার্য্য কর;
প্রেমভক্তি—জ্ঞানভক্তি—মুক্তিভক্তি
তব মনে নাহি পায় স্থান,
পাষাণে কি হয় কভু বীজের অঙ্কুর?
অনলে কি মিলে সুধা?
নির্ব্বোধ!
রাজা বলি'—মানী বলি'—ধনী বলি'
কর বড় তেজ অহঙ্কার,
কিন্তু তুমি কৃষ্ণে না চিনিলে,
এই খেদ জাগে মোর মনে।
যিনি রাজার রাজা—মানীর মানী—

ধনীর ধনী,
বেশী কি বলিব—
যাঁ'র শ্রীপদের ধূলিকণা পেয়ে
অনন্ত অনন্ত কোটি রাজা সৃষ্টি হয়,
তাঁ'র কাছে তুমি ক্ষুদ্র কীট!

দুর্য্যো।—(সচীৎকারে)—পুন বলি—
শত ধিক্ থাকুক্ তোমারে!

কৃষ্ণ।—(কপট নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া প্রথমে সম্মুখস্থ অর্জ্জুনকে দেখিয়া)—
কে?—অর্জ্জুন!
কখন আসিলে হেথা?
যা'ই হোক্,
হেরিয়া তোমারে সন্তোষ লভিনু অতি,
বল বল, ধনঞ্জয়!
কি ভাবিয়া আসিলে হেথায়?
অবশ্য পুরা'ব তাহা।

দুর্য্যো।—হে কেশব!

কৃষ্ণ।—(দেখিয়া)—কে?—মহারাজ দুর্য্যোধন!
আজি কি সৌভাগ্য মোর,
হস্তিনার অধিপতি রাজা দুর্য্যোধনে
পাইলাম গৃহে বসি'।
আছ তো কুশলে, মহারাজ?
(গাত্রোত্থান করিয়া)—
ব'স ব'স পর্য্যঙ্ক উপরে, বীরবর!
বড়ই অন্যায় কার্য্য হ'য়েছে আমার,
রাখি নাই রাজসিংহাসন পাতি'।
বড়ই পেয়েছ কষ্ট বসি' এই ক্ষুদ্রাসনে।
ক্ষমা কর মোরে, রাজা!

দুর্য্যো।—কৃষ্ণ!
এ কি হে বিচার তব?

কৃষ্ণ।—ক্ষমা কর, মহারাজ!
ব'স এই পর্য্যঙ্কে আমার।

দুর্য্যোধন।—না না, সে জন্য না বলি কিছু।

কৃষ্ণ।—বল, রাজা!
কি দোষ করিনু তবে?

দুর্য্যো।—অর্জ্জুনের আসিবার আগে
আমি আসিয়াছি তব পাশে;
তবে অগ্রে তুমি কি বিচারে
না জিজ্ঞাসি' মোরে
অর্জ্জুনের আশা এবে পুরাইতে চাও?

কৃষ্ণ।—মহারাজ!
অগ্রে যে এসেছ তুমি,
কিরূপে জানিব আমি?
নিদ্রোত্থিত হ'য়ে দেখি সম্মুখে অর্জ্জুন।
অগ্রে আমি হেরিনু অর্জ্জুনে,
এই সে কারণে অগ্রে তাঁ'র সনে
কৈনু সম্ভাষণ,
প্রার্থনা পূরণ অগ্রে চাহিনু করিতে।
এই মোর রীতি—এই মোর নীতি—
যে আগে সে আগে—যে পাছু সে পাছু।
(অর্জ্জুনের প্রতি)—বল, পার্থ!
কি চাও আমার কাছে?

অর্জ্জুন।—কৃষ্ণ!
এই রাজা দুর্য্যোধন সনে
রাজ্য ল'য়ে আমাদের ঘটিল বিবাদ।
ঘটিবে দারুণ রণ,
দুই পক্ষে হয় ঘোর যুদ্ধ-আয়োজন।
তোমার সাহায্য মোরা চাই।

কৃষ্ণ।—অস্ত্র শস্ত্র না ধরিব রণে,
না করিব নিজে রণ।
কৌরব পাণ্ডব মাঝে
সমান সম্বন্ধ আছে মোর,
উভয় কুলের আমি হিত ইচ্ছা করি।
তেঁই বলি, না ধরিব নিজে অস্ত্র।
বল, আর কিবা চাও?

অর্জ্জুন।—যদুপতি!
মহারাজ যুধিষ্ঠির পাঠাইলা মোরে
বরিতে তোমারে মম সারথির পদে।

কৃষ্ণ।—ধনঞ্জয়!
করিনু স্বীকার
যুদ্ধকালে হ'ব তব রথের সারথি।

দুর্য্যো।—কৃষ্ণ!

এ কি হে অন্যায় কথা ?
আমার সারথি-পদে বরিতে তোমারে
অগ্রে আসিলাম আমি,
কিন্তু পার্থের পূরা'লে আশা,
এ কেমন রীতি ?

কৃষ্ণ।—
মোর রীতি-নীতি কথা আগেই ব'লেছি।
যাই হোক্, শুন এবে, রাজা!
তোমারেও না হ'বে হতাশ হ'তে।
নারায়ণীসেনা নামে দশ কোটী গোপ
আছয়ে অধীনে মোর।
তুমি তাই চাও,
কিংবা মোরে সারথি করিতে চাও ?

দুর্য্যো।—(স্বগত)—দশ কোটী নারায়ণী সেনা!
অদ্ভুত ব্যাপার—অদ্ভুত ঘটনা!
সারথি হইলে কৃষ্ণ কিবা লাভ মোর ?
সংগ্রামের কালে নিরস্ত্রের কিবা প্রয়োজন ?
অস্ত্রধারী যোদ্ধাই সাধিবে জয়।
নারায়ণীসেনাই লইব আমি।
(প্রকাশ্যে)—হে কেশব!
দাও মোরে দশ কোটী নারায়ণী সেনা।

কৃষ্ণ।—তথাস্তু।
যাও তুমি সৈন্যাগারে,
লহ নারায়ণী সেনা।

[দুর্য্যোধনের প্রস্থান।

অর্জ্জুন।—সখে!
তবে না দেখি নিস্তার আর আমা'সবাকার।

কৃষ্ণ।—কেন, ধনঞ্জয় ?

অর্জ্জুন।—দশ কোটি নারায়ণী সেনা
যে লভিল তব পাশে,
তা'র সনে করিয়া সংগ্রাম
কে পারে লভিতে জয় ?

কৃষ্ণ।—কেন ভয় ভাব, ধনঞ্জয় ?
আমারি শরীরোদ্ভূত
দশ কোটি নারায়ণী সেনা।
আমি তা'সবার বলরূপী,
আমিই সে মূল।
বল-মূল তোমার নিকটে বাঁধা,
কি ভয় সমরে তবে তব ?
পাণ্ডবের পক্ষে কায়া,
কৌরবের পক্ষে ছায়া।
কায়া হ'তে ছায়া হয়,
ছায়া হ'তে কায়া নাহি হয়,
তবে কেন ভয় ?

অর্জ্জুন।—হরি!
তুমিই পাণ্ডবগণ-প্রাণ,
অর্জ্জুনের শক্তি বুদ্ধি মন্ত্রণা ভরসা।

কৃষ্ণ।—যাও এবে তুমি, ভাই,
মহারাজ যুধিষ্ঠির পাশে।
কহ তাঁ'রে
ভক্তাধীন কৃষ্ণ হইল সারথি।
আমিও যাইব তাঁ'র পাশে
দু' এক দিনের মাঝে

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

উপপ্লব্যনগর—যুধিষ্ঠিরের মন্ত্রণাগৃহ।

যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন উপবিষ্ট।

ভীম।—মহারাজ!
আপনি আমাদের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ,
আপনাকে পরামর্শ দান করা
আমার বালকতা মাত্র;
তথাপি আমার মনের কথাগুলি
প্রকাশ ক'ত্তে উদ্যত হ'য়েছি;
যদি আজ্ঞা করেন তো বলি।

যুধি।—ভাই!

কেন আজ এরূপ কুণ্ঠিত হ'চ্ছ?
বল, কি তোমার মনোগত ইচ্ছা?

ভীম।—যে যা' প্রার্থনা করে,
সে তদ্ব্যতীত অন্য কিছু চায় না।
দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন
আমাদের নিকট যুদ্ধপ্রার্থনা ক'চ্চে,
অথচ আপনি বারংবার তা'তে অসম্মত হ'য়ে
তা'কে সন্ধি দান ক'র্ত্তে চাচ্চেন।
এতে কা'রই অভিসন্ধি সিদ্ধ হ'চ্চে না।

যুধিষ্ঠির।—ভীমসেন!
এক বার চেষ্টা ক'ল্লে যদি কার্য্যসিদ্ধি না হয়,
দশ বার চেষ্টা করা উচিত।
দশ বারে যদি না হয়,
শত বার চেষ্টা করা চাই।

অর্জ্জুন।—না, মহারাজ!
দুরাচার দুর্য্যোধনের নিকট হ'তে
আমাদের আর সহজে
রাজ্যাংশ হস্তগত হ'বে না।
আপনি যত বার সন্ধির চেষ্টা ক'র্‌বেন,
সে দুর্জ্জন দুর্য্যোধন
তত বারই আপনাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ক'র্‌বে।
আপনি উভয় পক্ষের মঙ্গলের জন্য
রাজ্যার্দ্ধপ্রাপ্তির সন্ধি ক'চ্চেন,
সে তা' অনুধাবন ক'চ্চে না;
বরং এরূপ চিন্তা ক'চ্চে যে
পঞ্চপাণ্ডব কাপুরুষ, ভীরু, দুর্ব্বল,
তাই সন্ধিরূপ ভিক্ষার জন্য লালায়িত।

ভীম।—অর্জ্জুন! ঠিক্ ব'লেছ, ভাই!
(যুধিষ্ঠিরের প্রতি)—ধর্ম্মরাজ!
আর সন্ধির জন্য চেষ্টা ক'রবেন না।
আপনি আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হউন,
আপনার চিরানুগত ভীমসেনকে আজ্ঞা দিন,
এক বার ভীমের গদাযুদ্ধ দর্শন করুন্।
কি আপনি, কি অর্জ্জুন,
কি নকুল, কি সহদেব—
কা'কেও
মুহূর্ত্তের জন্য অস্ত্র ধারণ ক'র্ত্তে হবে না।
আপনার শ্রীচরণপ্রসাদে
একা ভীমসেনই সমস্ত কৌরবের
প্রাণ বিনাশ ক'র্‌বে।
মহারাজ!
আমি যে এত কাল ধ'রে
গদাযুদ্ধ শিক্ষা ক'র্‌লেম,
তা'র পরীক্ষা দেক্তেও কি
আপনার সাধ হয় না?

যুধি।—ভীম!
বজ্রাঘাত দেক্তে কে সাহস করে, ভাই?

সঞ্জয়ের প্রবেশ।

কে?—সঞ্জয়? এস এস—কেমন আছ?

সঞ্জয়।—(অভিবাদন করিয়া)—ধর্ম্মরাজ!
আজ ভাগ্যবলে
আপনাকে দর্শন লাভ ক'ল্লেম।

যুধি।—সঞ্জয়! বোধ হয়,
তুমি সন্ধির মীমাংসা-বার্ত্তা এনেছ?

সঞ্জয়।—পাণ্ডবনাথ!
আমি আমার ভাগ্যদোষে
আপনার প্রশ্নের অভিমত উত্তর
দিতে পাল্লেম না।

যুধি।—কেন, সঞ্জয়?
মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কি আমার সন্ধিপ্রস্তাবে
সম্মত হন নি?

সঞ্জয়।—তিনি হ'য়েছিলেন,
কিন্তু
রাজা দুর্য্যোধন কোনমতেই সম্মত হ'লেন না।

ভীম।—তবে কিসে সে সম্মত হ'য়েছে?

সঞ্জয়।—যুদ্ধ ক'র্ত্তে।

ভীম।—শুনুন, মহারাজ,
সঞ্জয়ের মুখে দুর্য্যোধনের মনের অভিসন্ধি;
তথাপি আপনি সন্ধির জন্য চেষ্টিত।

যুধি।—সঞ্জয়!
সুযোধন কি পিতৃবাক্য এতই অগ্রাহ্য করে?

ভীম।—ধর্ম্মরাজ!
দুষ্ট দুর্য্যোধন সম্বন্ধে ওরূপ বাক্য
কি জন্ম উত্থাপন ক'চ্ছেন?
দুর্য্যোধনও যেমন,
দুর্য্যোধনের পিতাও তেমন।
বিষ হ'তে বিষই উৎপন্ন হয়।
মহারাজ! মনে কি নাই
কা'র ইচ্ছায়—কা'র প্ররোচনায়—
কা'র উত্তেজনায়
আমরা দ্যূতে পরাজিত হ'য়ে
এত কাল বনবাসী হ'য়েছিলেম?
আপনি নিশ্চয় জানবেন—
যে ধৃতরাষ্ট্র, সেই দুর্য্যোধন,
যে দুর্য্যোধন, সেই ধৃতরাষ্ট্র।
অর্জ্জুন।—পাপিষ্ঠ কর্ণ আবার
সেই পিতাপুত্রের প্রাণ।
যুধি।—ভীম! অর্জ্জুন!
তোমরা কিয়ৎকাল ক্ষান্ত হও।
আমি সুবুদ্ধি সঞ্জয়ের নিকট
অবশিষ্ট বিষয় অবগত হই।
সঞ্জয়!
পূজ্যপাদ পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ,
খুল্লতাত বিদুরও কি সুযোধনকে
কুপথ হ'তে সুপথে আনতে পারেন না?
সঞ্জয়।—দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি থাকতে
দুর্য্যোধনকে কে সুপথে আনতে পারে?
ভীম।—সঞ্জয়!
দুরাত্মা দুঃশাসন আর শকুনি
এক্ষণে স্থূল না কৃশ?
সঞ্জয়।—বীরবর!
এ কথা জিজ্ঞাসা ক'রবার অর্থ কি?
ভীম।—দুঃশাসন এক্ষণে স্থূলদেহ হ'লে
যুদ্ধক্ষেত্রে তা'র বক্ষোরক্ত পান ক'রে
আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণরূপে সফল হ'বে।
আর অদ্বিতীয় শঠ, মহাপাপিষ্ঠ শকুনি
স্থূলশরীর হ'লে
সমরক্ষেত্রস্থ শকুনিরা
তা'র শব ভক্ষণ ক'রে পরিতৃপ্ত হ'বে।
অর্জ্জুন।—সঞ্জয়!
দুর্য্যোধনের প্রসাদভোজী অর্দ্ধরথী কর্ণ
এক্ষণে কোন্ গুরুর নিকট
রথ-যুদ্ধ শিক্ষা ক'চ্ছে?
সঞ্জয়।—বীরেন্দ্র ধনঞ্জয়!
আপনিও আবার—
অর্জ্জুন।—কেন, সঞ্জয়! তোমার কি মনে নাই—
কর্ণ যে একমাত্র রথে অবস্থিত হ'য়ে
রথান্তর গ্রহণ না ক'রে
পাণ্ডবগণকে বিনাশ ক'রবে ব'লেছিল?
যা'ই হোক্, তুমি তা'কে এক্ষণে ব'ল—
অর্জ্জুন তা'র সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রে
তা এই রথচক্রে তা'কে নিষ্পেষিত ক'রবে।
ভীম।—আমি এই বার শেষ কথা বলি,—
সেই গদা-যুদ্ধ-বিশারদ অভিমানী
আমাদের রাজ্যাপহারক দুর্য্যোধনকে
ভীমসেনের সুদারুণ লৌহগদায়
যুদ্ধক্ষেত্রে
পৃথিবী-রাজ্যের দুরাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ক'রে
যম-রাজ্যের নরক-যন্ত্রণা ভোগ ক'রে হ'বে।
সঞ্জয়! আর অধিক কি ব'লবো?
সেই স্বার্থান্ধ অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের
পাপ-সভাগৃহে কপট-দ্যূত-ক্রীড়াকালে
কৌরব-চক্রে
পতিপ্রাণা দ্রৌপদীর সেই অপমান
পাপিষ্ঠ কৌরবগণের
মৃত্যুদ্বার উদ্ঘাটন ক'রেছে,
সে দ্বার আর কিছুতেই অবরুদ্ধ হ'বে না।
সঞ্জয়।—আপনাদের
এই সকল দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভয়েই
মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র
আমাকে এখানে দূতস্বরূপ পাঠিয়েছেন।
ব'লে দিয়েছেন যে,
দুর্য্যোধনের সমস্ত অপরাধ, সমস্ত অত্যাচার

পাণ্ডবগণের ক্ষমা করাই
সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

যুধি।—সঞ্জয়!
আমরা নিজ রাজ্যাংশে বঞ্চিত হ'য়ে
দরিদ্র ভিক্ষুকের ন্যায় অবস্থান ক'রে
কালযাপন ক'র্‌বো,
এই কি জ্যেষ্ঠতাত রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ইচ্ছা?
আমাদের অংশ আমরা প্রাপ্ত হ'লেই
আমরা
আর কোন যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত ক'র্‌বো না।
গবল্‌গণ-নন্দন!
অধিক প্রার্থনা করি না,
কেবল আমাদের পঞ্চ ভ্রাতার নিমিত্ত
বৃকস্থল আদি পঞ্চ গ্রাম মাত্র প্রাপ্ত হ'লেই
সুযোধনের বিপক্ষে অস্ত্রধারণের
আশা পরিত্যাগ ক'র্‌বো।

সঞ্জয়।—ধর্ম্মরাজ!
দুর্য্যোধন কোন মতেই
সূচ্যগ্র উত্থিত ভূমিমাত্রও দেবেন না।
তাঁ'র সেই দৃঢ় পণ
কিছুতেই বিচলিত হ'বে না।

ভীম।—তেমন অবাধ্য পুত্র দুর্য্যোধনকে
অন্ধ পিতা ধৃতরাষ্ট্রের
স্বহস্তে বিনাশ করা উচিত।
যদি তা' না পারেন,
অন্ততই তা'কে ত্যাজ্যপুত্র করা কর্ত্তব্য।

অর্জ্জুন।—অন্ধরাজকে আর তা' ক'ত্তে হ'বে না,
আমরাই
দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের অগ্রে জীবন গ্রহণ ক'রে
পশ্চাৎ সমস্ত রাজ্য গ্রহণ ক'র্‌বো।

যুধি।—সঞ্জয়!
আর বেশী কথা কি ব'ল্‌বো?
তুমি সুযোধনকে ব'ল যে,
যদি সে পাঁচখানি গ্রামও দিতে না চায়,
তবে চারিখানি গ্রাম দি'ক্।
ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব—
আমার এই চারি ভ্রাতা সেই চারি গ্রামে
স্বাধীনভাবে অবস্থান করুক্;
আমার আর কিছুরই প্রয়োজন নাই,
আমি পুনর্ব্বার বনে বনে—তীর্থে তীর্থে
ভ্রমণ ক'রে জীবন যাপন করি।

সঞ্জয়।—মহারাজ!
আপনার এই উদারতা ও নিঃস্বার্থতার
তুলনা নাই।
এই জন্যই আপনি
দেবগণের নিকটেও পূজিত।
কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয় যে
এমন ধর্ম্মশীলকেও
রাজা দুর্য্যোধন রূঢ় পত্র লিখেছেন।

ভীম।—কি? পত্র?
কই, দেখি দেখি?

(হস্তপ্রসারণ

সঞ্জয়।—(পত্রপ্রদানোদ্‌যোগ)

ভীম।—না,
আমি ও পাপ-লিপি স্পর্শ ক'র্‌বো না।

যুধি।—সঞ্জয়! আমাকে পত্র দাও।

(পত্রগ্রহণ ও পা

সঞ্জয়! তুমি অমন কোমলহৃদয় হ'য়ে,
কিরূপে এরূপ বজ্র বহন ক'রে আন্‌লে?

সঞ্জয়।—রাজন্!
পরাধীনতায়
আমার হৃদয়ের কোমলতা নষ্ট ক'রেছে,
দাসত্ব এবং অর্থ
আমাকে বজ্র-কঠিন ক'রেছে।
হা! ধিক্ পরাধীনতায়! ধিক্ দাসত্বে!
ধিক্ অর্থে!

ভীম।—মহারাজ!
দুর্য্যোধনের এ পাপ-লিপির মর্ম্ম কি?

যুধি।—সুযোধন লিখেছে—
"জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব!
লোকে তোমাকে অতি ধর্ম্মশীল বলে,
সে কথা যদি সত্য হয়,

তবে তুমি ধর্ম্মযুদ্ধে অগ্রসর হও,
বিনা ধর্ম্মযুদ্ধে
তোমার রাজ্যগ্রহণ ও শাসন করাই অন্যায়,
অধার্ম্মিকের ন্যায়
কেন সন্ধিরূপ কৌশল বিস্তার ক'রে
আমার রাজ্যাপহরণের চেষ্টা ক'চ্ছো ?
তুমি আর বারংবার বৃথা সন্ধির কথা ব'লে
কাপুরুষের ন্যায়—অধার্ম্মিকের ন্যায়
আমার রাজ্যের একটি ধূলিকণাও
প্রার্থনা ক'র না।
এই আমার শেষ পত্র—
এই আমার শেষ কথা—
পৃথিবীর সম্রাট্ দুর্য্যোধন বিনাযুদ্ধে
যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে
একটি সর্ষপও অর্পণ ক'রবেন না।

ভীম।—মহারাজ !
আমি বরাবর তো আপনাকে ব'লে আস্‌চি,
আপনার সুযোধন আপনাকে অবজ্ঞা করে,
আপনাকে সে পথের ভিখারী ক'ত্তে চায়,
তবু আপনি
আমার কথায় কর্ণপাত করেন না।
এখন দেখ্‌লেন তো ?

যুধি।—সঞ্জয় ! ধর্ম্ম সাক্ষী,
আর আমার কোন অপরাধ নাই,
সুযোধন অবিলম্বে ধর্ম্মযুদ্ধ দর্শন ক'র্‌বে।

সঞ্জয়।—মহারাজ !
আপনার আবার ধর্ম্ম সাক্ষী কি ?
আপনি তো স্বয়ং সাক্ষাৎ ধর্ম্ম।
পৃথিবীর পাপিষ্ঠ লোকগণকে
ধর্ম্ম শিক্ষা দেবার জন্য অবতীর্ণ হ'য়েছেন।
আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম না হ'লে
ধর্ম্মের আদিকারণ ভগবান্ হরি কি
কখনো আপনার সহায় হ'তেন ?
আমি জানি,
'যথা ধর্ম্ম তথা কৃষ্ণ, যথা কৃষ্ণ তথা ধর্ম্ম'।
যেখানে কৃষ্ণ ও ধর্ম্ম
ভিন্ন দেহ মাত্র ধারণ ক'রে
একপ্রাণ—একমন হ'য়ে আছেন,
সেখানে এক জন দুর্য্যোধন কেন,
অনন্ত কোটি দুর্য্যোধনকে
অন্যায় কার্য্যের ফল ভোগ ক'ত্তে হ'বে।
আমি ভগবান্ বেদব্যাসের প্রমুখাৎ শুনেছি,
পাপমতি দুর্য্যোধন সাক্ষাৎ কলি—
সাক্ষাৎ অধর্ম্ম ;
আপনি সাক্ষাৎ সত্য ও সাক্ষাৎ ধর্ম্ম।
লোকশিক্ষার নিমিত্ত
সেই অধর্ম্ম ও এই ধর্ম্মের সহিত
ভয়ঙ্কর সঙ্ঘর্ষণ হ'য়ে
শেষে ধর্ম্মেরই জয় হ'বে।
ঋষিবাক্য কখনও মিথ্যা হ'বার নয়,
নৈলে দুর্য্যোধন
কেন এরূপ পাপময়ী লিপি লিখ্‌বে ?

যুধি।—সঞ্জয় !
সুযোধন তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রে আছে,
তুমি এক্ষণে তা'র নিকট প্রত্যাবৃত্ত হও।
পিতামহ ভীষ্ম,
পূজ্যপাদ দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্য,
জ্যেষ্ঠতাত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র,
খুল্লতাত ধর্ম্মাত্মা বিদুর,
জ্যেষ্ঠা মাতা দেবী গান্ধারী
এবং আমাদের সেই দীনহীনা
চিরদুঃখিনী জননী কুন্তীদেবী
প্রভৃতি গুরুজনকে
আমার প্রণাম ও কুশলবার্ত্তা
নিবেদন ক'রো ;
সুযোধন ও দুঃশাসনাদি শত ভ্রাতাকে
আমার কুশল বিজ্ঞাপন ক'রো ;
ভানুমতী প্রভৃতি শত বধূমাতা
ও ভগিনী দুঃশলাকে
আমার স্নেহ জানিও ;
অশ্বত্থামা, কর্ণ ও শকুনিকে
আমার কুশল বিজ্ঞাপন ক'রো ;

পুরোহিত, ঋত্বিক্‌, অপরাপর ব্রাহ্মণ,
সভাস্থ সভাগণ, রাজ্যের প্রজাগণ,
রাজকর্ম্মচারিগণ, দাস দাসী
ও দৌবারিকগণকে
আমার কুশল বিজ্ঞাপন ক'রো।
আর এক কথা—
আমি যে সকল ব্রাহ্মণ, অন্ধ, খঞ্জ, কুব্জ,
অঙ্গহীন, স্থবির, বামন ও অনাথগণের
বৃত্তি নির্দ্ধারিত ক'রেছিলেম,
যা'রা আমার আশ্রয়ে কালযাপন ক'র্ত্তো,
মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বা সুযোধন যেন
তাদের সেই বৃত্তি লোপ না করেন।
আমার বিবেচনায়
ধর্ম্মশীল লোকের পক্ষে রাজ্য, ঐশ্বর্য্য,
এমন কি, নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত লোপ হ'লেও
তত ক্ষতি হয় না,
যত ক্ষতি আশ্রিতের বৃত্তি লোপ হ'লে হয়।
যাও, সঞ্জয়!
আমার এই সকল বাক্য
হস্তিনার রাজসভায় প্রতিধ্বনিত কর।

সঞ্জয়।—(অভিবাদন করিয়া)—
যথা আজ্ঞা, ধর্ম্মরাজ!

ভীম।—সঞ্জয়! সঞ্জয়।
ধর্ম্মরাজ তো অনেক কথা ব'ল্‌তে ব'ল্লেন,
আমি অত কথা কিন্তু জানি না,
কেবল একটা মাত্র বলি—
তুমি সেই পিশাচ দুর্য্যোধনকে
আমার হ'য়ে ব'ল যে
'তোমার পরমশত্রু ভীমসেন
তোমাকে তা'র লৌহময়ী মহাগদার
একখানি চিত্র উপহার দিতে চায়,
হে মহাবীর দুর্য্যোধন!
তুমি তা' গ্রহণ ক'র্‌বে কি?'

সঞ্জয়।—বীরের উপযুক্ত বাক্য।
আমি এক্ষণে বিদায় হই।

[প্রস্থান

যুধি।—ভীম! অর্জ্জুন!
তোমরা এক্ষণে নকুল সহদেবকে নিয়ে
আমাদের পক্ষাবলম্বী রাজগণকে পত্র লেখো,
তাঁ'রা যেন অনুগ্রহ ক'রে স্ব স্ব সৈন্য নিয়ে
এখানে শীঘ্র উপস্থিত হ'ন।
এতক্ষণে আমি বিশেষরূপে বুঝ্‌লেম—
কুরুপাণ্ডবযুদ্ধ অনিবার্য্য।

ভীম।—ধর্ম্মরাজ!
রাজগণকে এনে কষ্ট দেবার প্রয়োজন কি?
আমাকে আদেশ করুন,
আমিই একাকী শত্রুকুল নির্ম্মূল করি।

যুধি।—ভাই!—যে সকল রাজা
আমাদের সাহায্য কর্‌বার জন্য ইচ্ছুক,
তাঁ'দের না আন্‌লে,
তাঁ'রা অপমান বোধ ক'র্‌বেন।
ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের
মর্ম্ম তো তোমাদের জানাই আছে।

ভীম।—তবে
আমরা পত্র ও দূতপ্রেরণের উদ্যোগ করি।

[ভীম ও অর্জ্জুনের প্রস্থান।

যুধি।—আহা,
ভাই সুযোধন!
কেন তুমি এখনো ধর্ম্মাবলম্বন ক'ল্লে না?
ঈশ্বরেচ্ছায় শীঘ্রই যেন
তোমার ধর্ম্মবুদ্ধি লাভ হয়।

একজন ভৃত্যের প্রবেশ।

কি সংবাদ?

ভৃত্য।—দ্বারকাপতি পাণ্ডবনাথ শ্রীকৃষ্ণ
নগরতোরণে উপস্থিত।

যুধি।—হরি এসেচেন?
চল চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উপপ্লব্যনগর—নগর-তোরণ।

শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি।

সাত্যকি।—দয়াময়!
প্রখর রৌদ্রের তাপ,
কেন আর দাঁড়া'য়ে হেথায়?
চল ত্বরা ধর্ম্মরাজ পাশে।

কৃষ্ণ।—না, সাত্যকি! যা'ব না এখন,
কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর।
শুনিয়াছি,
সঞ্জয় গিয়াছে রাজ-পাশে।
কৌরবের দূত সে সঞ্জয়,
দৌত্যকার্য্যে আসিয়াছে হেথা।
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির-পাশে
যদ্যপি সে নিরখে আমারে,
হয় তো সমস্ত কথা না ক'বে প্রকাশি'।

নেপথ্যে যুধিষ্ঠির।—কই কৃষ্ণ?—
কই কই পাণ্ডবের নাথ?

কৃষ্ণ।—সাত্যকি! সাত্যকি!
ওই যে আসেন ধর্ম্মরাজ।
অস্থির কি হেতু হেরি অত?
সঞ্জয় কি দেছে কুসংবাদ?
চল চল, জিজ্ঞাসি রাজারে।

(গমনোদ্যোগ)

বেগে যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

যুধি।—ভাই! ভাই!
কখন্ এসেছ তুমি?
রথ কই?

কৃষ্ণ।—(সহাস্যে)—
রথ হ'তে শ্রেষ্ঠ মোর মনোরথ,
বাঁধা তাহা তোমার নিকটে।
মনোরথ নাহি যা'র,
রথ তা'র কোথা আর?

যুধি।—(সহাস্যে)—কেন চিন্তা চিন্তামণি?
মনোরথ বাঁধা দিয়ে
পাণ্ডবের শিরোরথ কিনেছ তো, ভাই!
কমলচরণ দু'টি
রাখ মোর শিরোরথোপরি!
কৃষ্ণ! বুঝিয়াছি আমি,
অর্জ্জুনের রথে তুমি হইবে সারথি,
করিয়াছ পণ,—না হইবে রণী।
আজ হ'তে প্রমাণ কি তা'র, দয়াময়?

কৃষ্ণ।—ধর্ম্মরাজ!
সত্যই কি হ'তে হ'বে আমারে সারথি?
কৌরব পাণ্ডবে
সত্যই কি ঘটিবেক দারুণ সংগ্রাম?
সত্যই কি
সন্ধি মানিয়াছে পরাজয়?
সত্যই কি দুর্য্যোধন
অর্দ্ধ-রাজ্য না দিবে তোমারে?

যুধি।—প্রতিজ্ঞা ক'রেছে সুযোধন
বিনা যুদ্ধে নাহি দিবে সূচ্যগ্র মেদিনী,
অর্দ্ধ-রাজ্য বহু দূর।

কৃষ্ণ।—সঞ্জয় না এসেছিল?

যুধি।—এসেছিল।
সেই এই শেষপত্র,
এই পত্র যুদ্ধের ঘোষণা।

(কৃষ্ণকে পত্রদান)

কৃষ্ণ।—(পত্র পাঠ করিয়া)—
বড়ই অধর্ম্মী দুর্য্যোধন;
ন্যায়ের পরম শত্রু,
লোভের পিশাচ অবতার,
দুর্ম্মুতির সাক্ষাৎ নরক,
মনুষ্য-বংশের কলঙ্কস্বরূপ।
জ্ঞাতিবৈর তা'র প্রাণ,
স্বার্থপরতা তা'র আত্মা,
পাপাচরণ তা'র মন,
হিংসা তা'র বৃত্তি,
নীচতা তা'র হৃদয়।

দুরাত্মা দুর্য্যোধন নরকের কীট।
যা'ই হোক্,
তথাপি
আমি এক বার তা'র নিকট গমন করি।
ন্যায়সঙ্গত সন্ধির কথা
বিশেষরূপে বুঝিয়ে বলি।

যুধি।—না, কৃষ্ণ!
সেখানে তোমার গিয়ে কাজ নাই।
সুযোধন যদি তোমার অপমান করে,
তা' আমার প্রাণে কখনই সহ্য হ'বে না।
আমি ধর্ম্মকে
সার-পর নাই ভয় করি—ভক্তি করি,
কিন্তু, যে তোমার অপমান করে,
আমি তা'কে উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্য
অনন্ত কোটি অধর্ম্মের কার্য্যও ক'র্ত্তে প্রস্তুত।
ভাই, তাই বলি,
পাছে সুযোধন প্রভৃতির হস্তে
তোমার অপমান হয়,
তা' হ'লে আমি
সেই অপমানের প্রতীকার জন্য
সরল উপায়ে বিফলমনোরথ হ'লে
নিশ্চয়ই ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিয়ে
অধর্ম্মকে আলিঙ্গন ক'র্‌বো।
কৃষ্ণ!
তখন কি তুমি
আর আমায় ধর্ম্মরাজ ব'ল্‌বে?

কৃষ্ণ।—ধর্ম্মরাজ! কি জন্য চিন্তিত হ'চ্চেন?
আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মবলে
জগতের কোন শত্রুকেই গ্রাহ্য করি না।
দুর্য্যোধন তো কোন্ সামান্য কীট,
আপনার বিপক্ষে যদি
আমার অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডও উত্থিত হয়,
আমি
সুদর্শনচক্রে তৎক্ষণাৎ চূর্ণবিচূর্ণ ক'র্‌বো।
আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

যুধি।—ভাই! আমার বড় সন্দেহ হ'চ্চে।

কৃষ্ণ।—কেন, মহারাজ?

যুধি।—সুযোধন যে আত্মাভিমানেই অন্ধ,
সে যে মানীর মানী শ্রীকৃষ্ণের মান
দেখ্‌তে পায় না।

কৃষ্ণ।—আপনার কৃষ্ণের
মান ও অপমান দুইই সমান!

যুধি।—হরি!
আর আমি তোমায় নিষেধ ক'র্‌বো না।
আমি হস্তী, অশ্ব, রথ ও লোক জন
তোমার সঙ্গে পাঠাতে চাই।
সাত্যকি! তুমিও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে
হস্তিনাপুরে গমন কর।
কি জানি,
পাণ্ডবপ্রাণ যদুপতি কৃষ্ণ যদি
কৌরবগণের দুর্ব্বচনে রুষ্ট হ'য়ে ওঠেন,
তা' হ'লে কৌরবগণ
এক মুহূর্ত্তে ধ্বংস হ'য়ে যা'বে।
তুমি রুষ্ট কৃষ্ণকে তুষ্ট ক'রো।

কৃষ্ণ।—(সহাস্যে)—না, মহারাজ!
আমি অস্ত্রধারণ ক'র্‌বো না।

যুধি।—তোমার ইচ্ছাই যে অনন্ত কোটি অস্ত্র।
(সবিনয়ে)—কৃষ্ণ!
সুযোধনকে বিনাশ ক'রো না।

কৃষ্ণ।—(স্বগত)—আহা, কি মধুর স্নেহ!
ধর্ম্ম ও স্নেহ একাধারে,
এমন তো কোথাও দেখি নি।
নির্ব্বোধ দুর্য্যোধন!
এমন স্নেহের মূর্ত্তিকেও
তুই অবহেলা ক'ল্লি!
নিজের মৃত্যুদ্বার নিজেই উদ্ঘাটন কল্লি!

যুধি।—কই, ভাই!
কিছু ব'ল্লে না যে?

কৃষ্ণ।—না, মহারাজ!
আমি দুর্য্যোধনকে বিনাশ কর্‌বো না,
মধ্যম দাদা ভীমসেন তা' জানেন।

যুধি।—একবার ভীমের সঙ্গে—অর্জ্জুনের সঙ্গে

সাক্ষাৎ ক'র্‌বে চল।
তা'র পর বিশ্রামাদি ক'রে
হস্তিনায় গমন ক'রো।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বৃকস্থল—গ্রাম্য রাজপথ।

একজন কৃষক ও তাহার পুত্রের প্রবেশ।

পুত্র।—বাবা!
আমার বড্ড খিদে পেয়েচে ;
এক পয়সার মুড়ি মুড়কি কিনে দে না ?

কৃষক।—ধারে ধারে মাথা বিকিয়ে গেচে,
আর পয়সা পা'বো কোথা, বাবা ?

পুত্র।—কিসের ধারে, বাবা ?
নদীর ধারে ?

কৃষক।—নদীর ধারে নয়, রে খেপা,
নদীর ধারে নয়,
রাজার চৌগুণ বেশী খাজনার ধারে
আর মহাজনের সুদী টাকার ধারে।

পুত্র।—কেন, বাবা ?

কৃষক।—সে আর তুই কি বুঝ্‌বি বল্‌ ?
তুই যেমন একটা পয়সা না পেলে
আমাকে ছাড়িস্‌ নি,
কাছে না থাক্‌লে ধার ক'রেও দিতে হয়,
তেমনি আমার ক্ষেতে ফসল হোক্‌
আর না হোক্‌, খেতে পাই আর না পাই,
রাজাকে চৌগুণ খাজনা যোগা'তে হয়।
না দিলে নিস্তার নাই,
কাজেই মহাজনের কাছে ধার ক'রে হয়।

পুত্র।—কে রাজা বাবা ?

কৃষক।—দুজ্জুধোন।

পুত্র।—(সভয়ে)—অ্যাঁ! জুজু—জুজু!
তুই আমায় ভয় দেখা'তে
যে জুজুকে ডাকিস্‌, সেই জুজু ?

কৃষক।—এ আবার তোর বাবার জুজু!

কৃষ্ণ, সাত্যকি ও বৃকস্থলবাসী স্ত্রী ও পুরুষ প্রজাগণের প্রবেশ।

ঠাকুর! পেন্নাম হই।
(পুত্রের প্রতি)—ওরে বাবা!
ঠাকুরকে দণ্ডবৎ কর্‌।

(কৃষ্ণকে পিতাপুত্রের প্রণাম)

কৃষ্ণ।—আশীর্ব্বাদ করি,
সকলে ধর্ম্মরাজ্যে বাস ক'রে ধর্ম্ম-সেবা কর।

কৃষক।—ঠাকুর!
যে রাজ্যের রাজা সাক্ষাৎ অধর্ম্ম,
সে রাজ্যে বাস ক'রে ধর্ম্মসেবা—

কৃষ্ণ।—আর ভয় নাই,
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পত্নী ও ভ্রাতৃগণের সহিত
দুর্য্যোধন দ্যূতপণ হ'তে মুক্ত হ'য়েছেন ;
শীঘ্র তোমরা তাঁ'র রাজ্যে বাস ক'র্‌বে।

কৃষক।—শুন্‌চি,
রাজা দুজ্জুধোন নাকি ধম্মরাজকে
রাজ্যের হিঁস্‌সে দেবে না ?

সাত্যকি।—পাণ্ডবনাথ শ্রীকৃষ্ণ থাকে
কা'র সাধ্য
রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্য ভোগ করে ?

কৃষক।—তা' ঠিক্‌, তা' ঠিক্‌,
আমাদের হাতে কাস্তে থাক্‌লে,
আমরা যেমন ধান বাড়কে ডরাই নি,
তেমি ধম্মরাজের কাছে এই ঠাকুরটি থাক্‌লে
তেনার আর কিসের ভয় ?—কিসের ভয় ?

সাত্যকি।—বল সকলে,—
'যথা কৃষ্ণ তথা ধর্ম্ম, যথা ধর্ম্ম তথা জয়।'

প্রজাগণ।—(সমস্বরে)—
'যথা কৃষ্ণ তথা ধর্ম্ম, যথা ধর্ম্ম তথা জয়।'

কৃষ্ণ।—আমি তোদের মঙ্গলের জন্য
এক্ষণে কুরুসভায় গমন ক'চ্ছি।

যা'তে আমি কৃতকার্য্য হ'তে পারি,
প্রজাগণ!
তোমরা সেইরূপে শান্তি স্বস্ত্যয়ন কর।

পুরুষ ও স্ত্রী প্রজাগণ।—(গীত)

জয় জয় জগবন্ধু জগজ্জীব-জীবন।
জগন্নাথ জগত্তাত জগজ্জ্বালানাশন॥
যোগেশ্বর যতি, জ্যোতির জ্যোতি,
জলদ-বরণ;
বিজল-ঝল-বসন, কাজল-ঝল-লোচন,
উজল-ভূষণ;—
যমজয়ী জনার্দ্দন বিষ্ণু সৃজন-কারণ?

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

হস্তিনানগরী—রাজপথ।

ভীষ্ম ও শকুনির প্রবেশ।

ভীষ্ম।—কেন আজ হেন আয়োজন?
চারি ধারে কেন বাদ্য বাজে?
মনোহর সাজে কেন সজ্জিত নগরী?
গৃহে গৃহে কেন আজ ফুলমালা দোলে?
কেন বা প্রাসাদ-চূড়ে উড়ি'ছে পতাকা?
রাজগৃহ কেন আজ
ধরিয়াছে হেন নব শোভা?

শকুনি।—শান্তনুনন্দন!
শোন নি কি কেন হেন আয়োজন?

ভীষ্ম।—কিরূপে শুনিব বল,
যেই দিন মূঢ় দুর্য্যোধন
রূঢ় পত্র লিখিয়াছে রাজা যুধিষ্ঠিরে,
সেই দিন হ'তে
নাহি যাই রাজগৃহে,
নাহি রাখি কিছুই সংবাদ।

শকুনি।—(স্বগত)—তা' তুমি রাখ্‌বে কেন?
তুমি যে দুর্য্যোধনের বুড়ো যম!

ভীষ্ম।—ব্যাপার কি বল তো, সৌবল?

শকুনি।—অদ্য এখানে শ্রীকৃষ্ণ আস্‌বেন,
তাই তাঁ'র আদর অভ্যর্থনার জন্য
এরূপ আয়োজন।

ভীষ্ম।—কি বলিলে, কৃষ্ণের আদর?
কোন্ কালে মূর্খ কৌরবেরা
করিয়াছে কৃষ্ণের আদর?
কোন্ কালে বুঝিয়াছে কৃষ্ণের মহিমা?
অহো, বুঝিয়াছি আমি,—
করিয়াছ সবে মিলি,
শ্রীকৃষ্ণের কপট-আদর-আয়োজন!
শকুনি!
জানি আমি তোমারে বিশেষ,
নরকের কপটতা হৃদয়ে তোমার।
প্রতি কার্য্যে, ওহে কপটের চূড়ামণি!
কপটতা-পাপ-জাল করহ বিস্তার।
তোমারই কপট-বুদ্ধিতে
কুরুকুল নির্ম্মূল হইবে,
শ্মশান হইবে এই হস্তিনানগরী।
ধিক্, রাজা ধৃতরাষ্ট্রে!
ধিক্ দুর্য্যোধনে!—ধিক্ দুঃশাসনে!
ধিক্ সেই নীচ কর্ণে!
ধিক্ তোমা' হেন শকুনিরে!

শকুনি।—কি বিপদ্,
না বুঝে বৃথা কেন রাগ ক'চ্চেন?

ভীষ্ম।—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপদ-প্রসাদে
বুঝিতে কি বাকি আছে মোর?
তোমাদের বাহ্য ক্রিয়া হেরি
অন্তরের সর্ব্বকার্য্য বুঝি অনায়াসে।
শকুনি!
পাণ্ডবেরা পঞ্চ ভাই
অবশেষে চেয়েছিল পঞ্চগ্রাম শুধু,
দুর্য্যোধন তা'ও দেয় নাই।
কিন্তু আজ শত গ্রাম বিক্রয় করিলে,
যত মূল্য হয়,
তা'র চেয়ে বেশী অর্থব্যয়ে

কৃষ্ণের আদর-আয়োজন!
পাঁচখানি গ্রাম দিতে
প্রাণে যা'র নিদারুণ ব্যথা,
সে যে অনায়াসে
শত-গ্রাম-উপস্বত্ব কৈল বিসর্জ্জন,
গূঢ় অর্থ এর বুঝিতে কি বাকি আছে মোর?
ধূর্ত্তচূড়ামণি! জানিলাম আমি
পাণ্ডবের প্রাণরূপ কৃষ্ণেরে ভুলা'তে
করিয়াছ কপটায়োজন!
কিন্তু মনে যেন রয়,—
হরি কভু ভুলিবার নয়।
মনে যেন রয়,—
সরলের কাছে কৃষ্ণ বড়ই সরল,
কপটের কাছে কৃষ্ণ বড়ই কপট।

শকুনি।—আপনার বিপরীত বুদ্ধি।

ভীষ্ম।—ধিক্ থাক্ তব পাপ প্রাণে!
পাণ্ডবের দয়াল হরিরে
ভুলাইয়া ধন-রত্ন-প্রলোভনে
হস্তগত করিবারে যে পাপীরা চায়,
সকলি হারায় তা'রা।
যাঁ'র ধন-রত্নে ধনী জগতের জীব,
তাঁ'কে কে ভুলা'তে পারে ধন-রত্ন-লোভে?
যদি চাও ভুলা'তে হরিরে,
পাণ্ডবের মত তবে প্রেমভক্তিধন
উপহার দাও তাঁ'র শ্রীপদ-পঙ্কজে।
অগ্রে ভুল পাপ-কপটতা,
পরে তবে ভুলাও হরিরে
দেবতা-দুর্লভ ধন প্রেমভক্তিদানে।

শকুনি।—আমাদের ভক্তি নাই
কিরূপে বুঝ্‌লেন?

ভীষ্ম—ভক্তি নাই বলি নাই আমি;
কপটতা কৌরব-কুলের দেবী,
তা'রি প্রতি ভক্তি তোমাদের।
কিন্তু, হরিভক্তি কি যে মহাধন,
পাপিষ্ঠ তোমরা তাহা কিরূপে বুঝিবে?
তা'ই যদি বুঝিতে শকুনি!
তা' হ'লে কি কপট-পাশায়
পাঠাইতে ধর্ম্মরাজে নিবিড় কাননে?
নিশ্চয় জানিও,
যে কালে ক'রেছ তুমি ধর্ম্ম-অপমান,
সে কালে তোমার নরকেও নাহি স্থান।

শকুনি।—দূর হোক্‌গে ছাই,
এখান থেকে চ'লে যাই।

[বেগে প্রস্থান।

ভীষ্ম।—দূর হও, নীচাশ পিশাচ!
(নেপথ্যের অন্য দিকে দেখিয়া)—
কে ও এসে ফিরে গেল?
ও—বিদুর।
পাপী শকুনিরে নিরখিয়া হেথা,
না আসিল বিদুর এ পথে।
যাই যাই, কহি গে বিদুরে
ভণ্ডদের এ ঘোর ভণ্ডতা।

[প্রস্থান।

শকুনির পুনঃপ্রবেশ।

শকুনি।—(চতুর্দ্দিকে দেখিয়া)—কই? গেছে?
আঃ—আপদ গেছে।
অ্যাঁ! ভীষ্ম বুড়োটা কি গো?
পাণ্ডব পাণ্ডব ক'রেই গোল্লায় গেগো।
এই বার ওর পঞ্চপাণ্ডবকেও
গোল্লায় দিচ্ছি—দাঁড়াও।
হুঁঃ, শকুনির কাছে আবার ভীষ্ম!

দুর্য্যোধন ও কর্ণের প্রবেশ।

দুর্য্যো।—মাতুল! এখানে আপনি?

শকুনি।—দেখ, বাপু!
তোমার পিতামহ ভীষ্মের জ্বালায়
আমার ভিত্‌নো ভার।
কি ব'লবো,
ভীষ্ম যদি তোমার পিতামহ না হ'তো,
তবে ওকে
লোহার পিঞ্জরের পুরে রাখ্‌তেম।

দুর্য্যো।—কেন ক্রোধ তাঁ'র প্রতি এত?

শকুনি।—সে কথা ব'ল্‌বো এর পর।
তুমি এখন কত দূর কি ক'রে এলে ?
সংবাদ পেয়েছো কৃষ্ণ কখন্ আস্‌বে ?
দুর্য্যো।—কৃষ্ণ যে এসেছে,
তাই আপনাকে অন্বেষণ ক'চ্চি।
শকুনি।—এসেছে ?
চল চল, শীঘ্র চল।
কোন্ পথ দিয়ে এলো ?
কর্ণ।—কৃষ্ণ এ দিকে আসে নি,
রাজসভাতেও যায় নি।
শকুনি। - তবে ?
কর্ণ।—অদ্য অপরাহ্ন ব'লে
বরাবর বিদুরের গৃহে গেলো ;
কল্য প্রাতে রাজসভায় আস্‌বে।
শকুনি।—(বিরক্ত হইয়া)—
তোমরা তবে কি ক'চ্ছিলে ?
বড় অন্যায় কাজটা হ'য়েচে ;
এত স্থান থাক্তে বিদুরের গৃহে কৃষ্ণ গেলো।
বিদুর যে কৌরব-কুলের ইঁদুর।
কর্ণ।—ইঁদুর ?
শকুনি।—ইঁদুর নয় ?
যখন পাণ্ডবেরা বারণাবন্তের জতুগৃহে ছিল,
যখন পুরোচন তা'দের পুড়িয়ে মার্‌বার জন্য
সেই জতুগৃহে আগুন লাগিয়েছিলো,
তখন কে কুটুর কুটুর ক'রে
অত বড় একটা সুড়ঙ্গ কেটে
কুন্তীর সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবকে পার ক'রেছিলো ?
কর্ণ।—বাস্তবিক বটে !
শকু।—এখন সেই ইঁদুরটোরই কাছে কৃষ্ণ গেলো !
দেখ, দুটোয় মিলে
এ বার আবার কি কাটে।
আমার বেশ বোধ হ'চ্চে,
অত খরচ পত্র ক'রে
এত আয়োজন করা বৃথা হ'ল, মাটি হ'ল।
দুর্য্যো।—তবে কি হ'বে, মাতুল ?
শকুনি।—আমার মাথা আর মুণ্ডু !
আমি খুব জানি,
যেখানে শকুনি নেই,
সেখানে সমস্ত পণ্ড।
আমি কাছে থাক্‌লে
কৃষ্ণ কি আর গোলকধাঁধা থেকে
বেরিয়ে যেতে পার্‌তো ?
কর্ণ।—তা'র জন্য আর চিন্তা কি ?
কৃষ্ণ বিদুরের গৃহে গেলই বা ?
যে অর্জ্জুনের ভরসায় কৃষ্ণ সাহস করে,
সেই অর্জ্জুনকেই আমি তৃণজ্ঞান করি।
শকুনি।—উঁহু, তা' নয়, বাপু তা' নয়,
কৃষ্ণের ভরসাতেই অর্জ্জুনের সাহস।
কৃষ্ণকে
তোমাদের নিশ্চয় হস্তগত করা উচিত।
দুর্য্যো।—কাজ নাই কৃষ্ণ আর,
দশ কোটী নারায়ণী সেনা
পাইয়াছি তাহার নিকটে ;
আপন সঙ্কটে কৃষ্ণ আপনি প'ড়েছে।
কোথা এক মাত্র কৃষ্ণ—
কোথা দশ কোটী মহাবীর।
সুবিজ্ঞ মাতুল !
ছেড়ে দাও কৃষ্ণ-লাভ-আশা।
শকুনি।—সে কি, বাপু !
শকুনি মামা জীবিত থাক্তে
তোমাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হ'বে না ?
অবশ্য হ'বে - নিশ্চয় হ'বে—নির্ঘাত হ'বে।
চল, তা'র উপায় ক'চ্চি।

[সকলের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য।

হস্তিনানগরী—বিদুরের কুটীর।

(এক পার্শ্বে তুলসীমঞ্চে তুলসীবৃক্ষ)

কুন্তী তুলসী-পূজায় নিযুক্তা।

কুন্তী।—(পূজা শেষ করিয়া গলাঞ্চলে কৃতাঞ্জলি-পুটে)—
"বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
বিষ্ণুভক্তিপ্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমোনমঃ॥"
(প্রণাম)

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ।—পিসী মা!—পিসী মা!
(প্রণাম)

কুন্তী।—কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, বাছা রে আমার!
অনাথিনী অভাগিনী দুখিনী কুন্তীরে
প'ড়েছে কি মনে তোর ?
কৃষ্ণ রে,
আরো কত কাল ডুবে র'ব বিষাদ-সাগরে ?
আহা, বীর পুত্র থাকিতেও
তবু আমি পুত্রহীনা!
ত্রয়োদশ বর্ষ গোঙাইনু,
তবু না পাইনু পুত্রগণে!
না পাইনু
ননীর পুতলী পুত্রবধূ দ্রৌপদীরে!
অকালে মরিল স্বামী
পঞ্চ শিশুপুত্রে রাখি'।
মাদ্রী গেল স্বামিসনে স্বর্গপুরে,
কিন্তু আমি অভাগিনী কাঁদি হাহাকারে!
কেঁদে কেঁদে গেল চিরদিন,
আরো যে কাঁদিব কত,
তুই তা' জানিস, কৃষ্ণ!
বাছা রে,—বাপ্ রে আমার,—কৃষ্ণ রে!
ব'লে দে রে অভাগীরে
জীবনীরে প্রাণে রে আরো কত দিন ?

কৃষ্ণ।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
মা গো, তুমি কেঁদ না আর,
বিষাদ-সাগর শুকা'বে তোমার।
ও মা, ও তোর হারানিধি—
এ বার ও তোর হারানিধি
বিধি এনে দেবে,
মা মা বলে ছেলে ডাকিবে—
তোরে মা মা বলে ছেলে ডাকিবে ;
প্রাণের ব্যথা মুছে যাবে।

কুন্তী।—কৃষ্ণ রে!
আর বিধির নাম করিস্ নি ;
নিঠুর দুর্য্যোধনের চেয়েও
বিধি আমায় দুঃখ দিতে ভালবাসে।

কৃষ্ণ।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
না, মা, বিধি নিঠুর নয়,
দয়ার-সাগর বিধির হৃদয়।
দয়ার লীলা দেখা'বে বোলে
ভক্তে ভাসায় বিধি নয়ন জলে।
বিধি, ভক্তে কাঁদায়ে আপনি কাঁদে,
অমি জড়িয়ে পড়ে দয়ার ফাঁদে।

কুন্তী।—কৃষ্ণ রে,
সে কথা কি সত্য ?

কৃষ্ণ —(কীর্ত্তনের সুরে)—
আমার কথা মিথ্যা নয়, মা!
আমি ভাল জানি, জননি গো,
যে কাঁদতে জানে না—
সে দয়াও জানে না।
দয়া তো, মা, আর কিছুই নয় ;—
কোমল-হৃদয় নয়ন জলে
ভেসে এসে পরের চোক মুছে দেয়,
দয়া তা' বই তো আর কিছুই নয়।

কুন্তী।—কৃষ্ণ রে,
আমার চক্ষের জল যে অনন্ত।

কৃষ্ণ।—বিধাতার দয়াও যে অনন্ত।
দেখি,
এত দিনের পর অনন্ত অশ্রুর সঙ্গে

অনন্ত দয়ার মিশ্রণ সমান হ'য়েছে।
এই বার এই অনন্ত মিশ্রণের সুফলস্বরূপ
অনন্ত আনন্দ লাভ হ'বে।
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত
নিজ রাজ্য লাভ ক'রে
তোমা' হেন স্নেহময়ী জননীর
শ্রীচরণ পূজা ক'র্‌বেন।

কুন্তী।—দুর্য্যোধন যে প্রতিজ্ঞা ক'রেছে,
সূচ্যগ্র মেদিনীও বিনা যুদ্ধে
আমার পুত্রগণকে দেবে না।

কৃষ্ণ।—এ কথা তোমাকে কে ব'লেছে?

কুন্তী।—বিদুর।

কৃষ্ণ।—পিসী মা!
ধর্ম্মাত্মা বিদুর কোথা?

কুন্তী।—দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'র্ত্তে গিয়েছেন।

কৃষ্ণ।—(সবিস্ময়ে)—ভিক্ষা ক'র্ত্তে গিয়েছেন?
বিদুর ভিক্ষুক!
এ কথা শুনে আমার বড় কষ্ট হ'লো।

কুন্তী।—কৃষ্ণ রে!
রাজা ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন,
শকুনি প্রভৃতির অন্যায় ব্যবহারে—
ঘোর অত্যাচারে বিদুর বড় বিরক্ত।
সেই জন্য তিনি তাঁ'দের অন্ন পাপ-অন্ন ব'লে
আর গ্রহণ করেন না।
নগরে নগরে, দ্বারে দ্বারে
ধর্ম্মশীল লোকদের নিকট
প্রত্যহ ভিক্ষা ক'রে
যা' কিছু ভক্ষ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হ'ন,
তা'ই এনে আমায় অর্দ্ধাংশ দেন,
আর নিজে অর্দ্ধাংশ ভক্ষণ করেন।

কৃষ্ণ।—(স্বগত)—ধন্য সেই মহাত্মা বিদুর!
তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম,
সুতরাং অধর্ম্মীদের অন্ন কেন গ্রহণ ক'র্‌বেন?
আজ পিতৃস্বসা কুন্তীদেবীর মুখে
ধর্ম্মময় বিদুরের ভিক্ষার কথা শুনে
আমার বড় আনন্দ হ'ল।
আজ আমিও বিদুরের নিকট ভিক্ষা ক'র্‌বো।
(প্রকাশ্যে) পিসী মা!
তুমি বিদুরের নিকট যা' শুনেছ, তা' সত্য,
দুরাত্মা দুর্য্যোধন অতি মূর্খ, অতি স্বার্থপর,
তাই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে
রাজ্যাংশ দিতে চায় না।
যা'ই হোক্,
অদ্য আমি শেষ সন্ধির জন্য
হস্তিনায় এসেছি;
যদি তা'তে কৃতকার্য্য হ'তে না পারি,
তবে তুমি নিশ্চয় জেনো—
দুর্য্যোধন জীবনের সহিত—দলবলের সহিত
সমস্ত রাজ্য হারা'বে;
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির একচ্ছত্র পৃথিবীশ্বর হ'বেন।

নেপথ্যে বিদুর।—
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

কৃষ্ণ।—পিসী মা। ঐ মহাত্মা বিদুর আস্‌চেন,
আমি একবার একটু অন্তরালে যাই।

কুন্তী।—সে কি, বাছা?
বিদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রবে না?
বিদুর যে
তোমায় দেখ্‌বার জন্য সর্ব্বদা অস্থির।

কৃষ্ণ।—আমিও
বিদুরকে দেখ্‌বার জন্য সর্ব্বদা অস্থির।

কুন্তী।—তবে আবার
অন্তরালে যেতে চাও কেন?

কৃষ্ণ।—পিসী মা!
সাম্নে থেকে দেখ্‌বার চেয়ে
অন্তরাল থেকে—দূর থেকে দেখা বড় ভাল।
সেরূপ দেখায় পূর্ণ-দর্শন হয়।

কুন্তী।—কৃষ্ণ রে! সে তো তোর পক্ষে নয়,
সে যে তোর ভক্ত জীবগণের পক্ষে।
তোর ভক্ত জীবগণ
বহিশ্চক্ষে তোকে দেখ্‌তে পায় না—
দেখে অন্তশ্চক্ষে।
নিকটে দেখ্‌তে পায় না—দেখে অন্তরে।

কৃষ্ণ। - পিসী মা!
আমিও
আমার ভক্তগণকে সর্ব্বদা অন্তরে দেখি,
তাই একবার অন্তরে যাই।

নেপথ্যে বিদুর।—
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

কৃষ্ণ।—ঐ বিদুর এসে প'ড়লেন।
আমি অন্তরে যাই।

কুন্তী।—অন্তরে গেলে বিদুর বড় দুঃখ ক'রবেন।

কৃষ্ণ।—অন্তরে গেলে
বিদুর বরং বড় সুখী হ'বেন।
আমি চল্লেম, পিসী মা!
বিদুরকে আমার আগমন-বার্ত্তা বোলো না।

(কৃষ্ণের অন্তরালে গমন)

হরিগুণগান করিতে করিতে বিদুরের প্রবেশ।

বিদুর।— (গীত)
ব্রজরাজ কিশোর রাধা-প্রেম-বিভোর,
শ্যাম নটবর, বনচারধারী।
জনগণ-রঞ্জন, ভব-ভয়-ভঞ্জন,
বাঁশরী-গুঞ্জন, কুঞ্জবিহারী॥
জয় জয় জগজনপ্রাণ;
চঞ্চল কুন্তল, ঝলমল কুণ্ডল,
ভঙ্গিম বঙ্ক নয়ান;—
নীলাঞ্জন তনু, কিঙ্কিণী রুণু ঝুণু,
কৃষ্ণ ভকত-হিতকারী॥

(কুন্তীর প্রতি)—দেবি!
কৃষ্ণ এসে কোথায় গেলেন?

কুন্তী—(স্বগত)—বিদুর কি ক'রে
এখানে কৃষ্ণের আগমনবার্ত্তা জানতে পাল্লেন?
আমি তো এঁকে সে কথা বলি নি,
অথচ—তাই তো—
যা' হৌক, জিজ্ঞাসা করি।
(প্রকাশ্যে)—বিদুর!
কৃষ্ণের আগমন-সংবাদ তোমায় কে ব'ল্লে?

বিদুর।—(ভূতলে অঙ্গুলিপ্রদর্শন পূর্ব্বক কীর্ত্তনের সুরে)
দেবি! ওই দেখ গো চেয়ে,
হরির রাঙা-চরণ-চিহ্ন ভূঁয়ে।
ওই চরণ-চিহ্নই ধ'রে দিয়েছে,
আমার প্রাণের প্রভু হেথা এসেছে।

কুন্তী। - (সবিস্ময়ে, স্বগত)—ধন্য বিদুর!
তোমার ভক্তিরূপ চক্ষুর দৃষ্টিশক্তিও ধন্য!
(প্রকাশ্যে)—বিদুর!

বিদুর—(কীর্ত্তনের সুরে)—
(আজ) বড় ভাগ্য মোর, ধ'রেছি সে চোর,
যে চোর করিত নবনী চুরী—
ব্রজপুরমাঝে যে চোর করিত নবনী চুরী,
নূপুর খুলে, রাখিত বগলে,
পাছে নূপুরের রব হয়,
সে রব শুনে পাছে যশোদা ধরে তা'য়।
নূপুর লুকা'য়ে, চুপি চুপি গিয়ে,
যে চোর করিত নবনী চুরি;
আজ সে সেয়ানা চোরে, ফেলেছি ফাঁফরে,
এবার আবার ধরি লুকাচুরি।
এই পদ-চিহ্ন দেখে, ধরিব তাকে,
ঐ ও দিকে সে চোর লুকা'য়ে আছে;
এই পদ-চিহ্ন চিনে, এই দেখ ধরি,
হরি কি লুকা'বে আমার কাছে?

(পদচিহ্নানুসরণ করিয়া কিয়দ্দূর গমন)

বিদুরের সম্মুখে কৃষ্ণের সহসা আগমন।

কৃষ্ণ।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
ধরিতে হ'বে না, নিজে দিনু ধরা,
ধরারে ধরিবে কেন?

বিদুর।—(সানন্দে কীর্ত্তনের সুরে)—
ধরা তো সামান্য, বাঁধিব তোমারে,
চোর-চূড়ামণি তুমি।
আজ্ ভকতি-ডোরে বাঁধিব তোমারে,
ছেড়ে দিব না—ছেড়ে দিব না,

চোরে না বাঁধিলে পরে
ঐ রাঙা চরণ আর পা'ব না।
কৃষ্ণ।—বিদুর!
তোমার স্কন্ধে এ কি?
বিদুর।—ভিক্ষার ঝুলি।
কৃষ্ণ।—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের ভ্রাতার
স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি!
বিদুর।—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র
এবং তাঁ'র পুত্রগণ কৃষ্ণবিদ্বেষী,
তাই আমি
তা'দের অন্ন আর স্পর্শও করি না।
হরি! তুমি সর্ব্বজীবের অন্নদাতা,
কিন্তু যে কৃতঘ্ন
এ হেন অন্নদাতার নিন্দা করে,
তা'র অন্ন আমি তো আমি,
শৃগাল কুকুরেও স্পর্শ করে না।
কৃষ্ণ।—বিদুর!
আজ আমার একটি ইচ্ছা হ'য়েছে—
বিদুর।—কি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়?
কৃষ্ণ।—তোমার নিকট আমার ভিক্ষা-প্রার্থনা।
বিদুর।—দীনহীন দরিদ্র ভিক্ষুক বিদুরের নিকট
অনন্ত কোটি জীবের ভিক্ষাদাতা
জগৎপিতা হরির ভিক্ষাপ্রার্থনা!
ঠাকুর! আজ এ কি রহস্য?
কৃষ্ণ।—রহস্য নয়, বিদুর!
বিদুর।—অবশ্য রহস্য।
প্রভো!
আমার মা জননী লক্ষ্মীর সঙ্গে কি
তোমার বিবাদ হ'য়েছে?
কৃষ্ণ।—এ কথা কেন ব'ল্‌ছো, বিদুর?
বিদুর।—রহস্যের উত্তর রহস্যে।
যা'ই হোক্, হরি হে!
এত ধনকুবের রাজা মহারাজ থাকে
বিদুর ভিখারী তোমায় কি ভিক্ষা দেবে?
কৃষ্ণ।—যা' তোমার আছে।
বিদুর।—(কীর্ত্তনের সুরে)—

হরি! তোমা বই আর, কি আছে আমার,
ভিখারীর ধন হরি হে তুমি!
তোমার ভিক্ষা, তোমারেই দিব
কিন্তু দিব না ও রাঙা পা দু'খানি॥
ওহে নিত্য সত্য সনাতন!
ও চরণ-স্বত্ব দিয়েছ মোরে;
আমি ঐ চরণ-রেণু-ধনে ধনী,
ঐ চরণ বিনে কিছু না জানি।
ওহে কাঙালের নাথ দয়াল হরি!
একবার দাসে দয়া কোরে—
ঐ চরণ রাখ মোর শিরোপরি।
কৃষ্ণ।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
ধর্ম্ম তুমি, ওহে বিদুর!
তোমারি গুণে কৃষ্ণ আমি,
তোমারি গুণে আমি হে হরি।
যেখানে ধর্ম্ম, সেখানে কৃষ্ণ,
যেখানে কৃষ্ণ, সেখানে ধর্ম্ম,
ধর্ম্ম কৃষ্ণ—কৃষ্ণ ধর্ম্ম,
তোমাতে আমাতে প্রভেদ কি বা?
এক কাল শুধু রজনী দিবা।
(কথায়)—বিদুর!
আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে,
আমায় কিঞ্চিৎ অন্ন ভিক্ষা দাও।
বিদুর।—হে ধর্ম্মপ্রাণ হরি!
পূর্ব্বেই তো ব'লেছি, বিদুর বড় কাঙাল;
কাঙাল তোমায় কি ভিক্ষা দেবে?
অন্ধ পুত্রগণের সহিত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র
তোমার অভ্যর্থনার জন্য
রাজোচিত আয়োজন ক'রেছেন।
তুমি তেমন ভোগ্য-বস্তু পরিত্যাগ ক'রে
এমন কাঙাল বিদুরের নিকট
অতি তুচ্ছ তণ্ডুলকণা কেন প্রার্থনা ক'চ্চো?
কৃষ্ণ।—বিদুর! তুমি তো জান—
কৃষ্ণ
কখন বাহ্যভক্তি অর্থাৎ কপটতার বশ নয়;
হৃদয়ের ভক্তি—প্রাণের ভক্তি—সরল ভক্তিই

তোমার কৃষ্ণের সর্ব্বস্ব।
রাজা ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন,
শকুনি প্রভৃতি কৌরবেরা
অতি জঘন্য স্বার্থসাধনের জন্য
আজ আমার প্রতি
কপট ভক্তি দেখা'তে উদ্যত,
বিদুর!
আমি তেমন কপট-ভক্তির
ছায়া স্পর্শও করি না।
পবিত্র ভক্তির সহিত
যদি কেউ আমায়
সর্ষপপ্রমাণ সামগ্রী দেয়,
তা' আমার পক্ষে অনন্ত কোটি মেরুতুল্য;
কিন্তু ভক্ত কপটী নীচাশয় ও গর্ব্বিত হ'য়ে
কেউ যদি আমায়
অনন্ত কোটি মেরুতুল্য
ধন রত্ন ভক্ষ্য ভোজ্যাদি দেয়,
তা' আমি স্পর্শও করি না,
বরঞ্চ যার-পর-নাই বিরক্তই হই।
বিদুর! তোমায় মনের কথা ব'ল্লেম।
বিদুর।—প্রভো! তা' আমি জানি,
নৈলে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবেরা বনবাসী হ'য়েও
তোমার কৃপায়
ত্রিভুবনের আশীর্ব্বাদ ও প্রশংসা
ভোগ ক'র্‌বে কেন?
আর ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনাদি
অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হ'য়েও
ত্রিভুবনের নিন্দা ও ঘৃণা ভোগ ক'র্‌বে কেন?
অন্যের কথা দূরে থাক্,
তোমার এই দীন হীন বিদুর
ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন ক'রেও
অনন্ত কোটি স্বর্গানন্দাপেক্ষাও
পরমব্রহ্মানন্দ ভোগ ক'র্‌বে কেন?
হরি!
যার প্রাণে
কণিকামাত্রও পবিত্র হরিভক্তি আছে,
সে তো দেবতা;
কিন্তু যা'র প্রাণে হরিভক্তি নাই,
সে তো ঘোর নারকী।
কৃষ্ণ।—বিদুর!
অতিথিসেবাও না হরিভক্তির একটি অঙ্গ?
বিদুর।—একটি প্রধান অঙ্গ।
কৃষ্ণ।—তবে অতিথিসেবা ক'চ্চো না কেন?
বিদুর।—(কুন্তীর প্রতি)—দেবি!
কেউ অতিথি এসেছে কি?
কৃষ্ণ।—এই যে আমি।
বিদুর।—(সহাস্যে)—
তুমি অতিথি!—হাঃ হাঃ!
জগদীশ্বর হরি অতিথি!
যে হরির নিকট
ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্রাদি দেবগণ অতিথি,
সেই স্বয়ং হরি
আজ অতিথি—বিদুরের কুটীরে অতিথি!
আমার বড় সৌভাগ্য,
আজ অতিথিসেবার পূর্ণফল লাভ ক'র্‌বো।
ঠাকুর!
আরও কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা কর,
আমি আর একবার ভিক্ষায় যাই।
হরিভক্তদের গৃহে গৃহে ব'লে—
স্বয়ং হরি আজ আমার কুটীরে অতিথি;
তা' হ'লে
ভাল ভাল ভোজ্য বস্তু ভিক্ষা পা'বো।
কৃষ্ণ।—বিদুর!
আর কষ্ট কোরে যেতে হ'বে না।
যা' ভিক্ষা ক'রে এনেছ,
তা'রই কিছু আমায় খেতে দাও।
বিদুর —এ যে সামান্য দ্রব্য, প্রভু!
কৃষ্ণ।—কি?
বিদুর।—খুদ।
কৃষ্ণ।—বিদুরের খুদই কৃষ্ণ ভালবাসে।
ভক্তের খুদই কৃষ্ণের পরম উপাদেয়।
বিদুর।—(কুন্তীর প্রতি)—দেবি!

তুমি একবার
শীঘ্র গিয়ে হরিভক্তদের সংবাদ দাও।

[কুন্তীর প্রস্থান।

হরি! কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা কর।

কৃষ্ণ।—আমি না হয় অপেক্ষা ক'চ্চি,
কিন্তু ক্ষুধা তো
আর আমার কথা শোনে না।
দাও না, বিদুর! খুদ।

বিদুর।—না, প্রভো! তা' দেবো না।

কৃষ্ণ।—তবে আর আমি কিছু খা'বো না।

বিদুর।—কাঙালের প্রতি রাগ কেন, প্রভো?

(কৃষ্ণের পদধারণ)

(ইত্যবসরে বিদুরের অজ্ঞাতসারে তৎস্কন্ধ-স্থিত ঝুলি হইতে তণ্ডুলকণা গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণের ভক্ষণ)

(জানিতে পারিয়া সহাস্তে কীর্ত্তনের সুরে)—
ওহে, এ কি—এ কি কর, হরি!
এখনো তোমার
চুরি করা স্বভাব যায় নি কি হে?
ব্রজে ননী চুরি কোরে, ওহে চোরা!
চুরি করা সাধ মেটে নি বুঝি?
তাই কাঙালের ঘরে—হরি হে!—
কর চুরি হে?

ফল-মিষ্টান্ন লইয়া হরিভক্ত নর-নারীগণের প্রবেশ।

নরনারীগণ।—
হরিবোল!—হরিবোল!—হরিবোল!

বিদুর।—ভক্তগণ!
স্বয়ং হরি আজ তোমাদের অতিথি।

নরনারীগণ।—আজ
আমাদের হরিপূজায় ফল লাভ হ'ল।

(কৃষ্ণকে সকলের প্রণাম ও ফল-মিষ্টান্ন-প্রদান)

বিদুর ও নরনারীগণ।—(গীত)
জয় জয় মধুসূদন, জনমোহন, বেণুবাদন।
ইন্দুবদন, কুন্দরদন, যমল-দন্ত-দাদন॥
কৃষ্ণ নন্দ-নন্দন,
দেববৃন্দ-বন্দন,
সুন্দর দেহে চন্দন,
পীতপটে কটিবন্ধন,
হরে—হরে—হরে—হরে।
জয় জয় দীন বন্ধু, দয়া-সিন্ধু, দুখ-অর্দ্দন।
জলদ-ভাতি, বিদ্যুত-দ্যুতি, দীন দৈত্য-মর্দ্দন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

—•—

প্রথম দৃশ্য।

হস্তিনাপুরী—মন্ত্রণাগৃহ।

দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনি উপবিষ্ট।

দূরে প্রহরিগণ দণ্ডায়মান।

দুর্য্যো।—মাতুল!
প্রভাতে কৃষ্ণের এখানে আসবার কথা,
কিন্তু কই, এখনও যে আস্‌চে না?

শকুনি।—আর এখন ভাব্‌লে কি হবে?
কাল যদি গোড়া বাঁধ্‌তে,
তবে আজ কি আর ভণ্ডা হেলে?

দুঃশা।—যে দূত
বিদুরের গৃহে কৃষ্ণকে আন্‌তে গেছে,
সেও তো প্রত্যাগমন ক'চ্চে না।

শকুনি।—খালি হাতে তো তা'কে
ফির্‌তে বলা হয় নি,
কাজেই তা'রো দেখা নাই।

যা'ই হোক্,
আর একটু অপেক্ষা কর,
আমি স্বয়ং বিদুরের কুটিরে যা'বো।
দুর্য্যো।—সমস্ত রাত্রি কৃষ্ণ বিদুরের সঙ্গে যে
কি পরামর্শ ক'রেছে,
তাই ভাবৃচি!
শকুনি।—বাপু!
নিশ্চিন্ত হও নিশ্চিন্ত হও।
তোমার মামা থাক্তে আবার ভাবনা?
কৃষ্ণ-বিদুরের সারা রাতের পরামর্শ তো তুচ্ছ,
যাবজ্জীবনের পরামর্শও
শকুনির এক মুহূর্তের পরামর্শের কাছে
দাঁড়া'তেও পারে না।
বুঝেই দেখ না কেন—
কৃষ্ণ কা'ল হাতছাড়া হ'বার পরে
তোমায় কেমন পরামর্শ দিয়েছি।
কর্ণ।—পরামর্শ সময়োপযোগী হ'য়েছে বটে,
কিন্তু কৃষ্ণ এখানে না এলে—
শকুনি।—(বাধা দিয়া)—
আঃ, তা'র জন্ম চিন্তা কি?
যদি সেই কূটবুদ্ধি কৃষ্ণ এখানে এসে
আমাদের মতে মত না দেয়—
পাণ্ডবদের ত্যাগ ক'রে
আমাদের পক্ষে না আসে,
তা' হ'লে তা'কে বন্ধন ক'রে
কারাগারে রাখ্‌বো—
এই তো আমার পরামর্শ?
কর্ণ।—গত কল্যের এই পরামর্শই বটে।
শকুনি।—আবার অদ্যকার পরামর্শ শ্রবণ কর।
কর্ণ।—বলুন।
শকুনি।—যদি কৃষ্ণ আজ এখানে না আসে,
তবে এখনি আমি প্রহরিগণকে নিয়ে গিয়ে
বিদুরের গৃহেই সেটাকে বন্ধন ক'র্‌বো।
কিন্তু একটা কথা এই—
দুর্য্যো।—কি বলুন?
শকুনি।—তোমরা তিন জন আমার সঙ্গে থেকো।

জনৈক দূতের প্রবেশ।

দূত।—যদুপতি কৃষ্ণ আস্‌চেন
শকুনি।—তবে আর আমায় যেতে হোলো না;
ভালই হোলো।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

সকলে।—আসুন—আসুন।
(সকলের গাত্রোত্থান)
কৃষ্ণ।—আপনারা সকলে ভাল আছেন তো?
শকুনি।—আপনি যা'দের সহায়,
তা'দের আবার মন্দ কি?
অনুগ্রহ ক'রে
এই সিংহাসনে উপবেশন করুন্।
কৃষ্ণ।—মহারাজ দুর্য্যোধন থাক্তে
আমার কি সিংহাসনে উপবেশন করা সাজে?
শকুনি।—আপনি আগে না দুর্য্যোধন আগে?
তা'তে আপনি আবার
মহারাজ দুর্য্যোধনের নিকট
আগমন ক'রেছেন।
যদুপতে!
কৃপা ক'রে সিংহাসনে বসুন।
কৃষ্ণ।—আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করা
আমার উচিত।
শকুনি।—(স্বগত)—এর পর হয় তো
অবরোধ রক্ষে ক'র্ত্তেও বাধ্য হ'তে হ'বে।
(সিংহাসনে কৃষ্ণের উপবেশন)
কৃষ্ণ।—মহারাজ দুর্য্যোধন!
আপনি স্বজনগণের সহিত
আদর অভ্যর্থনায় আমাকে যেমন তুষ্ট কর্লেন,
সেইরূপ আমার একটি অনুরোধ রক্ষা ক'র্লে
আমি এ অপেক্ষা অধিকতর তুষ্ট হ'ব।
দুর্য্যো।—সাধ্যাতীত না হ'লে
অবশ্য তোমার অনুরোধ রক্ষা কর্‌বো।
শকুনি।—শুধু সাধ্যাতীত কেন,
ইচ্ছাতীত না হওয়াও চাই।

যদুনাথ! আপনি তো জানেন যে
সাধ্য আর ইচ্ছা একত্র না হ'লে
অনুরোধ-রক্ষার স্থলে প্রায়ই বিরোধ ঘটে।
কৃষ্ণ।—আমি যে জন্য অনুরোধ ক'র্‌বো,
তা' আপনাদের
সাধ্যাতীত বা ইচ্ছাতীত নয়।
অতি সামান্য বিষয়ের প্রার্থনা।
শকুনি।—আপনার নিজের জন্য?
কৃষ্ণ।—না।
শকুনি।—তবে কা'র জন্য?
কৃষ্ণ।—ন্যায়ের জন্য—ধর্ম্মের জন্য!
দুর্য্যো।—কা'র জন্য?
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জন্য?
কৃষ্ণ।—এ আমার পক্ষে বড় আনন্দের বিষয় যে
মহারাজ দুর্য্যোধন
ন্যায়, ধর্ম্ম ও যুধিষ্ঠিরকে
অভেদাত্মা ব'লে বুঝেছেন।
হাঁ, মহারাজ দুর্য্যোধন!
আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জন্য
আপনার নিকট
যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করি।
আমি শুন্‌লেম,
আপনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং
তাঁহার ভ্রাতৃগণকে রাজ্যাংশ দিতে অনিচ্ছুক।
ভাল, তা'ই হোক,
রাজ্যাংশ বা ধনাংশ দিয়ে কাজ নাই,
কেবল তাঁ'দের পঞ্চ ভ্রাতার বসবাসজন্য
বৃকস্থল, বারণাবতাদি পাঁচখানি গ্রাম দিন্।
এ কথা তাঁ'রা
পূর্ব্বে আপনাকে বারংবার জানিয়েছেন;
কিন্তু আপনি কোনমতেই স্বীকৃত হন নি।
অবশেষে আমি আপনার নিকটে এসে
কেবল সেই পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা ক'চ্চি।
আশা করি,
আপনি আমার উপরোধ রক্ষা ক'র্‌বেন।
শকুনি।—কৃষ্ণ!
আমি পূর্ব্বে যা' বলেছি, তাই তো হ'ল
এতো আপনার উপরোধ নয়,—বিরোধ।
কৃষ্ণ।—আচ্ছা আপনি একটু স্থির হোন্;
মহারাজ দুর্য্যোধন কি বলেন, শুন্‌তে চাই।
দুর্য্যো।—কৃষ্ণ!
দুর্য্যোধন কি বলিবে আর?
কেন বৃথা পণ্ডশ্রম করি'
আইলে হস্তিনাপুরী?
যাহা কভু হইবার নয়,
তাহে কেন বৃথা আশা তব?
কৃষ্ণ।—মহারাজ!
ভাই ভাই বিরোধ কি ভাল?
ভাই সম বন্ধু কেবা আর?
বিপদ-সময়ে
ভাই বই কে হয় আপন?
শোনো নি কি, রাজা!
ত্রেতাযুগে লঙ্কার সমরে
শ্রীরামের তরে
রাবণের শক্তিশেল ধরিল লক্ষ্মণ
পাতিয়া কোমল বক্ষ?
আহা, মূর্চ্ছিত হইল তাহে বীর!
রাজা দুর্য্যোধন!
এ তো তত দূর নয়,
সামান্য পাঁচটি গ্রাম।
দুর্য্যো।—কৃষ্ণ!
লক্ষ্মণের বক্ষ হ'তে
সূচ্যগ্র ভূমিও মোর প্রিয়।
প্রাণ যতক্ষণ,
ততক্ষণ না শুনিব কারো কথা
কৃষ্ণ।—মহারাজ! শান্ত হও,
ধর্ম্মসীমা না কর লঙ্ঘন।
কৃষ্ণ।—যুদ্ধ বিনা না দিব পাণ্ডবে ধূলিকণা।
কৃষ্ণ।—(সরোষে)—কি নির্ব্বোধ!
ন্যায় সত্য ধর্ম্ম ছাড়ি'
অধর্ম্মের এত বাড়াবাড়ি!
শোনো, দুর্য্যোধন!

যদি নাহি, রাখ মোর কথা,
নিশ্চয় পাইবে প্রাণে নিদারুণ ব্যথা।
ধর্ম্মের জগতে অধর্ম্মের নাহি স্থান।

দুর্য্যো।—(সরোষে)—ধর্ম্মাধর্ম্ম কিবা আছে ?
স্বার্থই সে ধর্ম্ম মোর কাছে।
শোনো, কৃষ্ণ !
সূর্য্য যদি পশ্চিমেতে ওঠে,
আকাশ যদ্যপি পড়ে ভূমে,
ধরা যদি জলে ভাসে,
সপ্তসিন্ধু শুকায় যদ্যপি,
যোগ যদি ছাড়ে সেই যোগীশ্বর শিব,
গায়ত্রী যদিও ভুলে ব্রাহ্মণমণ্ডলী,
তথাপি প্রতিজ্ঞা মোর না হ'বে খণ্ডন।
তীক্ষ্ণ সূচী-মুখে উঠে যতটুকু মাটি,
বিনা যুদ্ধে না দিব পাণ্ডবে।
যাও তুমি, পাণ্ডবের দূত !
কহ গিয়া যুধিষ্ঠিরে প্রতিজ্ঞা আমার।

কৃষ্ণ।—ধর্ম্ম সাক্ষী,
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এতক্ষণে হইলা নির্দ্দোষী।
আর না বলিব কিছু,
শেষ কথা এই—যথা ধর্ম্ম তথা জয়।

(সরোষে প্রস্থানোদ্যোগ)

শকুনি।—দুর্য্যোধন ! দুর্য্যোধন !
ও কর্ণ ! ও দুঃশাসন !
সেই যে কি—সেই যে কি—

দুর্য্যো।—ও !
বীরগণ ! ধরহ ধরহ কৃষ্ণে,
বাঁধ বাঁধ লোহার শৃঙ্খলে।

কৃষ্ণ।—(সরোষে অট্টহাস্তে)—
আরে আরে নীচগণ ! বাঁধিবি আমারে !
সামান্ত সূতায় বাঁধিবি পর্ব্বতকায় !
ধিক্ ধিক্ ষড়যন্ত্রী কাপুরুষগণ !

(পুনর্ব্বার গমনোদ্যোগ)

দুর্য্যো।—সাবধান—সাবধান,
অবরোধ কর দ্বার,
অবিলম্বে বাঁধ এই পাণ্ডবের চরে।

কৃষ্ণ।—(সরোষে)—বাঁধ্, তবে দুরাত্মারা !

(সহসা মন্ত্রণাগৃহ ভেদ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরাটমূর্ত্তিধারণ)

শকুনি।—বাপ ! (পতন ও মূর্চ্ছা)

(সকলের আত্মবিভ্রম ও মূর্চ্ছা)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হস্তিনাপুরী—রাজপথ।

জনৈকা দরিদ্রা বৃদ্ধার প্রবেশ।

বৃদ্ধা।—কেউ এয়েচে ব'লে
রাজবাড়ীতে কাল থেকে
কাঙালী বিদেয় হ'চ্চে।
আমার বড় কপাল পোড়া ;
একে বুড়ো, তা'য় খোড়া।
কত লোক এসে কত কাপড় চোপড় পেলে।
তা'দের পা আছে,—
কাজেই কাপড় চোপড় ;
আমার পা নেই,—
কাজেই কপালে চাপড় !

(সদুঃখে স্বীয় ললাটে চপেটাঘাত)

পোড়া যম যেন আমার ভাসুর,
ছুঁতেই চায় না—তা আবার নেবে !
পোড়া যম ! তুইও কি আমার মত বুড়ো,
হাড় চিবুতে পারিস্ নি ?
খা এই ক'খানা হাড় খা।

(নেপথ্যে কোলাহল)

ঐ যে সব বিদেয় নিয়ে নিয়ে ছুটে আস্‌চে।
ও মা !
কেমন জরির জামা প'রেচে,
মাথায় পাগ্‌ড়ী এঁটেচে।
আমিও যাই—ছুটে যাই—
একখানা ত্যসরও তো পা'বো।

(বেগে গমনোদ্যোগ)

সভয়ে কোলাহল করিতে করিতে বেগে প্রহরিগণের প্রবেশ।

১ম প্রহরী।—অ্যাঁ! কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি।

বৃদ্ধা।—ও বাবারা!
তোরা কি পেলি রে?

২য় প্রহরী।—এমন তো কখনও দেখি নি, ভাই!

বৃদ্ধা।—খুব দান দিচ্চে—না, বাবা?

১ম প্রহরী।—কোন্ দরজা দে পালা'বো,
তা' খুঁজেই পাই নি,
যেন গোলোকধাঁধা!

বৃদ্ধা।—সিংদরজায় বিদেয় হ'চ্চে?

১ম প্রহরী।—আরে দূর্ বুড়ি! পালা পালা!
ম'রবি এখনি চাপনের চোটে টিপে!

বৃদ্ধা।—কি ব'লচো, বাবারা!
খালি চাপকান্ টুপী?
মেয়ে কাঙালী বিদেয় নয়?

(নেপথ্যে পুনর্ব্বার কোলাহল)

প্রহরিগণ।—ঐ রে!
পাহাড়ে মূর্ত্তি এই দিকে বুঝি আস্‌চে!
পালা—পালা—পালা!

(বেগে প্রহরিগণের পলায়ন ও তাহাদের ধাক্কা লাগিয়া বৃদ্ধার ভূতলে পতন)

বৃদ্ধা।—(সকাতরে)—ও মা গো! ও বাবা রে!
হাড়ের খিলগুলো খুলে গেলো রে!
ওরে আঁটকুড়ীর ছা! মর্ মর্—গোল্লায় যা!

বেগে শকুনির প্রবেশ।

শকুনি।—(সভয়ে)—বাপ্!
একবারে আঙুল ফুলে কলাগাছ!

বৃদ্ধা।—হাঁা, বাবা,
আমার বুড়ো আঙুলে বড্ড লেগেচে,
একবারে মুচ্‌ড়ে গিয়ে ভেঙে গেচে!
মা গো!—আমার কি হ'বে গো!

(রোদন)

(নেপথ্যে পুনর্ব্বার কোলাহল)

শকুনি।—ঐ এলো বুঝি রে!
যে প্রকাণ্ড দেহ,
ঘাড়ে প'ড়্‌লে আটাপেশা হ'য়ে যা'বো।
বাপ্!—বাপ্!

(পলায়নোদ্যোগ)

বৃদ্ধা।—(বাধা দিয়া)—ও বাবা!
সবাইকে দিলে,
আমায় কিছু দিয়ে যাও।

শকুনি।—কা'কে কি দিলেম?

বৃদ্ধা।—হাঁ বাবা! দিলে যে, বাবা!

শকুনি।—আরে মর্! কি ব'ক্‌ছিস্ বুড়ি?

বৃদ্ধা।—বুড়ীকে দিলে পুণ্যি হ'বে বাবা!
কিছু না দিলে ছেড়ে দেবো না, বাবা!
দাও, বাবা!—একখানি কাপড় দাও, বাবা!

শকুনি।—(বিরক্ত হইয়া)—আরে মর্ বেটি।
সর্—সর্—রাস্তা ছাড়্।

বৃদ্ধা।—অ্যাঁ—কস্তা পাড়?
আমি বিধবা যে, বাবা!

(গতিপথ অবরোধ)

শকুনি।—আঃ!
ও দিকে বিরাট্!
এ দিকে বিভ্রাট।

নেপথ্যে।—পালাও পালাও—সর্ব্বনাশ হ'ল।

শকুনি।—(সভয়ে)—অ্যাঁ—অ্যাঁ!
সব চাপা প'ড়্‌লো নাকি?
সর্ মাগি! সর্ সর্।

[বেগে প্রস্থান।

বৃদ্ধা।—দোহাই, বাবা!
কিছু দিয়ে যাও, বাবা।

[শকুনির পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

কৃষ্ণের ও কর্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ।—বীরবর!
আমাকে তোমরা বিনা দোষে
বন্ধন ক'ত্তে উদ্যত হ'য়েছিলে।
তা' যা'ই হোক,

আমি দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনির
এরূপ কুব্যবহারে তত দুঃখিত হই নি,
কারণ তা'দের প্রকৃতি কুপথগামিনী।
কিন্তু তুমিও যে
সেই কুচরিত্র লোকদের সঙ্গে মিশে
অন্যায়-কার্য্যে লিপ্ত হও,
এই আমার বড় দুঃখ।

কর্ণ।—কেন, কৃষ্ণ!
আমি কি এমন অন্যায় কাজ করি?

কৃষ্ণ।—দুঃশাসনাদি দুরাত্মারা
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহোদর ভ্রাতা নহে,
কিন্তু তুমি যে তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর।
তবে [illegible],
মহারা[illegible]ষ্ঠিরের বিপক্ষে
তোমার দণ্ডায়মান হওয়া কি অন্যায় নয়?
তোমার জননী কুন্তীদেবী
তোমার এরূপ অন্যায় কার্য্য দেখে
দিবানিশি কত রোদন করেন,
তবু তুমি দুর্য্যোধনের পক্ষ!
বীরেন্দ্র! বল বল,
এই কি তোমার ন্যায়সঙ্গত কার্য্য?

কর্ণ।—যদুপতে!
জননী কুন্তীদেবী আমি ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র
আমায় নদীজলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।
অধিরথ সূত, আমাকে জল হ'তে
উত্তোলন ক'রে
তাঁ'র পত্নী রাধার নিকট অর্পণ করেন।
আমি তাঁ'দের স্নেহে প্রতিপালিত হ'য়েছি,
একণে তাঁ'রাই আমার পিতা মাতা।
তা'র পর আমি আজ ত্রয়োদশ বৎসর কাল
মহারাজ দুর্য্যোধনের আশ্রয়ে
পরমসুখসম্পদে কালযাপন ক'চ্ছি।
রাজা দুর্য্যোধন
আমাকে অঙ্গরাজ্য দান ক'রেছেন।
তা' ছাড়া
আমি তাঁর সর্ব্বপ্রধান সখা ও মন্ত্রী।
কৃষ্ণ!
অসময়ে যিনি আমার একমাত্র অবলম্বন,
এখন আমি সেই হিতকারী দুর্য্যোধনকে
কোন্ ন্যায়যুক্তির বলে ত্যাগ ক'ত্তে পারি?

কৃষ্ণ।—কর্ণ! আমার কথা শোনো।

কর্ণ।—(ভক্তির সহিত —হরি! হরি!
এখন আমি আর তোমার নিকট
কপটভাবে কোন কথা ব'লবো না।
আমি জানি,
তুমি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম ঈশ্বর;
তুমি কপটীর কপটতা-কপাট উন্মোচন ক'রে
সম্যক্ তা'র হৃদয় দর্শন কর;
সুতরাং
একণে আমি সরল-হৃদয়ে ব'লছি,—
যে দুর্য্যোধন
আমার উপর সমস্ত ভার অর্পণ ক'রে
অটল বিশ্বাসে নিশ্চল ও নিশ্চিন্ত আছে,
আমি সেই দুর্য্যোধনকে কোন্ প্রাণে—
কোন্ ন্যায়-বিচারে—কোন ধর্ম্ম-মতে
এই গুরুতর বিপদের সময়ে ত্যাগ ক'রবো?
বল কৃষ্ণ! বল—
তুমি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম—সাক্ষাৎ সত্য—
সাক্ষাৎ ন্যায়,
তবে বল, পরমেশ্বর!
দুর্য্যোধনকে ত্যাগ কর্'লে
আমার বাস্তবিক অধর্ম্ম হ'বে না—
কৃতঘ্নদের শাস্তিভোগের জন্য
তুমি যে ভয়ঙ্কর নরক সৃষ্টি ক'রেছ,
সেই নরক-যন্ত্রণা
আমায় ভোগ ক'ত্তে হ'বে না?

কৃষ্ণ।—(নীরব)

কর্ণ।—(করযোড়ে) কই, প্রভু! উত্তর দাও।

কৃষ্ণ।—কর্ণ!
এতক্ষণে তোমার চিত্তপরীক্ষা শেষ হ'ল।
তুমি এত দিন ত্রিজগতে
'দাতাকর্ণ' ব'লে বিখ্যাত ছিলে,

আজ হ'তে তোমার
আর একটি নাম হ'ল—'কৃতজ্ঞ কর্ণ'।
হে ধর্ম্মশীল!
তুমি যথার্থ ন্যায়বাদী,
তুমি সত্য ও ধর্ম্মপ্রতিপালনজন্য
আজ যেরূপ হৃদগত ভাব প্রকাশ ক'রে,
এ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অগ্রজ
ধর্ম্মপ্রাণ কর্ণের উপযুক্ত বটে।
আর আমি তোমায় বাধা দেবো না,
স্বচ্ছন্দে দুর্য্যোধনের নিকট গমন কর।

কর্ণ।—নারায়ণ!
তোমায়
আমার একটি অনুরোধ রাখ্‌তে হ'বে।
আমার স্নেহময় ভ্রাতা যুধিষ্ঠির,
ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের নিকট
এবং ভ্রাতৃবধূ দ্রৌপদীর নিকট
আমি যে কুন্তীদেবীর পুত্র,
এ কথা বোলো না।

কৃষ্ণ।—যদি বলি।

কর্ণ।—তবে তোমার কৃষ্ণলীলা পূর্ণ হ'বে না।
তা' নাই হোক্, তা'তে আমার ক্ষতি নাই;
কিন্তু আমি যে যুদ্ধক্ষেত্রে, যুদ্ধসময়ে
অর্জ্জুনের রথে তোমার চরণ দর্শন ক'রে
প্রাণত্যাগ ক'ত্তে পাবো না,
তা' হ'তে আমার ক্ষতি ও দুঃখ কি?
হরি হে!
আমার সাধের আশা ভঙ্গ ক'রো না—
আমার মুক্তির পথ রুদ্ধ ক'রো না।

কৃষ্ণ।—কর্ণ! ধন্য তুমি—ধন্য তুমি!
তুমি একাধারে ধর্ম্মবীর ও যুদ্ধবীর।
তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'বে।

কর্ণ।—হরি!
প্রণিপাত করি রাঙ্গা পায়।

কৃষ্ণ।—বীরকীর্ত্তি লভ, বীরবর!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

হস্তিনাপুরী—গঙ্গাতট।

কৃতজ্ঞতা, প্রতিজ্ঞা, খ্যাতি ও কীর্ত্তি গঙ্গাগর্ভে অবস্থিতা।

সকলে।— (গীত)
মানুষ তো আর কিছুই নয়,
জলের তিলক বালির বুকে।
এই আছে, এই নেই কো আবার,
শুকিয়ে যায় এক পলকে॥
মানুষ তো ছায়ার কায়া,
মানুষ প্রাণ ছায়ার মায়া,
ছায়ায় মায়ায় মেশামেশি,
মায়া-ভরা ছায়ার ফাঁকে॥
(গঙ্গাগর্ভে সকলের মগ্ন হওন)

কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ।—(কৃতাঞ্জলিপুটে সূর্য্যস্তব)—
জয় জগলোচন, জয় ভয়মোচন,
জয় কমলাপ্তন ভাস্কর হে!
জয় গ্রহকুলপতি, জয় অগতির গতি,
তব পদে করে নতি কিঙ্কর হে॥
(প্রণাম)
(উদ্বিগ্নচিত্তে)—এ কি! এ কি!
কি হেতু সহসা আজ
আকুল হইল মোর প্রাণ!
প্রতিদিন গঙ্গাস্নানে আসি,
প্রতিদিন গঙ্গাতটে
সূর্য্যদেবে স্তুতি নতি করি,
কিন্তু হেন ভাবান্তর হয় নি তো কভু!
কে যেন বলিছে মোরে—
'কর্ণ! কর্ণ! ছাড় দুর্য্যোধনে,
যাও যাও যুধিষ্ঠির-পাশে,
যুধিষ্ঠির ভাই যে রে তোর।
আরে কর্ণ!
ভ্রাতৃহৃদয়ের স্নেহ
নাই কি কঠিন হৃদে তোর?'
(রোমাঞ্চিত হইয়া)—অহো!—ভ্রাতৃস্নেহ!
আহা, কি মধুর কথা!

নিষ্ঠুর কর্ণের কর্ণে
কে দিল এ সুধা ঢালি' আজ?
এ পাষাণ-কঠিন হৃদয়
কে কোমল করিল আমার?
ছি ছি মহাপাপী ভ্রাতৃশত্রু আমি,
আর না—আর না—
এখনি যাইব সেথা,
যেথা মোর ভাই পঞ্চ জন।
পঞ্চসংখ্যা ষষ্ঠ হ'বে আজ,
কিবা কাজ আর দুর্য্যোধনে?
রাজা দুর্য্যোধন!
তুমি মোর মিত্র হিতকারী,
শত্রু তব না হইব আমি;
যা'র অন্নে ধরি এ জীবন,
তা'র সনে না করিব রণ।
মোর পঞ্চ ভাই তরে
পঞ্চগ্রাম ভিক্ষা ল'ব তোমার নিকটে।
মহারাজ দুর্য্যোধন!
তুমি পুরা'বে না প্রার্থনা আমার?
যদি নিতান্তই
না দাও পাঁচটি গ্রাম,
তবে দিয়াছ যে অঙ্গদেশ মোরে,
তাই দিব ভাই পঞ্চজনে।
যদি তা'ও দিতে নাহি দাও,
তবে ছয় ভাই হ'ব বনবাসী।
(অস্থির হইয়া)—যুধিষ্ঠির! যুধিষ্ঠির!
ক্ষমা কর মোরে, ভাই!
ক্ষমাগুণে ধনী তুমি।
আর আমি বিপক্ষ না হ'ব,
কটু না কহিব তোমা'সবে।
যুধিষ্ঠির!
তব পাশে এই যাই—এই যাই, ভাই।

(গমনোদ্যত)

দৈববাণী।—কর্ণ! কোথা যাও!
কর্ণ।—(সবিস্ময়ে)—
এ কি!—কে!—দৈববাণী?

কৃতজ্ঞতা, প্রতিজ্ঞা, খ্যাতি ও কীর্ত্তি।—(গঙ্গাগর্ভ হইতে পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়া, (গীত)—
ছায়ায় মায়ায় মেশামিশি মায়া-ভরা ছায়ার ফাঁকে।
সেই ছায়ায় ফাঁকে ছায়ায় মানুষ
ঘুরে বেড়ায় ঝাঁকে ঝাঁকে॥
ছায়া না মুছ্‌লে পরে,
মায়া না ঘুচ্‌লে পরে,
ছায়ার মানুষ পায় না কায়া,
কালের ছায়ায় মিশে থাকে॥
কর্ণ।—(সবিস্ময়ে, স্বগত)—
অদ্ভুত সঙ্গীত!—নিগূঢ় তত্ত্ব!
কা'রা এরা?—দেবী বোধ হ'চ্চে না?
ভাল জিজ্ঞাসা করি।
(প্রকাশ্যে)—কা'রা আপনারা?
কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি।—(গীত)—
আমরা কা'রা কাজ কি জেনে?
আগে জান আপনাকে।
আপন-জানা মানুষ যা'রা,
তা'রাই জানে আমাদি'কে॥
কর্ণ।—তবে আমি কি আপনহারা?
কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি।—(গীত)
আপনহারা নৈলে হেন,
আমাদেরে ভুল্‌বে কেন?
ছায়ার ভিতর কায়া পেয়েও,
মায়ায় কেন প'ড়্‌বে ঝুঁকে?॥

(সকলের অন্তর্দ্ধান)

কর্ণ।—(স্বগত)—কি! কি! মায়া!—মায়া!
ও—বাস্তবিক,
আজ আমি মায়ার ছলনায় বিমোহিত!
এই-না আমি শ্রীকৃষ্ণকে ব'লেছিলেম—
যুধিষ্ঠিরকে আমার পরিচয় দিলে
তাঁ'র কৃষ্ণলীলা পূর্ণ হ'বে না?
তবে আবার কি জন্য
হরিতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব এবং আত্মতত্ত্ব ভুলে গিয়ে,
কৃতজ্ঞতা, প্রতিজ্ঞা, খ্যাতি ও কীর্ত্তিকে
উপেক্ষা ক'চ্চি?

না, আর আমি যুধিষ্ঠিরের নিকট যা'ব না।
প্রতিজ্ঞার উপর প্রতিজ্ঞা ;—
পূর্ব্বে দুর্য্যোধনের নিকট
এবং অদ্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট
প্রতিজ্ঞা ক'রেছি।
প্রাণসত্বে সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'র্‌বো না।

বেগে কুন্তীর প্রবেশ।

দেবি!
অধিরথ-সূত-সুত আমি,
রাধা মোর মাতা,
কর্ণ মোর নাম।
প্রণিপাত করি গো তোমায়।
কি আশায় আসিলে হেথায় ?
আজ্ঞা কর, কি করিতে হ'বে মোরে ?

কুন্তী।—বৎস রে! অধিরথপুত্র নহ তুমি,
রাধা নহে জননী তোমার।
আমিই জননী তোর।

কর্ণ।—নামে তুমি জননী আমার,
কিন্তু জননীর স্নেহ মায়া
নাহি তব কঠিন হৃদয়ে।

কুন্তী।—কেন, বাছা! বল হেন নিদারুণ বাণী ?

কর্ণ।—কি, মা!
আমি কহি নিদারুণ বাণী ?
নিদারুণ নিজে তুমি,
তেঁই ভাব অন্যে নিদারুণ।
নিদারুণে!
আর কাজ নাই,
তব কোন কথা শুনিতে না চাই।

কুন্তী।—কর্ণ রে! আমার কানীন পুত্র তুই।
পিতা কুন্তিভোজের ভবনে
কন্যা অবস্থায় ছিনু যবে,
সেই কালে তপস্বী দুর্ব্বাসা
তুষ্ট হ'য়ে ভক্তিতে আমার
কৃপা করি দেবাহ্বান মন্ত্র দিলা মোরে।
বালিকা-স্বভাব হেতু আমি
সেই মন্ত্রে সূর্য্যদেবে করিনু আহ্বান।
কন্যকা-দশায়
সূর্য্য হ'তে মোর গর্ভে জনম তোমার,
তেঁই তুমি মোর কানীন কুমার।
লোক-লজ্জা-ভয়ে
স্থালীমাঝে শোয়াইয়া তোরে,
ভাসাইয়া দিয়াছিনু তটিনীর স্রোতে।
নিদারুণা হ'তেম যদ্যপি,
তা' হ'লে বিনাশ তোরে করিতাম আমি।
স্নেহ যদি নাহি মোর প্রাণে,
প্রাণ তোর কেন রেখেছিনু ?
হরির কৃপায় বাঁচিয়াছ, বাছাধন!
এ দগ্ধ-হৃদয়ে
আর দুঃখ দিস্ নি রে শেলসম ভাবে।
এনু এবে যেই অভিলাষে,
পূর্ণ কর, পুত্র রে আমার!
শুনিয়াছি লোকমুখে
পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা দাতা তুই।
আজ কাঙালিনী জননীরে তোর—
দাতা কর্ণ! দাতা হ' রে।

কর্ণ।—(স্বগত)—অহো, হৃদয়ে বাজিল ব্যথা
ব্যথিতা মাতার ভাবে।
কি করি—কি বলি ?
কিবা অভিলাষ করি' আসিলা জননী ?
ন্যায়যুক্ত অভিলাষ হ'লে
অবশ্য পূরা'ব আমি।
(প্রকাশ্যে)—বল, মা গো! কিবা মাগ তুমি ?

কুন্তী।—জ্যেষ্ঠপুত্র কর্ণ রে আমার!
মোর গর্ভে জন্মি' তুমি
ভুলিয়া আপন ভ্রাতৃগণে
কেন সেবা কর দুর্য্যোধনে ?
হেন কার্য্য ভাল কি তোমার ?
জ্ঞানী তুমি, জান তো সকলি,—
মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ
এ ধরায় স্বর্গের রতন ;
তবে কেন নিজ জনে বাম ?

পরজনে কেন কর সেবা?
বাছা! শুনিনু বিদুর-মুখে—
দুর্য্যোধন-পক্ষে থাকি তুই
করিবি দারুণ রণ,
বিনাশিবি ভাই পঞ্চজন।
কর্ণ রে!
কেন হেন নিদারুণ ইচ্ছা তোর?
রাখ্ তোর মায়ের বচন,
শান্ত কর্ এ চঞ্চল মন,
ভ্রাতৃহিংসা ভুলে যা রে,
যুদ্ধ-আশা ছেড়ে দে রে।

কর্ণ।—জননি!
এ যে তব ন্যায়হীন ভাষা;
কিরূপে এ হেন আশা পুরা'ব তোমার?
কণামাত্র হিত সাধে যেই,
বিপক্ষে তাহার কভু উচিত না হয় সমুত্থান।
কিন্তু, রাজা দুর্য্যোধন
কত যে সাধিলা হিত মোর,
কত যে সাধেন হিত আজো,
সীমা নাহি তা'র;
সমস্ত সংসার মাঝে
একমাত্র মিত্র মোর রাজা দুর্য্যোধন।
মা গো! প্রাণ যতক্ষণ
ততক্ষণ মিত্রদ্রোহী কর্ণ না হইবে।

কুন্তী।—(সরোদনে)—বাছা রে!
তবে কি নিশ্চয় তুই ভ্রাতৃঘাতী হ'বি!
পুত্র হ'য়ে মায়েরে কাঁদা'বি
ভ্রাতৃহত্যা করি নিজ করে!
আহা, বড় অভাগিনী আমি,
তেঁই শুনি হেন বাণী
জ্যেষ্ঠপুত্র কর্ণের বদনে!
বিধাতা হে! তব সৃষ্টিমাঝে
কা'রো যেন নারী-জন্ম আর নাহি হয়;
যদি হয়,
কিন্তু, যেন নাহি হয় পুত্রবতী।
কর্ণ রে, পুত্র রে!
কি কাজ এ ছার প্রাণে আর?
ভ্রাতৃগণে বধিবার আগে
হত্যা কর্ এ দুঃখিনী মায়ে তোর।
তা'র পর যা' ইচ্ছা করিস্,
চক্ষে মোরে না হ'বে দেখিতে।

কর্ণ।—কেন বৃথা কাঁদ, মাতা?
মিত্রদ্রোহী কভু না হইব।
মিত্রদ্রোহী জনসম পাপী নাহি আর,
মাতা হ'য়ে কোন্ প্রাণে
পুত্রে কহ হেন পাপে লিপ্ত হইবারে?

কুন্তী।—হা পুত্র নিদয়!
নাহি কি হৃদয় তোর!
জীবন্ত পাষাণ তুই!
ভাল, ভাল,
পাষাণেরি পরিচয় দে,
জননীর দেহ থেকে প্রাণ কেড়ে নে।
মাতৃপ্রাণ অগ্রে নিলে,
ভ্রাতৃপ্রাণ বিনাশিতে,
কষ্ট না পাইবি পরে ও কঠিন প্রাণে।

কর্ণ।—পাষাণ বলিয়া মোরে জেনেছ যে কালে,
সে কালে কি হেতু কাঁদ আর?
পাষাণে কি কোমলতা আছে?
তা' থাকিলে
মাতা হ'য়ে পুত্রে কেহ ফেলে কভু জলে?

কুন্তী।—কেন, পুত্র! পুন সেই নিদারুণ বাণী?

কর্ণ।—আজ পাষাণে পাষাণে দেখা,
পাষাণে পাষাণে
নিদারুণ ঘাত-প্রতিঘাত;
আমি কি করিব, মাতা!
পাষাণ কোমল কভু হয়?
কোমল হইলে
পাষাণের পাষাণত্ব কোথা?
(সদুঃখে)—ওগো পাষাণী জননি!
পাষাণ-হৃদয়া হ'য়ে
পাষাণ-হৃদয় কর্ণ পাশে
এসেছিস্ কোমলতা আশে?

ফিরে যা—ফিরে যা নিজ বাসে,
এ পাষাণে কভু
অঙ্কুরিত না হইবে আশা-লতা তোর।
ফিরে যা, পাষাণি!

(গমনোদ্যোগ)

কুন্তী।—কোথা আর ফিরিবে পাষাণী!
গঙ্গাগর্ভে ডুবুক এ কঠিন পাষাণ।
ঘুচুক পাষাণী নাম।

(গঙ্গাগর্ভে ঝম্পপ্রদানোদ্যোগ)

কর্ণ।—(বাধা দিয়া)—মা! মা! শান্ত হও।
কুন্তী।—শান্তির কি আছে আর পথ?
কর্ণ।—শোনো, মাতা!
অর্জ্জুন ব্যতীত আর চারি পুত্রে তব
যুদ্ধে নাহি করিব সংহার।
প্রতিদ্বন্দ্বী অর্জ্জুনই আমার,
হয় আমি হত হ'ব অর্জ্জুনের করে,
নয় সে অর্জ্জুন
মরিবে আমার শরে দারুণ সমরে।
পঞ্চ-পুত্র-মাতা তুমি,
পঞ্চ-পুত্র থাকিবে তোমার।
ছয় পুত্র তব ভাগ্যে লিখেনি বিধাতা।
তেঁই কহি, ছাড় মা মরণ-আশা,
শোনো মোর সত্য ভাষা,—
সাক্ষী দেবী ভাগীরথী—
পঞ্চপুত্র অবশ্যই থাকিবে তোমার।
কোন কথা না কহিও আর,
যাও ফিরি' নিজ গৃহে।
(স্বগত)—মা।
শেষ প্রণিপাত করি পায়,
তোর সনে আর দেখা না হইবে মোর!
আহা, যাবজ্জীবন
মা থাকিতেও মাতৃহীন আমি;
মাতৃহীন অবস্থায়
ত্যজিব এ কায় রণাঙ্গনে।
(প্রকাশ্যে)—মা আমার!
প্রণিপাত করি পায়।
দেখ', মা গো! যা' বলিনু,
এ কথা না বলিও কাহারে।

(উভয় দিক্ দিয়া উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

হস্তিনাপুরী—ভীষ্মের কক্ষ।

ভীষ্ম ও দ্রোণ।

ভীষ্ম।—আচার্য্য!
বিধাতার এ কি বিড়ম্বনা?
বৃদ্ধ আমি,
আমারে কি সাজে হেন নিদারুণ কাজ?
মানবসমাজ কি বলিবে মোরে?
মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রে বুঝাইনু কত,
বুঝাইনু দুষ্ট দুর্য্যোধনে,
প্রাণপণে হিতযুক্তি দিনু কত,
কিন্তু ভস্মে ঘৃত সকলি হইল।
পঞ্চগ্রামও না দিল পাণ্ডবে।
অবশেষে দারুণ আহবে
আমারেই বলে সেনাপতি হ'তে।
ধিক্ মোরে!
ধিক্ অর্থে!
এ হেন দাসত্বে শত ধিক্!
দ্রোণ।—গাঙ্গেয়!
তব সম আমিও অর্থের দাস,
ভুক্তভোগী উভয়ে বিশেষ,
কি বলি' যে বুঝা'ব তোমায়,
না দেখি উপায় তা'র।
বৃদ্ধ! কি হ'বে ভাবিয়া আর?
বিধাতার লিপি কে করে খণ্ডন'?
যা' হ'বার তাই হ'বে,
দারুণ্ আহবে দেহ ঝাঁপ,
পরিতাপে নাহি প্রয়োজন।
দুরন্ত পিশাচ দুর্য্যোধন
পা'ক্ সমুচিত প্রতিফল।

গুরু বাক্যে আস্থা নাহি যা'র,
মঙ্গল কোথায় তা'র ?
ধর্ম্মই পাপীরে শাস্তি দেয়,
তুমি আমি নিমিত্ত কেবল।
তুমিই তো রাজসভাতলে
গম্ভীর নিনাদে বলিয়াছ বারংবার—
'যতঃ কৃষ্ণস্ততোধর্ম্মোযতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ।'

দুর্য্যোধন ও কর্ণের প্রবেশ।

দুর্য্যো।—পিতামহ!
আবার আইনু তব পাশে।
তুমি বই গতি নাই আর,
করহ নিস্তার দুর্য্যোধনে।
কুরুক্ষেত্র-মাঝে বীরগণসনে
পাঠাইনু একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা।
কিন্তু সেনাপতি বিনা
পিপীলিকা-শ্রেণী-সম ছিন্ন ভিন্ন সব।
পিতামহ!
অন্য মত না করিও আর,
সৈনাপত্য-ভার করহ গ্রহণ।
জানি আমি,
শুক্রাচার্য্যসম তুমি মম হিতকারী,
অস্ত্রের অবধ্য তুমি,
ধর্ম্মে তব ভক্তি চিরদিন।
কার্ত্তিকেয় দেব সেনাপতি
অগ্রবর্ত্তী হন যথা দেবতাগণের,
সেইরূপ তুমি আজ
অগ্রবর্ত্তী হও, বীর! আমা'সবাকার।
ভীষ্ম।—দুর্য্যোধন,
না শুনিলে কথা মোর কভু,
কভু যে শুনিবে তুমি তা'রো আশা নাই।
ডুবেছে আমার আশা;
ভাল, তব আশা করিব পূরণ,
সৈনাপত্য করিব গ্রহণ।
কিন্তু গুটিকত কথা এবে বলিব তোমায়।—
মহাবীর অর্জ্জুন ব্যতীত
প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ নাহি জগতে আমার;
তথাপি প্রকাশ্যযুদ্ধে
জিনিতে আমারে কভু নারিবে অর্জ্জুন।
অস্ত্রবলে আমি
এ ব্রহ্মাণ্ড জীবশূন্য করিবারে পারি,
কিন্তু পাণ্ডবেরে নারিব জিনিতে!
শুন, দুর্য্যোধন,
পাণ্ডবেরা যদি মোরে না করে বিনাশ,
তা' হইলে আমি
তোমার নিয়োগমতে
প্রতিদিন সমরপ্রাঙ্গণে
পাণ্ডবের দশ হাজার সেনা
করিব সংহার সুনিশ্চয়।
তা'র পর জয় পরাজয়
যে হয় সে হ'বে।
বল, তুমি সম্মত কি অসম্মত ইথে ?
দুর্য্যো।—(স্বগত)—প্রতিদিন ভীষ্ম পিতামহ
বধিবেন পাণ্ডবের দশ হাজার সেনা,
তা' হ'লেই পাণ্ডবের হ'বে বলক্ষয়,
মোর ভাগ্যে জয় সুনিশ্চয়।
(প্রকাশ্যে)—পিতামহ!
তব বাক্যে হইনু সম্মত।
ভীষ্ম।—আর এক কথা,—
সূতপুত্র কর্ণ সদা আমার সহিত
রণস্পর্দ্ধা করে;
এবে আমা' দোঁহা মাঝে
কে অগ্রে প্রবৃত্ত হ'বে রণে ?
কর্ণ।—কুরুবীর,
জীবিত থাকিতে তুমি,
অগ্রে আমি না যুঝিব কভু।
তোমা হ'তে যদি হয় কৌরবের জয়,
ভালই সে কথা;
আর যদি হয় পরাজয়,
কিংবা যদি রণে মর তুমি,
তখন ধরিয়া অস্ত্র
যুঝিব পাণ্ডবসৈন্য সনে,

একাঘ্নী অস্ত্রের ঘায়
অর্জ্জুনেরে দিব যমালয়।

ভীষ্ম।—কি, কর্ণ!
ভগবান্ কৃষ্ণ যা'র সখা,
তা'রে তুমি দিবে যমালয়!
দেখা যা'বে
কা'র ভাগ্যে যমালয় লিখিলা বিধাতা।

কর্ণ।—বৃদ্ধবীর!
বাক্য-অস্ত্রে বড় পটু তুমি,
এই বার দেখাও কর্ণেরে
লৌহ-অস্ত্র-পরীক্ষা সমরে।

ভীষ্ম।—ভাল, ভাল,
চল, কর্ণ! কুরুক্ষেত্র-মাঝে।

দুর্য্যো।—পিতামহ!
পূরে যেন আশা মোর।

ভীষ্ম।—(স্বগত)—
'যথা কৃষ্ণ তথা ধর্ম্ম, যথা ধর্ম্ম তথা জয়।'
(প্রকাশ্যে)—দুর্য্যোধন!
কর্ণে ল'য়ে হও অগ্রসর।

[দুর্য্যোধন ও কর্ণের প্রস্থান

দ্রোণাচার্য্য!
চলিলাম সঙ্কট-সমরে,
তোমা'সনে এই দেখা শেষ দেখা।
আর ফিরিব না আমি।
দেহ, সখে! শেষ আলিঙ্গন,
বিপ্র তুমি, দেহ পদধূলি।
সখে! সখে! চলিলাম চিরতরে।

দ্রোণ।—যাও, ধর্ম্মবীর!
পরলোকে হ'বে পুন উভয়ে সাক্ষাৎ।

উভয়ে।—'যথা কৃষ্ণ, তথা ধর্ম্ম,
যথা ধর্ম্ম, তথা জয়।'

[উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—পাণ্ডব-শিবির।

কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম ও সৈন্যগণ।

যুধি।—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কর সে উপায়,
যাহে প্রাণ পায় তোমার পাণ্ডবগণ।
ভাই!
পাণ্ডবের হিত সাধিবারে
গিয়াছিলে হস্তিনায়,
কিন্তু, দুষ্টমতি কৌরব-নিকর
কৈল তব ঘোর অপমান।
সেই অপমান
ব্যথা দেছে আমার হৃদয়ে।
আবার বিষম দুর্ঘটনা,—
ভুবনবিখ্যাত বীর ভীষ্ম পিতামহ
কৌরবের হৈলা সেনাপতি।
কা'র সাধ্য—কে আঁটিবে তাঁ'রে?
দারুণ-সমরে যবে অর্জ্জুনের রথে
সারথি হইবে তুমি,
সে কালে, না জানি,
ভীষ্ম-শরে তব বরবপু
ছিন্ন ভিন্ন হইবে হে কত!
তাই বলি, ভাই!
আর কাজ নাই সঙ্কুল-সমরে।
অদ্যই পাঠাই দূত সুযোধন-পাশে
নিবারিতে সঙ্কট-সংগ্রাম।

কৃষ্ণ।—(সহাস্যে)—ধর্ম্মরাজ! কেন ভাব ভয়?
ধর্ম্মের অবশ্য হয় জয়।
অধর্ম্মের পরিণাম বড়ই ভীষণ;
তেঁই কহি, দুষ্ট দুর্য্যোধন
অবশ্যই হ'বে পরাজিত।
রাজা! জানিও নিশ্চিতে—
ধর্ম্ম যা'র প্রধান সহায়,

হেন কৃষ্ণে কা'র সাধ্য
বিক্ষত করিবে রণাঙ্গনে ?
ভীম।—কৃষ্ণ! এ কি হে বচন কহ আজ!
তুমিই সাক্ষাৎ ধর্ম্ম,
তবে কেন কহ পুন—
ধর্ম্ম যা'র প্রধান সহায় ?
বরং আমরা বলিতে পারি—
শ্রীহরি সহায় যে সবার,
অমঙ্গল পরাজয় কোথা সে সবার ?
হরি হে!
আজ মোরা সংগ্রাম-সাগরে
ঝাঁপ দিতে সমুদ্যত কা'র ভরসায় ?
তোমারি ভরসা জাগে পাণ্ডবের প্রাণে।
জানি আমি, চক্রপাণি!
অকূল-সংগ্রাম-সিন্ধু-মাঝে
পাণ্ডব পাইবে কূল
ধরি' তব শ্রীপদ-তরণী।
(যুধিষ্ঠিরের প্রতি)—মহারাজ!
ভীমের বচন ধর,
হরিপদে মন স্থির কর,
সুনিশ্চয় বিপদ্ হইবে নাশ,
পূর্ণ হ'বে জয়-অভিলাষ।
পাণ্ডবের হৃদয়ের সখা—
পাণ্ডবের প্রাণের দেবতা আপনি শ্রীহরি;
কেন তবে ভাব, মহারাজ ?
যা'র জ্যোতির্ম্ময় শ্রীপদ-কমলে
অনন্ত অনন্ত কোটি জয়শ্রী উথলে,
সে হরির পাদপদ্ম পেয়েছি সকলে।
যুধি।—ভীম রে!
ভীষ্ম যে দারুণ বীর।
ভীষ্মগুরু আপনি পরশুরাম
হারিয়াছে ভীষ্মের নিকট।
ভীষ্ম সাক্ষাৎ সঙ্কট!
ভীম।—(সানন্দে কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া)—
আর এই
সাক্ষাৎ সঙ্কটনাশী শ্রীমধুসূদন!

যুযুৎসুর প্রবেশ।

যুযুৎসু।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
আমি হরিনামের ভিখারী কাঙাল,
হরিনাম বড় ভালবাসি গো—
হরিনাম মধুর নাম বড় ভালবাসি গো।
তাই এসেছি আজ আমি হরির কাছে,
হরি বই আমার আর কে আছে ?
(কৃষ্ণের চরণ ধারণ করিয়া)—
হরি! পাপী ব'লে আমায়—ওহে দয়াময়!-
পাপী ব'লে আমায় পায়ে ঠেলো না,
বরং পাপী ব'লে আমায় পায়ে তোলো না।
কৃষ্ণ।—(যুযুৎসুকে উত্তোলন করিয়া)—
যুযুৎসু!
তুমি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র,
রাজা দুর্য্যোধন তোমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।
তুমি এই যুদ্ধসময়ে
দুর্য্যোধনের পক্ষ না হ'য়ে
শত্রুপক্ষে কেন উপস্থিত হ'লে ?
যুযুৎসু।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
আমি শত্রু মিত্র জানি না, হরি!
আমি নিজেও যে কে, তা'ও জানি না,
আমি ত্রিজগতে—ওহে দয়াল হরি!—
কিছু জানি না তব চরণ বিনা।
যুধি।—(স্নেহভরে)—বৎস যুযুৎসু!
আমি দেখ্‌চি,
মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে পিণ্ডদান করবার জন্য
একমাত্র তুই-ই জীবিত থাক্‌বি।
যুযুৎসু।—মহারাজ!
আমি আপনার পক্ষে থেকে
আমার ক্রূরমতি অধর্ম্মাচারী ভ্রাতা
দুর্য্যোধনের বিপক্ষে যুদ্ধ ক'র্ত্তে ইচ্ছা করি।
যুধি।—ভাই! তুই বালক,
তাই এমন কথা বল্‌ছিস্।
এই আপৎকালে
তুই আমার পক্ষে থাক্‌লে

সুযোধন তোকে কি ব'ল্‌বে, বল্ দিকি?

যুযুৎসু।—তা' তিনি যাই ব'লুন,
আমি অধর্ম্মের দিকে কখনই থাক্‌বো না।
যেখানে স্বয়ং হরি,
সেখানে এই দীনহীন যুযুৎসু
ধর্ম্মের সেবা ক'র্‌বে · ধর্ম্মযুদ্ধ ক'র্‌বে।

কৃষ্ণ।—রাজপুত্র! তুমি যে বালক,
কিন্তু যুদ্ধ যে অতি কঠিন।

যুযুৎসু।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
হরি, তাই তো আমি এসেছি হে—
যুদ্ধ কঠিন ব'লেই এসেছি হে!
যখন সমরে তব কলেবরে—
হরি! ওই শ্যামল কলেবরে
অরি এড়িবে খরতর শর,
আহা, বরবপু হ'বে জর জর;
এ দাস তখন—হরি হে!—
প্রাণপণে সেবা করিবে তোমার।

যুধি।—বৎস! ধন্য তোর হরিভক্তি!

(নেপথ্যে তূরীধ্বনি)

কৃষ্ণ।—(তূরীধ্বনি শুনিয়া)—ধর্ম্মরাজ!
ঐ দেখুন,
আপনার আদেশে আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা
সহদেব বীরবর ধৃষ্টদ্যুম্নকে
পাণ্ডবসৈনাপত্য-ভার প্রদান ক'ল্লেন।

নেপথ্যে।—জয় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জয়!

ভীম।—মহারাজ, ঐ দেখুন—ঐ দেখুন—
আপনার সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা
সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নের আদেশ
অপেক্ষা ক'চ্চে।
কিন্তু আপনি
দ্রুপদরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে যুদ্ধাজ্ঞা না দিলে
তিনি তা'দের মনোরথ পূর্ণ ক'ত্তে পাচ্চেন না।
অনুগ্রহ ক'রে
সেনাপতিকে যুদ্ধাজ্ঞা দেবেন চলুন।

যুধি।—কৃষ্ণ!
তোমার আজ্ঞা ভিন্ন
যুধিষ্ঠির কোন কার্য্যই ক'ত্তে সাহসী নয়;
এক্ষণে কি ক'র্‌বো অনুমতি কর।

কৃষ্ণ।—ধর্ম্মরাজ, আবার অনুমতি কি?
ধর্ম্মযুদ্ধের ঘোষণা করুন্।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মযুদ্ধই প্রাণ, মন, দেহ;
ধর্ম্মযুদ্ধই আত্মা, সাধনা, সিদ্ধি, মুক্তি;
ধর্ম্মযুদ্ধই স্বর্গ,
অধিক কি ব'ল্‌বো,
ধর্ম্মযুদ্ধই স্বয়ং আমি।

সকলে।—'যথা কৃষ্ণ তথা ধর্ম্ম,
যথা ধর্ম্ম তথা জয়।'

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—যুদ্ধভূমি।

কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন।—মাধব!
মনে বড় ভয়, কি জানি কি হয়,
দারুণ সময় উপস্থিত।
হের ওই—হের ওই
কৌরবের সেনাঠাট কুরুক্ষেত্র-ভূমে;
একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা,
তা'হে পুন সুবিখ্যাত বীররাজগণ
সৈন্যগণ-দলপতি।
আবার
সাক্ষাৎ শমনসম ভীষ্ম পিতামহ
কৌরবের শ্রেষ্ঠ-সেনাপতি।
সখে, সখে,
কিরূপে এ ভীষণ-সংগ্রামে পাইব নিস্তার?
অর্জ্জুনেরে বল সে উপায়।

কৃষ্ণ।—সখে,
কেন হে অস্থির এত?
জগজ্জননী দুর্গা সঙ্কটনাশিনী,
সমররঙ্গিনী শ্যামা।

ভক্তিভরে স্তব কর তাঁ'র,
এ সঙ্কটে পাইবে নিস্তার।

অর্জ্জুন।—(কৃতাঞ্জলিপুটে, স্তব)

(গীত)

দে মা দেখা দীনে।
দুর্গমে প'ড়েছি দুর্গে ঘোর দুরদিনে ॥
দয়াময়ী দুখহরা,
দেব মহাদেব-দারা,
ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরা জননি,—
দে মা জয়,
জয় জয়,
বিজয়দায়িনি;—
তারা! তোর কৃপা বিনে উপায় দেখি নে।

সহসা শূন্যে সিংহবাহিনী দুর্গার আবির্ভাব।

কৃষ্ণ।—(দেখিয়া, অর্জ্জুনের প্রতি)—সখে! সখে!
হের হের মেলিয়া নয়ন,
বাঞ্ছা তব হইল পূরণ,
জগজ্জননী দুর্গা কেশরিবাহনে
আবির্ভূতা সুনীল গগনে।

অর্জ্জুন।—(প্রণাম করিয়া)—জননি!
দারুণ সঙ্কট উপস্থিত,
কৌরব-পাণ্ডবে ঘোর রণ,
এ বিপদে তুই বই না দেখি নিস্তার;
দে মা শক্তি, শক্তিস্বরূপিণি!
তোর রাঙ্গা শ্রীচরণ বিনে
অর্জ্জুন দীনের আর কি আছে সম্বল?
বাঞ্ছাময়ি! বাঞ্ছা পূর্ণ কর মা আমার।

দুর্গা।— (গীত)

ধনঞ্জয়! কেন কর ভয়,
হ'বে অরিজয়, বল হরির জয়,
জয়শ্রী লভিবে তুমি হরির কৃপায়।
গাণ্ডীব ধ'রি রণে অবতরি,
হরিপদ স্মরি' মার যত অরি,
ভয় কি তোমার আর, হরি যে সহায়

কৃষ্ণ।—(অর্জ্জুনের প্রতি)—সখে!
জগজ্জননী দুর্গা
তোমায় বরাভয় দান ক'রলেন,
যুদ্ধজয়লাভে আর তোমার কোন চিন্তা নাই।
এক্ষণে এস,
উভয়ে মিলে দেবীপূজা করি।
যাও,
তুমি ঐ হিরণ্বতী নদী হ'তে
ঘট পূর্ণ ক'রে জল আনয়ন কর,
তটস্থিত অরণ্য হ'তে
পুষ্প সংগ্রহ ক'রে আন।

[অর্জ্জুনের প্রস্থান।

দুর্গা।—(রাগালাপে)—
বল,
ভক্তে কাঁদা'য়ে কি আনন্দ পাও, আনন্দময়?
পাণ্ডবগণ তোমা বই আর কিছু জানে না,
তবু কেন দাও হৃদয়ে বেদনা?
নিদয় হ'য়ে, দুখ দিয়ে, হরি!
কিবা তব সুখ হয়?

কৃষ্ণ।—(রাগালাপে)—
ও মা, তবে শোন্, কেন আমি হই নিদয়;
আমি নিদয় না হ'লে,
তোরে কে ডাকবে 'মা' ব'লে,
তুই ছুটে এসে কা'রে নিবি গো কোলে?
কঠিন না হ'লে, কোমল মেলে না,—
মা মা মা!—
কোমল না হ'লে হৃদয় গলে না,
আজ কঠিনে কোমলে ভক্তপ্রাণে মিলে
তোরে ডাকে 'মা' ব'লে, গলে মায়ের হৃদয় ॥

জলপূর্ণ ঘট ও পুষ্প লইয়া অর্জ্জুনের পুনঃপ্রবেশ।

কৃষ্ণ।—সখে!
রাখ হেথা পুণ্যময় বারিপূর্ণ ঘট,
এই পূর্ণঘটসম
আশা পূর্ণ হইবে তোমার।

সিদ্ধিদাত্রী জগদ্ধাত্রী জননী মঙ্গলা
করিবেন রণে তব মঙ্গল সাধন।
দাও তুলি বনফুলদল,
এস দোঁহে
ভক্তিভরে পূজি দুর্গা শ্রীপদ-কমল।

(মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ঘটস্থাপন)

উভয়ে।—(পুষ্পহস্তে গীত)—

জয় দুর্গে রণচণ্ডি সঙ্কট-খণ্ডিনি!
জয় চণ্ডে, জয় চণ্ডি, চণ্ডমুণ্ডদণ্ডিনি!
জননি বিজয়ে জয়ে,
বরদাত্রী বরাভয়ে,
অট্টহাসে অট্টভাবে খড়্গখেটকমণ্ডিনি!

(পুষ্পাঞ্জলিপ্রদান ও প্রণাম)

দুর্গা।—বীরেন্দ্র অর্জ্জুন,
অল্পকালমাঝে তুমি
বিনাশিবে সমস্ত অরাতি।
কৃষ্ণ তুমি ভিন্ন নহ, বীর,
তুমি নর, কৃষ্ণ নারায়ণ;
তাহে পুন, হেন কৃষ্ণ সহায় তোমার,
জয়লাভ হইবে নিশ্চয়।
সামান্ত শত্রুর কথা কিবা?
বজ্রধর ইন্দ্র নিজে
সমস্ত দেবতা সনে সমরপ্রাঙ্গণে
কভু নাহি পারিবেন জিনিতে তোমারে।
যাও, বীরবর!
ঝাঁপ দাও সংগ্রাম-সাগরে।

(দুর্গার শূন্যে অন্তর্ধান)

কৃষ্ণ।—চল, সখে, পাল দুর্গা-বাণী।

[কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—পাণ্ডবশিবির।

যুধিষ্ঠির ও ভীমের প্রবেশ।

ভীম।—মহারাজ, আজ্ঞা কর দাসে
ঝাঁপ দিতে সংগ্রাম-সাগরে।
কর আশীর্ব্বাদ
পূরে যেন হৃদয়ের সাধ।
বহু দিন এই গদা
স্কন্ধে শুধু ক'রেছি বহন,
এই বার পরীক্ষা ইহার।

যুধি।—ভাই,
কা'র সনে যুদ্ধ-আশা তোর?

ভীম।—যে ক'রেছে তব সর্ব্বনাশ;—
দ্বাদশ বৎসর বনবাস,
এক বর্ষ অজ্ঞাতনিবাস;
যে ক'রেছে দ্রৌপদীরে উরুপ্রদর্শন,
সেই দুষ্ট দুর্য্যোধনে
সমরপ্রাঙ্গণে করিব বিনাশ গদাঘাতে।
আর
যেই দুষ্ট আদেশে তাহার
রজস্বলা দ্রৌপদীরে কেশ-আকর্ষণে
আনিয়া কৌরব-সভাতলে
বস্ত্রহরণের চেষ্টা কৈল নিজ হাতে,
সেই দুঃশাসন-মাথে
লৌহগদা বজ্রসম করিব নিক্ষেপ,
তবে সে আক্ষেপ যা'বে মোর।
প্রতিজ্ঞা ক'রেছি আমি,—
পাতকী নারকী দুর্য্যোধনে
নীচাচার দুঃশাসনসনে
যমের নরকে পাঠাইব।
ধর্ম্মরাজ!
সে পণপালনকাল এবে উপস্থিত
পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রমাঝে।
বিলম্বিতে নারি আর,
অনুগত ভীমে কর অনুমতি দান।

যুধি।—(ক্ষুব্ধভাবে)—ভীম, ভীম!
সে প্রতিজ্ঞা ভুলে যা' রে ভাই!
কাজ নাই ভ্রাতৃপ্রাণ-নাশে।
কেবল দেখা'য়ে ভয়,
লভহ সংগ্রামে জয়;
জীবক্ষয়ে কোন লাভ নাই।

আহা, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র
আমাদের অন্ধ জ্যেষ্ঠতাত ;
জ্যেষ্ঠা মাতা দুখিনী গান্ধারী
মরিবে পুত্রের শোকে কাঁদি হাহাকারে।
তেঁই কহি, ভাই !
সে দারুণ প্রতিজ্ঞা—

ভীম।—(বাধা দিয়া)—মহারাজ !
ভীমের প্রতিজ্ঞা কভু না হ'বে লঙ্ঘন।
প্রতিজ্ঞা ক'রেছি আমি ধর্ম্মের শপথে,
অধর্ম্মের পথে এবে যাইব কিরূপে ?
পরম ধার্ম্মিক হ'য়ে
ভীমে অধার্ম্মিক হ'তে কেন বল আজ ?
নিজে তুমি ধর্ম্মরাজ,
তবে কেন হেন বাণী কহ ?

যুধি।—ভীম !
তুই মোর ভাই,
সুযোধন, দুঃশাসন তা'রাও যে ভাই।

ভীম।—আজিকার মত
ভীমে তুমি ভাই বলি না ভাবিও মনে,
ভাব, ভীম তব মহাবৈরী।

যুধি।—এ কি কহ, ভীমসেন,
যাহা কভু হইবার নয়,
তা' কি কভু হয় ?

ভীম।—মহারাজ !
ভীমে শত্রু ভাবিতে কাতর যদি এত,
তবে
ভীমের প্রতিজ্ঞা আজ
শত্রু বলি' বিবেচিত কেন তব পাশে ?
নিশ্চয় জানিও, ধর্ম্মরাজ !
যেই ভীম—সে প্রতিজ্ঞা,
যে প্রতিজ্ঞা—সেই ভীম।

যুধি।—যাই বল,
মন মোর নাহি বুঝে, ভাই !

ভীম।—(স্বগত)—কি বিভ্রাট !
কি করি উপায় এবে ?
ঘটিল যে উভয় সঙ্কট,—
ভ্রাতৃ-আজ্ঞা না পারি লঙ্ঘিতে,
প্রতিজ্ঞাও না পারি পুরা'তে।
একবার কৃষ্ণের মধ্যস্থ মানি।
(প্রকাশ্যে) ধর্ম্মরাজ !
আমাদের বিপদকাণ্ডারী
প্রাণভয়হারী হরি
হউন মধ্যস্থ এ বিষয়ে।
যাই আমি কৃষ্ণে ডাকি' আনি।

[ভীমের প্রস্থান।

যুধি।—(সবিস্ময়ে)—হরি,
কিছু যে বুঝিতে নারি ;
আজ বিষম বিভ্রাট উপস্থিত।
কৃষ্ণ ! পাণ্ডবের বলবুদ্ধি তুমি ;
এবে যাহে সব দিক রয়,
সেইরূপ কর, দয়াময় !

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—পাণ্ডব-শিবিরের অপরাংশ।

অভিমন্যু, শ্বেত, উত্তর, শঙ্খ ও যুযুৎসু
এই পঞ্চ বীরবালকের
প্রবেশ।

সকলে।—(সংগ্রাম-সঙ্গীত)
বালক বটি মোরা ;
কিন্তু বর্ম্ম-চর্ম্ম আঁটি',　　শরশরে অরি-মুণ্ড কাটি',
যুদ্ধভূমে বেড়া'ব ছুটি', বরষি' শায়ক-ধারা।
চপলতা ছাড়ি' এক সঙ্গে,
চল সবে মাতি সমর-রঙ্গে,
হরিনাম লিখি' কপাল অঙ্গে, হ'ব না জীবনহারা॥

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—যুদ্ধভূমি।

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন।—(বিষণ্ণচিত্তে)—
হা অদৃষ্ট!
এ নিষ্ঠুর রাক্ষসের কাজ
কেমনে করিব নিজ করে?
কি বলিবে মোরে ত্রিসংসার?
না না,
করিব না এ নিষ্ঠুর কাজ।

(বিষণ্ণচিত্তে দণ্ডায়মান)

বেগে কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ।—অর্জ্জুন!—অর্জ্জুন!
হইয়াছে সমর-ঘোষণা,
সংগ্রাম-উদ্যত সৈন্য সব,
ঐ শুন, রণবাদ্য-রব,
ঐ শুন,
ভৈরব আরাবে গর্জ্জে বীরসৈন্যচয়।
চল চল,
মহাবীর ভীষ্মসনে করিবে সংগ্রাম।

অর্জ্জুন।—সখে!
অর্জ্জুনের নাহি আর সে নিষ্ঠুর সাধ।
এই লও দুর্জ্জয় গাণ্ডীব ধনু,
এই লও অক্ষয় তূণীর;
আত্মীয় স্বজনঘাতী না হ'বে অর্জ্জুন।

(ভূতলে গাণ্ডীব ও তূণীরনিক্ষেপ)

কৃষ্ণ।—কি কি?—কি বলিলে?

অর্জ্জুন।—আত্মীয়-স্বজনঘাতী না হ'বে অর্জ্জুন।
হের, কৃষ্ণ! হের ওই—
কুরুক্ষেত্র বিশাল প্রান্তরে
আমার আত্মীয় জন যত;
এ সবারে
কোন্ প্রাণে করিব নিহত?
শ্বশুর, মাতুল, ভ্রাতা, ভ্রাতৃপুত্র, জ্ঞাতি,
বান্ধবাদি হের ওই।
বল বল,
কোন্ প্রাণে নাশিব এ সবে?
কাজ নাই ছার রাজ্যধনে,
পুন যা'ব বনে।
বুঝিলাম,
বনবাস অর্জ্জুনের চিরভাগ্যলিপি।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!
আত্মীয় কুটুম্ব-জ্ঞাতি-বধে মহাপাপী হ'য়ে
কিবা লাভ রাজ্যভোগে মোর?
যাও, সখে, যাও যাও,
কহ গিয়া ধর্ম্মরাজে—
অর্জ্জুন আবার গেল নিবিড় কাননে।

কৃষ্ণ।—(সহাস্যে, সান্ত্বনা-বাক্যে)—
বীরবর!
আচম্বিতে এ কি ভাবান্তর?
ক্ষত্রিয় হইয়া আজ এ কি আচরণ?
এই না এখনি তুমি সদর্পে আইলে
শত্রুগণে সংহারিবে বলি'?
সংগ্রাম-ঘোষণা কৈলে ভৈরব-হুঙ্কারে?
কিন্তু, পলক না যেতে যেতে
নিভিল জ্বলন্ত অগ্নি?

অর্জ্জুন।—নিভিল, ভালই হ'ল,
নহে আত্মীয়-স্বজন-বধে
পাপাগ্নি প্রবল হ'য়ে
জ্বালিত নরক অগ্নি দহিতে আমারে।
অহো, সে অগ্নি ভীষণ অতি!
সখে, না ধরিব অস্ত্র আর,
না করিব আত্মীয়-সংহার।

কৃষ্ণ।—অর্জ্জুন, নিতান্তই ভ্রান্ত তুমি,
নহে কেন হেন ভাব তব?
ভেদাভেদ ভাব
এখনো কি ঘোচে নি তোমার?
কে আত্মীয়?—কেবা পর?
কে তোমার?—তুমিই বা কা'র?

সকলই আমি,
এক বই দুই নাই—সেই 'এক' আমি।
কে কা'রে মারিতে পারে?
কেবা কা'র অরি?
আমিই সংহার করি সব,
আবার আমিই গড়ি।
গড়া ভাঙা আমারই কাজ।
কর্ম্ম-অনুসারে
জীবযোনি জীবাত্মা সে পায়,
কর্ম্মফল ভোগ করি'
আমাতে আবার হয় লীন।
জীবের জীবন মৃত্যু নাই,
দেহ হ'তে দেহান্তরে গতি;
জীর্ণ বস্ত্র ত্যজি' যথা নববস্ত্র পরে নর,
সেইরূপ জীব
জীর্ণ দেহ পরিহরি' নব দেহ ধরে।
তবে কেন ভাব আত্মপর ভেদাভেদ?

অর্জ্জুন।—কৃষ্ণ, যা'ই বল,
মন মোর না মানে প্রবোধ।

কৃষ্ণ।—নিতান্ত অবোধ তুমি।
ভাল,
হের, পার্থ, এইবার,
ভেদাভেদ-জ্ঞান ঘুচাই তোমার।
হের মোর অদ্বৈত বিরাট-মূর্ত্তি!

[শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান

অর্জ্জুন।—(নেপথ্যের দিকে চাহিয়া, সবিস্ময়ে)—
অহো, কি আশ্চর্য্য!
এ কি হেরি আচম্বিতে!
কৃষ্ণমূর্ত্তি অদ্ভুত বিরাট!
পরমা ঐশিকী মূর্ত্তি আকাশ ভেদিয়া
কোথা উঠিয়াছে,
তা'র না পাই সন্ধান।
অহো, কি প্রচণ্ড তেজ!
অনন্ত অনন্ত কোটি রবি
এ তেজে হইবে পরাজিত!
আদি অন্ত না পাই দেখিতে।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী দেহে
কত সূর্য্য—কত চন্দ্র—কত মহাগ্রহ
ঘুরি'ছে ভীষণ বেগে।
শৈল, সিন্ধু, নদ, নদী, হ্রদ সংখ্যাতীত
ও অনন্ত দেহে শোভে অণুর প্রমাণ।
কত ব্রহ্মা—কত শিব—কত যে বাসব
ও মূর্ত্তির লোমকূপে সমুদ্ভূত হেরি,
না পারি করিতে সংখ্যা তা'র।
জীব, জন্তু, দেব, দৈত্য, দানব, মানব,
রাক্ষস, পিশাচ, গুহ্য, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
অপ্সরা কত যে এই মহাদেহে হেরি,
না পারি করিতে সংখ্যা তা'র।
অহো! এ কি হেরি! এ শরীরে পুন—
কুরুসৈন্যগণ মৃত-অবস্থায় পড়ি'
যায় গড়াগড়ি।
(কৃতাঞ্জলিপুটে)—হরি! হরি!
সন্দেহ হইল মোর নাশ,
ভেদাভেদ-জ্ঞান হইল বিনাশ;
বুঝিলাম তব তত্ত্ব, তত্ত্বময়!
বুঝিলাম,
কে কা'রে মারিতে পারে তোমা বই?
বুঝিলাম,
তুমিই সবার মূল—সবার কারণ,
কেবল নিমিত্তভাগী আমি।

(স্তবগীত)

জয় জগদীশ্বর, ব্রহ্ম পরাৎপর,
কৈটভদলন শ্রীমধুসূদন।
জয় নারায়ণ, নিত্য নিরঞ্জন,
সঙ্কটভঞ্জন দেব জনার্দ্দন॥

(প্রণাম)

(গীত)

হরি, মোহ ঘুচেছে আমার,
সম্বর বিরাট আকার।
সখা বেশে হেসে হেসে এস হে আবার॥
কটিতটে পীত ধড়া, শিরে শিখিপাখা চূড়া,

নধর অধরে ধরি' মধুর মুরলী,
বঙ্কিমঠামে হেলি' বনমালী,
এস হে, সখা হে, ডাকে সখা তোমার॥

অর্জ্জুনের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের মোহন-বেশে পুনর্ব্বার আবির্ভাব।

কৃষ্ণ।—অর্জ্জুন! আরো সন্দেহ আছে কি?
অর্জ্জুন।—না, পরমাত্মন্!
কৃষ্ণ।—চল তবে যুঝিতে ভীষ্মের সাথে।
[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—যুদ্ধভূমির অপর পার্শ্ব।

ভীষ্ম ও দুর্য্যোধন।

দুর্য্যো।—পিতামহ!
এখনো নিশ্চিন্ত কেন?
ভীষ্ম।—যুঝিব কাহার সনে?
দুর্য্যো।—ইচ্ছা মোর,
প্রথমে যুঝহ, বীর! ভীমসেন সনে।
ভীষ্ম।—ভীমসেন ভীষ্মযোগ্য নহে।
ইচ্ছা মোর,
যুদ্ধের মঙ্গলাচার করি
ভীষ্মযোগ্য অর্জ্জুনের সনে।
দুর্য্যো।—একই কথা,
ভীমার্জ্জুন উভয়ে সমান শত্রু মোর।
পিতামহ!
যাও তুমি অর্জ্জুনের সাথে,
ছিন্ন কর পাপশির তা'র।
আমি ভীমে পাঠাইব যমালয়ে।
[বেগে দুর্য্যোধনের প্রস্থান।
ভীষ্ম।—দুর্য্যোধন!
কি বুঝিবি তুই, মূঢ়মতি?
পার্থসনে কেন মোর যুঝিতে বাসনা,
অপোগণ্ড দুর্য্যোধন
কোন বুদ্ধি ধরে বুঝিবারে মর্ম্ম তা'র?
স্বয়ং জগৎপতি হরি
অর্জ্জুনের রথের সারথি।
যুদ্ধকালে হেরিব শ্রীপদ তাঁ'র,
ভবযুদ্ধ ঘুচিবে আমার,
পাইব পরমা মুক্তি,
তেঁই মোর যুদ্ধ-যুক্তি অর্জ্জুনের সনে।

বেগে কৃষ্ণের প্রবেশ।

হরি! হরি!
প্রণিপাত করি রাঙা পায়,
ক'রে দিও মুক্তির উপায়।
পিতৃবরে ইচ্ছামৃত্যু মোর
হইয়াছে সৌভাগ্যের বলে,
মৃত্যুকালে
তব রাঙা পা দু'খানি নিরখিব ব'লে।
(জানুপতিত হইয়া)—
হরি!
যা'র যেটি প্রিয় বস্তু,
সেটি দেয় তোমারে সে জন;
পার্থিব জীবন মোর প্রিয়,
তোমারে তা' করিব অর্পণ।
কৃষ্ণ।—হে গাঙ্গেয়!
সত্যই কি পার্থিব জীবন তব প্রিয়?
ভীষ্ম।—নহে ইচ্ছামৃত্যু
কবে কা'রে দিয়াছ, শ্রীহরি?
কৃষ্ণ।—তবে কেন হেন প্রাণ ত্যজিতে বাসনা?
ভীষ্ম।—যাঁ'র প্রাণ, তাঁ'রে দিব,
এর চেয়ে আনন্দ কি আর?
আমি তো সামান্য প্রাণী,
তুমি যে হে অনন্ত প্রাণীর প্রাণ।
ওহে প্রাণময়!
এ প্রাণ তো মোর নয়,
আমি শুধু প্রাণভারবাহী।
লহ মোর প্রাণের দারুণ ভার,
করহ নিস্তার ভব ঘোরে।

নারায়ণ!
ভৃগুরাম অবতারে ভীষ্মে কৃপা করি'
শিষ্য করি' শিখাইলে
অদ্ভুত সমর-বিদ্যা,
দিলে এই মহাধনুর্ব্বাণ।
পুনঃ, গুরু হ'তে শিষ্যে বাড়াইতে
স্বেচ্ছায় মানিলে পরাজয়
ভয়ঙ্কর সমর-প্রাঙ্গণে।
আজো, হরি!
সে কথা জাগি'ছে তব শিষ্য ভীষ্মমনে।
তোমার প্রসাদে
ব্রহ্মাণ্ডে অজেয় আমি,
কা'র সাধ্য—কে জিনিবে মোরে তুমি বই?
তেঁই কহি, দয়াময়!
দয়া করি' লহ মোর প্রাণ।
যে অমোঘ শর-শরাসন
দিয়াছিলে এই শিষ্যে তব
ভৃগুরাম অবতারে,
এবে, গুরুদেব!
কৃষ্ণ-অবতারে তাহা পুন লহ ফিরি'।
না লইলে,
সংসারের মহাকষ্ট না ঘুচিবে মোর,
না ঘুচিবে দাসবৃত্তি-পাপ,
না ঘুচিবে অধর্ম্মের মর্ম্মভেদী সেবা।
(কৃষ্ণের পদমূলে ধনুর্ব্বাণপ্রদান)

কৃষ্ণ।—ভীষ্ম!
জানি আমি তব সম বীর কেহ নাই।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এক দিকে,
অন্য দিকে তুমি একা,
তবু কেহ নাহি পারে জিনিতে তোমারে।
অষ্ট-বসু-মাঝে তুমি গগনে অষ্টম,
শাপভ্রষ্ট হ'য়ে এবে জন্মেছ ভূতলে।
ফুরাইল শাপভোগকাল
তব আয়ুক্কালসনে।
আমার অর্দ্ধাঙ্গরূপী অর্জ্জুনের করে
মুক্ত হ'বে এবে অচিরাৎ।

ভীষ্ম।—মৃত্যুকালে পাই যেন
দেখিতে ও রাঙা পা দু'খানি।

কৃষ্ণ।—তথাস্তু।
লহ পুন তুমি' ধনুর্ব্বাণ।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—যুদ্ধভূমির অপর পার্শ্ব।

লক্ষ্মণ ও যুযুৎসুর প্রবেশ।

লক্ষ্মণ।—(অবজ্ঞায়)—ছোট খুড়া!
তব সম নীচমতি নাই!
পিতা মোর রাজা দুর্য্যোধন,
তাঁহারি কনিষ্ঠ ভ্রাতা তুমি,
আমি তব ভ্রাতৃপুত্র।
ছি ছি,
এ হেন আত্মীয়গণে ত্যজি'
মজিলে শত্রুর প্রলোভনে!
তোমা হেন মহাপাপী জনে
'ধিক্' বই কি বলিব আর!

যুযুৎসু।—লক্ষ্মণ!
ইচ্ছা যদি থাকে তব রাখিতে জীবন,
মোর সম এস তবে যুধিষ্ঠির রাজার আশ্রয়ে।
সাক্ষাৎ ধর্ম্মের মূর্ত্তি রাজা যুধিষ্ঠির,
তেঁই তাঁ'র সহায় আপনি হরি।
এস এস,
খুড়া ভাইপোয় মিলি'
হরিপূজা ধর্ম্মপূজা করি ভক্তিভরে।

লক্ষ্মণ।—ছা দিক্, ছা দিক্!
লজ্জা কি হ'ল না তব এ কথা বলিতে?
সম্রাটের পুত্র হ'য়ে আমি
পূজিব প্রজারে ভক্তিভরে?

যুযুৎসু।—(সরোষে)—কি কি!
কি বলিলি, মূঢ়মতি?
পাপিষ্ঠ জনক তোর দর্পের সম্রাট্,

হরি আর যুধিষ্ঠির প্রজা ?
পাপমুখে হেন পাপকথা—
পাপমনে হেন পাপআশা ?
ছিছি,
এ কথা বাজিল বড় প্রাণে,
প্রতিশোধ ল'ব এ ব্যাপার।
ধর্ দুর্ব্বাণ—আয় অগ্রসরি'।

লক্ষ্মণ।—এস এস, প্রজার কিঙ্কর !
বীরপুত্র এ লক্ষ্মণ কিঙ্করে না ডরে,
ল'ব শির খর শরে।

(উভয়ের শরযুদ্ধ)

বেগে দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

[সকাতরে লক্ষ্মণের পলায়ন।

দুর্য্যো।—আরে আরে পাতকী যুযুৎসু !
এক মাত্র পুত্র মোর কুমার লক্ষ্মণ,
তা'র প্রতি শর-বরিষণ ?
ধিক্ তোরে, কাপুরুষ !
বীর বর্ত্তমানে শিশুসনে রণ ?

যুযুৎসু।—আগে তো এলেই হ'ত !

দুর্য্যো।—কি, পাপিষ্ঠ, মোর সনে পরিহাস !

যুযুৎসু।—এখনো অনেক বাকি ;—
স্ত্রৈণ বীর !
লক্ষ্মণ পুত্রেরে বুঝি তুমিই শিখা'লে—
তুমিই সম্রাট্
আর হরি যুধিষ্ঠির তব প্রজা !
দেখা যা'বে আজ—
কে প্রজা—কে মহারাজ।
হরির শপথ ক'রে বলি,—
হরিভক্তি তিলমাত্র থাকে যদি মোর,
জিনিব তোমারে আজি রণে।

(উভয়ের শরযুদ্ধ)

[দুর্য্যোধনের পলায়ন।

বেগে ভীমের প্রবেশ।

ভীম।—ভাই ! ভাই !
দূর হ'তে দেখিয়াছি বীরত্ব তোমার,
সাবাসি তোমার বীরপণা।
একা তুমি পিতাপুত্রে খেদাইলে দূরে।
মঙ্গল হউক তোর।
দেখি আমি কোথা দুঃশাসন।

[বেগে প্রস্থান।

যুযুৎসু।—ঐ না শকুনি দুষ্ট ?—শকুনিই বটে।
ও দুষ্টেরি চক্রজালে
জ্ঞাতিবৈর কুরুক্ষেত্রমাঝে।
ও কণ্টকে আমিই বধিব।

[বেগে প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—যুদ্ধভূমির অপর পার্শ্ব।

বেগে ভীম, দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনের প্রবেশ।

ভীম।—(সরোষে) বড়ই সৌভাগ্য মোর,
এক শত্রু অন্বেষিতে
দুই শত্রু পাইনু সম্মুখে।
দুর্য্যোধন ! দুঃশাসন !
দুই পাপী এক ঠাঁই ছিলে,
পুন এক ঠাঁই পাঠাব দু'জনে।
বলিয়াছে যম মোরে—
দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রিয় ভোজ্য তাঁ'র ;
যমের সে আশা ভীম আজি মিটাইবে।

দুঃশা।—বৃথা স্পর্দ্ধা কেন, পশু ?
এক খণ্ড ক্ষুদ্র গদা ল'য়ে ভাবিয়াছ মনে—
ধরিয়াছ যেন হিমালয় !
ধিক্ ধিক্, মাংসপিণ্ড !

ভীম।—এই মাংসপিণ্ড
হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ি' তোর নখে
রক্তপান করিয়া পূরা'বে পণ ;
এটা যেন মনে থাকে।

দুর্য্যো।—(দুঃশাসনের প্রতি)—কেন, ভাই,

বাক্যব্যয় কর হেন মূর্খের সহিত ?
এই পাপ মাংসপিণ্ড খণ্ড কর শরে।
(ভীমের প্রতি)—মূর্খ!
কা'র সনে ইচ্ছা কর অগ্রে যুঝিবারে ?

ভীম।—জানি!
উভয়েরি সনে একবারে।

দুর্যো।—কি! উভয়েরি সনে একবারে!

ভীম।—হেন ইচ্ছা মোর
তোমাদেরি মঙ্গলের তরে।
আগু পাছু যদি কর রণ,
এক জন শোক পা'বে অন্যের কারণ।
তেঁই কহি,
ভীমের এ মহাগদা ঘায়
একসঙ্গে দুই জনে যাও যমালয়;
ভ্রাতৃশোক না পাইবে কেহ।

দুঃশা।—আরে মূর্খ!

ভীম।—হাঃ হাঃ হাঃ!
পুন বৃথা বাক্যব্যয়!
আয়, আয়,
শক্তিব্যয় কর্ দুই জনে।

(তিন জনে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ)

[দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনের পলায়ন।

ছি ছি, এই কি হে বীরপণা,
গেল জানা কে যে মাংসপিণ্ড!
কর্ণেরে লইয়া পুন এস দুই ভাই,
তিন জনে যুদ্ধ কর ভীম-গদা সনে।

নবম দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—যুদ্ধভূমির অপর পার্শ্ব।

বেগে শকুনির প্রবেশ।

শকুনি।—(শশব্যস্তে)—
বিষম বিভ্রাট ঘ'টলো যে!
দুর্য্যোধন কথা শুনলে না,
অগ্রপশ্চাৎ না বুঝে যুদ্ধ ক'ত্তে উদ্যত হ'ল,
এখন লাভে হ'তে আমি মারা যাই।
ওঃ!—ভীমটে কি ভীম!
দুর্যোধন, দুঃশাসন
দু'জনকেই গোরুতাড়া ক'রে দিলে!
যদি আমাকেও গোরুতাড়া করে,
তা' হ'লে দেখ্‌চি
এ ক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র হ'তে প্রাণ পাওয়া ভার।

(নেপথ্যে কোলাহল)

(শুনিয়া)—ওই বুঝি ভীম এল,
এই বার মারলে!
(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—না, ভীম নয়,
কতকগুলো ছেলে দেখ্‌চি,
তা' ভাল হ'ল,
আমি যেমন বীর,
তেমি প্রতিদ্বন্দ্বী বীর পেয়েছি।

বেগে যুযুৎসু, অভিমন্যু, উত্তর, শ্বেত ও শঙ্খের প্রবেশ।

আরে আরে পিপীলিকাগণ! কি চা'স্?

অভিমন্যু।—শকুনির পাপপ্রাণ!

শকুনি।—(তাচ্ছিল্য ভাবে)—হাঃ হাঃ হাঃ!
পাঁচটা পিপড়েয় পর্ব্বত তুল্‌বে!
পালা—পালা—পালা!
যুদ্ধ করা ধুলো-খেলা নয়!

অভিমন্যু।—(অপর চারি জনের প্রতি)—
হান এই পাপিষ্ঠের প্রতি
আশুগতি খর শর;
কর-জর জর;
বধ বধ ধূর্ত্ত শকুনিরে।
এ পাপিষ্ঠ সর্ব্বনাশ-মূল।

(শকুনির সহিত সকলের চিত্রযুদ্ধ)

শকুনি।—(অস্থির হইয়া)—বাপ! বাপ!
উহুহু!—গেলেম যে!
এগুলো বালক নয়,—বজ্রপিণ্ড!
ওরে, থাম্—থাম্!

অভিমন্যু।—আগে লই প্রাণ।

(পুনর্য্যুদ্ধ)

শকুনি।—ইস্!

একটা ভীম পাঁচ টুক্‌রো হ'য়েছে না কি?

ও! পেটে পট্ পট্ ক'রে শর ফুটচে!

বাপ! অসামাল হ'য়ে পড়্‌লেম!

[সভয়ে পলায়ন।

[তৎপশ্চাৎ সকলের বেগে প্রস্থান।

বেগে যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

যুধি।—(শশব্যস্তে)—ভীম, ভীম!

কই?—কোথা ভীম?—দেখিতে না পাই।

ভীম,—ভীম!

নেপথ্যে ভীম।—মহারাজ!—মহারাজ!

বেগে ভীমের প্রবেশ।

ভীম।—কি হ'য়েছে, মহারাজ?

যুধি।—(শশব্যস্তে)—ভাই রে!

সর্ব্বনাশ ঘটে বুঝি!

মহাবীর ভীষ্ম পিতামহ

প্রমাদ পাড়িলা রণস্থলে,

মম সৈন্যদলে

পড়িয়াছে ঘোর হাহাকার!

হেন যুদ্ধ কভু দেখি নাই,

সাক্ষাৎ কৃতান্ত ভীষ্ম বীর,

অর্জ্জুন আমার বড়ই অস্থির,

সহিতে না পারে রণ।

ভীম রে,

অর্জ্জুনে হারাই বুঝি আজ।

ভীম।—(শশব্যস্তে)—এ কি কহ, মহারাজ!

কৃষ্ণ কোথা?

সারথি কি হন্ নাই অর্জ্জুনের রথে?

যুধি।—কৃষ্ণও কাতর ভীষ্ম-শরে;

শ্যাম-কলেবরে

ফুটি'ছে ভীষ্মের খর শর!

অস্ত্রহীন কৃষ্ণ

বড় কষ্ট পেতেছে হৃদয়ে।

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি)

ঐ শোন্ ভীষ্মের বিজয়-শঙ্খ-রব।

দশ হাজার রথী বিনাশিয়া

ভীষ্ম করে শঙ্খ-নাদ।

ঘটিল প্রমাদ নিদারুণ!

চল্ চল্ ধেয়ে,

দেখি গিয়ে কৃষ্ণার্জ্জুনে।

ভীম।—চলুন চলুন ত্বরা।

কি আশ্চর্য্য

কৃষ্ণও কাতর ভীষ্মশরে!

[বেগে উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—পাণ্ডব-শিবির।

কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন।

যুধি।—গোবিন্দ! কি বলিলে—কি বলিলে—

আজের রজনী পোহাইলে

পঞ্চ ভাই মরিব ভীষ্মের শরে!

কহ, চক্রপাণি!

এই পঞ্চপ্রাণী কি উপায়ে পায় প্রাণ?

কৃষ্ণ।—মহারাজ! এই কতক্ষণ

দুর্য্যোধন দুরাশয়

বিঁধে এলো ভীষ্মের হৃদয় তীব্র-ভাবে।

ভীম।—কিবা সেই তীব্র-ভাব?

কৃষ্ণ।—ভীষ্মের শিবিরে পশি'

বলিল সে দুর্য্যোধন,—

'পিতামহ!

মহাবীর হ'য়ে তুমি অবীরের মত

ক্রমাগত আট দিন করিলে সংগ্রাম,

কিন্তু মোর মনস্কাম নারিলে পূরা'তে।
যুধিষ্ঠির-ভীমার্জ্জুন আদি
পাণ্ডবেরা মোর প্রতিবাদী,
তা'দবার একটারো প্রাণ
নারিলে বধিতে তুমি।
তেঁই কহি আমি—
আর তব যুদ্ধে কাজ নাই,
গৃহে গিয়া লহঃ বিশ্রাম।
পাণ্ডব-বিনাশে
কর্ণে আমি করি সেনাপতি।
তুমি না ত্যজিলে ধনুর্ব্বাণ,
কর্ণ না হইবে সেনাপতি।
যুধি।—ভয়ানক অপমান!
হেন অপমানে
ভীষ্মদেব কি দিলা উত্তর?
কৃষ্ণ।—বলিলেন ভীষ্মদেব—'শুন, দুর্য্যোধন!
কর্ণের কৌশলচক্রে পড়ি'
আজ বড় অপমান করিলে আমার,
ফেলিতে বলিলে ধনুর্ব্বাণ,
কাপুরুষ বলিলে প্রকারে।
ভাল,
রজনী প্রভাত হ'লে
কালি প্রাতে সমর-প্রাঙ্গণে
বধিব পাণ্ডবগণে এই পঞ্চ শরে।
তথাপি সে কর্ণ দুরাচারে
কভু না হইতে দিব শ্রেষ্ঠ সেনাপতি।
আমি ভীষ্ম থাকিতে জীবিত,
অৰ্দ্ধরথী কর্ণ হ'বে সেনাপতি?
যুধি।—অনাথ-পাণ্ডবনাথ হরি!
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নাহি নড়ে,
নিশ্চয় মরিব পঞ্চ ভাই!
কি হ'বে উপায়, দয়াময়!
কৃষ্ণ।—মহারাজ, ভয় নাই,
অর্জ্জুনেরে দেহ মোর সাথে,
অবিলম্বে যাই দোঁহে ভীষ্মের শিবিরে।
বাঁচাব পাণ্ডব প্রাণ!
যুধি।—কৃষ্ণ! একমাত্র তোমারি ভরসা।
অর্জ্জুন, অচিরে যাও শ্রীকৃষ্ণের সনে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—দুর্য্যোধনের পটমণ্ডপ।

দুর্য্যোধন।

দুর্য্যো।—এইবার পূরিবে বাসনা মোর,
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নাহি নড়ে;
রজনী প্রভাত হ'লে
কালি যা'বে পাণ্ডবেরা কালের কবলে।
নিষ্কণ্টক হ'ব এই বার।

[প্রস্থান।

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন।—(স্বগত)—
কৃষ্ণ মোরে দিলেন কহিয়া
অদ্ভুত কৌশল কথা।
কার্য্য করি কৃষ্ণ-যুক্তি-মতে।
কই,—কোথা দুর্য্যোধন?

(নেপথ্যে পদশব্দ)

এই যে আসি'ছে দুর্য্যোধন।

দুর্য্যোধনের পুনঃপ্রবেশ।

দুর্য্যো।—এস এস, ধনঞ্জয়!
কি আশে আসিলে তুমি আমার গোচরে?
অর্জ্জুন।—যবে দ্বৈতবনে
চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের করে
হ'য়েছিলে পরাজিত তুমি,
সেই কালে আমি
যুধিষ্ঠির অগ্রজের অনুমতিক্রমে
ক'রেছিনু তোমারে উদ্ধার।
সেই কালে তুষ্ট হ'য়ে তুমি
চেয়েছিলে প্রতি-উপকার করিতে আমার।
সেই আশে আসিয়াছি আজ।

দুর্য্যো।—বল, পার্থ! কিবা আশা তব?

অর্জ্জুন।—তোমার মুকুটখানি চাহি।

দুর্য্যো।—(স্বগত)—আমার মুকুট।

বুঝিয়াছি,

পাণ্ডবের পক্ষে ঘটিয়াছে অর্থাভাব।

ভাল,

ভিক্ষুকেরে করি ভিক্ষা দান।

শক্র আসি' শক্রপাশে

দরিদ্রের সম ভিক্ষা চায়,

এ বড় কৌতুক।

এ মুকুট ভিক্ষা দিয়া অর্জ্জুনেরে নীচ করি।

(প্রকাশ্যে)—অর্জ্জুন, এই লও,

এ মুকুট ভিক্ষা আমি দিলাম তোমায়।

অর্জ্জুন।—ভিক্ষা কেন কহ ভ্রমে পড়ি'?

এর নাম প্রতি-উপকার।

দুর্য্যো।—ভাল, তা'ই—তা'ই।

(মুকুটপ্রদান)

অর্জ্জুন।—আসি তবে।

দুর্য্যো।—যাও।

[অর্জ্জুনের প্রস্থান।

অর্জ্জুন,

আজ যাও শিবিরের মাঝে,

কালি যাবে যমের আগারে

চারি ভাই সনে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—যুদ্ধভূমিস্থ বটবৃক্ষতল।

কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ।—কই, এখনো যে দেখা নাই,

কৃতকার্য্য হইতে নারিল অর্জ্জুন?

(ইতস্ততঃ পরিক্রমণ)

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন।—সখে!

এই লও রতন-মুকুট।

এ মুকুট ছুঁইতেও ঘৃণা হয় মোর।

কৃষ্ণ।—ঘৃণার সময় নয়।

বিলম্ব হ'তেছে বড়,

শীঘ্র পর এ মুকুট শিরে।

যাও যাও ভীষ্মের শিবিরে।

অর্জ্জুন।—তোমার বচন

কা'র সাধ্য করিবে লঙ্ঘন?

শক্রর মুকুট এই শক্রর মস্তকে।

(মস্তকে মুকুটধারণ)

কৃষ্ণ।—দাও মোরে উষ্ণীষ তোমার।

এই বেশে ভীষ্ম-পাশে গিয়া

যে কথা বলিবে তুমি,

যেতে যেতে বলি সেই কথা।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—ভীষ্মের পটমণ্ডপ।

ভীষ্ম।

ভীষ্ম।—(সদুঃখে)—ছি ছি, কি করিনু,

ধিক্ মোর দয়াশূন্য প্রতিজ্ঞায়।

আহা,

যে পাণ্ডবগণে প্রাণের যতনে

করি আমি প্রাণভরা স্নেহ,

তা'সবার প্রতি হইনু নির্দ্দয় একশেষ।

আহা!

অকালে মরিল পাণ্ডু

অপগণ্ড পঞ্চপুত্র রাখি';

পিতৃহীন পাণ্ডুসুতগণ

আমার প্রাণের স্নেহে লালিত পালিত;

শিশুকালে আমারেই পিতা পিতা বলি'

ধাইয়া আসিত কোলে।

বলিতাম আমি,—
বৎসগণ !
তো'সবার পিতা নহি আমি।
ওরে স্নেহের দুলাল !
আমি তো'সবার পিতামহ।
আহা,
এ হেন স্নেহের নাতিগণে
বিনাশিতে প্রতিজ্ঞা করিনু !
ছি ছি, কি নিষ্ঠুর আমি !
ছি ছি, কি নিষ্ঠুরা প্রতিজ্ঞা আমার !
কি করি এখন,
পলে পলে বিচলিত মন ;
স্নেহের বন্ধন
আরো বাঁধে পরাণের পরতে পরতে।
রজনী প্রভাত হ'লে
ঘটিবে দারুণ সর্ব্বনাশ !
হে দেবি রজনি !
প্রভাত হ'য়ো না আর,
এইরূপে তিষ্ঠ দয়া করি' ;
তুমি বই না দেখি উপায়।
হায় হায়, কি হ'বে—কি হ'বে !
হরি ! হরি !
পাণ্ডবের সখা তুমি,
সর্ব্ব অন্তর্যামী দয়াময়,
দয়া দানে রাখ দুই দিক।

(অধোমুখে অবস্থিতি)

দুর্য্যোধনের রাজমুকুটমস্তকে ছদ্মবেশে অর্জ্জুনের প্রবেশ।

কে ও,—দুর্য্যোধন ?
কি মনন করি' পুন আসিলে হেথায় ?

অর্জ্জুন।—পিতামহ !
যেই পঞ্চ বাণে তুমি পঞ্চ পাণ্ডবেরে
বধিতে করিলে দৃঢ় পণ,
সেই পঞ্চ বাণ মোরে করহ অর্পণ।
আমিই সে প্রাণহারী বাণে
বধিব সে পঞ্চ জনে।

ভীষ্ম।—(স্বগত)—সুস্থির হইনু এবে,
হরির কৃপায়
স্নেহ মোর রহিল অটুট।
দুর্য্যোধন !
বড় সুখী কৈলি মোরে আজ,
এখনি অর্পিব তোরে সেই পঞ্চ বাণ।
কিন্তু,
কিবা সাধ্য তোর
সে বাণে বিঁধিবি তুই পঞ্চপাণ্ডবেরে ?
সে শরের নিক্ষেপ-সন্ধান
আমি বই কেহ নাহি জানে।
(প্রকাশ্যে)—বৎস দুর্য্যোধন !
ভাল ইচ্ছা করিয়াছ মনে,
এই লহ পঞ্চ বাণ।

(পঞ্চবাণপ্রদান)

অর্জ্জুন।—প্রণিপাত করি পায় !
আসি তবে, পিতামহ !

[অর্জ্জুনের প্রস্থান।

কৃষ্ণের প্রবেশ।

ভীষ্ম।—এ কি ! এ কি !
এস এস প্রাণের দেবতা !
প্রণিপাত করি রাঙা পায়।

(প্রণাম)

হরি !
শত্রুগৃহে কেন এ সময় ?

কৃষ্ণ।—(সহাস্যে)—শত্রুগৃহে মিত্র মোর তুমি,
তেঁই এনু তোমারে দেখিতে।

ভীষ্ম।—বড়ই সৌভাগ্যশালী আমি,
তেঁই, লক্ষ্মীস্বামি !
গৃহে বসি' পাইনু তোমায়।
কিন্তু বড় ভয় হয়,
পাছে যদি দেখে দুর্য্যোধন,
গালি দিবে তোমারে এখনি ;

সে যে বড় অসহ্য আমার
যাও, প্রভু! পাণ্ডব-শিবিরে,
কালি প্রাতে রণাঙ্গনে
শরপুষ্পে পূজিব ও রাঙাপদ!
যাও আজি,
দুর্য্যোধন বড়ই নির্দ্দয়।

কৃষ্ণ।—কোথা সে নির্দ্দয় দুর্য্যোধন?

ভীষ্ম।—এই যে এখনি গেল পঞ্চ বাণ ল'য়ে,
হয় তো আবার দুষ্ট আসিবে হেথায়।

কৃষ্ণ।—ভীষ্মদেব!
অর্জ্জুনে সে দিলে পঞ্চ বাণ।

ভীষ্ম।—(সবিস্ময়ে)—সে কি! না না!

কৃষ্ণ।—নিশ্চয় অর্জ্জুন।

ভীষ্ম।—(সবিস্ময়ে)—নিশ্চয় অর্জ্জুন?
ভাল, দেখাও প্রমাণ তা'র?

কৃষ্ণ।—দেখাইব?

(স্বীয় অঙ্গাচ্ছাদিত বস্ত্রমধ্য হইতে দুর্য্যোধনের মুকুট বাহির করিয়া)—

এই দেখ, ভীষ্মদেব!

ভীষ্ম।—(সবিস্ময়ে)—ধন্য মহাচক্রী হরি!
ভক্ত পাণ্ডবের তরে
কি যে তুমি কর প্রভু!
কিছুই বুঝিতে নারি।
মোহ-হীন ভীষ্মেরেও
মোহাচ্ছন্ন করিলে হে আজ।
অথবা তোমার পাশে
এ জগতে কেবা মোহ-হীন?
তুমি যে মোহের মোহ।
কিন্তু, হরি!
আমিও যে ভক্ত তব।
আমারেও কর কৃপা কৃপাময়!
(স্বগত) আজ পাইয়াছি সুসময়,
ভক্ত জনে ছলিলেন হরি,
ভক্তও হরিরে আজ করিবে ছলনা।
ছলনায় ছলনার প্রতিশোধ।
(প্রকাশ্যে)—হরি!
ছলনায় অর্জ্জুনেরে সাজাইয়া দুর্য্যোধন,
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছ আজ;
কিন্তু জানিও নিশ্চয়,
তোমারো প্রতিজ্ঞা আমি করা'ব লঙ্ঘন।
প্রতিজ্ঞা তোমার—
ধরিবে না নিজে অস্ত্র সমর-প্রাঙ্গণে;
কিন্তু, কালি প্রাতে
ধরাইব অস্ত্র ওই সুন্দর শ্রীকরে।

কৃষ্ণ।—(সহাস্যে)—পারিবে কি?

ভীষ্ম। (সহাস্যে)—ভাল, দেখা যা'বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—যুদ্ধভূমি।

যুধিষ্ঠির ও ভীম।

(নেপথ্যে রণবাদ্য)

ভীম।—মহারাজ!
রণবাদ্য বাজে ওই,
ওই ধায় কুরুসেনাগণ,
হের ওই অস্ত্র চক্‌মকি,
শোনো ওই অশ্ব-হ্রেষা, মাতঙ্গ-বৃংহণ
তিষ্ঠিতে না পারি আর হেথা,
বড় ব্যথা পাইয়াছি প্রাণে।
পাপমতি দুষ্ট দুর্য্যোধন
আমা'সবে বধিবারে করিল কৌশল
পণবদ্ধ করি' ভীষ্মদেবে।
আজ নিশ্চয় বধিব দুর্য্যোধনে।
ওই ওই সে পাপিষ্ঠ,
যাই যাই।

(গমনোদ্যোগ)

যুধি।—(বাধা দিয়া)—ক্ষান্ত হও, ভাই,
সুযোধন এখনো বালক।

ভীম।—এ কি কহ, মহারাজ!
যে দুষ্টের দুষ্ট প্রাণে দুষ্টতার বাস,
সে পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন 'এখনো বালক'!

কে জানে রাজন্!
কিবা তব মন।
যে পিশাচ পদে পদে
চেষ্টা করে আমা'সবে ফেলিতে বিপদে,
সেই নীচাশয় পাপমতি দুর্য্যোধনে
এখনো বালক বল তুমি?
ধর্ম্মরাজ!
হয় হ'বে অধর্ম্ম আমার,
না হয় নরকে যা'ব,
কিন্তু আজ তব বাক্য নারিব পালিতে।
কভু আমি বাক্য তব করি নি হেলন,
আজ তাহা করিতে প্রস্তুত।
মহাপাপী দুর্য্যোধনে
পাঠাইব যমের নরকে সুনিশ্চয়।

যুধি।—ভীম রে!
আমি যে অগ্রজ ভ্রাতা তোর।

ভীম।—মহারাজ!
এ কনিষ্ঠ অনুগত ভীম
কখন তোমার কাছে
অবাধ্যতা করে নি প্রকাশ।
আজ যদি ক'রে থাকে,
নিজ গুণে ক্ষমা কর, রাজা,
কিন্তু, আজ্ঞা দেহ যাইতে সমরে।
দুরাচার দুর্য্যোধন
শুধু পাণ্ডবের নয়,—
জগতের মহাশত্রু।
হেন শত্রু করিতে বিনাশ
বাধা নাহি দিও মোরে আর।
ধর্ম্মরাজ!
ধর্ম্ম বই অধর্ম্ম না হ'বে ইথে।

বেগে জনৈক দূতের প্রবেশ।

দূত।—মহারাজ!
ভীমার্জ্জুনে বাধিয়াছে সঙ্কুল-সংগ্রাম,
পাণ্ডবের পক্ষে রক্ষা নাহি আর।
তব রথী মহারথী কত
হ'তেছে নিহত ভীষ্ম-শরে;
সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ;
নাহি আর রক্ষার উপায়,
একা ভীষ্ম সহস্র শমন।

যুধি।—(শশব্যস্তে)—দূত! দূত!
অর্জ্জুনের বল রে সংবাদ?

দূত।—বিশ্বজয়ী ধনঞ্জয়
ভীষ্ম-শরে আজি পরাজয়।
মহারাজ!
কি ক'ব ভীষ্মের চিত্র-রণ,
ধারাসম শর-বরিষণ;
দশ দিক্ শরে শরে ঢাকা,
নাহি ফাঁক চালাইতে রথ।
ভীষ্ম-শরে অর্জ্জুন আহত,
নিহত বা হন পাছে।
তেঁই প্রভু পাইয়া হেথায়,
কর, প্রভু! অর্জ্জুনের রক্ষার উপায়।

যুধি।—(শশব্যস্তে)—ভীম! ভীম!
যাও বেগে অর্জ্জুনের কাছে,
মরে পাছে ভীষ্ম শরে।

ভীম।—(উন্মত্তভাবে)—মরুক্ অর্জ্জুন,
ক্ষতি নাহি তায়,
দুর্য্যোধনে না দিব বাঁচিতে।
সেই দুরাচারে অগ্রে করিয়া সংহার
পরে যা'ব অর্জ্জুনের পাশে।

(গমনোদ্যোগ

যুধি।—(বাধা দিয়া)—অহো, ভীম!
তুইও কি রে শত্রু হ'লি মোর?
মরিবে অর্জ্জুন,
অনা'সে দেখিবি তুই!

ভীম।—(সান্ত্বনাবাক্যে)—
কেন হেন খেদ, মহারাজ?
কোটি কোটি ভীমসেন
যাঁহার শক্তির ছায়াঘাতে
লুটি' পড়ে সমর-প্রাঙ্গণে,
সেই কৃষ্ণ অর্জ্জুন সারথি।

এক মাত্র ভীম আমি কি করিব গিয়া ?
অনন্ত ভীমের ভীম আপনি শ্রীহরি
বাঁচা'বেন স্নেহের অর্জ্জুনে।

যুধি।—হরি! হরি!
রক্ষা কর অর্জ্জুনে আমার।

[বেগে প্রস্থান।

ভীম।—এইবার পেয়েছি সময়,
দুর্য্যোধনে দিব যমালয়।

(বেগে প্রস্থানোদ্যোগ)

না—যাইতে হ'ল না মোরে,
আমার গদার আকর্ষণে
আপনি আসি'ছে ছুটি' পাপী।
আয় আয়, কুরুকুলাঙ্গার!

বেগে দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যো।—গোপনে লুকা'য়ে হেথা!
আয় আয়, গুঁড়াই ও পাপমাথা!

(উভয়ের গদাযুদ্ধ)

(দুর্য্যোধনের ভূতলে পতন ও তদ্বক্ষোপরি ভীমের উপবেশন)

ভীম।—আরে নীচাশয়!
এইবার রক্ষা নাহি আর,
মুষ্ট্যাঘাতে করিব সংহার।

নেপথ্যে যুধিষ্ঠির।—ভীম! ভীম!
এস ভাই, পবনের বেগে,
অর্জ্জুনেরে হারাই বুঝি রে!

ভীম।—(বিরক্তভাবে)—আঃ,
আবার আইলা মহারাজ!
দুর্য্যোধন!
পলায়িত আয়ু তোর আইল ফিরিয়া।

বেগে যুধিষ্ঠিরের পুনঃপ্রবেশ।

যুধি।—এ কি, ভীম! এ কি, ভীম!

ভীম।—(দুর্য্যোধনকে ত্যাগ করিয়া, বিরক্তভাবে)
মহারাজ!
কি করিব বলুন আমারে?

যুধি।—(ভীমের হস্ত ধরিয়া, শশব্যস্তে)—
আয়, ভাই, মোর সনে,
ফিরা রে ভীষ্মের রথ।
পালাও পালাও, দুর্য্যোধন!

[ভীমকে লইয়া বেগে যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান।

দুর্য্যো।—(সলজ্জে)-ছি ছি!
ভীম হস্তে পরাজিত হৈনু আজ!
লজ্জা-বাজ পড়িল মাথায়!
প্রতিশোধ ল'ব এর।

[বেগে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—যুদ্ধভূমির অপরাংশ।

এক রথে ভীষ্ম ও সারথি এবং অপর রথে অর্জ্জুন রথী ও শ্রীকৃষ্ণ সারথি।

(ভীষ্ম ও অর্জ্জুনের দ্বৈরথ-যুদ্ধ)

ভীষ্ম—হের, হরি!
বৃদ্ধ ভক্ত ভীষ্মের তোমার কত শক্তি পায়,
আজ তব আজ্ঞা পায় না রথির স্থান,
ধ্বজত্রস্তাঙ্কুশ আদি
ঊনবিংশ চিহ্ন শোভা পায়
তব ওই ভক্ত-পূজ্য পায়;
আজ করিয়া সন্ধান
এড়ি' শত শত খর বাণ
শত শত চিহ্ন বাড়াইব,
ভীষ্মের বীরত্ব-চিহ্ন জগতে রাখিব।

কৃষ্ণ।—অস্ত্রহীন আমি,
অর্জ্জুনের রথের সারথি;
তবে বৃথা কেন মোর প্রতি
হেন ভাব তব, ভীষ্মদেব?

ভীষ্ম।—কৃষ্ণ!
না বিঁধিলে তব পদ খরতর শরে

শরশয্যা হ'বে না আমার।
শর-শয্যা-গঠন-প্রণালী
শুনিয়া ও বাঞ্ছা পায়,
শয়ন করিব আমি শরের শয্যায়।
পরের বিপদহারী হরি!
নিজ বাঞ্ছা পরের বিপদ্
হয় দেখি, হেরিব নয়নে।

(পুনঃপুনঃ শরত্যাগ)

কৃষ্ণ।—অর্জ্জুন, অর্জ্জুন!
ভীষ্মের প্রখর শর
সহিতে না পারি আর;
কর ত্বরা প্রতিকার।

অর্জ্জুন।—(ভীষ্মের প্রতি)—পিতামহ!
এ কি তব বিপরীত রণ?
অস্ত্রধারী অর্জ্জুনেরে ছাড়ি'
হরিপদে কেন দাও ব্যথা?

ভীষ্ম।—বালক অর্জ্জুন!
এ ব্যথার মর্ম্ম কি বুঝিবি, ভাই?
বিষে যথা বিষক্ষয় হয়,
কণ্টকে কণ্টক উঠে যথা,
সেইরূপ
এ ব্যথায় ঘুচে ব্যথা।

(কৃষ্ণপদে পুনর্ব্বার শরত্যাগ)

অর্জ্জুন।—পিতামহ! পিতামহ!
এখনো রাখহ কথা,
কৃষ্ণপদে নাহি দিও ব্যথা।

ভীষ্ম।—কৃষ্ণপদে ব্যথা দিলে
ব্যথা যদি পাও,
হয় রথ ছাড়ি' চলি' যাও,
নয় অস্ত্র এড়ি' নিবার আমারে।

অর্জ্জুন।—পিতামহ!
রথ ছাড়ি' যাইবে অর্জ্জুন,
এ যে বড় অসঙ্গত কথা!
এস এস,
অস্ত্র-ঘায় নিবারি তোমারে।

(ভীষ্মার্জ্জুনের ভারতব যুদ্ধ)

অহো! অহো!
বড়ই কঠিন শরধার,
শত শত বজ্র যেন পড়িতেছে বুকে।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ!
হৃদয়ে বাজি'ছে বড় ব্যথা।

কৃষ্ণ।—ভীষ্ম, ভীষ্ম!
অর্জ্জুনেরে দাও অবকাশ,
তা'র পর যুঝ পুনরায়।

ভীষ্ম।—অরিরে কে দেয় অবকাশ?
যুদ্ধের কি জান তুমি, হরি?
সারথির কার্য্য কর।
(অর্জ্জুনের প্রতি)—ধনঞ্জয়!
আত্মরক্ষা কর শক্তিমতে,
নহে আজ
নিস্তার তোমার নাহি আর।

(ভীষ্মার্জ্জুনের পুনর্ব্বার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ)

অর্জ্জুন।—হরি! হরি!
ভীষ্মের ভীষণ শর
বড়ই কাতর কৈল মোরে।
সহিতে না পারি আর,—অহো!

(রথ হইতে ভূতলে পতন ও মূর্চ্ছা)

কৃষ্ণ।—(সরোষে)—ভীষ্ম!
এ কি হে বাজার তব?
এই কি হে যুদ্ধরীতি?
অবকাশ না দিয়া অর্জ্জুনে
শর-ঘায় করিলে মূর্চ্ছিত!
কৃষ্ণ-বিদ্যমানে এত অত্যাচার?
আজ সুনিশ্চয় করিব সংহার।

(বেগে রথ হইতে ভূতলে অবরোহণ ও
ভগ্নরথচক্র উত্তোলন করিয়া
ভীষ্মের প্রতি ধাবমান)

ভীষ্ম।—(অবিলম্বে রথ হইতে অবরোহণ
করিয়া)—
বধ মোরে, দামোদর!
প্রতিজ্ঞা আমার হ'য়েছে পূরণ।
'অস্ত্র ধরিব না করে'

এ প্রতিজ্ঞা তব কোথায় রহিল, হরি ?
কালি নিশাকালে,
ছলে পার্থে সাজাইয়ে দুর্য্যোধন
প্রতিজ্ঞা আমার ভেঙেছিলে
তেঁই আমি ক'রেছিনু পণ—
তোমারে ধরা'য়ে অস্ত্র
তোমারো প্রতিজ্ঞা আমি করা'ব লঙ্ঘন।
সে বাসনা হইল পূরণ।
কিবা কাজ রণে আর মোর ?
এই লহ ধনুর্ব্বাণ।
কর ত্রাণ, চক্রধারী,
রথচক্র হানি' মোর শিরে।
(কৃতাঞ্জলিপুটে)—আহা, কিবা ভাব হেরি, হরি!
মধুরে কঠিন ভঙ্গী,
কোমলে বীরের লীলা!
আহা,
যে করে শোভিত চারু মোহন-বাঁশরী,
এবে শোভে রথচক্র অস্ত্র সেই করে!

(স্তব)

সত্য সনাতন, নিত্য নিরঞ্জন,
সঙ্কট-ভঞ্জন, কালিয়-গঞ্জন,
মুক্ত মুক্ত মম পাপ।
ঈশ্বর মাধব, চিন্ময় রাঘব
নরহরি জগপতি, হর, হরি, দুর্গতি,
হর হর জীবন-তাপ ॥

(প্রণাম)

অর্জ্জুন।—(চেতনা লাভ করিয়া)—
কোথা আমি ?—কোথা সখা ?
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ!
(দেখিয়া)—এ কি, সখা!
(সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া কৃষ্ণকে ধারণ
পূর্ব্বক)—
ফেল, হরি! রথচক্র,
তোমারে কি সাজে হেন কাজ ?
আমারে যে ভার দিলে,
সে ভার নিজেই কেন লও ?
(কৃষ্ণের ভূতলে রথচক্রনিক্ষেপ)
(ভীষ্মের প্রতি)—পিতামহ!
ধর পুন ধনুর্ব্বাণ,
যত শক্তি কর রণ অর্জ্জুনের সনে।

ভীষ্ম।—অর্জ্জুন!
প্রতিজ্ঞা-পূরণ তরে
আজ তোরে ক'রেছি রে বড়ই পীড়ন,
ব্যথা বড় পেয়েছিস্ প্রাণে।
আজ আর করিব না রণ,
যাও ফিরি' আপন শিবিরে

অর্জ্জুন।—পিতামহ!
জয় কিংবা পরাজয় বিনা
অর্জ্জুন সমর নাহি ছাড়ে।

কৃষ্ণ।—পার্থ!
আজো তব হইয়াছে পরাজয়।
হের ওই—তব পক্ষে দশ হাজার রথী
ভীষ্মশরে হ'য়েছে নিহত।

অর্জ্জুন।—(স্বগত)—কি আশ্চর্য্য!
এক দণ্ডে প্রলয় ঘটনা!
(প্রকাশ্যে)—সখে! বল বল,
কখন্ বধিলা ভীষ্ম দশ হাজার রথী ?

কৃষ্ণ।—যখন মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়েছিলে রথে।

অর্জ্জুন।—(স্বগত)—ভীষ্মবধ অসাধ্য আমার!

বেগে যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

যুধি।—(অর্জ্জুনকে দেখিয়া)—এ কি—এ কি!
ভাই রে!
কলেবর শরে জর জর!
আর কাজ নাই রণে,
চল্ চল্ পঞ্চ ভাই পুন যাই বনে।
রাজ্য ল'য়ে থাক্ দুর্য্যোধন।

ভীষ্ম।—(সদুঃখে, স্বগতে)—আহা!
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির
ভ্রাতৃশোকে বড়ই কাতর।

এ কষ্ট দেখিতে নারি,
কিন্তু কিবা করি সহপায় ?
সমরে আমায়
জিনিবারে কেহ না পারিবে।
স্ত্রী অথবা স্ত্রীপূর্ব্ব-পুরুষ
মোর পক্ষে অশুভ লক্ষণ।
হেন কুলক্ষণ যদি ঘটে,
তবে আমি যুদ্ধ না করিব।
যুধিষ্ঠিরে বলি সেই গূঢ়তম কথা,
তা' হ'লে নিশ্চয়
পঞ্চপাণ্ডবের ব্যথা সনে
মোরো ব্যথা ঘুচিবে এখনি।
(প্রকাশ্যে)—বৎস যুধিষ্ঠির !

যুধি।—পিতামহ !
কহ গিয়া সুযোধনে
যুধিষ্ঠির মানিয়াছে পরাজয়,
চারি ভাই সনে
পুন গেল নিবিড় কাননে।

ভীষ্ম।—বৎস ! ভুলে যা রে শোক তাপ,
পরিতাপে নাহি প্রয়োজন।
শুন বলি নিগূঢ় কাহিনী ;—
সম্মুখ-সমরে মোরে নারিবে জিনিতে ;
কুলক্ষণ-আবরণে আবরিত হ'য়ে
কালি যুদ্ধে আসে যেন বীর ধনঞ্জয়।
তা' হ'লে নিশ্চয়
বৃদ্ধ ভীষ্ম সমরে মরিবে।
শিখণ্ডীরে অগ্রে করি'
অর্জ্জুন এড়িলে তীক্ষ্ণ বাণ
ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম তবে ত্যজিবেক প্রাণ।
অন্যথা করিলে যুক্তি মোর,
পাণ্ডব হইবে পরাজিত।
মোর কথা জানিও নিশ্চিত।
যাও সবে,
কর ভীষ্মবধ-আয়োজন।
কালি প্রাতে রণভূমে পুন দিব দেখা।

[ভীষ্মের প্রস্থান।

যুধি।—পিতামহ !—পিতামহ !

[বেগে প্রস্থান।

অর্জ্জুন।—(সবিষাদে)—
হা ভাগ্য !—ধিক্ অর্জ্জুন !

কৃষ্ণ।—সখে ! এ কি কহ !
কেন হেন সহসা বিষাদ ?
ভুলে যাও প্রাণের বিষাদ,
শুন বলি নিগূঢ় কাহিনী,
অষ্ট-বসু-মাঝে ভীষ্ম সে কনিষ্ঠ বসু ;
শাপভ্রষ্ট অষ্ট বসু
জন্মিলেন ধরাতলে মানব-আকারে ;
সপ্ত বসু মুক্তিলাভ কৈলা শাপ হ'তে,
ভীষ্ম সে অষ্টম বসু অবশিষ্ট এবে।
তব শরে পাপমুক্ত হ'য়ে
নিজ স্থানে যাইবেন ইনি।
তেঁই কহি,
বিষাদের নাহি প্রয়োজন,
শিখণ্ডীরে ল'য়ে ভীষ্মে করহ নিধন।
কোন কথা না কহিও আর,
চল এবে ধর্ম্মরাজ-পাশে।
শিখণ্ডীরে সঙ্গে ল'য়ে
ভীষ্মবধ-যুক্তি করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

—•—

কুরুক্ষেত্র—পাণ্ডব-শিবির।

কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম ও শিখণ্ডী।

কৃষ্ণ।—ধর্ম্মরাজ ! কোন শঙ্কা নাই,
ভীষ্মবধে পাপ যদি হয়,
আমি হ'ব সে পাপের ভাগী।

যুধি।—কৃষ্ণ!
যুদ্ধে আর প্রয়োজন নাই।
কৃষ্ণ।—ভাল, তা'ই হ'বে,
কিন্তু আজ একবার যুদ্ধ হওয়া চাই।
নয় দিন যুদ্ধ হ'য়ে গেছে,
আজ দশ দিন,
দেখা যাক্ একবার।
(ভীমের প্রতি)—মধ্যম দাদা!
ব্যূহের পশ্চাৎ ভাগ রক্ষা কর তুমি,
সহদেব বাম দিক্, নকুল দক্ষিণ,
আর এই শিখণ্ডীরে ল'য়ে
অর্জ্জুন সম্মুখভাগ রাখুন যতনে।
চল, হে শিখণ্ডি!
শিখণ্ডী।—জয় মা রণচণ্ডী!

[কৃষ্ণ ও শিখণ্ডীর প্রস্থান।

যুধি।—ভীম!
আজ কেন মনে মোর হেন ভাবান্তর!
কি যেন কি জেগে ওঠে প্রাণে,
কিছুই বুঝি নে।
ভাই!—
ভীম।—ধর্ম্মরাজ!
কোন চিন্তা নাই,
ইচ্ছামৃত্যু পিতামহ।
শিবিরে আপনি এবে লভুন বিশ্রাম;
আমি যাই ব্যূহের পশ্চাতে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—যুদ্ধভূমি।

শরাচ্ছন্ন দেহে ভীষ্মের প্রবেশ।

(নেপথ্য হইতে ভীষ্মের উপর রাশি রাশি শর-পতন)

ভীষ্ম।—(শশব্যস্তে)—কঠিন কঠিন শর!
কে হানে এ শররাশি?—শিখণ্ডী?
না না—শিখণ্ডী তো নয়।
শিখণ্ডীর তুচ্ছ শর
মোর পক্ষে—মোর বক্ষে তৃণসম;
কিন্তু, এ যে বজ্র শত শত
পড়ি'ছে শরীরে মোর দারুণ আঘাতে।
কা'র শর?
ওঃ—বুঝিলাম—অর্জ্জুনের বজ্রসার শর।
ওই যে স্নেহের নাতি—ওই যে অর্জ্জুন—
ওই যে সে শিখণ্ডীর আড়ে।
অর্জ্জুন, অর্জ্জুন,
শিখণ্ডীরে হেরি' ফেলিয়াছি ধনুর্ব্বাণ।
যত পার হান বাণ।
আজ মোর শেষ যুদ্ধ—
আজ ভীষ্ম-পরাজয়!
হান শর—হান শর—
দিনু বক্ষ পাতি'—হান শর—হান শর।
কিন্তু না ছাড়িও শিখণ্ডীরে,
ছাড়িলেই বিপদ্ ঘটিবে,
ভীষ্ম না মরিবে—অর্জ্জুন মরিবে।

ভীষ্মের প্রতি শরবর্ষণ করিতে করিতে অগ্রে শিখণ্ডী ও তৎপশ্চাৎ অর্জ্জুনের বেগে প্রবেশ।

অর্জ্জুন।—(সদুঃখে)—শিখণ্ডি!—শিখণ্ডি!
এ কি হেরি!
পূজনীয় ভীষ্ম পিতামহ
শরাচ্ছন্ন একেবারে!
রুধিরের ধারে ভাসি'ছে বিশাল তনু!
দূরে ছিনু, পারি নি বুঝিতে,
কাছে এসে এ কি দেখি!—
অহো—কি করিনু—কি করিনু,
স্বহস্তে বধিনু পিতামহে!
ছি ছি—ধিক্ থাক্ মোরে!
নরাধম পাষণ্ড অর্জ্জুন!
শিখণ্ডী হে,

আর কাজ নাই—
চল যাই—চল যাই অচিরে শিবিরে।

শিখণ্ডী।—কৃষ্ণের আদেশ বিনা—

অর্জ্জুন।—থাক তুমি—যাই আমি।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

ভীষ্ম।—অর্জ্জুন!—অর্জ্জুন!
কৃষ্ণের শপথ তোরে, ধর্ম্মের শপথ তোরে,
যদি যাস্ পলাইয়া না বধি' আমায়।
বৎস রে! কর্ পরিত্রাণ,
কৃষ্ণপদে মিশাইব প্রাণ;
সে সাধে সেধো না বাদ।

অর্জ্জুন।—পিতামহ!
ক্ষমা কর মোরে—ক্ষমা কর মোরে,
যাই আমি—
ছি ছি! কি করিনু—ধিক্ মোরে!

[প্রস্থান।

শিখণ্ডী।—দাঁড়াও—দাঁড়াও, বীরবর!

[প্রস্থান।

ভীষ্ম।—(সকাতরে)—হা! অর্জ্জুন! অর্জ্জুন!
হরির অর্দ্ধাঙ্গ তুই,
ভীষ্মেরে পাতকী বলি'
ফেলি' গেলি কি রে?
যা রে বৎস!
কিন্তু শেষ দিন মোর উপস্থিত,
নাহি রক্ত এ দেহে কিঞ্চিৎ,
অবশ—অবশ কায়,
দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ—ক্ষীণতর,
কাঁপিতেছি থরথর,
বাঁচিব না আর;
পূরিয়াছে বাসনা আমার।
দেহবিদ্ধ শতশত শরে
আচ্ছন্ন হ'য়েছি আমি।
শরবিদ্ধ তনু আর না পারি ধরিতে,
লুটাইব কৃষ্ণনাম স্মরি'।
বীরক্ষেত্রে বীরশয্যা শরশয্যা
ভীষ্মভাগ্যে আনন্দের ঠাঁই।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, হরি, হরি!
অন্তকালে দিও দরশন।

[স্খলিতপদে প্রস্থান।

বেগে কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন ও
সৈন্যগণের প্রবেশ।

অর্জ্জুন।—কৃষ্ণ!
সর্ব্বনাশ ক'রেছি হে,
স্বহস্তে বধেছি পিতামহে!
অহো!
কি নিষ্ঠুর পাষণ্ড অর্জ্জুন!
হের ওই,
পূজনীয় ভীষ্ম পিতামহ
লুটিছেন শরশয্যা'পরি।

[পটপরিবর্ত্তন]

যুদ্ধভূমির অপরাংশ।

শরশয্যোপরি ভীষ্ম শয়ান।

কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন
সৈন্যগণ।

যুধি।—(সকাতরে)—পিতামহ!—পিতামহ!
হায় হায়,
বৃথা রাজ্য-লোভে
কি অন্যায় কার্য্য আজ করিনু সাধন!
পূজ্যপাদ পিতামহে করিনু বিনাশ!
শত ধিক্ থাকুক্ আমারে।
কিরূপে দেখা'ব মুখ মানব-সমাজে?
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!
প্রাণে বড় বাজিয়াছে ব্যথা,
না থাকিব হেথা;
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিগে কাননে,
এ জীবনে লোকে না দেখা'ব মুখ।

(গমনোদ্যোগ)

ভীষ্ম।—বৎস যুধিষ্ঠির! শান্ত হ'ও,
শোক তাপে নাহি প্রয়োজন;
বিধি-বিধি কে করে লঙ্ঘন?
ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মবধে,
বধ-পাপে পাপী নহ তুমি।
বৎস রে! পাপী হ'লে তুমি,
ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী হরি
না হ'তেন সহায় তোমার।
ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠির!
এ তো ভীষ্মবধ নয়—
ভীষ্ম-শাপ-বিমোচন।
রাখ কথা,
ভুলে যাও শোক-তাপ-ব্যথা।
এত দিনে ভৃগুশাপ হইল মোচন।

বেগে দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনের প্রবেশ।

দুর্য্যো।—কই কই পিতামহ?
অহো! এ কি হেরি—
খরধার শরশয্যা'পরি
লুটি'ছে বিশাল তনু!
ভীষ্ম।—কে?—দুর্য্যোধন?
এস বৎস! দাঁড়াও নিকটে।
বৎস রে!
লুটি'ছে মস্তক মোর,
পাইতেছি বড় কষ্ট তা'য়।
মস্তক-রক্ষার তরে দে রে উপাধান।
দুর্য্যো।—দুঃশাসন!
যাও ত্বরা—আন বহুমূল্য উপাধান।
ততক্ষণ করে আমি ধরি রহি শির।
ভীষ্ম।—দুর্য্যোধন!
বীরক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র-মাঝে
বীরশয্যা শরশয্যা'পরি
করিয়াছি বীরের শয়ন।
এ সময়ে বীরোচিত উপাধান চাই,
তুলগর্ভ উপাধানে কিবা কায?
দুর্য্যো।—বীরোচিত উপাধান কিবা?
ভীষ্ম।—অর্জ্জুন!
তুমি দাও বীরোচিত উপাধান।
অর্জ্জুন।—যথা আজ্ঞা, পিতামহ!
(গাণ্ডীবে তিনটি শর যোজনা করিতে করিতে)—
হের, দুর্য্যোধন! বীরোচিত উপাধান।
(শরক্ষেপদ্বারা ভীষ্মের মস্তক ভেদকরণ ও লুণ্ঠিত মস্তক উন্নতহওন)
ভীষ্ম।—বৎস দুর্য্যোধন!
রণশ্রমে শ্রান্ত আমি অতি,
তেঁই তৃষ্ণা কাতর করিছে মোরে।
শীঘ্র দাও পিপাসার জল।
দুর্য্যো।—যথা আজ্ঞা, পিতামহ!

[প্রস্থান।

ভীষ্ম।—কর্ণ কই?
দুঃশা।—আসে নাই।

জলপূর্ণ সুবর্ণ-ভৃঙ্গার লইয়া দুর্য্যোধনের পুনঃপ্রবেশ।

দুর্য্যো।—পিতামহ!
সুবর্ণ ভৃঙ্গার ভরি'
আনিয়াছি সুশীতল জল,
কর পান।
ভীষ্ম।—কি?—সুবর্ণ-ভৃঙ্গারে জল?
না না,
বীরতৃষ্ণা না মিটিবে ইথে।
বীরনীতি—বীরের পদ্ধতি
এখনো অনেক বাকি জানিতে তোমার।
অর্জ্জুন!
দাও মোরে পিপাসার বারি।
অর্জ্জুন।—যথা আজ্ঞা, পিতামহ!
(শরনিক্ষেপ দ্বারা পৃথিবী ভেদকরণ ও পাতাল হইতে ভোগবতী গঙ্গাজল ধারাকারে উত্থিত হইয়া ভীষ্মেরমুখে পতিত হওন)

ভীষ্ম।—(জলপান করিয়া)—
তৃপ্ত হইলাম আমি।
গঙ্গা মোর মাতা ;
অন্তিম সময়ে
সেই গঙ্গাজলপানে পবিত্র হইনু।
বৎস অর্জ্জুন!
এ জগতে একমাত্র বীর বটে তুই।

দুর্যো।—(বিরক্তভাবে)—পিতামহ!
অর্জ্জুন বীরের সনে বাক্যালাপ কর
চলিলাম আমি।
এস, দুঃশাসন!

(উভয়ের প্রস্থানোদ্যোগ)

ভীষ্ম।—বৎস দুর্য্যোধন!
ক্রোধের সময় নয়,
স্থির হও—শুন কথা ;—
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর যদি না হ'বে অর্জ্জুন,
ভীষ্ম তবে তা'র শরে মরে কি রে আজ?
অর্জ্জুনের বীরত্ব স্মরিয়া
যুদ্ধ-আশা কর পরিহার ;
শান্তিময়ী সন্ধি কর ত্বরা ;
ঘুচে যা'বে সমস্ত বিপদ্ ;
ভাই ভাই শান্তির সম্পদ কর ভোগ।
বৎস রে!
ভীষ্মবধে কুরুপাণ্ডবীয় যুদ্ধ হোক্ অবসান।
আর প্রাণিহত্যা-আশা না করিও তুমি।
ভাই ভাই বিরোধ বড়ই অমঙ্গল।
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরে
প্রীতিসহ রাজ্য-অর্দ্ধ করহ প্রদান।
বাক্য মোর না পালিলে
সবংশে মজিবে তুমি, রাজা দুর্য্যোধন!
কেহ না বাঁচিবে তব বংশে বাতি দিতে।
দুর্য্যোধন! জানিও নিশ্চয়—
ধর্ম্মে হয় জয়,
অধর্ম্মে নিশ্চয় পরাজয়।
শেষ কথা বলি—
স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান হরি
পাণ্ডবের প্রাণের সহায়,
তেঁই কহি
পাণ্ডবের সনে আর
যুদ্ধ করিও না—
যুদ্ধ করিও না—
যুদ্ধ করিও না।
এই মোর শেষ কথা।

দুর্য্যো।—(বিরক্ত হইয়া)—পিতামহ!
মোরও এই শেষ কথা—
প্রতিজ্ঞা আমার না নড়িবে কভু ;
যতক্ষণ প্রাণ,
ততক্ষণ সূচ্যগ্র মেদিনী
বিনাযুদ্ধে পাণ্ডবেরে নাহি দিব কভু।
এস, দুঃশাসন!

[দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনের প্রস্থান।

ভীষ্ম।—হা!
বসিয়াছে মৃত্যু যা'র শিরে,
সে কি কভু হিতবাক্যে ফিরে?
নিজ দোষে মজিল অধর্ম্মী দুর্য্যোধন,
কুরুবংশধ্বংস সুনিশ্চয়।

যুধি।—পিতামহ!
সন্ধ্যা সমাগতা ;
আজ্ঞা দেহ কি করিব এবে?

ভীষ্ম।—কি, বৎস! সন্ধ্যা সমাগতা?
আজ দুই সন্ধ্যা একত্র মিলন।
প্রাকৃতিক সন্ধ্যাসনে
ভীষ্মের জীবন-সন্ধ্যা অপূর্ব্ব মিলন!

শূন্যে রাজহংসরূপী ঋষিগণের প্রবেশ ও প্রস্থান।

দৈববাণী।—ভীষ্মদেব!
তোমার জননী গঙ্গাদেবী
আজ্ঞা দিলা আমা'সবে আসিতে হেথায়।
হিমালয় পর্ব্বত উপরি
মানস সরসী-তটে তপ করি মোরা
আমরা তপস্বী যতি।

গঙ্গার আদেশে
রাজহংসরূপ ধরি' আইনু হেথায়
কহিতে তোমায় তব মাতার বচন।
শুন, গঙ্গার নন্দন!
শীত ঋতু এবে,
দক্ষিণ-অয়নে সূর্য্য আছেন এক্ষণে,
উত্তর-অয়নে সূর্য্য যা'বেন যখন,
তুমি কলেবর ত্যজিও তখন।
ধর্ম্মাত্মার দেহত্যাগ
সেই কালে উপযুক্ত হয়।

ভীষ্ম।—অপূর্ব্ব এ দৈববাণী!
মম চিরপূজ্যা গঙ্গা মাতা,
মাতার উচিত কার্য্য করিলা সাধন।
তাই হ'বে,
উত্তর-অয়নে সূর্য্য যা'বেন যখন,
দেহ আমি ত্যজিব তখন।
(স্বগত) —বুঝিলাম,
এ শুধু কৃষ্ণের লীলা।
বুঝিলাম,
কোনরূপ গূঢ় মর্ম্ম
অবশ্য ইহার মাঝে আছে।
(প্রকাশ্যে)—বৎস যুধিষ্ঠির!
সন্ধ্যা সমাগতা এবে,
যাও সন্ধ্যাবন্দনাদি কর সবে।

[যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন ও সৈন্যগণের প্রস্থান।

কৃষ্ণ।—ভীষ্মদেব!

ভীষ্ম।—কে?—ব্রহ্মণ্যদেব!
মস্তকপশ্চাতে তুমি?
হরি! হরি!
দাঁড়াও সম্মুখে;
শেষ আশা মিটাইয়া হেরি শ্রীচরণ।
(নেত্রনিমীলন)

কৃষ্ণ।—ভীষ্ম! ভীষ্ম! এ কি?
নয়ন মুদিলে কেন?

ভীষ্ম। হরি হে!
নয়ন না মুদিলে যে
দেখিতে না পাই তব রাঙা পা দু'খানি!

কৃষ্ণ।—ধন্য ভক্ত তুমি মোর,
যথার্থ ভক্তির ডোরে বাঁধিয়াছ মোরে;
ভব-ঘোর তব করিনু মোচন।
ইহা ছাড়া আরো কিবা চাহ?
বল মোরে, করিব পূরণ।

ভীষ্ম।—দয়াময়!
জীবনের অন্তিম সময়,
সেই মূর্ত্তি করিব দর্শন।

কৃষ্ণ।—কোন্ মূর্ত্তি?

ভীষ্ম।—যে মূর্ত্তির ছায়া পেয়ে
ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র আদি দেবগণ
মূর্ত্তিমান্ হন,
যে মূর্ত্তির স্নেহে
অসংখ্য অসংখ্য জীব জীয়ে,
যে মূর্ত্তি পূজি'ছে দিবানিশি
হৃদয়ের ভক্তিসনে জগতের জীব,
সেই মূর্ত্তি—
সেই রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তি করিব দর্শন।
এ জীবনে তাহা বই অন্য কিছু নাহি চাই।

কৃষ্ণ।—ভক্ত ভীষ্মদেব!
অদ্য ঘোরা রজনী-সময়
দেখিতে পাইবে তুমি
রাধাকৃষ্ণ যুগল-মূরতি।
এক্ষণে আসি'ছে কর্ণ,
চলিলাম আমি।

ভীষ্ম।—মানস প্রণাম করি শ্রীপদে তোমার।

[কৃষ্ণের প্রস্থান।

কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ।—প্রণিপাত করি পায়।

ভীষ্ম —এস, বৎস কর্ণসেন!
যদি না আসিতে তুমি দেখিতে আমায়
এই অন্তিম সময়ে,

তা' হ'লে দুঃখিত আমি হইতাম অতি।

বৎস রে!

চিরকাল তোরে আমি কটু কহিয়াছি,

দিয়াছি হৃদয়ে বড় ব্যথা।

এবে ভুলে যা সে সব কথা।

জানি আমি কুন্তীপুত্র তুই,

যুধিষ্ঠির কনিষ্ঠ সোদর তোর।

অর্দ্ধরথী বলি' তোরে দি'ছি মনঃপীড়া,

সূতপুত্র নীচ বলি' দি'ছি কত গালি,

কিন্তু, বৎস, অন্তরে তা' বলি নাই,

বলিয়াছি বাহ্যভাবে মুখে।

জানি আমি—

তোর সম বীর আর নাহি ত্রিভুবনে,

অর্জ্জুনো সমান নহে তোর—

হেন মোর বোধ হয়।

পাছে এ কথা জানিলে,

যুধিষ্ঠির ভয় পায়,

তেঁই তোরে অর্দ্ধরথী নীচ ক্ষুদ্র বলি'

যুধিষ্ঠিরে দিতাম সাহস।

এবে মোর কথা রাখ,

দুর্য্যোধনে ত্যাগ করি'

যাও নিজ ভ্রাতৃগণ-পাশে।

কর্ণ।—পিতামহ!

প্রতিজ্ঞা তোমার যথা না হয় লঙ্ঘন,

কর্ণেরও সেইরূপ;

প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘন আমি কভু না করিব।

ভীষ্ম।—তবে তোর ভ্রাতৃদের কি হ'বে উপায়?

কর্ণ।—পিতামহ, কেন কর ভয়?

আমিও তোমার মত অর্জ্জুনের শরে

পবিত্র সমরক্ষেত্রে করিব শয়ন।

ভীষ্ম।—না না, বৎস, যুদ্ধে আর কাজ নাই।

কর্ণ।—আমি কি করিব, পিতামহ,

শ্রীহরির লীলা এই।

হরি-ইচ্ছা কে করে লঙ্ঘন?

তব অন্তিম সময়

কর্ণও মাগি'ছে, দেব, অন্তিম বিদায়।

পরলোকে গিয়া পুন

ভক্তিভরে কর্ণ তব পূজিবে চরণ।

লহ মোর অন্তিম প্রণাম।

[কর্ণের প্রস্থান।

দৈববাণী।—হের, ভীষ্ম রাধাকৃষ্ণযুগলমূরতি।

[পটপরিবর্ত্তন]

বৃন্দাবনধাম—গোপীগণসহ রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তির আবির্ভাব।

ভীষ্ম।—জয় জয় রাধাকৃষ্ণ,

আশা মোর হইল পূরণ।

যবনিকাপতন।

সম্পূর্ণ।

তরণীসেন বধ।

[পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক]

নাট্যোক্ত ব্যক্তি।

পুরুষ।

ব্রহ্মা। রাম। লক্ষ্মণ। মোহ। সুগ্রীব। হনুমান। অঙ্গদ। নীল। রাবণ। বিভীষণ। ইন্দ্রজিৎ। তরণীসেন। শুক। সারণ। ভগ্নদূত। দুই জন রাক্ষস। কপি সৈন্যগণ। রাক্ষস-সৈন্যগণ। ইত্যাদি।

স্ত্রী।

সীতা। মায়া। সরমা। শোভা। কলা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সমুদ্র—দূরে লঙ্কা।

সমুদ্রজলে ভগ্নদূত ভাসমান।

ভগ্নদূত।—বাপ্!

রামের কি দাপ!

জল গিলে, পেট ফুলে লাগ্‌লো হাঁক্।

মুখপোড়া হনু মাস্তে এলো,

রাম বারণ কোরে,

বোল্লে,

ওকে মেরো না—মেরো না,

ও ভগ্নদূত,

ও রাবণকে বার্ত্তা দেবে গিয়ে—

মকরাক্ষ গেছে যমালয়ে।

এই বোলে চোলে গেলো রাম,

কিন্ত অরি হনুমান

এক টান মেরে ফেল্লে জলে;

এখন হাবুডুবু খেয়ে প্রাণ যায়!

ও বাবা!

এখন উঠি কেমন কোরে?

নোনা জল ঢেঁাকে ঢেঁাকে

পেটে ঢুকে গেছ জোরে।

ওঃ!—এখনো অনেক দূর;

হাত পা এলিয়ে এলো,

মাথা ঘুরে গেলো,

হায় হায়, আমার এ কি হোলো!

ও বাবা!

ওরা আবার কা'রা আসে?

এখনি চুবিয়ে, মার্‌বে ডুবিয়ে।

ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি,

আর এগিও না,

আধমরাকে মেরে কি হ'বে?—মেরো না।

ও বাবা! নৌকো যে!

সারে রে!

নেপথ্যে।—ভয় কি?

আমরা এসেছি।

ভগ্নদূত।—কে ও—বিকটমুখ?

ও কে—অশনাদ?

নেপথ্যে।—হাঁ, হাঁ!

ভগ্নদূত।—আঃ—বাঁচ্‌লুম,

ধড়ে প্রাণ এলো;

তোলো তোলো।

একখানি নৌকা বাহিয়া দুই জন রাক্ষসের প্রবেশ।

১ম রাক্ষস।—ভগ্নদূত! তুই বড় বোকা,
পোড়লিই যদি জলে,
তবে কৌশলে আর কলে
হ'তে পাল্লিনি জলের পোকা!

ভগ্নদূত।—বটে!—যা' বোল্লে!
কিন্তু টেম্‌টা পেতে নিজে পোড়লে।
জল তো নয়, যেন চুণগোলা নুন,
বিন্দু বিন্দু লোমের গোড়ায় ঢুকে
হাড়ে ধোরেচে ঘুণ।
সাগর তো নয়, নুনের ডোবা;
প্রাণ যায়, তোল্, বাবা!

(ভগ্নদূতকে উভয়ের নৌকায় উত্তোলন)

২য় রাক্ষস।—কেমন—বাঁচ্লি তো?

ভগ্নদূত।—না আঁচালে বিশেস নেই।

২য় রাক্ষস।—সে কি?

ভগ্নদূত।—দাঁড়া, চাদ্দিক দেখি।
যতক্ষণ না ডেঙায় যাই,
ততক্ষণ ভরসা নাই
বেঁচে আছি, কি ম'রে আছি।

১ম রাক্ষস।—কেন?

ভগ্নদূত।—মুখপোড়াটা যদি দেখ্‌তে পায়,
তা' হ'লে এবার একটা নয়—
তিন্‌টেই যা'বে যমালয়।
তাই বোল্‌চি,
এখন চুপ্ চুপ্ ডেঙায় উঠে
চোঁচা দৌড় দে পালাই ছুটে।

১ম রাক্ষস।—তবে তবে তাই চ।

ভগ্নদূত।—র র, একটু র।
হাঁ রে অখনায়!
আমি যে জলে পোড়েছি,
তোরা জান্‌লি কেমন কোরে?

১ম রাক্ষস।—আমরা দাঁড়িয়েছিলুম দূরে,
তুই যখন ঘুরতে ঘুরতে উড়ে
ভানাভাঙা হাড়গিলের মত
প'ড়লি জলে ঝপাং কোরে,
তখন আমরা দেখেছিলুম
আর অমি নৌকো নিয়ে সটান এলুম।

ভগ্নদূত।—বন্ধুর কাজই তো এই,
তোদের মত বন্ধু নেই।
আমার আশার রাজা বোসে আছে,
যাই চ এখন তেনার কাছে।

[নৌকা বাহিয়া সকলের প্রস্থান।

দূরে রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।

রাম।—বৎস,
না জানি রাক্ষসবংশে বীর কত!
প্রতিদিন প্রতিবাদী বীর আসে;
দিবাযুদ্ধে নিশাযুদ্ধে অবিশ্রাম যুঝি,
তথাপি না হয় শেষ,—
লঙ্কাপুরী হের বীরপুরী।
শিশু তুই, লক্ষ্মণ রে,
আমারে করিতে তুষ্ট
কোমল শরীরে কত কষ্ট পাস্;
বার বার কত বার করি মানা,
তবু তুই না শুনিস্ কথা;
পাস্ ব্যথা, দিস্ ব্যথা প্রাণে।
কবে বিধি আমা' দোঁহাকার
মনোবাঞ্ছা পুরাইবে!
কবে হ'বে সীতার উদ্ধার!

লক্ষ্মণ।—আর্য্য,
দাবানল দহে যথা বন,
দহিছে তেমন
তব তেজ এ লঙ্কারে পলে পলে;
প্রায় বীরশূন্যা লঙ্কাপুরী,
অরিকুল প্রায় গো নির্ম্মূল,
মনোবাঞ্ছা আমা' দোঁহাকার,
মনোবাঞ্ছা জননী সীতার
অবিলম্বে হইবে সফল।
বীরবলে বলী দশানন

দুর্ব্বল হ'য়েছে নিজ দোষে,
তব রোষে না দেখি নিস্তার আর তা'র,
ছারখার হইবে অচিরে।

রাম।—পুনরায় করি মানা,
আজ হ'তে শিবির-ভিতরে থাক্, ভাই,
কাজ নাই যুঝি' তোর আর;
করিব সংহার রক্ষোগণে
খর বাণে রণাঙ্গনে নিজে।
মা সুমিত্রা কি বলিবে মোরে?—
বলিবে রে
'কি কঠিন রাম তুই,
লক্ষ্মণেরে এত কষ্ট দিলি,
অস্ত্ররেখা এতই আঁকিলি
কোমল শরীরে তা'র।'
লক্ষ্মণ!
সে কথা বাজিবে বড় বুকে,
মুখে না সরিবে ভাষ—কি দিব উত্তর।

লক্ষ্মণ।—দাদা!
মা আমার বড়ই রুষিবে মোর প্রতি,
যদি নাহি মাতি রণে অরাতি-নিধনে।
আসিবার কালে বলিলা জননী—
'কি সম্পদে, কি বিপদে, কি দুঃখে, কি সুখে
ছায়াসম থাকিবি রামের,
না ছাড়িবি ক্ষণতরে তাঁ'রে।
সে কথা এখনো জাগে মনে,
তবে, বল গো কেমনে
মাটির পুতুল-সম থাকিব নিশ্চল?
কেন শঙ্কা মোর তরে?
ও পদ-প্রসাদে
অবাধে বধিব নিশাচর।

পুষ্পপূর্ণ পাত্র লইয়া বিভীষণের প্রবেশ।

রাম।—দাও, মিত্র, ফুলদল,
পূজিব সাগরদেবে।
যদি পাপ হ'য়ে থাকে
মকরাক্ষ রাক্ষসের
গো-বাহিত রথ হ'তে উড়া'য়ে গো-গণে দূরে,
সে পাপ মোচন হ'বে জলধি-পূজনে।

(রামের সমুদ্রপূজা)

জাহ্নবী, যমুনা, গোদাবরী,
সিন্ধু, সরস্বতী, মহানদী,
কাবেরী, গোমতী, কৃষ্ণা,
সরযূ, কৌশিকী, ভদ্রা,
তুঙ্গভদ্রা, ব্রহ্মপুত্র, বেণা,
নর্ম্মদা প্রভৃতি নদ নদী
তব জলে ঢালে পূত বারি,
মহাপুণ্যদাতা তুমি, হে সরিৎপতি!
করি নতি চরণে তোমার,
মুক্ত মুক্ত পাপ মোর।

(সকলের প্রণাম)

[সকলের প্রস্থান।

শূন্যে ব্রহ্মার আবির্ভাব।

ব্রহ্মা।—আমার আদেশে
মায়া মোহ দোঁহে মিলি'
সিন্ধুগর্ভে আছে লুকাইয়া।
প্রয়োজন হ'লে,
কার্য্যসিদ্ধিকালে ডাকিব সে দোঁহে।
কার্য্যসিদ্ধি চাহি এবে,
ডাকি দোঁহে,
ব'লে দি কৌশল।
অবিলম্বে সিন্ধুতল ছাড়ি'
উঠ, মায়া!
উঠ, মোহ!

সিন্ধুগর্ভ হইতে মায়া ও মোহের উত্থান।

উভয়ে।—(প্রণাম করিয়া)—
জয় জয় বিধাতার জয়!

ব্রহ্মা।—জয় জয় শ্রীরামের জয়!

মায়া।—কি আদেশ পালিব উভয়ে,
আদেশহ, বিশ্বপতি বিধি ?
ব্রহ্মা।—রাম-শরে মকরাক্ষ দুষ্ট নিশাচর
আজ হইল নিপাত,
কিন্তু
কালি বড় ঘটিবে জঞ্জাল,
আসিবে তরণীসেন বিভীষণ-সুত
যুঝিবারে রামসনে সমর-প্রাঙ্গণে।
শ্রীরামের মিত্র বিভীষণ,
তা'র পুত্র বীরেন্দ্র তরণী।
বুঝে যদি রাম
তরণী মিতার পুত্র,
কভু না যুঝিবে তা'র সনে।
আর এক কথা—
এক মাত্র প্রিয় পুত্রে যদি বিভীষণ
সমর-প্রাঙ্গণে হেরি'
পুত্র-স্নেহে আকুলি বিকুলি করে,
তা' হ'লেও ঘটিবে বিভ্রাট,
শক্রঘাতী ধনুঃশর ফেলিবেন রাম।
এই হেতু কহি,
তোমা' দোঁহে মিলি'
স্পর্শ কর বিভীষণ-কায়,
পুত্র-স্নেহ কাড়ি' লহ তা'র,
ভ্রমজালে জড়াও কৌশলে।
মায়া।—দয়াময়,
এ যে বড় সুকঠিন কথা,
পিতার সম্মুখে পুত্র ত্যজিবে জীবন,
কেমনে হেরিবে পিতা !
আমিও রমণী হ'য়ে
কেমনে করিব হেন কাজ ?
দিবে লাজ গঞ্জনা আমারে
যেথা সেথা কথায় কথায়
তোমারি জগতজনে।
পাতি পাতি করি'
একত্র মিলাই আমি সবে,
এই যে [illegible] দেহ আমার,

কেন তবে বিপরীত আজ ?
এ বিয়োগ-কাজ সাজে কি আমারে ?
মোহ।—বিধাতা,
বাস্তবিক কথা,
বড় ব্যথা বাজে প্রাণে ;
মায়া যা' বলিল,
আমিও তা' বলি—
'পিতার সম্মুখে পুত্র ত্যজিবে জীবন,
কেমনে হেরিবে পিতা।'
দাসের একটি নিবেদন—
কাজ কি তরণীসেন-বধে ?
অন্য কোন সদুপায়ে'
রাম, উদ্ধার করুন সীতা,
বধি' দুষ্ট দশাননে।
ব্রহ্মা।—যা' বলিলে, সত্য কথা,
কিন্তু কি করিব আমি ?
ভাগ্যলিপি কে করে লঙ্ঘন ?
আমিও ভাগ্যের বশ,
অন্য পরে কিবা কথা ?
মোহ।—ভাগ্য আমি নাহি বুঝি,
বুঝি শুধু তোমারে, বিধাতঃ !
মায়া।—সেই ভাগ্য, সেই তুমি, বিধি !
সেই তুমি, সেই ভাগ্য জানি।
কেন তবে এ ছলনা ?
ব্রহ্মা।—মায়া !
ছলনা কিছুই নয়,
যা' হ'বার তাই হয়,
মোর বিশ্ব ঘটনা-সঙ্কুল ;
পলে পলে ঘটনার স্রোতে
ভেসে যায় জীবকুল !
ঘটনাই জগতের প্রাণ,
ঘটনাই রচনা আমার,
ঘটনাই বিধাতৃ-বিধান।
যে দিন দেখিবে
ঘটনার নাহি নাম,
সেই দিন বিশ্বধাম নামশূন্য হ'বে,

কিছু নাহি র'বে,
র'বে শুধু অন্ধকার।
তেঁই বলি
ছলনা কিছুই নয়,
ভাগ্য-লিপি অবশ্যই ফলে।

মায়া।—তরণীর কিবা ভাগ্যলিপি ?

ব্রহ্মা।—পুত্র পায় পিতৃগুণ,
তেঁই বিভীষণ-সম
তরণীও রামের কিঙ্কর,
প্রাণ তা'র রামভক্তিভরা।

মায়া।—তবে কেন রাম-করে বধ্য কর তা'রে ?
[illegible] স্থান রাম-পাশে ?
পিতা পুত্রে মিলি'
সেবিবে রামের পদ।

ব্রহ্মা।—কি করিব, মায়া!
কভু ভাগ্যলেখা চাপা রাখা নাহি যায়;
ভাগ্যের বন্ধনে বাঁধা হ'য়ে
তরণী ক'রেছে ইচ্ছা
রণে মরিবে রামের শরে;
সে ইচ্ছা তাহার কে করে লঙ্ঘন ?
অবশ্যই হইবে পূরণ।

মায়া।—বড়ই বিচিত্র কথা!
কি দিব উত্তর আর!

মোহ।—অদ্ভুত বচন করিনু শ্রবণ,
চমৎকার ভক্তি-পরিচয়!

ব্রহ্মা।—ডুবি' রহ উভে পুন,
এখনি আসিবে বিভীষণ!
যা' বলিনু,
থাকে যেন স্মরণ সে কথা।

(ব্রহ্মার অন্তর্ধান)

মায়া।—বিধির কঠিন আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি,
কিন্তু, বড় দুঃখ হয়,
আহা,
পুত্রহারা হ'বে পিতা মাতা!
যা'ই হোক,
পূর্ণরূপে মায়া নামে কভু
কলঙ্কের রেখা না রাখিব।

মোহ।—না দেখি উপায় আর,
অহো,
ভাগ্যলিপি এতই জটিল!
হের, মায়া,
ওই আসে বিভীষণ,
সাগরে মগন হই দোঁহে।

(উভয়ের সাগরে মগ্ন হওন)

ঘটহস্তে বিভীষণের পুনঃপ্রবেশ।

বিভী।—আহা, কি সৌভাগ্য মোর;
বিশ্বপূজনীয় হরি
ত্রেতাযুগে রাম-অবতারে
তারিতে আইলা মোরে,
মিত্র বলি' দিলা কোল;
আহা,
পরম দয়াল রাম।
রাজা দশানন!
এখনো ফিরাও মন,
দাও ফিরি' রামের জানকী;
এস এস, ভাই ভাই মিলি'
সেবা করি রামের চরণ;
কি যে সুখ এ পদ-পূজনে
এখনি বুঝিবে, দাদা!
পার্থিব অতুল ধনরাশি
যা'বে ভাসি' কালের সাগরে।
কিবা তব এক লঙ্কাপুরী ?
কোটি কোটি লঙ্কাপুরী
তুচ্ছ মূল্যে বিকায় এ পদে;
ধরায় রামের পদ স্বর্গের বিভব।
ফিরে দিয়ে জানকীরে
নতশিরে করি' যোড়পাণি
ঘাট মানি' মাগ ক্ষমা,
রমাপতি হ'বেন সদয়,
নাহি র'বে মরণের ভয়,

নিশ্চয় বাঁচিবে বহু যুগ;
না র'বে রমণী চুরি কলঙ্কের রেখা
দিবে দেখা সৌভাগ্য তোমায়।
হা, কিবা কহি আমি?
দর্পী দশানন
শোনে নি বচন মোর,
শুনিবে না পরেও কখন;
মতিচ্ছন্ন হ'লে
লোকে হিতকথা নাহি ভালবাসে,
ভালবাসে যমের প্রসাদ।
যাই এবে এই ঘটে সিন্ধু-বারি ল'য়ে,
সূর্য্যপূজা অব্রপূজা করিবেন রাম,
মনস্কাম পূর্ণ হোক্ তাঁ'র।

সমুদ্রজলে ঘটপূর্ণ করিয়া গমনোদ্যোগ, এমন সময়ে অলক্ষ্যে মায়ার উত্থান ও বিভীষণের পৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া পুনর্ব্বার জলে প্রবেশ।

(সচকিতে চতুর্দ্দিক দেখিয়া)—
এ কি হ'ল আচম্বিতে!
কে ছুঁইল পৃষ্ঠ মোর?
কই, কা'রেও না দেখি,
স্পর্শ-ভ্রম হইল কি মোর?
হ'তে পারে।
ভ্রমময় জীবের জীবন-কায়।

পুনর্ব্বার গমনোদ্যোগ, এমন সময়ে অলক্ষ্যে মোহের উত্থান ও বিভীষণের পৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া পুনর্ব্বার জলে প্রবেশ।

আবার আবার এ কি,
পুনরায় পৃষ্ঠপরশন!
ভ্রম নয়, বাস্তবিক কে ছুঁইল মোরে।
কিন্তু কা'রেও না দেখি,
শূন্যময় দশ দিক্,
বোধ হয়, এ কোন ছলনা॥
দেখ, কি কথায় কোন্ কথা আসে,—
শূন্যময় দশ দিক্,
বাস্তবিক, এক ব্রহ্ম বই,
শূন্য—শূন্য—শূন্যময় সব।
কেহ নয় কা'র,
নিজেও নিজের নই শূন্য বই;
কেবা কা'র পুত্র?
কেবা কা'র পিতা?
কেবা কা'র পতি?
কেবা পত্নী কা'র?
কেবা বন্ধু, কেবা কন্যা, কেবা কা'র ভ্রাতা?
রামরূপী ব্রহ্ম বই
অনন্ত নশ্বর বিশ্ব আঁধার আঁধার—
মহাশূন্যময়—কেবল ছলনাময়!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

লঙ্কাপুরী—শোভার কক্ষ।

শোভা ও কলার প্রবেশ।

উভয়ে।— (গীত)

মূলতানী—অদ্ধা একতালা।

প্রাণ গা রে! মন গা রে,
নিখিল ভুবন ভাবে মগন
হইয়ে তাবে যাঁরে।
প্রাণারাম রামনাম
গা রসনা অবিরাম,
ধরাধাম স্বর্গধাম পা'বি একাধারে।
জলন্ত মরুভূ-মাঝে ঝিঝিনি সুধাধারে॥

শোভা।—যাই, ভাই, বেলা হ'ল,
দাদা তব আমার আশায়
আছেন কুসুম-বনে;
সুরভি চন্দন নিয়ে যাই,
চন্দনে মাখা'য়ে ফুল
উদ্দেশে পূজিব দোঁহে রামের চরণ।

কলা।—আমিও অশোকবনে যাই,
মা আছেন জানকীর পাশে ;
মার সনে মিলে
শুনি গে সীতার মুখে রামের কাহিনী।
শোভা।—এখনো বালিকা তুই,
সাবধান,
যেথা সেথা আত্মভোলা হ'য়ে
রামনাম গা'স্ নাকো,
রক্ষোরাজ বড়ই কঠিন,
গালি দিবে,
তাড়না করিবে,
ভাইঝী বলিয়া না করিবে ক্ষমা।
[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

লঙ্কাপুরী—অশোকবন।

সীতা ও সরমা।

সরমা।— (গীত)

বসন্ত-বাহার—ত্রিতালী।

ফুল্ল ফুলদল দে রে তরুদল!
আধফোটা ফুল দে দে লতিকা!
কুসুম খুঁটি' খুঁটি'
সৌরভ লুটি' লুটি'
না ধাও ছুটি' ছুটি' পাগল বায়ু,
গাঁথিব সৌরভময়ী ফুল-মালিকা।
গুঞ্জরি' গুঞ্জরি'
ভ্রমর-ভ্রমরী,
ফুলকুল-মধু হরি' না যাও ধাই,
না ছুঁয়ো মঞ্জুল বঞ্জুল যূথিকা ;—
গাঁথিব ফুলসনে কোমল কলিকা।
দাসীর দাসীর যোগ্যা নহি,
কিন্তু মোরে 'সখী' বলি'
কতই আদর কর, রাম-আদরিণি!
রাক্ষস-রমণী আমি,
কিন্তু মোরে প্রাণসম ভাবি'
কতই আনন্দ পাও, আনন্দদায়িনি!
কত যে গৌরব এতে মোর,
কি ক'ব কথায় খুলি'?
পর গলে কিঙ্করীর গাঁথা ফুলমালা,
নিরখিয়া জুড়াই নয়ন।
সীতা।—সখি, পতিহারা নারী আমি,
রাজপুত্র পতি মোর
অভাগীর ভাগ্যদোষে বনচারী ;
কি বিচারে পরিব এ মালা, সুভাষিণি?
বিধি যদি দিন দেন,
পরিব তোমার মালা গলে।
দাও এবে ফুলমালা,
অশ্রু-জল-চন্দন লেপিয়া
উদ্দেশে প্রদান করি
আমার প্রাণের প্রাণ প্রাণেশের পদে।
সার্থক হইব আমি,
সার্থক হইবে তুমি,
সার্থক হইবে ফুলমালা।
(সরমার হস্ত হইতে পুষ্পমালা লইয়া)—
প্রাণসখী সরমা সুন্দরী
গেঁথেছে সাধের ফুলমালা,
পুরুক্ তাহার সাধ।
লহ বায়ু, উড়া'য়ে এ হার,
দাও মোর পতির চরণে।
যদি পতিপদে রহে মতি,
যদি পতি বই অন্য নাহি জানি,
যদি মানি মহাগুরু বলি
মহাবলী ধনুর্ধারী রামে
এখনি উড়িয়া যাক্ মালা,
শূন্যপথে করি' খেলা
পড়ুক অচিরে গিয়ে শ্রীরামের পায়।
(গীত)
সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান।
উড়ে যা' উড়ে যা' ফুলমালা!
যে চরণে যোগ-ফুল বনবাসী যোগী ঢালে,
মোর মন-ফুল করে খেলা॥

বনভ্রমণের কালে
যে রাঙা চরণ-তলে
ফোটা ফুল দিল ঢেলে,
কোটি বনলতা-বালা ;—
সে চরণে যা' রে যা' রে ফুলমালা এই বেলা ॥
যাও মালা !

[সীতার হস্ত হইতে পুষ্পমালার
শূন্যে প্রস্থান।

সরমা।—ধন্য ধন্য, সতী তুমি,
ধন্য পতিভক্তি তব,
ধন্য আজি কিঙ্করী সরমা !

বেগে কলার প্রবেশ।

কলা।—(সরমার প্রতি)—
মা—ও মা !
আশ্চর্য্য দেখিনু পথে,
শূন্যপথে হেলি' দুলি' লুটিয়া লুটিয়া
যাই'ছে ছুটিয়া এক ফোটা ফুলমালা
রামের শিবির পানে !
হাঁ মা,
কেন এ ঘটনা ?

সরমা।—বাছা,
গাঁথিনু ফুলের মালা
দোলাইতে সীতার গলায়,
উদ্দেশে সে মালা
দিলা সীতা রামের চরণে,
উড়িল পবনে মালা।
আমিও গো তোর মত হ'য়েছি বিস্মিত।

কলা।—আঁ্যা !—বল কি, মা !
(সীতার প্রতি)—
মা জানকি,
আমারো হ'য়েছে বড় সাধ,
এনেছি মা সাজী ভরি'
অফুটন্ত ফুটন্ত কুসুম ;
এ গুলিও দে না, মা রামের পায়।
মায়ের আমার পূরাইলি সাধ,
মেয়েটিরো সাধ পূরা না, মা !

সীতা।—বাছা,
ধর তুলি' ফুলসাজী,
তোরি কর হ'তে উড়ুক কুসুমচয় ;
দয়াময় দয়া করি' ধরিবেন পায় !
ভক্তাধীন রাম
নহে বাম ভক্তেরে কখনো।
উড় উড়, ফুলকুল !

(সাজী হইতে পুষ্পরাশির শূন্যে উত্থান)

কলা।—(দেখিতে দেখিতে ও নাচিতে নাচিতে)

(গীত)

পিলু—খেম্‌টা।

রামের দু'টি রাঙা পায়
আমার ফুল ক'টি উড়ি যায়।
যে গাছ থেকে তুলেছি ফুল,
সে গাছগুলি ওই চায় ॥
আকাশ-কোলে হেলে দুলে,
অন্য দিকে যাস্‌নি ভুলে,
রবির তাপে শুকিয়ে যা'বি,
যা' চ'লে ফুল, মেঘের ছায় ॥

(পুষ্পরাশির অন্তর্ধান)

মা জানকি !
ঐ চ'লে গেল ফুল।
আমি গিয়ে দাদাকে এ কথা বলি।

প্রস্থান।

সরমা।—চল, সখি, ওই ধারে,
মালা গাঁথিবার ইচ্ছা
দ্বিগুণ জাগিল মনে,
দেখাইয়া দিবে চল মালার গাঁথনি,
গাঁথিব নূতন মালা—রাম-নাম-লেখা।

[উভয়ের প্রস্থান।

——

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—•—

প্রথম দৃশ্য।

লঙ্কাপুরী—উদ্যান।

ভরণীসেন।

ভরণী।—ভরণী রে, বল্ রাম রাম,
যে রামের নামে পাপিকুল ডরে,
যমদণ্ড ফেলে যম,
নিরয় ত্রিদিব হয়,
ঘুচে ভয়,
নাহি রয় শোকতাপ,
ভরণী রে, বল্ সেই রাম-নাম।
যে রামের নামে
উপবন শোভা করি' হাসে ফুলকুল,
মধু ঝরে ফুলমুখে;
যে রামের নামে
ফুলের সৌরভ ল'য়ে উড়ায় পবন;
যে রামের নামে
শাখিশাখে পাখী ডাকে—"জয় জয় রাম
যে রামের নামে
ব্রহ্মানন্দ খেলে তোর প্রাণে,
ভরণী রে, বল্ সেই রাম-নাম।—
জয় জয় রাম!
রাম! শুনেছি পিতার মুখে
পরম দয়াল তুমি,
বিশ্বপতি বিশ্বগতি বিশ্বরূপ হরি,
ভক্তের কারণ
যুগে যুগে হও অবতার,
রাম-অবতারে আইলে ত্রেতায়
ভক্তজনে তারিবারে।
জানি আমি
ভক্তের বাসনা তুমি,
পুরাও বাসনা মোর, প্রভু!
বলিব না মুখ ফুটে
কি বাসনা জেগে উঠে মনে;
মনোময়,
নিজেই বুঝিয়া সেই বাসনা পুরাও।

আকাশবাণী।—ভরণী রে,
পুরিবে বাসনা তোর,
হের হের দশ অবতার।

ভরণী।—জয় জয় রাম!

সরমা, শোভা ও কলার প্রবেশ।

সরমা—এখনো কি হেতু, বাছা,
কুসুম চয়ন কর নাই?

শোভা।—এনেছি চন্দন,
চন্দনে ডুবা'য়ে ফুল
পূজ রাম নারায়ণে।
এস এস,
সবে মিলি' তুলি ফোটা ফুল।

ভরণী।—এত দিনে সচন্দন ফুলদলে
সার্থক হ'য়েছে রামপূজা।
প্রত্যক্ষ প্রমাণ তা'র
নেহারিবে এখনি নয়নে।
দয়াময়!
দাও দেখা দশ অবতারে।

(সহসা উদ্যানমধ্যে সমুদ্রগর্ভে বিষ্ণুর মৎস্যাবতারের আবির্ভাব)

ভরণী।—শ্রীরামের মৎস্যরূপী প্রথমাবতার
হের এই সম্মুখে সবার।

স, শো, ক,।— (গীত)

গৌরী—একতালা।

জয় জয় মীন অবতার!
আধ মীন, আধ নীল, নীরদ আকার।
চতুর্বেদ চতুর্ভুজে,
হৃদয়ে কৌস্তভ রাজে,
পুরট মুকুট সাজে উজলি' আঁধার॥

নীল কারণ-সিন্ধু,
লীন বিশ্ব সূর্য্য ইন্দু,
আকাশ নিনাদি' জাগে অনাদি ওঙ্কার।

(সহসা সমুদ্রতটে বিষ্ণুর কূর্ম্মাবতারের আবির্ভাব)

তরণী।—হের হের,
শ্রীরামের কূর্ম্মরূপী দ্বিতীয়াবতার

স, শো, ক,।— (গীত

গৌরী—ঝাঁপতাল

অতল জলধি-তলে মহাকূর্ম্ম অবতারে।
হেলায় ধরিলে পৃষ্ঠে নিজ সৃষ্ট বসুধারে॥
আধ কূর্ম্ম ভীমরূপ,
আধ বিষ্ণু নীলরূপ,
আধ কঠিন, আধ কোমল,
অগাধ সিন্ধু-জল-মাঝারে॥

(সহসা নদীতটস্থ অরণ্যে বিষ্ণুর হিরণ্যাক্ষ-বধোদ্যত বরাহাবতারের আবির্ভাব)

তরণী।—হের হের,
শ্রীরামের তৃতীয়াবতার বরাহ-মূরতি।

স, শো, ক,।— (গীত)

সারঙ্গ—একতালা।

বরাহ-বদন, তীক্ষ্ণ-দশন, বৈরী-ত্রাসন ভীম কায়।
আধ শরীর, নীল গভীর, কর্দ্দম নীর লিপ্ত তা'য়॥
সিন্ধুতল হ'তে তুলি' ধরণী
রাখিলে তপন-আলোকে আনি,'
জীয়া'লে কোটি কোটি প্রাণী,
হিরণ্যাক্ষে বধি' মহাগদায়॥

(সহসা সভাগারে বিষ্ণুর হিরণ্যকশিপু-বধোদ্যত নৃসিংহাবতারের আবির্ভাব)

তরণী।—হের হের,
শ্রীরামের চতুর্থাবতার নৃসিংহ-মূরতি।

স, শো, ক,।— (গীত)

সারঙ্গ—একতালা।

স্ফটিক-স্তম্ভ করি' বিদার,
আধ সিংহ, আধ নরাকার,
স্তম্ভিত করি' দানবপুরী
ভীম মূরতি সাজি'ছে।
হরিনামদ্বেষী, সুরনররিপু
দানবপতি হিরণ্যকশিপু,
দন্ত নখে তব হ'য়ে বিদীর্ণ,
জানুর উপরি লুটি'ছে॥

(সহসা যজ্ঞভূমিতে বিষ্ণুর বামন অবতারের আবির্ভাব)

তরণী।—হের হের,
শ্রীরামের পঞ্চমাবতার বামন-মূরতি।

স, শো, ক,।— (গীত)

সারঙ্গ—একতালা।

বলির গর্ব্ব-খর্ব্বকারী, সর্ব্বপূজ্য খর্ব্বকায়।
ইন্দ্র-বিপদ করিলে দূর, ত্রিপাদ ভূমি নিয়ে ত্রিপায়।
ক্ষুদ্রতম হ'তে বৃহত্তম দেহ
পলকে ধরিলে, ত্রিলোক ছাইলে,
তৃতীয় চরণ বলি-শিরে দিলে,
দাতা বলি বাঁচা পায়ে লুটায়॥

(সহসা তপোবনমধ্যে বিষ্ণুর পরশুরাম অবতারের আবির্ভাব)

তরণী।—হের এই,
শ্রীরামের ষষ্ঠ অবতার
কুঠারী পরশুরাম জলন্ত মূরতি।

স, শো, ক,।— (গীত)

মধুমাধব—ঝাঁপতাল।

ঘোর পরশুধর ক্ষত্রিয়নাশী।
রোষকষায়িত জলন্ত লোচন,
ভীম-কাল-তুল ত্রিলোকত্রাসী॥
লটপট জটাজুটজাল,
দলমল রুদ্র-অক্ষি-মাল,
ভস্মলিপ্ত বিশাল ভাল,
রক্তলিপ্ত ছালবাসী।

(সহসা রাজসভামধ্যে বিষ্ণুর রামাবতারের আবির্ভাব)

তরণী।—হের হের,
শ্রীরামের সপ্তমাবতার
প্রাণারাম রাম-মূর্ত্তি।
এই মূর্ত্তি প্রাণে আঁকা মোর,
এই মূর্ত্তি পূজে পিতামাতা,
এই মূর্ত্তি পূজনীয় তোমা' দোঁহাকার।
এস ভক্তিভরে করি প্রণিপাত।

(সকলের প্রণাম)

স, শো, ক,।— (গীত)

বাহার—একতালা।

আসন'পরি কার্ম্মুক ধরি',
রাজেন হরি রাম দয়াল।
বামে শোভিতা, প্রেমের সীতা,
হেমের লতা বেড়ি' তমাল॥
এক ভাগ স্নেহ, তিন ভাগ দেহ,
ভরত, শত্রুঘন, লক্ষ্মণ ভাই;—
ভরত শত্রুঘন চালয়ে চামর,
লক্ষ্মণ-করে শোভে ছত্র বিশাল।
ভক্তি আপনি, ভক্ত পাবনি,
রক্ত-চরণ-তলে লুটে কপাল॥

(সহসা যমুনাতটস্থ কদম্বমূলে বিষ্ণুর বলরাম অবতারের আবির্ভাব)

তরণী।—হের হের,
শ্রীরামের অষ্টমাবতার
বলরাম-মূরতি সুন্দর।
ভবিষ্য দ্বাপর যুগে
এই মূর্ত্তি ধরিবেন রাম,
শুনেছি পিতার মুখে,
তোমরাও শুনেছ সে কথা।

স, শো, ক,।— (গীত)

পাহাড়ী—একতালা।

যমুনার বারি, বহে ধীরি ধীরি,
চাহে ফিরি' ফিরি' কদম-ধামে।
ধবল সুঠাম, বলী বলরাম,
জলধর শ্যাম অনুজ বামে॥
রামের করে হল বিরাজে,
শ্যামের করে মুরলী সাজে,
রুণু রুণু রুণু নূপুর বাজে,
গল শোভে বনফুলের দামে॥

(সহসা পর্ব্বতোপরি বিষ্ণুর বুদ্ধাবতারের আবির্ভাব)

তরণী।—হের হের,
শ্রীরামের নবমাবতার
তপোরত বুদ্ধমূর্ত্তি।
ভবিষ্য পাপের কলিযুগে
এই মূর্ত্তি ধরিবেন রাম।

স, শো, ক,।— (গীত)

পাহাড়ী—যৎ।

"অহিংসা পরমোধর্ম্ম" মহামর্ম্ম প্রচারিতে।
বুদ্ধ অবতারে হরি অবতীর্ণ অবনীতে॥
মহাযোগী মহাধ্যানে
বুদ্ধগয়া শৈল-ধামে
মহাযোগে দয়াযোগ
করি'ছে পাপীর চিতে॥

(সহসা যুদ্ধক্ষেত্রে বিষ্ণুর কল্কি অবতারের আবির্ভাব)

তরণী।—হের হের,
শ্রীরামের দশমাবতার
অশ্বারূঢ় কল্কিমূর্ত্তি।
ভবিষ্যৎ কলিযুগে
পূর্ণরূপে হ'বে যবে পাপের সঞ্চার,
না রহিবে ধর্ম্মলেশ,
সেই কালে এই মূর্ত্তি ধরিয়া শ্রীরাম
নিস্তারিবে ধরণীরে পাপস্রোত হ'তে।

স, শো, ক,।— (গীত)

নট-নারায়ণ—ঝাঁপতাল।

কৃপাণ-মুখে চমকে দামিনী
ফলক-বুকে ঝলকে অগিনি॥
তুরগ-খুরে দমকে মেদিনী,
উল্কাপাতে কল্কি ধায়॥

রণ-ভূ মাঝে ম্লেচ্ছ লোটে,
ছিন্ন-কণ্ঠে রক্ত ছোটে,
লণ্ড ভণ্ড কলি পাষণ্ড,
খণ্ড খণ্ড খাণ্ডা-ঘায় ॥

তরণী।—জয় জয় শ্রীরামের জয়!

স, শো, ক।—জয় জয় শ্রীরামের জয়!

সরমা।—জানকীরে দিগে এই মঙ্গল-বারতা।

তরণী।—মা গো,
সাবধানে থেকো তুমি;
পুত্রবধূ, তনয়ারে সাবধান করি'
রাখিও নিয়ত;
দেখো, যেন না হয় প্রকাশ
এ গূঢ় ব্যাপার লঙ্কাপুরে।
রামের সেবক বলি' মোরা
ভয়ে ভয়ে কাটি কাল এ কাল আলয়ে;
কেহ নাহি মায়া করে আমা'সবা'পরে;
নিশাচর দয়ামায়াহীন,
রামনামে জলি' ওঠে রোষে;
বিনা দোষে দোষী মোরা;
কঠিন প্রহরা আশে পাশে;
তেঁই বলি, খুব সাবধান।
কেবল জননী জানকীরে
বলিও এ গূঢ় কথা।

সরমা।—রাম-নাম বিপদের ভেলা,
বিপদের বেলা
তিনিই কাণ্ডারী, বাছা, আমা'সবাকার।

তরণী।—তবু, মা,
এ লঙ্কা রামের বৈরীপুরী,
এই ভাবি'
শঙ্কারে জাগা'য়ে রেখো মনে।

সরমা।—রামের কৃপায়
বাসনা পূরুক্ তোর।

সকলে।—জয় জয় রাম!

[সরমা, শোভা ও কলার প্রস্থান।

তরণী।—জ্যেষ্ঠতাত রাজা দশানন!
এখনো অজ্ঞান তুমি,
একবারো ভাবিলে না মনে—
তব লঙ্কাপুরে
আইলেন ভুবন-ঈশ্বর রাম রঘুবর;
একবারো ভাবিলে না মনে
অশোক কাননে
জগতের মাতা সীতা।
রাজবুদ্ধি ধর,
তবু এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন, ছি ছি!
দয়াময় রাম,
দুর্ম্মতি রাবণে দাও অচিরে সুমতি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

লঙ্কাপুরী—অরণ্য।

ব্রহ্মা, মোহ ও মায়া।

মায়া।—পিতা,
আজ্ঞা তব করে'ছি পালন।

ব্রহ্মা।—এখনো অনেক বাকি;
শুন, মায়া,
শুন, মোহ,
তরণী ভক্তির বলে
করিয়াছে রামে বশীভূত;
কথায় কথায়
খেলা করে রামে ল'য়ে;
অদ্ভুত ভক্তের প্রেম,
গুরুশিষ্য নাহি যায় চেনা,
কে যে কা'র অনুগত না পারি বুঝিতে,
বিচিত্র ভক্তির ভাব।
এই এক ভক্তি হ'তে
না জানি কি ঘটে ভবিষ্যতে।
এই সে কারণে কহি,
উভে' মিলি নব আজ্ঞা পালহ আমার,
এ লঙ্কার সর্ব্বজীবে কর আত্মহারা।
মায়া গো,
তবু যেন, কি যেন কি জটিল ভাবনা;

পলকে পলকে জাগে মনে।
সকলি হইতে পারে,
কিন্তু গুরুশিষ্যে—
তাই তো, কি করি?
তরণী পরমভক্ত বৈষ্ণবপ্রধান,
শ্রীরাম ভক্তের প্রাণ;
কঠিন সমস্যা এই বার।

মায়া।—প্রভু! তেঁই বলি
গুরুশিষ্যে নাহি প্রয়োজন
নিদারুণ রণ।

মোহ।—গুরুশিষ্যে বাঁধিবে সমর,
অন্তর কাতর বড় মোর।

ব্রহ্মা।—দু' দণ্ড না যেতে যেতে
সকলি ভুলিলে দোঁহে।
রামের চরণ-ধূলি-বলে
বিধাতার বিধি অবশ্য অটুট র'বে।
তরণীর মোক্ষলাভে
লক্ষ্য মোর জাগে অনুদিন।
লক্ষ্যভ্রষ্ট না করিবে রাম।
চল এবে মোর সনে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

লঙ্কাপুরী—শিবমন্দির।

তরণীসেন, শোভা ও কলা।

তরণী।—দেবদেব মহাদেব!
দেবকুলে একমাত্র যোগী তুমি,
কে যে রাম,
কি যে শক্তি তাঁ'র,
কি যে তাঁ'র অপার মহিমা দয়া,
তুমিই বুঝেছ, ত্রিলোচন!
রামের অনন্ত প্রেমে
আত্মভোলা, ভোলানাথ,
পবিত্র করি'ছ লঙ্কাপুরী।
তোমারি প্রসাদে
অবিরাম রামে ভাবি'
ডুবি' রহি ভক্তিমাখা প্রেমের সাগরে।
নিতি নিতি নতি করি' তব রাঙা পায়,
এ দাস তরণী গায় সুধামাখা রাম-নাম
মন্দির-দুয়ারে তব, ভব!
আজো গা'ব সেই নাম।
এস, পত্নি!
এস, ভগ্নি!
মিলি' তিনে একতানে
তিন প্রাণ একপ্রাণ করি'
করতালি দিয়া নাচিয়া নাচিয়া
রাম-নাম প্রেম-গান গাই;
মহাযোগী শঙ্করে শুনাই সেই গান।

সকলে।—(করতালি ও নৃত্যসহকারে গীত)

ভৈরবী—দাদ্‌রা।

রাম-নামের প্রেম বল্‌বো কত,
রামের প্রেমে ত্রিলোক বাঁচে।
যে রাম বলে বাহু তুলে,
সেই যেতে পায় রামের কাছে॥
(আমার) হৃদয়মাঝে রাম বিরাজে
বীরের সাজে ধনুকধারী,
বীরের সাজ নয়, প্রেমের সাজ ও,
প্রেমরূপে রাম ব'সে আছে॥

[শোভা ও কলার প্রস্থান।

তরণী।—মন, ভুলে যা' রে,
প্রাণ, ভুলে যা' রে
সংসারের ছলময়ী মায়া।
তরণী! আপনাহারা হ' রে,
নহিলে না পা'বি দেখা
ভক্তসখা রামে তোর হৃদয়-মন্দিরে।
জপ রাম, তপ রাম,
প্রাণ ভরি' ডাক রাম,

পূজ রাম, ভজ রাম,
মজ মজ শ্রীরামের প্রেমে।
জয় জয় প্রেমময় রাম!

ইন্দ্রজিতের প্রবেশ।

ইন্দ্র।—খুল্লতাতপুত্র বলি'—ভাই বলি'
বহু অত্যাচার সহি তোর,
কিন্তু নিজ দোষে মজিলি, তরণি!
কত বার করিয়াছি মানা,
তবু না শুনিস্ কথা।
ছি কি,
কোন্ প্রাণে—কোন্ জ্ঞানে
রাক্ষসের অরি রামে
প্রভু বলি'—গুরু বলি' করিস্ অর্চনা?
ধিক্ তোরে, কুলাঙ্গার!
তরণী।—দাদা!
জ্যেষ্ঠ তুমি, পূজ্য তেঁই,
যা' বল, সকলি সহি,
কিন্তু রামনিন্দা না পারি সহিতে।
বীরত্বে ত্রিলোক-মাঝে
তব পিতা রাবণেরো চেয়ে
কভু কভু শ্রেষ্ঠ তুমি,
কিন্তু, দাদা, এ বীরত্বে তিলপরিমাণে
রামভক্তি থাকিত যদ্যপি,
তা' হ'লে রাক্ষসকুলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হ'তে,
বরণীয় পূজনীয় হইতে সবার।
দাদা,
দাসের মিনতি নতি,
রাম-প্রেমে মাতাও পরাণ।
এস এস, দোঁহে মিলি'
এক বার ভক্তিভরে বলি রাম রাম।
ইন্দ্র।—ছি ছি, পুন সেই কথা,
বড় ব্যথা বাজে প্রাণে;
সামান্য মানুষ রাম,
ভক্তিভরে ডাকিব তাহারে?
শত্রুর করিব পূজা?
আমার পিতার অন্নে ধরিয়া জীবন
শত্রুরে ভাবিস্ আপনার?
তোর পিতা বিভীষণ
কুলত্র নীচাশ অতি,
তুইও রে দুর্ম্মতি সেইরূপ;
না হইবে কেন?—
পিতৃগুণে গুণী পুত্র, পিতৃদোষে দোষী,
নিম্বমূলে শর্করার জল
ঢালিলে কি মিষ্ট হয় ফল?
বিষহীন হয় কভু ভুজঙ্গের শিশু?
তরণী।—যে ধার্ম্মিক পিতা হ'তে
আইলাম এ ভবমণ্ডলে,
রাম রাম ব'লে
সার্থক জনম মোর,
ভব-ঘোর ঘুচি'ছে আমার,
অসার বিষয়-ডোর
ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে, ভাই,
কেন হেন পিতারে আমার
নিন্দা কর হেন কটু-ভাষে?
পিতৃসম খুল্লতাত গুরু যে তোমার।
ইন্দ্র।—গৃহশত্রু পিতা তব,
তা'রি কূট মন্ত্রণায়
এ লঙ্কায় এ ঘোর ঘটনা!
গোপনীয় সন্ধান কহিয়া রামে
নিজ কুলক্ষয়
করে তোর কুলাঙ্গার পিতা।
ছি ছি,
তা'রেই আবার ধার্ম্মিক বলিস্ তুই!
তরণী।—তোমাদেরি অত্যাচারে
পিতা মোর ছাড়িয়াছে পুরী।
হিত-কথা কহিলেন পিতা
সীতা ফিরে দিতে,
তিক্ত বোধে রাজা দশানন
সে কথা হেলিয়া
বক্ষে পদাঘাত করি,
দূর কৈল পিতারে আমার।

ভেবেছিলে মনে সবে—
নিরাশ্রয় পিতা মোর আশ্রয় না পা'বে,
কিন্তু অগতির গতি রঘুপতি
দেবতাদুর্লভ পদে দিলেন আশ্রয়।

ইন্দ্র।—পিতৃসম তুইও অধার্ম্মিক,
ছি ছি, পিতা মোর তোর সম অধর্ম্মী চণ্ডালে
কেন দেন অন্নজলবাস ?
এই বড় দুঃখ মনে।

তরণী।—কেন দুঃখ ভাব, দাদা ?
তব পিতারে কহিয়া
আমিও ছাড়িব লঙ্কাপুরী,
প্রতিজ্ঞা আমার
আজ হ'তে তোমাদের অন্নজলবাস
না ছুঁইব আর।

ইন্দ্র।—অধার্ম্মিক কাপুরুষ নরাধম রাম,
দেবে বুঝি অন্নজলবাস ?
পিতৃসম হ'বি বুঝি দাস ? ভাল—ভাল !

তরণী।—বার বার রামনিন্দা,
ছি ছি, বড় বাজে প্রাণে ;
আর না চাই থাকিতে হেথা।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র।—অবিরাম রাম নাম জপি'
সর্ব্বনাশ করি'ছে তরণী অলক্ষিতভাবে ;
কেহ নাহি ভাবে মর্ম্ম এর,
কিন্তু বুঝিয়াছি আমি—
বিপক্ষের পক্ষে বিভীষণ,
পক্ষ-পক্ষে অলক্ষ্যে তরণী
ছারখারে দিতেছে লঙ্কায়।
পিতাপুত্র উভয়ে সমান,
গোপন সন্ধান
জানায় মানব রামে।
প্রতিকার করিব ইহার,
উচিত না হয় আর
জেনে শুনে সর্পশিশু গৃহমাঝে রাখা।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

লঙ্কাপুরী—রাজসভা।

রাবণ, শুক, সারণ ও অন্যান্য রাক্ষসগণ।

রাবণ।—কি দুর্দ্দিন আসিল লঙ্কায়,
নাহি প্রাণ পায় নিশাচর ;
দিনে দিনে বীরশূন্য হৈল লঙ্কাপুরী।
যে যায়, সে নাহি ফিরে আর,
রাম-শরে মরে রণাঙ্গনে,
না জানি কেমনে রক্ষা হয়
লঙ্কাসহ আত্মীয় স্বজন।
কত পুত্র, কত পৌত্র মোর,
কত জ্ঞাতি, কুটুম্ব বা কত
হত হ'ল নরবানরের মহারণে।
হায় হায়,
অতিকায়, কুম্ভকর্ণ, কুম্ভ, অকম্পন,
ধূম্রাক্ষ, প্রহস্ত, বজ্রদংষ্ট্র,
নিকুম্ভ প্রভৃতি মহাবীর
দিল শির এ কালসমরে
শিরে মোর করি' বজ্রাঘাত !
ছলযুদ্ধে শেষে মকরাক্ষ ত্যজিল জীবন !
সারণ,
ভগ্নদূত-মুখে শুনি' এ কাল-বারতা
অধীর হ'য়েছি অতি,
কি উপায় করি বা এখন ?

সারণ।—মহারাজ !
জয় পরাজয় যুদ্ধফল,
না হও চঞ্চল,
বিপদে অধৈর্য্য ভাল নয়।

রাবণ।—মন্ত্রি, শোক বড় মর্ম্মভেদী !

ইন্দ্রজিতের প্রবেশ।

বৎস মেঘনাদ !
নির্ঘাত সংবাদ দিল দূত—

'মকরাক্ষ রাম-শরে হইল নিহত !'
পুত্র রে,
কি করি—কি করি,
না দেখি নিস্তার আর ;
লঙ্কা বুঝি গেল ছারখারে !
বুঝেছি বুঝেছি
রামরূপে কাল এসেছে রে !
আর না পাঠা'ব কা'রে রণে,
আমার কারণে
শত শত রক্ষোনারী
ফেলি'ছে অক্ষির বারি হতাশ-হৃদয়ে
পতিপুত্রহারা হ'য়ে !
আমারো হৃদয়
না পারে সহিতে এত শোক !
নিজেই যাইব পুন রণে,
শোক-সমুদ্ভূত রোষে
সংহার করিব রামে,
সীতারে করিব পতিহারা,
কৌশল্যা হইবে পুত্রহীনা।
যাও, বৎস, কহ সারথিরে
অচিরে সাজাতে রথ।

ইন্দ্র।—কি হেতু অধীর, পিতা ?
এত বীর থাকিতে লঙ্কায়
ন জুয়ায় তব অগ্র-রণ।
যুদ্ধনীতি ভাল জান তুমি,
ক্রমে শ্রেষ্ঠ—শ্রেষ্ঠতর—শ্রেষ্ঠতম শেষে
রণাঙ্গনে করে রণ।
নিবেদন করি পায়,
নরবানরের রণে
পাঠাও তরণীসেনে।

রাবণ।—বৎস রে,
কনিষ্ঠ সোদর বিভীষণ,
একমাত্র পুত্র তা'র কুমার তরণী,
সরমার অঞ্চলের নিধি ;
ইচ্ছা নাহি হয়
পাঠাতে তরণীসেনে রণে।
মোহবশে বিভীষণে পদাঘাত করি'
লজ্জিত দুঃখিত আমি এবে,
আবার তাহার পুত্রে পাঠাইলে রণে,
লোকে কি বলিবে মোরে ?
নিন্দার উপরে নিন্দা হইবে প্রচার,
তেঁই ইচ্ছা নাহি মোর
পাঠাইতে তরণীরে রণে।

ইন্দ্র।—কি আশ্চর্য্য !
এ কি কহ, পিতা ?
বিপদসময় কেন নিন্দা-ভয় ?
বৃথা নিন্দা-ভয় করি'
নিজ সর্ব্বনাশ কর নিজে,
ছারখারে দাও লঙ্কাপুরী।
যদি জানিতাম
তরণী দুর্ব্বলশিশু যুদ্ধনীতিহীন,
মানিতাম বাক্য তব।
কিন্তু, পিতা,
বীরে কেন না পাঠা'বে রণে ?
ভুবনবিখ্যাত বীর হ'য়ে
সঙ্কটসময়ে
বীরের বীরত্ব কেন পরীক্ষা না কর ?

রাবণ।—ইন্দ্রজিৎ !
বীরত্ব যেমন বুঝি,
পুত্রশোকও বুঝি সেইরূপ,
বিভীষণ সরমার প্রতি
বিধি যদি বাম হয়,
মোর মত নিদারুণ শোক
বাজিবে মরমে সে দোঁহার।
স্থির হ', রে প্রাণের কুমার !
নিজেই যাইব আমি রণে।

ইন্দ্র।—(স্বগত)—
এ কি বিপরীত ভাব,
তরণী কি ভুলা'য়েছে পিতারে আমার
সর্ব্বনাশমূল রাম-নামে।
হ'লেও হ'তেও পারে,
মহাষড়যন্ত্রী কূট-মন্ত্রণানিপুণ

সে চক্রের পিতাপুত্র।
বুঝিয়াছি,
কৌশলে রামের অস্ত্রে নাশিয়া সবারে
পিতাপুত্রে লঙ্কারাজ্য করিবে গ্রহণ।
ওঃ! এত দূর দুরাশা অন্তরে!
আর না—আর না,
নিশ্চয় এখনি কণ্টক করিব দূর।
(প্রকাশ্যে)—
পিতা! থাক তবে তুমি,
চলিলাম লঙ্কা ছাড়ি'।
আপনি মজি'ছ,
মজাই'ছ নিজ জনগণে,
তবু তব নাহিক চেতনা।
মঙ্গল না দেখি আর,
যা' ইচ্ছা, তা' কর,
না করিব মানা আর;
এই লও ধনুর্ব্বাণ।

রাবণ।—(স্বগত)—
ঘটনার অদ্ভুত কৌশল
পলে পলে কি যে ভাব ধরে,
কি সাধ্য কে বুঝে তাহা?
বিধাতার ইচ্ছাই ঘটনা,
নহিলে কি হেতু
ইন্দ্রজিৎ নাহি রাখে কথা?
কি করি এখন?
কোন্ দিক্ রাখি?
তরণী রে, যা'বি কি রে রণে?
না না,
পাঠা'ব না তোরে।
কিন্তু—ইন্দ্রজিৎ—
তাই তো, কি হ'বে,
ভাবিয়া উপায় নাহি পাই!
ইন্দ্রজিৎ লঙ্কা ছেড়ে গেলে,
অৰ্দ্ধশক্তি ঘুচিবে আমার,
আবার
তরণীও রণাঙ্গনে গেলে,
কি জানি কি হয়,
হ'বে লোক-নিন্দা-ভয়,
তা' ছাড়া
শোকের উপর শোক পা'ব!
বিধাতা হে, কোন্ দিকে যাই,
উপায় না পাই,
অস্থির হইনু অতি;
অগতির গতি!
কি গতি হইবে মোর!

ইন্দ্র।—মহারাজ!
উত্তর না পাই কেন?
নীরবে কি ভাব মনে?
ভাল,
যাহা ভাল বুঝ, কর তা'ই,
প্রণাম চরণে,
চিরতরে লইনু বিদায়।
(প্রস্থানোদ্যোগ)

রাবণ।—বৎস, স্থির হও;
স্থির হ'য়ে বলি।
(স্বগত)—
প্রবল প্রখর স্রোত
বাধা নাহি মানে আর।
এবে এক কাজ করি,
তরণীরে বিদায়ের কালে
ইঙ্গিতে কহিয়া দিব
নামমাত্র যুদ্ধ করি' শ্রীরামের সনে
ভঙ্গ দিতে রণে।
জানি আমি,
সমরবিমুখে রাম বাম নহে কভু।
নাহি বধে—নাহি বন্দী করে,
আমিই প্রমাণ তা'র।
এরূপ করিলে দুই দিক্ রক্ষা হ'বে।
(প্রকাশ্যে)—
যাও, শুক!
ভেরী-বাদকেরে ল'য়ে করহ ঘোষণা
'নিশাচর সৈন্যগনে

আজি রণে যাইবে তরণী,
রাজার আদেশ এই।'

শুক।—যথা আজ্ঞা, মহারাজ!

[ইন্দ্রজিৎ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ইন্দ্র।—চেষ্টা কৈলে কি না হয়?
হয় আজ মরিবে তরণী,
নয় জয়ী হ'বে।
যদি জয়ী হয়—ভাল,
অধীন করিব তা'রে আপন প্রতাপে,
ঘুচাইব রামনাম।
আর, যদি মরে,
'যা শত্রু পরে পরে,'
তথাপি রামের ভক্তে
না চাই দেখিতে লঙ্কাপুরে।

প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

লঙ্কাপুরী—দুর্গসম্মুখ।

রাক্ষস-সৈন্যগণ।

১ম রা-সৈ।—বানরগুলোর জ্বালায়
সোণার লঙ্কায় গাছ-বংশ সাবাড় হোলো।
কিন্তু মুখপোড়ারা বড় বোকা,
বুঝ্‌চে না যে,
গাছগুলোই তাদের সম্বল,—
এই বসা বল—
এই খাওয়া বল—
আর এই যা'ই বল—
শুধু সেই এক গাছ,
ব্যাটারা তা'ই উপড়ে তস্‌নস্ কোল্লে।

২য় রা সৈ।—ঠিক্!—নিরেট বোকা!

৩য় রা-সৈ।—আর আমরা বুঝি খুব সেয়ানা—না?

১ম রা-সৈ।—না তো কি?

৩য় রা-সৈ।—তা বৈ কি!
নৈলে সেই বোকাগুলোর মুখ-খিঁচুনিতে
আর ল্যাজ-নাড়ুনিতে
ভেড়ার পালের মত ভ্যা ভ্যা কোরে
এই পড়ি তো এই উঠি কোরে
পালাই কেন?

২য় রা-সৈ।—তুইও যা' বোল্লি, তা'ও ঠিক্।

৩য় রা সৈ।—বা রে বিজ্ঞে!
এও ঠিক্—ওও ঠিক্!
তোকে মধ্যস্থি মান্‌লেই চিত্তির আর কি!

২য় রা-সৈ।—আরে না না,
আমি তা' বোল্‌চি নি।
বোল্‌চি—
বানরগুলোর চেয়ে ল্যাজগুলো সেয়ানা।
এই দ্যাখ্, না,
যখন ব্যাটারা ল্যাজ নাড়ে,
তখন আমরা পড়ি কে কা'র ঘাড়ে।

১ম রা-সৈ।—ঠিক্ বোলেচিস্, দাদা!
ল্যাজটাই সত্যি!
এবার ম'লে
যা'তে ল্যাজ মেলে,
সেই তপিস্তে কোর্‌বো কোর্‌বো কোর্‌লো,
যা' থাকে কপালে।

৩য় রা-সৈ।—এবার ম'লে
যদি তোর ল্যাজ মেলে,
আমি তোকে কোর্‌বো তেজী
ল্যাজ যোলে যোলে।

১ম রা-সৈ।—আর অমি
এক আছাড়ে দেবো ফেলে!

৩য় রা সৈ।—কাছে তো গেলে!

১ম রা-সৈ।—হি হি হি হি—হেঃ!

(নেপথ্যে ভেরীধ্বনি)

২য় রা-সৈ।—ওই রে,
আজ আবার বুঝি কে একটা যায়!

৩য় রা-সৈ।—বড় 'কে একটা' নয়,
ঐ একটার সঙ্গে
দশ বিশ হাজার—সাথ. দু'শ'র!

শুক ও ভেরীবাদকের প্রবেশ।

শুক।—মহারাজ লঙ্কেশ্বর
তরণীসেনেরে আজ সেনাপতি করি'
পাঠা'বেন মহারণে।
অবিলম্বে সাজ সবে,
পদাতি, নিষাদী, সাদী, হয়, হস্তী রথ,
নানা জাতি অস্ত্র শস্ত্র,
গম্ভীর সমর-বাদ্য
অচিরে প্রস্তুত যেন রয়।
নেপথ্যে।—জয় রাজাধিরাজ রাবণের জয়!
সকলে।—জয় কুমার তরণীসেনের জয়!
[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

লঙ্কাপুরী—রাজপ্রাসাদ-সম্মুখ।

রাবণ, তরণীসেন ও সৈন্যগণ।

রাবণ।—বৎস তরণী রে,
যা' কহিনু, মনে যেন থাকে,
বিপাকে না পড়ি যেন,
সরমার প্রাণের পুত্তলী তুই,
বুকে যেন তা'র ব্যথা নাহি লাগে!
তরণী।—জ্যেষ্ঠতাত!
কেন ভাব ভয়?
ইষ্টদেব মোর ভয়হারী।
(স্বগত)—
মহারাজ লঙ্কেশ্বর
বড়ই কাতর মোর তরে।
এ কঠিন প্রাণে
এত স্নেহ কে দিল রে ঢেলে!
স্বপ্ন-অগোচর হেরি'
বিস্মিত হ'য়েছি আমি।
গুরুদেব রাম বুঝি
ফিরাইলা রাবণের মন!
আহা, কি দয়ার খেলা!
রাম!
বড় সাধ জাগে মনে
গুরুশিষ্যে করি' রণ সমর-প্রাঙ্গণে
গুরু-করে ত্যজিব জীবন,
পাইব নির্ব্বাণ-পদ ও পদপঙ্কজে।
এতদিন সুযোগ না পেনু,
না কৈল আরতি রাজা মোরে
তব সনে যুঝিবারে।
মনেই মনের আশা ছিল মিলাইতে।
আজ মোর শুভদিন,
দীনহীন পা'বে মোক্ষপদ;
ইন্দ্রজিৎ, ধন্য তুমি,
ভাগ্যে তুমি রাম-শত্রু,
তেঁই আজ রাজারে বুঝা'য়ে
সাধিলে পরম হিত মোর;
ভবঘোর, মায়া-ডোর
তোমা' হ'তে আজ ঘুচিবে আমার।
শ্রীরামের অপূর্ব্ব মহিমা,
মহাবৈরী ইন্দ্রজিৎ
শ্রেষ্ঠতম বন্ধু মোর আজ!
রাম!
ইন্দ্রজিতে রাখিও চরণোপান্তে
অন্তিম-সময়ে।
রাবণ।—বৎস, কি ভাবি'ছ?
যা' বলিনু, অন্যথা না হয়।
তরণী।—মহারাজ, কর আশীর্ব্বাদ,
মনোবাঞ্ছা পুরে যেন মোর।
রাবণ।—গুরুদেব মহাদেব
মনের বাসনা তোর করুন পূরণ।
তরণী রে, পুন বলি—
সাবধানে করিবি সমর,
মোর কথা জপমালাসম
নিয়ত ভাবিবি মনে।
(জনান্তিকে)—
ক্ষণকাল যুঝি' রামসনে

ভঙ্গ দিবি রণে।
যদি ভুলে যাস্,
এই হেতু গিয়া আমি প্রাসাদের চূড়ে
তুলিব লোহিত-ধ্বজা নিজে ;
সমর-প্রাঙ্গণ হ'তে
যেমন হেরিবি ধ্বজা,
অমনি ফিরিবি,
সাবধান, বিলম্ব না হয়।

রণী।—নাহি ভয়, স্নেহময় তাত!

াবণ।—মঙ্গল হউক তোর।

(শিরশ্চুম্বন)

সকলগণ।—জয় লঙ্কাপতি রাবণের জয়!

রণী।—(স্বগত)—
জয় বিশ্বপতি শ্রীরামের জয়!

[রাবণ ও তরণীসেনের প্রস্থান।

সৈ।—ভাই,
রাজা কাণে কাণে কি বোল্লে ?

য় সৈ।–বোধ হয়, ফিকির কোরে
ফাঁকি দিয়ে
ওর বাবা বিভীষণকে ধোরে আন্‌তে।

য় সৈ।—ঠিক্,
তা'কে ধোরে আন্‌তে পাল্লে
লড়াই ফড়াই সব চুকে যায়,
আমরাও বাঁচি।

য় সৈ।—হাচ্ছোঁ!

ম সৈ।—আ মোলো যা,
এমন সময়েও হাঁচি!

য় সৈ।—চুপ্‌ চুপ্‌!—চ্যাচাস্‌ নি,
ভাগ্যি ওরা চোলে গেছে,
নৈলে——হাচ্ছোঁ।

য় সৈ।—ফের্ হাচ্‌লি।
এটার নাক মুখ চেপে ধর্‌তো।

য় সৈ।—তা' হোলে কি হ'বে ?

য় সৈ।—হাঁচি আটকে যা'বে।

য় সৈ।—হাঁচি কি, ভাই ?

২য় সৈ।—হাঁচি যমের ডাক।

১ম সৈ।—যম বুঝি ক্যাচ্‌ক্যাচ্‌ কোরে ডাকে ?

২য় সৈ।—হাঁ—হাঁ,
ক্যাচ্‌ক্যাচ্‌ কোরে ডাকে,
আর ক্যাচ্‌ক্যাচ্‌ কোরে কাটে।

১ম সৈ।—তাই বুঝি আজ বা ঘটে।

৩য় সৈ।—আড়াই পা পেছিয়ে যাই চ,
দোষ ফোষ সব যা'বে কেটে।

২য় সৈ।—আর দোষ ফোষ যা'বে কেটে!
আজ হয় তো
বানরগুলোর পাথরের চোটে
মাথার চাঁদি বা ফাটে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

লঙ্কাপুরী—সরমার কক্ষ।

সরমার প্রবেশ।

সরমা।—আবার বাজিল ভেরী,
কি জানি কাহারে আজ রাজা
পাঠাইবে দারুণ সমরে।
হায় হায়,
নিদারুণ রোষে,
বৃথা দর্প-দোষে
মজাইল নিজে লঙ্কাপুরী!
যে যায়, সে নাহি ফিরে,
তবু তা'র না হয় চেতনা।

যুদ্ধবেশে তরণীসেনের প্রবেশ।

এ কি বেশ, তরণীরে!

তরণী।—জননি গো, প্রণমি চরণে।

সরমা।—বাবা,
এ বেশ দেখিলে ভয় হয় ;
ফেলে দে রে ধনুর্ব্বাণ।

তরণী।—মা!
যাঁ'র আজ রণে,
প্রণমি চরণে,
ছেলে তোর চাহে মা বিদায়।
সরমা।—এ কি কথা, বাছা রে আমার!
একমাত্র পুত্র তুই,
কোন্ প্রাণে দিব রে বিদায়?
না না, বাপ্!
কাজ নাই গিয়ে,
শিশু তুই, অঞ্চলের ধন,
সাজে কি রে রণ তোর?
বড়ই ভগিনী আমি,
লঙ্কার সকলে মোরে বাম;
তেঁই কি রে রাজা দশানন
পুত্রহারা করিতে আমারে
সাধিল এ হেন বাদ?
তোর পিতারে তাড়া'য়ে
না মিটিল আশা,
শেষে, তোরে বধিবারে চায়!
হায় হায়,
কি নির্দ্দয় কঠিন রাবণ!
তরণী —না, মা! না মা!
রাজার নাহিকো অপরাধ;
সঙ্কট-সময়ে তাঁ'র
কোন্ প্রাণে নিশ্চিন্ত রহিব?
যাঁ'র অন্নজলে ধরি প্রাণ,
তাঁ'রে ত্রাণ উচিত, জননি!
সরমা।—তরণী রে!
নিজ দোষে মজে রাজা,
কি দোষ কাহার?
কাজ নাই আর অন্নজলে তা'র,
তোরে, পুত্রবধূটিরে, মেয়েটিরে ল'য়ে
ছাড়ি' পাপ লঙ্কাপুরী
যাই চল্ সাগরের পারে;
দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করি'
খাওয়াইব তোমা' তিন জনে।
ফেলে দে—ফেলে দে রণসাজ,
রাখ্ আজ জননীর কথা।
তরণী।—মা গো,
কেন কর ভয়?
রাম দয়াময় ভক্তের জীবন,
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ,
কিঙ্কর বলিয়া মোরে লইবেন কোলে।
রাম রাম ব'লে
হেরিব শ্রীপদ তাঁ'র,
আপদ বিপদ ঘুচে যা'বে,
পবিত্র হইব, মাতা!
রাক্ষস-জনম মোর হইবে সফল।
শ্রীচরণে ধরি মা গো,
ভাবি' বৃথা কেন পাও ব্যথা?
আশীর্ব্বাদ করি' পুত্রে দাও মা বিদায়।
সরমা।—রামের চরণ দরশনে
আশা তোর,
কেমনে নিবারি?
কিন্তু, বাপ! রণবেশে কেন?
ধরিয়া ভক্তের বেশ,
রাম-নাম-চন্দনের ছাপ
কপালে হৃদয়ে আঁকি',
রামনামাবলী-বাসে উষ্ণীষ বাঁধিয়া,
মুখে রাম নাম বলি'
রামের গোচরে যা', রে রামের কিঙ্কর!
তরণী।—মা,
সে বেশে কেমনে যা'ব?
রাম-বৈরী-পুরে থাকি,
রাম-শত্রু নিশাচরগণ,
তেঁই হেন বীরবেশে যাই;
এই বেশে অভিলাষ হইবে পূরণ।
সরমা।—এ বেশে হেরিলে তোরে রাম
হ'বে বাম রিপু ভাবি' মনে;
তাই ভাবি ভয়,
কি জানি কি হয়;
পাছে—

তরণী।—মা!
কেন হেন বিষাদে আকুল?
কে কা'রে মারিতে পারে?
কেবা কা'র রিপু?
এক বিষ্ণু বিশ্বময়,
ভিন্ন ভিন্ন বপু মাত্র হেরি;
কালেই উৎপত্তি হয়, কালেই বিলয়।
জানিও নিশ্চয়,
জন্ম মৃত্যু নামে কিছু নাই,
রামময় রামময় অনন্ত ভুবন।
তেঁই বলি,
কেন রাম বধিবেন মোরে?
সরমা।—কি বলিস্, কিছুই না বুঝি!
কাণে কাণে কে যেন কি বলে,
প্রাণে যেন কি আঘাত লাগে!
বাছা রে, বাছা রে,
এবে এক কাজ কর,—
রক্ষা-লিপি লিখে আনি,
সেই লিপি দিস্ তোর জনকের করে,
নহিলে, কি জানি,
যদি নাহি চেনে রাম তোরে,
কি হ'তে কি বিপদ্ ঘটিবে।
তরণী।—মা!
মহাজ্ঞানবতী তুমি,
পুত্রস্নেহে কেন ভ্রান্ত আজ?
কাজ কি মা রক্ষা-লিপি?
সর্ব্বজ্ঞ দয়াল রাম
এ দাসে জানেন বিধিমতে।
সরমা।—দয়াময় রঘুপতি!
পতি মোর তোমার কিঙ্কর,
আমি তব সীতার কিঙ্করী;
নিবেদন রাঙা পায়,
পুত্র যায় তোমা' দরশনে,
মনোবাঞ্ছা পুরাইও তা'র;
ফের যেন ফিরে পাই অঞ্চলের নিধি!
তরণী।—মা!
বেড়ে যায় বেলা,
বিলম্বিতে নারি আর।
এবে তুমি তুলসীর দলে
রামে পূজা কর গিয়ে।
তব পুত্রবধূসনে
এ সময়ে না করিব দেখা,
বেলা বেড়ে যায়।
ব'ল তা'রে, মা জননি!
এর পর দোঁহে দেখা হ'বে।
আর এক কথা,—
ভগিনী আমার শিশু কলা,
এ বেশে দেখিলে মোরে বাধা দিবে যেতে;
তা'রে মা বুঝা'য়ে রেখো,
শিখা'য়েছি তা'রে
রাম-নাম-গুণ-গান ক'টি,
সেই গুলি গাওয়াইয়ে তা'রে
রেখো ভুলাইয়ে।
(স্বগত)—
মা!
তোর পক্ষে নিদারুণ কথা,
তেঁই আমি না কহিনু খুলি',
কিন্তু মা জননি!
সাংসারিক-মায়া-মাখা 'মা' বলা আমার
ফুরাইল এত দিনে;
পত্নী আর ভগ্নীরে সে ভার দিয়ে গেনু।
তরণী রে,
এই বার জন্মের মতন
'মা—মা' বলিয়ে ডাক্!
মা—মা!
আর না—হইল বেলা—
মা!
অন্তিম প্রণাম তোর পায়,
স্নেহের তরণী যায়—
মা!—মা! অন্তিম বিদায়!

[প্রস্থান।

সরমা।—রাম!
তোমার দয়ার স্রোতে
ভাসাইনু তরণী আমার;
তরণী হইয়ে তুমি
তরণীরে রক্ষা ক'র, হরি!
তরণী কি চ'লে গেল?
তরণী!—তরণী!—কই?
মনে বড় ভয় বাড়ে,
তরণী কি ফিরিবে আবার?
কই!—কই!—
সন্দেহ—সন্দেহ—দারুণ সন্দেহ!
যাই—যাই—কা'রো হাতে দিয়ে
রামের নিকটে
রক্ষা-লিপি দি গে পাঠাইয়ে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

—•—

প্রথম দৃশ্য।

লঙ্কা—সমুদ্র তটে শিবির।

রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও হনূমান।

(নেপথ্যে রণবাদ্য)

রাম।—হের, মিত্র বিভীষণ!
পুন রক্ষোরণবাদ্য বাজে,
বীর-সাজে কে আবার আসে?
লক্ষ্মণ।—হের, আর্য্য! রাক্ষসের ছলা,
কখন্ কিরূপে আসে,
মর্ম্ম নাহি বুঝি;
বড়ই মায়াবী নিশাচর।
মকরাক্ষ নিশাচর গো-বাহিত রথে
আইল যুঝিতে;
এ আবার
তা' হ'তেও ছলা মায়া জানে,
রাম-নাম-লেখা রথে,
রাম-নাম-লেখা ধ্বজা পত পত উড়ে,
মুখে বলে রাম রাম;
মহাভণ্ড এই নিশাচর।
হনূ।—অদ্ভুত রাক্ষসী মায়া!
রণবাদ্য 'রাম জয়' রবে বাজায় রাক্ষসগণ;
ছলে বা কৌশলে
আমা'সবে ভুলাইয়ে জিনিবে সময়ে;
নিশাচর বড়ই চতুর।
আদেশ করহ দাসে,
কালগ্রাসে পাঠাই রাক্ষসে,
উড়াই ভণ্ডের মুণ্ড খণ্ড খণ্ড করি'।
রাম।—না, মারুতি,
বিলম্ব ক্ষণেক,
অগ্রে বিধিমতে পরিচয় জানি,
তা'র পর যেবা হয় হ'বে।
কহ, মিত্র!
কেবা ওই নিশাচর?
দেখিতে বালক,
কিন্তু অলস্ত বীরত্বে মহাবীর;
লঙ্কাপুরে যত বীর আছে,
তব কাছে সবে পরিচিত;
কহ, সখে!
কে ওই বালক-বীর রণে ডাকে মোরে?
বিভী।—দয়াময়!
ওই শিশু রাবণের অন্নে ধরে প্রাণ—
সম্বন্ধে ও ভ্রাতৃপুত্র তা'র—
পরিচয়ে জ্ঞাতি;
ভণ্ড নহে,
ধার্ম্মিকের চূড়ামণি;
জানি আমি
রাম-নামে সুখী ওই শিশু,
রাম-প্রেমে সংসারে উদাসী।
রাম।—তবে না যুঝিব ওর সনে;
ভক্তেরে কেমনে এড়ি বাণ?

অচিরে পশ্চিম দ্বারে,
নিবার নিবার নীল বীরে,—
অস্ত্র যুদ্ধ নাহি হ'বে—রামের আদেশ।
হনু।—যথা আজ্ঞা, প্রভু!

(গমনোদ্যোগ)

বিভী।—রহ রহ, পবনকুমার!
আমিও যাইব সাথে।
যাইব কি, সখা?
রাম।—যাও, মিত্র!

[এক দিক্ দিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও অপর দিক্ দিয়া হনুমান ও বিভীষণের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

লঙ্কা—যুদ্ধক্ষেত্র।

নীল, তরণীসেন ও উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ।

নীল।—আরে আরে নিশাচর!
কোথা যাস্?
নাহি ত্রাস তুচ্ছ প্রাণে তোর?
পশ্চিম দুয়ারে মোর থানা,
নাহি জানা তোর?
তরণী।—(করযোড়ে)—
বীরবর! কেন রোধ?
ছাড় পথ,
হেরিব রামের পা দু'খানি,
তা' ছাড়া না জানি কিছু;
নাহি ভয়,
শ্রীরামের জয়!
নীল।—কি দুরাশা তোর, দুরাচার!
পশ্চিম দুয়ার হ'বি পার
ফাঁকি দিয়া মোরে?
রাক্ষসের ছলযুদ্ধ বুঝি;
অগ্রে বুঝি,
তা'র পর যদি পা'স্ প্রাণ,
যাইবি রামের সন্নিকট,
আগে এ সঙ্কট হ'তে বাঁচ্!
হের এই শালগাছ!
তরণী।—কি এক সামান্য শালতরু!
পৃথিবীর কোটি কোটি অরণ্য লুটিয়া
আন বৃক্ষ, বক্ষ দিব পাতি';
কোমল কুসুমাঘাত-সম
মনোরম তৃপ্তির আঘাত
লাগিবে এ বুকে,
যদি মুখে বলি রাম নাম।
নীল।—রাক্ষসের চতুরতা
না খাটিবে আমার নিকট!
মরণ নিকট তোর,
দেহ-ঘটে না রাখিব প্রাণ!
ভণ্ড বেটা!
মুখে রাম নাম,
মনস্কাম অন্যরূপ!
তরণী।—কি বলিলে, নীল!
ভণ্ড আমি?
অন্য গালি দেহ মোরে, ল'ব শির পাতি';
কিন্তু রামনামে ভণ্ড আমি,
এ অসহ্য বাণী নাহি সহে প্রাণে;
এখনি উচিত দণ্ড দিব,
মুণ্ড উড়াইব তব শালতরুসনে।
নীল।—আরে অপগণ্ড শিশু!
ক্ষীণদেহে এত শক্তি!
তুচ্ছ প্রাণে এত উচ্চ আশা,—
মহাবীর নীলে দণ্ড দিবি?
মজিলি মজিলি নিজ দোষে!
জয় রাম!

(বৃক্ষোত্তোলন

তরণী।—জয় রাম!
নীল।—আরে দুষ্ট! এ কি রীতি?
বিপক্ষের বুলি মুখে?
জয় রাম বলা ছলা বুঝিয়াছি তোর,
ভুলাইবি মোরে বুঝি?

আরে রে রাক্ষস!
কি দুর্দ্দশা করি তোর দাখ্ !
(উভয়ের যুদ্ধ ও নীলের মূর্চ্ছা)

[রাক্ষসসৈন্যগণের তাড়নায় কপিসৈন্যগণের পলায়ন।

তরণী।—কি নীল!
বাক্য কেন নাহি সরে আর?
ভঙ্গ বল!
কি ক'ব, রামের দাস তুমি,
নহিলে দ্বিখণ্ড করি' কাটিতাম শির।
মূর্চ্ছিত দশায় রহ।
সাবধান, সেনাগণ,
কেহ না ছুঁইও নীল বীরে,
অস্ত্রাঘাত না করিও দেহে।
(স্বগত)—
তা' হ'লে রুষিবে প্রভু রাম,
না হেরিবে মুখ মোর।
(প্রকাশ্যে)—
এস এস অগ্রসর হ'য়ে।

বেগে হনূমানের প্রবেশ।

হনূ।—ক্ষান্ত হও, রাক্ষস-বালক!
রামের আদেশ,
যুদ্ধ নাহি হ'বে আজ!
(মূর্চ্ছিত নীলকে দেখিয়া)—
এ কি! এ কি! ধূলায় লুটায় নীল!

বেগে বিভীষণের প্রবেশ।

হের হের, প্রভু-সখা!
সর্ব্বনাশ ঘটিল পলকে!
রাক্ষস-শিশুর বাণে
প্রাণে বুঝি নাহি নীল!

বিভী।—(দেখিয়া)—
এখনো জীবিত আছে,
মূর্চ্ছায় কাতর।
তুলি' ল'য়ে নীল বীরে
শিবিরে অচিরে যাও তুমি;
শিশুরে নিষেধ করি আমি
রামের আদেশমত না করিতে রণ।

[নীলকে লইয়া হনূমানের প্রস্থান।

বিভী।—তরণী রে!
এ কি!—এ কি বেশ!
জননীরে তোর
কি ব'লে বুঝা'য়ে এলি হেথা?
বাছা, হেথা তোর পিতা,
জেনে শুনে কেন দিতে ব্যথা
এলি, রে প্রাণের পুত্র!

তরণী।—(স্বগত)—
সর্ব্বনাশ!
বুঝি পিতারে দিলেন রাম পাঠা'য়ে হেথায়;
দয়াময় রাম
মোরে বুঝি বাম ভাগ্যদোষে মোর!
কিবা দোষ করিনু শ্রীপদে?
বিপদে উদ্ধার হ'তে এসে
পড়ি বা বিপদে।
না—পিতারে বুঝাই,
ফিরিয়া পাঠাই পুন।
(সৈন্যগণের প্রতি)—
সৈন্যগণ! যাও অন্তরালে,
ডাকিলে আসিবে পুন;—যাও।

১ম সৈ।—যথা আজ্ঞা বীরবর!
(সৈন্যগণের কিয়দ্দূর গমন)

২য় সৈ।—ও ভাই,
বাপ বেটায় কাণাকাণি কেন?

১ম সৈ।—আমার মনে ঠেক্‌চে কি যেন কি যেন।

৩য় সৈ।—বোধ হয়, ঘরে ফিরে নে যা'বে।

১ম সৈ।—ও বাবা! ও কি তেমন বাবা!
ফিরে গিয়ে বুঝি
আবার রাজার লাথি খা'বে?

৩য় সৈ।—তবে কি?

১ম সৈ।—আমার বোধ হয়;

তরণীও বা বাঁধার সঙ্গে জেড়ে।
২য় সৈ।—আঃ, তা' হ'লে তো বাঁচি।
লড়ায়ে আজ রেহাই পাই।
১ম সৈ।—মা দুর্গা করুন্ তা'ই।
তরণী।—কি হেতু বিলম্ব কর?—যাও।
১ম সৈ।—যে আজ্ঞা।

[সৈন্যগণের প্রস্থান।

তরণী।—প্রণিপাত করি শ্রীচরণে,
সন্তানে আশীষ কর,
পূরে যেন মনস্কাম।
পিতা!—পিতা!
কোথা রাম?
বিভী।—বৎস! ছাড়ি' রণবেশ
আয় রে আমার সাথে,
দিব তোর মাথে শ্রীরামের পদধূলি।
তরণী।—এই বেশে হেরিব শ্রীরামে;
রাম-নামে ঘুচে যায় ভয়,
তবে কেন ভয়, পিতা!
বাহ্যবেশ বদলি' কি কভু
মিলে সেই ত্রিলোকের প্রভু?
চিত্তবেশ মোর হেন নয়।
পিতা!
দয়া ক'রে বল গিয়া দয়াময় রামে—
দয়াযুদ্ধ দেখিবে তরণী।
বিভী।—দয়াযুদ্ধ!
এ কি রে অদ্ভুত কথা,
কখনো শুনি নি কাণে;
যুদ্ধনীতি জানি তো বিশেষ,
কিন্তু দয়াযুদ্ধ নব অভিধান!
পুত্র! এ সূত্র পাইলি কোথা?
তরণী।—পিতা!
তব আশীর্ব্বাদে, রামের প্রসাদে
দয়াযুদ্ধ বুঝিয়াছি।
বিলম্বে ব্যাঘাত হয়,
বল রামে দয়াযুদ্ধ-কথা।

বিভী।—(স্বগত)—এ কি!—এ কি!
কে যেন কহিল কাণে কাণে—
দয়াযুদ্ধ নূতন ঘটনা;
দয়াযুদ্ধ যুদ্ধনীতিমূলে
শিরোবাক্য হ'বে আজ;
দয়াযুদ্ধ না হইলে
সীতার উদ্ধার নাহি হ'বে,
ভক্তাধীন রাম আর ভক্তের তাঁহার
বাঞ্ছা না পূরিবে।
অদ্ভুত বিচিত্র কথা!
দয়াযুদ্ধ দেখিবে তরণী!
ভাল, তা'ই যেন হ'ল,
কিন্তু দয়াযুদ্ধ-শেষ-ফল কিবা?—
দয়াল রামের দয়া।
তবে না করিব মানা।
(প্রকাশ্যে)—
তরণী রে! যাই তবে,
দয়াযুদ্ধ-কথা বলি রামে।
বৎস!
বহুদিন হ'তে তোরে দেখি নি নয়নে,
করি নাই কোলে,
করি নাই মস্তক চুম্বন;
আয় আয় কোলে আয়;
রাবণের পদাঘাতে এ বক্ষ পীড়িত,
আজো ব্যথা আছে জাগি';
আয় আয়,
এ ব্যথিত বক্ষে তোরে ল'য়ে
সে ব্যথা জুড়াই।
(তরণীসেনকে আলিঙ্গন ও মস্তকচুম্বন)
যাই তবে শ্রীরামের পাশে।
জয় জয় রাম!
তরণী।—পিতা!
শ্রীচরণে নমি পুনরায়।
(স্বগত)—
অন্তিম প্রণাম এই,
তব পদধূলি-বলে

পূরে যেন মনস্কাম,
মোক্ষপদ পাই যেন আর!

(পদধূলিগ্রহণ)

বিভী।—জয় জয় রাম!
তরণী।—জয় জয় রাম!

[বিভীষণের প্রস্থান।

(স্বগত)—
দয়াযুদ্ধ নাম শুনি' কিরিলেন পিতা;
ধন্য ধন্য দয়াময় রাম,
অনন্ত দয়ার সিন্ধু তুমি,
এক বিন্দু দয়া যেন পাই,
শ্রীচরণে দিও ঠাঁই এ অধমে প্রভু!
(প্রকাশ্যে)—
আইস ঝটিতি, সৈন্যগণ!

সৈন্যগণের পুনঃপ্রবেশ।

সৈন্যগণ! চলহ ঝটিতি,
রণবাদ্য বাজাও সঘনে,
সিংহনাদে কাঁপাও আকাশ,
হুহুঙ্কার ছাড় মুহুর্মুহু,
সন্ত্রাসে কাঁপুক কপিগণ।
কোন চিন্তা নাই,
সাহসে নির্ভর কর,
শ্রীরাম লক্ষ্মণে আজ করিব সংহার।
সৈন্যগণ।—জয় কুমার তরণীসেনের জয়!
তরণী।—(স্বগত)—জয় শ্রীরামের জয়!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

লঙ্কা—যুদ্ধক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব।

হনুমানের প্রবেশ।

হনু।—রাক্ষসের বচনে আমার
বিশ্বাস না হয় কভু;
বিভীষণ আসিয়া কহিল—
সমর-প্রাঙ্গণে শ্রীরামের সনে
দয়াযুদ্ধ করিবেক ওই নিশাচর।
ওঃ, দেখ কিবা ভাণ—
দয়াযুদ্ধ!
কি জটিল রাক্ষসী-কল্পনা;
বিভীষণ ভক্ত ওরে কয়,
কিন্তু ওই নীচাশয় ভক্ত কভু নয়।
ভক্তে কোথা করে রণ?
দারুণ রাক্ষসীমায়া,
কুটিল মায়াবী নিশাচর।
মায়া আজ উড়াইব,
মুণ্ড ওর গুঁড়াইব গদার প্রহারে,
কভু না যাইতে দিব শ্রীরামের পাশে;
আগুলি' রহিনু পথ,
দেখি কিরূপে চালায় রথ।
আরে মর্,
মায়ার উপরে মায়া,
রথ ছাড়ি, পদব্রজে আসে
হাত দুটা যোড় করি',
যেন কত সাধু!
এই ছলে নীলে দুষ্ট ক'রেছে আহত,
আমারেও সেরূপ করিবে বুঝি?
কিন্তু হনুমান্ ভুলিবার নয়।

তরণীসেনের প্রবেশ।

আয় আয়, নিশাচর!
তরণী।—(যোড়করে)—
কেন এত রোষ, বীরবর?
না চাই যুঝিতে তোমা' সনে,
রণাঙ্গনে সে আশায় আসি নাই।
ছাড় পথ,
মনোরথ পুরাইব রামদরশনে।
হনু।—আরে আরে রাক্ষস মায়াবী,
কোথা যা'বি?
বিনাযুদ্ধে হনুমান্ পথ নাহি ছাড়ে,
দিব তোরে যমালয়ে একটি আছাড়ে।
তরণী।—বৃথা বাক্যে বাড়ে বেলা,

এখনো মিনতি রাখ,
নাহি দিও বিঘ্ন বাধা আর,
ছাড় পথ।

হনু।—যমালয়-পথ দিমু ছাড়ি।

তরণী।—বলে তবে করিব প্রবেশ,
দেখি,
কিরূপে নিবার তুমি, হনূ!

(সবেগে গমনোদ্যোগ, হনুমৎকর্ত্তৃক বাধা-প্রদান ও উভয়ের যুদ্ধ)

হনু।—সাবাসি, রাক্ষসা তোরে,
সুখী হৈনু করি' রণ।

তরণী।—আরো সুখী করিব তোমায়।

(উভয়ের পুনর্যুদ্ধ)

[হনুমানের পরাস্ত হইয়া পলায়ন ও তরণীসেনের তৎপশ্চাৎ ধাবন।

চতুর্থ দৃশ্য।

লঙ্কা—যুদ্ধক্ষেত্রের অপরাংশ।

বেগে অঙ্গদের প্রবেশ।

অঙ্গদ।—অদ্ভুত শিশুর শক্তি,
বীরভক্তি জাগিল অন্তরে;
ধন্য ধন্য রাক্ষসকুমার!

বেগে সুগ্রীবের প্রবেশ।

সুগ্রীব।—অঙ্গদ রে!
না জানি কি বিভ্রাট বা ঘটে!
অদ্ভুত শিশুর রণ,
ছত্রভঙ্গ কপিসৈন্যগণ!
মহাবীর পবন-কুমার
হারি মানি' কৈল পলায়ন!
দ্বিবিদ, কুমুদ, গয়, গবাক্ষ, পণস,
নল, নীল, সুষেণ শশুর,
ধূম্রাক্ষ, শরভ, শতবলী,
নীলাক্ষ, প্রমাথি, গন্ধমাদন, কেশরী,
বিনোদ, সম্পাতি, ধূম্র আর বীরগণ
পরাজিত বালকের রণে!
শঙ্কা হয় মনে
কাল বুঝি এলো শিশুরূপে!
হের হের,
ওই আসে শরগ্রাসে গ্রাসি' কপিগণে!
খুব সাবধানে
প্রাণপণে কর রণ।

অঙ্গদ।—কেন, খুড়া, কর ভয়?
পাঠাইব যমালয়
সুনিশ্চয় রাক্ষস-শিশুরে।

বেগে তরণীসেনের প্রবেশ।

তরণী।—ছাড় পথ—ছাড় পথ,
বেশী দূর নাহি আর রামের শিবির।

অঙ্গদ।—ভুল্ কথা!
বেশী দূর নাহি আর যমের নরক!

তরণী।—কি!—যমের নরক!
খুড়া ভাইপোয় মিলি'
ভাল গালি শিখেছ, অঙ্গদ!
প্রতিশোধ এই তা'র।

(অঙ্গদ ও তরণীসেনের যুদ্ধ)

সুগ্রীব।—(অঙ্গদকে পরাস্তপ্রায় দেখিয়া)—
আরে আরে ক্ষুদ্র শিশু!
এত দম্ভ কা'র তেজে?
বালক অঙ্গদে জিনি'
ভেবেছিস্ পা'বি বুঝি প্রাণ?

তরণী।—তুমিও আইস, খুড়া বীর!
পুরাই চরম আশা!

(সুগ্রীব ও অঙ্গদের সহিত তরণীসেনের যুদ্ধ)

[সুগ্রীব ও অঙ্গদের পলায়ন।

কোথা যাও, কিষ্কিন্ধ্যার পতি!
কোথা যাও, কুমার অঙ্গদ!
পাঠা'বে না যমের নরকে!—
ছি ছি!—ছি!

দেখি দেখি,
আর কত বীর আছে।

[বেগে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

লঙ্কা—রামের শিবিরসম্মুখ।

তরণীসেনের প্রবেশ।

তরণী।—দয়াময় রাম!
আর কেন ক্লেশ দাও?
বীরবেশে দেখা দাও দাসে।
হরি!
তব পদে মোক্ষপদ আছে,
তাই তব কাছে এসেছি হে!
এ অধমে পদে দিতে ঠাঁই
ইচ্ছা কি হে নাই, ইচ্ছাময়?
যদি নাহি দেখা দাও,
তবে দয়াময় নামে
কলঙ্ক হইবে, প্রভু!
কভু আর কেহ না বলিবে রাম।

বেগে বিভীষণের প্রবেশ।

বিভী।—তরণী রে, ক্ষান্ত হ' রে,
কাজ নাই রণে আর।
কোমল শরীর তোর
জর জর হ'য়েছে রে দারুণ সমরে!
ফিরে যা—ফিরে যা গৃহে,
রাখ্ রাখ্ পিতার বচন,
দেখিতে না পারি আর!

তরণী।—আবার কি হেতু, পিতা এলে এ সময়?
পিতা হ'য়ে কেন সাধ বাদ?
প্রমাদ ঘটাও কি কারণ?
রাম দরশনে পুত্রে কেন কর মানা?

বিভী।—তবে ফেলে দিয়ে ধনুর্ব্বাণ
আয় রে আমার সাথে!

তরণী।—দয়াযুদ্ধ-কথা
ভুলিলে কি, পিতা?

বিভী।—ব্যথা বড় বাজে প্রাণে;
দয়াযুদ্ধ বুঝিতে নারিনু,
কাজ নাই দয়াযুদ্ধে।

তরণী।—তবে না দেখিব আমি রাম,
মনস্কাম হ'ল না পূরণ;
কি কাজ এ ছার প্রাণে তবে?
আত্মহত্যা মঙ্গল আমার।

(আত্মহত্যাহেতু ধনুকে শরযোজনা)

বিভী।—(হস্তধারণ করিয়া)—
তরণী রে, ক্ষান্ত হ' রে,
কিছু না বলিব আর।
রামের নিকটে যাই,
বুঝা'য়ে তাঁহারে আমি আনি তোর পাশে;
দয়াময় রাম, দয়া করিবেন দাসে।

তরণী।—এই তো পিতার কাজ,
না করিও ব্যাজ আর।
হৃদয়-মন্দিরে মোর যে রাম বিরাজে,
দেখাও তাঁহারে, পিতা!

[বিভীষণের প্রস্থান।

নেপথ্যে।—জয় রামচন্দ্রের জয়—জয়!

তরণী।—ও কি ও,
রামজয় কেবা কয়?
সৈন্যগণসহ বুঝি আসে রঘুমণি?
না,
আসেন লক্ষ্মণ বীর।
ভাল ভাল,
পাইনু কায়ার ছায়া;
ছায়া বই নাহি মিলে কায়া।
লক্ষ্মণে যেকালে পেনু,
রামে পেতে নাহি দেরি আর।
যাই যাই চরণে লুটাই,
কহি গে লক্ষ্মণে
ভক্তের জীবন প্রভু রামে দেখাইতে।

[বেগে প্রস্থান।

দূরে বিভীষণের পুনঃপ্রবেশ।

বিভী।—তরণী রে!—তরণী রে!
নারিনু যাইতে রাম পাশে,
কি জানি কি ত্রাসে
আইনু ফিরিয়া ফের।
ফের ফের লঙ্কাপুরে,
সরমা জননী তোর,
তোর তরে হ'য়েছে আকুল;
পুত্রবধূ শোভা বালা
না জানি কি দুর্গতি ভুঞ্জি'ছে;
শিশু কন্যা না হেরিয়া তোরে
কাঁদি'ছে ভ্রাতার শোকে!
ফিরে যা—ফিরে যা গৃহে।
(অগ্রসর হইয়া)—
কই,
তরণী হেথায় নাই!
এই যে এখানে ছিল,
কোথা গেল আঁখি পালটিতে?
তরণী! তরণী!
দেখা দে রে—দেখা দে রে!
একবার পিতা ব'লে সাড়া দে রে!
পলে পলে ভয় বাড়ে মনে,
কি কুক্ষণে এলি রণে আজ,
বাজ বুঝি পড়ে মোর শিরে;
আঁখি-নীরে ভাসি, বাছাধন!
পিতা ভিন্ন অন্তে কি বুঝিবে?
অস্থির হ'য়েছি অতি,
কোথা গেল তরণী আমার?
তরণী! তরণী!
(ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া)—
ও কি!
কে ওই রমণী গেল চলি'?
কে ওই পুরুষ গেল?
দেবতা বলিয়া বোধ হয়!
উহাঁরা উভয়ে মিলি'
রক্ষিবেন তরণীরে মোর।
দয়াযুদ্ধ—দয়াযুদ্ধ!
দয়াবীর রাম রঘুমণি
দয়াযুদ্ধ করিবেন তরণীর সনে,
তবে কেন মনে ভাবি ভয়?
জয় জয় রাম দয়াময়!

[প্রস্থান।

লক্ষ্মণের সহিত তরণীসেনের পুনঃপ্রবেশ।

লক্ষ্মণ।—মায়াজীবী নিশাচর,
মায়া-ছলা কৃতাঞ্জলি তোর,
ভুলা'তে নারিবি মোরে।
তরণী।—মায়া-ছলা কিছুই না জানি।
লক্ষ্মণ।—জিহ্বার বচন তোর না চাই শুনিতে,
অস্ত্র-মুখে কথা কহা বীরের লক্ষণ।
তরণী।—তাই তো, কি করি,
(স্বগত)—
ভেবেছিনু,
লক্ষ্মণের বর-অঙ্গে অস্ত্র না এড়িব;
নির্দ্দয় পিশাচ মোরে কহিবেন রাম।
কিন্তু, মিনতি বিনতি বৃথা,
না রাখে বচন মোর বীরেন্দ্র লক্ষ্মণ,
পথ নাহি ছাড়ে,
কেমনে যাইব আমি রামের গোচরে!
মনোবাঞ্ছা পূরিবে না মোর?
ভবঘোর ঘুচিবে না আজ?
রাক্ষস বলিয়া মোরে
ঘৃণা কি করিলা রাম?—না না!
ভক্তে রাম ঘৃণা নাহি করে,
তা' হ'লে চণ্ডালে
মিত্র বলি' কেন দিলা কোল?
উচ্চনীচ ভেদাভেদ ভক্ত জনে নাই,
দেবদেব মহাদেব হ'তে
নীচ নীচ অতি নীচ পাতকী পর্য্যন্ত

রামনামে রামের কিঙ্কর।
তবে, আমি হেন মহাপাপী
কেন না পাইব দেখা তাঁ'র!
বুঝিয়াছি,
শক্রভাব বই নাহি মোর গতি,
শক্রভাবে আসিয়াছি,
শক্রভাবে পূজিব লক্ষ্মণে,
শক্রভাবে রামশরে
হ'বে মোর মোক্ষপদ লাভ।
(প্রকাশ্যে)—
এস এস, লক্ষ্মণ ধানুকী!
অগ্রমুখে কহি কথা,
মর্ম্মব্যথা ঘুচাই তোমার।

(উভয়ের যুদ্ধ)

লক্ষ্মণ।—বীর বট, নিশাচর,
তুষ্ট হৈনু আমি আজ যুঝি তোর সনে।
তরণী।—ছাড় তবে পথ,
রামের নিকটে যাই।
লক্ষ্মণ।—লক্ষ্মণের থাকিতে জীবন,
সে আশা দুরাশা তোর!
সন্তুষ্ট হ'য়েছি বলি' ভেবেছিস্ বুঝি—
কাপুরুষ অবীর লক্ষ্মণ।
রে নির্ব্বোধ, লক্ষ্মণেরে এড়াইয়া,
রামসনে করিবি সমর?
জীবিত দশায় নয়,
মৃতদেহে তুই
দেখিবি রে রাম রঘুবীরে!
তরণী।—ভাল ভাল,
দেখাও দেখাও বীরপণা।
শুন, বীর! রামের দোহাই,
মূর্চ্ছিত করিব তোমা' রণে;
তব অঙ্গে দিয়া ব্যথা,
ব্যথা দিব শ্রীরামের প্রাণে;
বুঝিয়াছি এতক্ষণে
রামেরে না দিলে ব্যথা,
ভববন্ধনের ব্যথা ঘুচিবে না মোর।

লক্ষ্মণ।—কি, ভববন্ধনের ব্যথা?
তরণী।—না না,
ভুলিয়া কহিনু হেন কথা,
মর্ম্ম-ব্যথা ঘুচিবে না মোর!
বিলম্ব না সহে,—
দেখাও দেখাও বীরপণা।
লক্ষ্মণ।—অন্তরে সন্দেহ বাড়ে
কহ মোরে, কেবা তুমি?
তরণী।—(স্বগত)—বিভ্রাট বা ঘটে!
রুষ্ট করি লক্ষ্মণেরে,
নহিলে উপায় নাই।
(প্রকাশ্যে)—
কি, বীর! তেজ বীর্য্য কোথা গেল?
একেবারে ভাব-বিপর্য্যয়,
হ'য়েছে কি ভয়?
যাও যাও, করিলাম ক্ষমা,
বুঝিলাম—কাপুরুষ দুর্ব্বল লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ।—রাক্ষস-পিশাচ!
কি বলিলি?—কাপুরুষ দুর্ব্বল লক্ষ্মণ?
মরণ নিকট তোর, নাহি পরিত্রাণ,
হের মোর তূণপূর্ণ বাণ
নিতে তোর প্রাণ
আপনি বাহির হয়।
আয় আয় নিশাচর!

(উভয়ের পুনর্যুদ্ধ ও লক্ষ্মণের মূর্চ্ছা)

তরণী।—আর নাহি ভয়,
শেষ বাধা ঘুচিল আমার,
এই বার অবশেষ পরমেশ রাম।
গুরুশিষ্যে বাধিবে সমর;
সুরাসুর, চারণ, কিন্নর,
গ্রহ, তারা, সসাগরা ধরা,
পর্ব্বত, পাদপ, মেঘমালা,
পশু, পক্ষী আদি, যে যেথায় আছ,
এই বেলা মিল আঁখি,
দেখ চেয়ে গুরুশিষ্য-রণ।

[বেগে প্রস্থান।

বেগে হনুমানের প্রবেশ।

হনু।—কই কই সে রাক্ষসা ?
এই বার এক চড়ে
ধড়ে তা'র না রাখিব প্রাণ।
কুমার লক্ষ্মণ বুঝি শরে হটাইয়া
নিয়ে গেছে দূরে তা'রে ?
যাই যাই—সহায়তা করি।
এ কি ?
হায় হায়, এ কি সর্ব্বনাশ !
লক্ষ্মণ লুটায় ভূমে,
মোহ-ঘুমে অচেতন !
কুমার !—কুমার !
সাড়া নাহি পাই,
কাজ নাই ডাকি' ;
এইরূপে ল'য়ে যাই রামের নিকটে।
বীর বটে সে রাক্ষস-শিশু !

[লক্ষ্মণকে লইয়া প্রস্থান।

—

পঞ্চম অঙ্ক।

—•—

প্রথম দৃশ্য।

লঙ্কা—রামের শিবির-সম্মুখ।

রাম।

রাম।—মহাবীর রক্ষ-শিশু
অদ্ভুত শকতি ধরে ;
মুহূর্ত্তসময়ে
অস্থির করিল মোর ঠাট,
বড় বড় মহাবীর
নতশির শিশুর সমরে ;
দ্বিতীয়জীবনসম লক্ষ্মণ আমার,
শক্তি যা'র অতুলন,
সেই ভাই মূর্চ্ছিত হৈল বালকের শরে !
কপোতের মুখে
রক্ষা-লিপি প্রেরিল সরমা ;
সেই লিপি-অনুসারে
জানি আমি, কে ও শিশু,
জানি আমি, মনোভাব ওর,
জানি আমি
শুধু ওর ভক্তির শৃঙ্খলে
বদ্ধ হ'য়ে হেরিলাম এ সব ঘটনা।
অন্য কেহ লক্ষ্মণেরে করিলে মূর্চ্ছিত,
সমুচিত শিক্ষা আজ পেত মোর বাণে ;
কিন্তু এ শিশুর প্রতি
কেমনে এড়িব বাণ ?
মনপ্রাণ হইল অধীর।
মিত্রতার এ তো নহে রীতি
মিত্রসুতপ্রতি অমিত্র-আচার ;
অহো, কি বলিবে বিভীষণ !
কি বলিবে দুখিনী সরমা !
কাজ নাই কাল-রণ,
ফিরে যেতে বলি তরণীরে,
বিঁধিব না শরে বরবপু,
ভক্ত কভু রিপু নহে মোর।

দৈববাণী।—ভক্ত যদি রিপু নহে তব,
তবে কেন মনোবাঞ্ছা তা'র
না পূরাও, বাঞ্ছাময় ?
তরণীর নিগূঢ় বাসনা
যদি নাহি পূরে আজ,
তা' হ'লে নিশ্চয়
বিধিবিপর্য্যয় হ'বে, প্রভু !
ভক্তি লোপ হ'য়ে যা'বে,
ভক্ত কেহ না হ'বে তোমার,
ভক্তির সংসার হ'বে অনন্ত নরক।

রাম।—বিষম আকাশ-বাণী ;
কোন্ দিকে যাই,
কি উপায় পাই !
তরণী রে,
ব্রহ্মাণ্ড আমার নে রে,
নে রে নে রে সর্ব্বস্ব আমার ;

কিংবা বল্,
বলিয়ে বুঝা'য়ে আমি ছাড়ি' তা'র দ্বার,
তোর দ্বারে দ্বারী হ'য়ে রই ;
তরণী রে !
কেন ভক্ত হইলি আমার ?
কেন কৈলি এ দারুণ সাধ
প্রমাদ পাড়িতে হেন ?
ফিরা তোর হেন অভিলাষ,
ইহা ছাড়া কিবা চা'স্, বল্,
অকাতরে দিব তোরে।
তরণী রে,
অশ্রুধারে চিরকাল ভাসি,
সেই অশ্রু বাড়াস্ নে আর !

বেগে লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ।—এ কি, দাদা !
কেন ভাবান্তর ?
কাতর কি আমা' লাগি' ?
তব আশীর্ব্বাদে—
মূর্চ্ছা মোহ ঘুচিয়াছে মোর,
প্রণমে কিঙ্কর রাঙা পায়।

রাম।—(স্বগত)—
বিষম বিভ্রাট আজ বিষম ঘটনা।
অহো,
তরণীর বিষম বাসনা !

লক্ষ্মণ।—শ্রীচরণে পুন ভিক্ষা চাই,
আর একবার যাই রণে।

রাম।—স্থির হ', রে ভাই।
আর কাজ নাই গিয়ে রণে।

(নেপথ্যে সৈন্যকোলাহল)

লক্ষ্মণ।—হের, দাদা,
আসে সেই রাক্ষস-পিশাচ,
আজ্ঞা দেহ,
পাঠাই যমের গ্রাসে।

রাম।—কেন রে উতলা হ'স্ এত ?
আসিতেই দে রে ওরে।

তরণী।—(নেপথ্যে)—
ভক্তের প্রণাম লহ, ভক্তপ্রাণ রাম !

রাম।—মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্ তোর।

লক্ষ্মণ।—রঘুপতি !
এ কি তব মনোগতি !
এ তো আশীর্ব্বাদ নয়,
নিজ অমঙ্গলময়ী বাণী !
ছদ্মবেশী বৈরীরে কি কভু
হেন আশীর্ব্বাদ কেহ করে ?
তোমার অকাট্য কথা
না জানি কি ব্যথা বা ঘটায়,
কপিকুল যা'বে ছারখারে,
পরাজয় বুঝি হয়।

রাম।—কেন, ভাই, ভাব ভয় ?
রাক্ষস-তনয়
ভক্ত বলি' দেয় পরিচয়।

লক্ষ্মণ।—ওই ছলে ওই ছলী
দলিয়াছে তব সৈন্যগণে।
পরাঙ্মুখ করিয়াছে
হনুমান্ আদি মহাবীরে।
ভুল না ছলনে ওর,
ঘোর মায়াচারী নিশাচর।

রাম।—লক্ষ্মণ রে, শিশু তুই,
তেঁই ভক্ত-মনোভাব নারিস্ বুঝিতে।
সত্য বটে,
বহু বহু ছদ্মবেশী ভণ্ড দুরাচার
ভক্ত বলি' প্রচারে আপনা ;
লুকা'য়ে মনের ভাব
পাপস্বার্থ সাধে পাপাচারে।
কিন্তু ভাই !
যে জন প্রকৃত ভক্ত মোর,
সে নহে কপটী ভণ্ড,
স্বার্থ তা'র নাহি জাগে মনে।
ভক্তের লক্ষণ এই—
বাহ্যভাব অন্তরে লুকায়,
মনোভাব প্রকাশে বাহিরে ;

ফল কথা,
মনোময় যেই জন, সেই ভক্ত মোর।
লক্ষ্মণ।—দারুণ সমর-ক্ষেত্রে সঙ্কটসময়ে
তব এই ভক্ত-পরিচয়
মোর মনে নাহি পায় স্থান,
ক্ষম মোরে, রঘুমণি!
রাম।—ভক্তে কৈনু আশীর্ব্বাদ—
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্ বলি'
তেঁই তুই সন্দেহ-দোলায়
দুলিয়া আকুল হ'লি।
কিন্তু, ভাই, জানিস্ নিশ্চয়—
যে জন আমার ভক্ত,
আসক্ত সে নয় কভু মায়ার সংসারে,
না চায় সে পার্থিব বিষয়,
না চায় সে অনন্ত ভুবন,
ইন্দ্রত্ব শিবত্ব নাহি চায়,
চাহে শুধু আমারে সে জন,
মোক্ষপদ পাইতে আমার পদে।
লক্ষ্মণ।—কি সঙ্কটে, কিবা অসঙ্কটে
সমান তোমার ভাব,
তব তত্ত্ব, তব সত্যবীজ
ক্ষুদ্র জীব এ লক্ষ্মণ না পারে বুঝিতে।
কিন্তু এই নিবেদন,
মা জানকী কাঁদি'ছেন অশোককাননে,
তাঁ'রে যেন পড়ে মনে।
রাম।—যাও তুমি বিভীষণ-পাশে।
যেবা হয়, করিব আপনি।
[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

লঙ্কা—যুদ্ধক্ষেত্র।

রাম ও তরণীসেনের সৈন্যগণের প্রবেশ।

রাম।—আরে আরে দুরাচারগণ,
তো' সবার আয়ুরেখা
নাহি যায় দেখা আর;
যমাগার লিখিলা কপালে
অকালে বিধাতা তো' সবার।
(রামের সহিত সৈন্যগণের যুদ্ধ ও মৃত্যু)

বেগে তরণীসেনের প্রবেশ।

তরণী।—(ধনুর্ব্বাণ নিক্ষেপ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে)
ভক্তপ্রাণ ভক্তিময় রাম,
আহা, কি সুন্দর মূর্ত্তি হেরি,
বিশ্বরূপ ব্রহ্মসনাতন!
দেখ রে নয়ন,
এক এক লোমকূপে
একেক ব্রহ্মাণ্ড ঘন ঘুরে;
অনন্ত অনন্ত স্বর্গ,
অনন্ত অনন্ত রসাতল,
অনন্ত অনন্ত মর্ত্ত্য অনন্ত শরীরে;
হের হের,
পতিতপাবনী গঙ্গা তরঙ্গ তুলিয়া
রঙ্গে ভঙ্গে খেলে শ্রীচরণে;
অনন্ত অনন্ত কোটি গ্রহ, উপগ্রহ, তারা
দিশাহারা হ'য়ে যেন শ্রীঅঙ্গে লুটায়;
অমর, কিন্নর, দৈত্য, দানব, মানব,
সিদ্ধ, যক্ষ, পশু, পক্ষী, কীট,
অপ্সরা, চারণ, বিদ্যাধর
কোটি কোটি লুটি'ছে শরীরে;
একাধারে আধেয় আধার,
আলোক আঁধার মেশামিশি;
দিবানিশি হ'তেছে সৃজন
সূর্য্য-শশি-বিবর্ত্তনে।
অহো, কিবা বিরাট মূরতি!
পূর্ণজ্যোতি ছুটি'ছে অম্বরে।
প্রভো!
রামরূপে এলে তুমি
উদ্ধারিতে আমা' হেন পাপী;
অপার মহিমা তব, অপার করুণা,
দেবের দেবতা তুমি, রাজাদের রাজা,

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডপতি, অগতির গতি,
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, কুবের, বরুণ,
চন্দ্র, সূর্য্য, যম তুমি, হরি!
পরমাত্মা, বিশ্বপ্রাণ, অনাদি, অনন্ত,
অব্যয়, সচ্চিদানন্দ, পূর্ণজ্ঞানময়,
সাধকের সাধনের ধন,
সাধকের প্রাণের প্রাণের বীজ।
গুরুদেব!
নিশাচর-শিশু আমি, মূর্খ দীনহীন,
জানি না স্তবের ভাষা,
জড়জিহ্বা জড়াইয়া যায়,
নিজ গুণে করুণা আমায় কর, নাথ!
বহুযুগযুগান্তরে বহু জন্ম ধরি'
বহু তপে পাইয়াছি নিশাচর-বপু,
তব শরে তব পদে মোক্ষপদ পেতে।
কি ছার কিছার স্বর্গ? কিছু নাহি চাই,
কাট মুণ্ড, দয়াময়! শ্রীপদে মিশাই।

রাম।—(স্বগত)—আহা, আহা,
হেন নিদারুণ কাজ
কেমনে করিব আমি!
ভকতবৎসল নামে
কেমনে আঁকিব, ছি ছি, কলঙ্কের রেখা!
(প্রকাশ্যে)—
ফিরে যা' ফিরে যা', শিশু!
বড় ব্যথা বাজে মোর প্রাণে!
হায় হায়, কেবা জানে
শত্রুপুরে হেন ভক্ত মোর!
ফেলে দিনু ধনুর্ব্বাণ,
কাতর হইল প্রাণ,
দে, রে বৎস, মোরে পরিত্রাণ।
বল্ গিয়ে দশাননে,—
যুদ্ধ না করিবে আর রাম,
ভিক্ষা চাহে সীতারে তাহার;
লক্ষ্মণ সীতার সহ ভিখারী রাঘব
আবার যাইবে বনে;
শঙ্কাহীন মনে
শাস' লঙ্কা, লঙ্কাপতি!
যা' রে, শিশু যা' রে ত্বরা, এই কথা বল্।
কলঙ্ক-পসরা শিরে নারিব বহিতে,
ভক্তশোক নারিব সহিতে;
ত্রিলোক কি ক'বে মোরে!
ক'বে—
নির্দ্দয়—পিশাচ—দস্যু রাম!
সীতারেও যদি নাহি অর্পে লঙ্কাপতি,
তা'তেও দুঃখিত নহি,
কিন্তু, তোমা' হেন ভক্তবধে
অনন্ত অনন্ত দুঃখ পা'ব,
ডুবে যা'ব গভীর নরকে।

তরণী।—(স্বগত)—এ কি ভাবান্তর!
আত্মভোলা হ'য়ে রাম
এ কি ক'ন বুঝিতে না পারি।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর প্রভু
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় বিধাতা
ডুবিবেন গভীর নরকে!
যে রামের মুক্তিময় নামে
নরকের পাপী তরে,
সে রাম করেন আজ নরকের ভয়!
বিচিত্র মানবী লীলা,
বিচিত্র মায়ার খেলা!
কিন্তু,
আমি কিসে পরিত্রাণ পাই?
ও পদে নির্ব্বাণ পদ পাই বা কেমনে?
ভক্তের জীবন প্রভু রাম
বাম বুঝি মোর প্রতি;
স্তবে তুষ্ট কেন বা করিনু?
হায় হায়,
ফেলিলেন ধনুর্ব্বাণ,
কেমনে এ পাপপ্রাণ ডালি দিব পদে?
কেমনে রাক্ষস-দেহ হইবে উদ্ধার?
যুদ্ধ বিনা না দেখি নিস্তার,
স্তবে তুষ্ট করি' রামে নিজে কষ্ট পাই,
কিন্তু এই বার

খর শরে কষ্ট দিয়ে কষ্টহারী রামে,
নিজে তুই হ'ব চিরতরে।
(প্রকাশ্যে)—
তব মন বুঝিবারে কহিনু এ কথা,
ছল-ভাবে ভুল তুমি, রাম!
এই কি বীরের কাজ?
ছি ছি,
এ কি হে বিশ্বাস তব—
শত্রুরে আপন ভাবে ভাব?
শুনিয়াছি
যুদ্ধ-নীতি-সুনিপুণ রাজপুত্র তুমি,
এই কি তাহার পরিচয়?
কে তোমারে বীর কয়?
অবীর দুর্ব্বল তুমি সামান্য মানব!

রাম।—শিশু তুই,
শিশু-খেলা বুঝি তোর,
না এড়িব বরদেহে শর।

তরণী।—ভাল ভাল,
আমিই না হয় অস্ত্রে দেখাই তোমারে
শিশুর শরের শক্তি।
(ধনুকে শরযোজনা)

রাম।—ক্ষান্ত হও—শোন শোন—

তরণী।—ভয় নাই, রঘুমণি!
বক্ষে না এড়িব শর,
তব ওই রক্তপদে রক্ত ছুটাইব
এড়িয়া সাধের বাণ;
দেখি, রাম, মনস্কাম মোর
পুরাও কি না পুরাও আজ।
(স্বগত)—
যে পদে মিশিতে আশা করি,
সে পদে কেমনে বাধা দিব?
কিন্তু, বাধা বই বাধা যে যা'বে না!
(প্রকাশ্যে)—
হের, রাম! নূতন সংগ্রাম,
মস্তক না কাটি' তব কাটিব চরণ।
(শরত্যাগ)

রাম।—(বিরূপম হইয়া)—
আর না—আর না, ক্ষান্ত হ'রে;
অহো,
বাজিল দারুণ ব্যথা পায়!

তরণী।—যাবৎ প্রাণের ব্যথা না ঘুচিবে মোর,
তাবৎ নিশ্চয়
ব্যথার উপরে ব্যথা দিব,
কোন কথা না শুনিব।
(পুনঃ পুনঃ শরক্ষেপ)

রাম।—কি করি, কি করি,
অস্থির হইনু অতি।
শিশু, ফেলে দে রে ধনুর্ব্বাণ,
পরিত্রাণ দে আমায়!

তরণী।—পরিত্রাণ না করিলে, নাহি পরিত্রাণ।
প্রাণ নিলে প্রাণ পা'বে,
নহে তব প্রাণ যা'বে, রাম!
ভক্তি যদি থাকে মোর ওই রাঙা পায়,
দেখি,
কে আজ তোমায় রক্ষা করে!

রাম।—মানিলাম পরাজয়, না করিব রণ;
ফিরিলাম নিজের শিবিরে;
রাম নহে রাম অস্তুপদে।

তরণী।—যা'বে কোন্ পথে?
রাম যদি নও, তবে পালাও কি হেতু?
পরিত্রাণ-সেতু মোর না গড়িয়া তুমি
কোথা পা'বে ফিরিবার পথ?
সাক্ষী তব রাঙা পা দু'খানি,
হের, রঘুমণি!
শরশিক্ষা ভক্তের তোমার;
হের এই, শরে শরে ছাইলাম পথ,
কোন্ দিকে যা'বে যাও।
(দ্রুতবেগে রামকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে
ঘন ঘন শরবর্ষণ)

রাম।—কোথা, তারা মহামায়া!
দেখা দে মা সঙ্কটসময়ে,
আকুল হইল প্রাণ,

কেমনে এড়িব বাণ ভক্তের হৃদয়ে!
ভক্ত মোর পিতা মাতা, ভক্ত মোর প্রাণ,
ভক্ত বই কা'রো নই আমি;
কণ্টক ফুটলে মোর ভক্তের শরীরে
শেল-সম বাজে মোর বুকে,
কেমনে ভক্তের বুকে তবে
আপনি হানিব বাণ!
কেমনে পাষাণ হ'বে রাম!
মা গো, আমিও যে ভক্ত তোর,
ভক্তবাণী রাখ, মা ভবানি!
ফিরা ফিরা তরণীর মন।

দৈববাণী।—রঘুমণি!
তোমার তরণীসেন হইবে তোমার,
কা'র সাধ্য লঙ্ঘে এ ঘটনা?
কর দান শ্রীপদে নির্ব্বাণ,
নহে ভক্ত শিশুবীর পাড়িবে জঞ্জাল,
স্বর্গ মর্ত্ত্য দিবে রসাতল;
রাম-নাম-ভক্তি-মন্ত্রে
মন্ত্রপূত করি' যদি এড়ে মহাবাণ,
খান খান হইবে জগৎ,
ভস্মীভূত হ'বে জীবকুল।
না কর বিলম্ব আর, প্রভু,
ব্রহ্ম-অস্ত্র এড় অচিরায়,
ব্রহ্ম-অস্ত্র বই—
তরণী না পাইবে নির্ব্বাণ।

রাম।—অহো, পুন সেই ভয়ঙ্করী বাণী!
কি করি—কি করি এবে,
ভেবে নাহি পাই পথ।
পূর্ণ হোক্ বিধাতার মনোরথ,
পূর্ণ হোক্ মনোরথ ভক্তের আমার,
পূর্ণ হোক্ ভাগ্যলিপি।
তরণী রে!—তরণী রে!
কাল পূর্ণ হ'ল তোর,
এই বার—শেষ বার—
এক বার ভক্তিভরে
ডাক্ তোর গুরুদেবে।

তরণী।—জয় জয় রাম!

[উভয়ের যুদ্ধোদ্যোগ করিতে করিতে প্রস্থান।

(নেপথ্যে সৈন্য-কোলাহল ও রণবাদ্য)

বেগে বিভীষণের প্রবেশ।

বিভী।—হায় হায়, এ কি সর্ব্বনাশ!
কি হ'ল—কি হ'ল,
গেল গেল প্রাণের তরণী!
রক্ষা নাহি আর—
মৃত্যু-অবতার অস্ত্র রামের ধনুকে!
অহো, ব্রহ্ম-অস্ত্র!
আর যে উপায় নাই;
যাই যাই,
দাঁড়াও দাঁড়াও, রাম,
অনুগতে মর্ম্মাহত ক'র না ক'র না,
দিও না দিও না পুত্রশোক!
এক ছেলে কেবল তরণী!
দাঁড়াও দাঁড়াও রাম!

(বেগে গমনোদ্যোগ ও ভূতলে পতন)

নেপথ্যে।—জয় জয় রাম,—জয় জয় রাম!

বিভী।—(উত্থিত হইয়া)—
হায় হায়, এ কি হ'ল,
এই ছিল—কোথা গেল তরণী আমার!
ধড় ছাড়ি' মস্তক লুটায়!
হায় হায়,
কোথা গেলি তরণী রে!—
তরণী রে,—তরণী রে!—
এই কি রে দয়াযুদ্ধ!
ওরে, ফাঁকি দিয়ে ভুলা'লি আমায়,
ফাঁকি দিয়ে কোথায় পালা'লি!
আয় বাপ্, ফিরে আয়,
পিতা ব'লে ডাক্ রে আমায়,
অন্ধকার ত্রিসংসার,
হাহাকারে কাঁদে প্রাণ!
আহা,

প্রাণের কুমার, ভিখারীর নিধি,
কোথায় হারা'য়ে গেলি!
বিধি! এই কি হে ছিল মনে,
পুত্রধনে করিলে বঞ্চিত!
সঞ্চিত করিলে অশ্রুভার
চিরতরে নয়নে আমার!
কেন হে অমর বর দিলে?
বর নহে—এ যে অভিশাপ!
পুত্রশোক!—অহো, নিদারুণ পুত্রশোক
সহিব সহিব চিরদিন!
মহাপাপী আমি,
তেঁই ভাগ্যে হেন বজ্রাঘাত!
উঃ! সহ্য নাহি হয় আর,
তরণী!—তরণী!

(ভূতলে পুনঃপতন)

বেগে রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।

রাম।—হায় হায়, কি করিনু,
অহো, কি নিষ্ঠুর আমি!
লক্ষ্মণ রে,
পুত্রহারা করিনু মিতায়!
ধূলায় লুটায় মিতা,
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ মোরে,
কি ক'রে দেখা'ব মুখ,
কি ক'রে দেখা'ব বুক,
কোটিবজ্র এ বক্ষ আমার!
লক্ষ্মণ রে,
মিত্র বিভীষণে তুই কর্ রে সান্ত্বনা,
লঙ্কা ছাড়ি' যাই আমি;
ভক্তহত্যা বেধেছে বিষম,
উপশম করি তুষানলে।

বিভী।—(উত্থিত হইয়া)—
রাম! ভিখারীর তরণী কোথায়!
একবার দেখাও আমায়!

রাম।—(স্বগত)
হায় হায়, কি বলিব বিভীষণে!
কোথা, মৃত্যু, দে রে দেখা;
রামশূন্য হোক্ ধরা!
মিত্রসুতঘাতী রাম!
ছি ছি, কি কাজ করিনু আজ!
নিদারুণ অকরুণ রাম!

বিভী।—দয়াময়! দয়া ক'রে নিয়ে চল দাসে
একবার তরণীর পাশে।
শক্তি মোর নাই,
দাঁড়া'তে পারি না আর,
ওঃ, শোকের আঁধার!—দারুণ আঁধার!
ধর হাত, রঘুনাথ!
চল চল—
উঃ গেল গেল!—বুক ফেটে গেল!
রাম! রাম!
ওই বুঝি—ওই বুঝি—
এল এল পুত্রহারা উন্মাদিনী!
সরমা—সরমা!
চল চল, দুই জনে যাই—
তরণীরে বুকে ল'য়ে
যন্ত্রণা জুড়াই সিন্ধুনীরে!

লক্ষ্মণ।—স্থির হও ধর্ম্মশীল!
তব সম মহাজ্ঞানী কি হেতু উতলা?
কাল-লীলা কে হেলিতে পারে?

বিভী।—সরমা!—সরমা! চল চল।

লক্ষ্মণ।—কি হেতু বিভ্রান্ত এত,
আসে নি তো সরমা হেথায়?

বিভী।—আসে নি!—আসে নি!
হা! আসিবে কি ক'রে!
বুঝি এতক্ষণে
পুত্রপ্রাণা গেছে পুত্রসনে!
বেঁচেছে সরমা,
কিন্তু, অভাগা অমর বিভীষণ
ভীষণ শোকাগ্নি-জ্বালা—
ওঃ! ওহো! তরণী!—তরণী!

বেগে হনুমানের প্রবেশ।

হনূ।—বিচিত্র ব্যাপার, প্রভু!
 হেরি নাই কভু হেন অদ্ভুত ঘটনা!
 তরণীর কাটা মুণ্ড রাম রাম বলে!
 হের ওই, রঘুমণি!

[পটপরিবর্ত্তন]

লঙ্কাপুরী—সমুদ্রতটে যুদ্ধক্ষেত্রের প্রান্তভাগ।

ইতস্ততঃ নিহত রাক্ষস সৈন্যগণ পতিত, মধ্যস্থলের এক পার্শ্বে তরণীসেনের ছিন্নদেহ ও অপর পার্শ্বে ছিন্নমস্তক লুণ্ঠিত।

বিভী।—তরণী রে!—এ কি—এ কি!—
 হা তরণী!

(ভূতলে পুনঃপতন)

রাম।—উঠ, মিত্র! ক্ষমা কর মোরে।

বিভী।—(উত্থিত হইয়া)—
 রাম, পুত্রহারা বিভীষণ
 জীবন হারায় কিসে,
 ব'লে দাও সে উপায়!

রাম।—ছি ছি, কি নিষ্ঠুর আমি!

তরণীর ছিন্নমুণ্ড।—এ কি কথা, গুরুদেব!
 ভক্তের দয়াল তুমি;
 নিষ্ঠুর হইলে, আশা পূর্ণ হইত না মোর।
 নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর বলি'
 কেন নিন্দ আপনারে, প্রভু?
 ব'ল না ও কথা আর,
 বড় বাজে ওষ্ঠাগত প্রাণে!
 মরিবার কালে ও কথা শুনিলে,
 মরণেও সুখ নাহি হ'বে,
 বড় খেদ র'য়ে যা'বে মনে।
 প্রেমময় রাম! প্রেমরূপে দাঁড়াও সম্মুখে,
 দেখিতে দেখিতে প্রেম-ছবি
 প্রেমাধার শ্রীপদে মিশাই।

লক্ষ্মণ।—ধন্য ধন্য ভক্ত বীর!
 রাম-ভক্তি মুক্তির নিদান
 তুমিই বুঝিলে বিশ্বমাঝে।
 আহা, হেন বীর দেখি নাই,
 আত্মপ্রাণ দিয়া, রামের মহিমা বাড়াইলে,
 অপূর্ব্ব ভক্তির কীর্ত্তি ত্রিলোকে রাখিলে
 অনন্ত অনন্তকাল তরে।

হনূ।—(স্বগত)—আহা,
 না জেনে এ ভক্ত বীরে কত গালি দিনু!
 অজ্ঞান অধম আমি,
 তেঁই সে করিনু হেন পাপ,
 পরিতাপ র'য়ে গেল মনে!
 আমি শ্রীরামের ভক্ত বলি' বৃথা দর্প করি,
 দর্প চূর্ণ করিল তরণী;
 ভক্ত-শিরোমণি শিশু বীর;
 নতশির হইনু লজ্জায়!
 (প্রকাশ্যে)—কহ, মহাভক্ত শিশু,
 কোন্ তপস্যার ফলে হইলে তরণী?
 আমিও সে তপ করি'
 জন্মিব তরণী হ'য়ে নিশাচরকুলে।

তরণীর ছিন্নমুণ্ড।—রাম-নাম মহাতপ।

হনূ।—জয় জয় রাম!

বিভী।—তরণী রে, হেন রামভক্ত হ'য়ে,
 দিয়ে গেলি হেন নিদারুণ পুত্রশোক!

তরণীর ছিন্নমুণ্ড।—পিতা!
 কেন কাঁদ মোর তরে?
 আমি তো মরি নি।
 মায়া-জাল ফেলে দিয়ে
 দেখ চেয়ে স্থূলসূক্ষ্মভেদ;
 পিতা, জন্মমৃত্যু নাই,
 শুধু স্থূলসূক্ষ্মভেদাভেদ;
 স্থূল ছিনু, সূক্ষ্ম এবে আমি।
 বিশ্বস্বামী রামের চরণে
 দেখিতে পাইবে মোরে এবে,
 কেন তবে পুত্রবিয়োগের শোক?
 মহাজ্ঞানী তুমি,
 হের হের জ্ঞান-চক্ষে—

মিশাই রামের রাঙা পায়।
গুরুদেব রাম!
দাও শিরে রাঙা পদ;
ওই পদ স্বর্গীয় সম্পদ মোক্ষপদ।
রাম! রাম! রাম!

রাম।—পূর্ণ হোক্ ভক্তের বাসনা।

(সহসা জ্যোতিঃপ্রকাশ ও
তরণীসেনের মৃত্যু)

বিভী।—হায় হায়, এ কি হ'ল—এ কি হ'ল,
গেল গেল তরণী আমার!
তরণী রে! তরণী রে!

(ভূতলে পুনঃপতন)

রাম।—শান্ত হও, জ্ঞানিবর!

বিভী।—(উত্থিত হইয়া)—
অহো, আর সহিতে পারি না!
পুত্রশোক দারুণ যন্ত্রণা!
হা মৃত্যু, পিতারে ভুলিয়া পুত্রে নিলি!
আমারেও নে রে ত্বরা;
পুত্রহারা প্রাণ ধরা জীবনে মরণ!

রাম।—কেন, মিত্র! কেন খেদ?
নাহি ভেদ তোমায় আমায়;
যেই রাম, সেই বিভীষণ,
যেই বিভীষণ, সেই রাম।
কর্মফল কে করে অন্যথা?
যা' হ'বার তা'ই হয়,
বিপদায় নাহি হয় তা'র।
হে অমর! কার্য্যে করি' ভয়,
কার্য্যক্ষেত্রে রহ চিরকাল;
যুগে যুগে ভবকার্য্যে নিজ কার্য্য বুঝি'
ভুঞ্জহ অমর প্রাণ।

বিভী।—সবি বুঝি, তত্ত্বময় হরি!
কিন্তু, আজ পুত্রহারাপ্রাণে
মৃত্যু বই কিছু নাহি চাই!

রাম।—"সাধুর জীবন মৃত্যু একই সমান।"
কেন তবে হেন আশা?
নিজ পুত্রমুখে শুনলে তো—জন্মমৃত্যু নাই।
পুত্রবাণী কর জপমালা।
পবনকুমার!
তরণীর পূত মৃতকায়
ল'য়ে চল সমুদ্রের তীরে,
সম্মুখে আমার করহ সৎকার শাস্ত্রমতে।
আমি রে ভিখারী বনবাসী,
এবে, তরণীর চিতা-ভস্ম মাখিয়া শরীরে
ঘুচা'ব ভিখারী নাম,
তরণীর চিতাভস্ম রামের মুকুট।

হনু।—বেতায় অদ্ভুত রামলীলা!

(তরণীসেনের মৃতদেহ লইয়া
সকলের প্রস্থান।

যবনিকাপতন।

সম্পূর্ণ।

খোস গল্প।

১।—ঘোড়ার ডিম।

নাইকো রাত্তি, নিবিয়ে বাত্তি, উষা সতী এল।
মলিন মুখে, মনের দুখে, আঁধার চ'লে গেল॥
সূর্য্যিমামা, রাঙা জামা, প'র্‌লো টেনে গায়।
রাঙা চোকে, থেকে থেকে, পাহাড় পানে চায়॥
এমন কালে, তমাল-ডালে, ডাক্‌লো কোকিল-দল।
পালক নেড়ে, ফেল্‌চে ঝেড়ে, নিশির শিশির জল॥
মুখটি চাকা, মটর-চোকো, কুটুরে-পেঁচার পাল।
ঠোকর-ভয়ে, সুকোয় গিয়ে, খেয়ে কাগের গাল॥
ফুলের বধূ, প্রাণের বঁধু, ছেড়ে সকাল বেলা।
আল্‌সে পা, ট'ল্‌চে পা, চ'ল্‌চে চাঁদের মেলা॥
বৌ-কথা-ক পাখী বলে,—"ও বৌ কথা ক।"
ঘোম্‌টা খুলে, মুখ্‌টি তুলে, বৌ হ'চ্ছে থ॥
কুলের বালা, এঁটো থালা, মাজ্‌তে চলে ঘাটে।
মুখটি হেঁটে, চাপড়ে পেট, কেউ বা চলে মাঠে॥
কেউ বা চলে, হেলে দুলে, কল্‌সী নিয়ে কাঁকে।
কেউ বা জলে, আস্তে ওলে, ভয়টা বড় পাঁকে॥
তাড়াতাড়ি, ছড়াহাঁড়ী, গিন্নী নিয়ে করে।
গোবর গুলে, ফেল্‌চে ঢেলে, বাড়ীর উঠোন ভ'রে॥
আমের পাতা, সুতোয় গাঁথা, হাতখানেকের নল।
হুঁকোয় দিয়ে, চোক বুজিয়ে, টান্‌চে বুড়োর দল॥
আপিস কামাই, নতুন জামাই, সকাল হ'লো দেখে।
যা'বে কি না, ভাবচে নানা, হাতটি গালে রেখে॥
সাহেব বেটা, বড় ঠেঁটা, ক'র্‌বে জরিমানা।
কেমন্ ক'রে, প্রিয়ের তরে, কিন্‌বে তবে সোণা॥
যা' হয় হ'বে, হয়ে যা'বে, সার্‌বে ধারে কাজ।
তা' ব'লে কি, প্রাণের প্রাণ ছাড়্‌তে পারে আজ?॥

নাঙল কাঁধে, সরল চাষা, বলদ জোড়া তেড়ে।
চল্‌চে মাঠে, চ'ষ্‌তে লাঙল, গুড়ুক-ধোঁয়া ছেড়ে॥
রাখাল-ছেলে, খেলে খেলে, তাড়িয়ে চলে গরু।
ধীর-সমীরে, ন'ড়্‌চে ধীরে, শিশির-মাখা তরু॥

এমন কালে, গ্রামের পাশে, বড় পথের ধারে।
নফর ব'লে একটি ছেলে, ব'স্‌লো ধীরে ধীরে॥
যেখানে সে ব'স্‌লো এসে, অশোদতলা সেটি।
ষষ্ঠীতলা বলে তা'রা, যা'দের বেটা বেটী॥
কঞ্চী-ছড়ী, ঠুকুর ঠুকুর, ঠুক্‌চে নফর ব'সে।
সা-রি-গা-মা, ওগো ও মা, তান্ ছড়্‌চে ক'সে॥
গরিব লোকের ছেলে নফর, নাইকো টাকা কড়ি।
দুপুর বেলা, ভাতে পোড়া, সকাল বেলা মুড়ী॥
মোটা ধুতি, তাও গো ছেঁড়া, গামছাখানা কাঁধে।
ষষ্ঠীতলায়, সকাল বেলা, বাপের গরু বাঁধে॥
আজ্‌কে এসে, খোঁটায় ক'সে, বেঁধে ধব্‌লী গাই।
ছায়ায় ব'সে, জিরেন্ নিয়ে, গান গাচ্চে তাই॥
ভোর-উঠুনে মানুষ কত, সে পথ দিয়ে যায়।
এক্ এক্ ক'রে, কাঙাল নফর, সবার পানে চায়॥
ব'ল্‌দে চলে, বলদ নিয়ে, হল্‌দে চাদর শিরে।
বলদ চলে, ঘাড়টি নেড়ে, ঘণ্টা নড়ে ধীরে॥
মাখনা জেলে, দুম্‌কে চলে, পাক্‌না নাড়ে মাছ।
ক্লান্ত হ'য়ে, নামায় ঝোড়া, যেথায় অশোদ গাছ॥
মৃগেল পোনা, কাৎলা-ছানা, পাব্‌দা চাঁদা রুই।
খ'ড়্‌কে বাটা, খ'ল্‌সে, লেঠা, চুনো, পুঁঠী, কই॥
নফর বলে, "মাখ্‌না দাদা! এই রুইটে কত?"।
মাখ্‌না বলে, "থাক্ না, দাদা! রাখ্‌ না জারী যত॥

নফর বলে, "ধারে চলে, লক্ষ টাকার হাতী।
কইটে দিতে ডরা'স্ কেন? নাই কি বুকের ছাতি?
এই মাছটা ধারে দে না, পয়সা দেবো কাল"।
মাধ্‌না বলে,"কি দে খা'বি?—ঘরে আছে চাল?
যে যা' বলে—যে যা' করে, সইতে সকল পারি।
কাঙাল-পুতের ঘোড়া-রোগ, সইতে কেবল নারি" ॥
এরূপ কথা, শুনে ব্যথা, কা'র না মনে হয়?
ব্যথা পেয়ে, রুষ্ট হ'য়ে, নফর তখন কয় ॥—
"কি ব'ল্লি—মাছ বেচে কি এত বড়াই তোর?
টাকাটাকের মাছের ঝোড়ায় হাজার টাকার জোর?
'কাঙাল পুতের ঘোড়া-রোগ?' আচ্ছা দেখা যা'বে।
পারি কি না চ'ড়্‌তে ঘোড়া, কাল দেখ্‌তে পা'বে ॥
হাঁ দেখ্, যদি তা' না পারি, আমায় খুড়ী থাক্।
তোমার কাছে,দশ হাত জমী মেপে ধ'র্‌বো নাক॥"
বাপের চোটে, জ'লে উঠে, কঞ্চী-ছড়ী ঠুকে।
গাইটে খুলে, খোঁটা তুলে, নফর চলে রুখে ॥
গোয়াল-ঘরে, গরু বেঁধে, বেরিয়ে চলে ফের।
সেইখানেতে, যেইখানেতে ঘোড়া আছে ঢের ॥
চ'ল্‌লো নফর, নিতে খবর, ঘোড়াওলার কাছে।
সস্তাদরের একটা ঘোড়া আছে কি না আছে ॥
ঘোড়াওলা বলে তা'রে, "তিন শ' টাকা দাম।"
দামটা শুনে নফরচাঁদের উথ্‌লে পড়ে ঘাম ॥
কি ব'লে সে জবাব দেবে, ঘোড়াওলার ভাবে।
পথ না পেয়ে, দুঃখিত হ'য়ে, ফিরে এল বাসে ॥
'কাঙাল-পুতের ঘোড়া-রোগ' মাধ্‌না ব'লে গেছে।
নফর ভাবে, "তা'ই সত্যি, আমার বড়াই মিছে ॥
তা' হ'বে না—তা' হ'বে না—চ'ড়্‌বো আমি ঘোড়া।
না হয় কিছু দেরি হ'বে, ধ'র্‌বো টেনে গোড়া" ॥
মনে মনে এরূপ ভেবে, ছেঁড়া চাটাই পেতে।
রইলো শুয়ে নফরচাঁদ, উঠ্‌লো নাকো খেতে ॥
মা এসে তা'র, ব'ল্লে তা'রে, "আছে পান্তাভাত।
নুন লঙ্কা দিয়ে খা রে, কেটে কলার পাত ॥"
অনেক দূরে, ঘুরে ঘুরে, দ্বিগুণ খিদের চোটে।
তিন মিনিটে পান্তাভাত নফরচাঁদের ওঠে ॥
খোরা-ভরা টক্ আমানী এক চুমুকে খায়।
গিলে পেটা নফরচাঁদের পেট উঠ্‌লো ঢা'য় ॥

খাওয়া হ'ল, খিদে গেল, ঠাণ্ডা হ'ল প্রাণ।
কোন্ ফিকিরে চড়্‌বে ঘোড়া, আবার করে ধ্যান ॥
ভেবে ভেবে দিন্‌টে গেল, রাত্‌টে ক্রমে এল।
নফরচাঁদের ঘোড়া-চড়া ভাবনা নাহি গেল ॥
ঘোর ভাবনা, ঘুম হ'ল না, এ পাশ ও পাশ ক'রে।
রাত পোহা'ল, ফর্‌সা হ'ল, উঠ্‌লো নফর ভোরে ॥
সকাল বেলা নফর উঠে,
গামছাখানায় কোমর এঁটে,
ঘরের ভিতর ধীরে ধীরে গিয়ে।
নামিয়ে ক্রমে হাঁড়ীর কাঁড়ি,
বা'র ক'রে সে তাড়াতাড়ি,
একটা টাকা, গুঁজ্‌লো টেঁকে নিয়ে ॥
আবার আগের মতন ক'রে,
সাজিয়ে হাঁড়ী পরে পরে,
বেরিয়ে এল ঘরের ভিতর থেকে।
মাসেক খানেক খেটে খুটে,
বাড়ী বাড়ী বেচে ঘুঁটে,
সেই টাকাটি জমিয়েছিল ছুপে ॥
রক্ত ওটা প্রাণের টাকা,
ফার্‌সী লেখা রূপোর চাকা,
খাটি রূপো, খাদ-মিশনো নয়।
এখন্ কিন্তু চোদ্দ আনা,
চাঁদীর টাকা ষোল আনা,
চড়া দরে বিকোয় ভারতময় ॥
তখন রাজা ছিলেন যাঁ'রা,
তাঁ'দের ছিল আর এক ধারা,
তেমন ধারা এখন বল কই?
সে দিন এখন ঘুচে গেছে,
মুক্ত গেছে শক্তি আছে,
টক্ পরশে দুধ হ'য়েছে দই ॥
সেই টাকাটি নিয়ে নফর, হেঁটে অনেক বাট।
দুপুর বেলা প'ড়্‌লো গিয়ে, বদ্দিবাটীর হাট ॥
মেটো পথে হেঁটে হেঁটে, টাটিয়ে গেল পা।
নাকে চোকে চুলে ধুলো—ধুলো মাখা গা ॥
ধুলোর কাঁড়ি ফুঁড়ে ফুঁড়ে, পায়ের বোঁয়া ফোটে।
জল-পিপাসে শুক্‌নো গলা, মুখে ফেঁকো ওঠে ॥

হাটের পাশে একটি পুকুর, কাকচক্ষু জল।
পানকৌড়ী ডুব্‌চে জলে, ভাস্‌চে হাঁসের দল॥
গলা-জলে বালি জলে, এম্‌নি পরিষ্কার।
উঁচু পাড়ে তালের গাছ, নীচে ঘাসের ঝাড়॥
চাঁপা, চাটিম, কানাই-বাঁশী, রামরম্ভা তরু।
কারু কলা পাক ধরেচে, কারু কলা সরু॥
শেয়াকুলের কাঁটা ঝাড়, পাকা শেয়াকুল।
কোন্‌খানে বা হল্‌দে পারা শেয়ালকাঁটার ফুল॥
কোন্‌খানে বা বাব্‌লা গাছে বেরিয়ে আছে আঠা।
কোন্‌খানে বা চেঁচায় পাঁটা, চিবিয়ে কুলের কাঁটা॥
সেই পুকুরে ধীরে ধীরে, নফর গিয়ে শুলে।
হাত পা ধু'য়ে, গামছাখানা ভিজিয়ে নিলে জলে॥
আঁজ্‌লা ক'রে, পেট্টা ভ'রে খেয়ে নিলে জল।
দুবল গায়ে আবার যেন পেলে দ্বিগুণ বল॥
ঘাটে উঠে, বকুল-তলায় ব'সে খানিক ক্ষণ।
কি ভাব্‌তে লাগ্‌লো নফর হ'য়ে অচল মন॥
এমন সময়, একটি বুড়ী,
মাথায় ক'রে শাকের ঝুড়ী,
হাতে ধ'রে ভাঙা নড়ী, এলো পুকুর-ঘাটে।
ময়লা-মোটা-কাপড়-পরা,
পাকা চুলে উকুন ভরা,
হাড় জিল্‌জিল্‌, চামড়া সারা, ভাত নাইকো পেটে॥
আস্তে বুড়ি নেবে জলে,
হাত বাড়িয়ে কল্‌মী তোলে,
নফর তা'রে ডেকে বলে, "কা'র পুখুর গো এটা?"
"অটল বাবুর" বুড়ী বলে;
নফর বলে "সে কা'র ছেলে?"
বুড়ী বলে, "ডাক্‌সাইটে পটল সিঙের বেটা॥
কত যে তা'র হাতী ঘোড়া,
কত যে তা'র টাকার তোড়া,
কত যে তা'র পাল্কী, গাড়ী, নাইকো হিসেব তা'র।
কত যে তা'র সোণা দানা,
বাগ-বাগিচে বালাখানা,
চিড়িয়েখানা, নবোৎখানা, সেপাই, পাইক আর॥
সকাল বেলা, সন্ধ্যে বেলা,
ঘোড়দৌড়ের বাজী খেলা,
নাগায় বাবু ঐ ও দিকের মাঠে।
এক একটা পাগ্‌লা ঘোড়া,
সোয়ার ফেলে নাগায় তাড়া,
নোক্‌গুনোকে বদ্দিবাটীর হাটে॥
পরশু আমি ওই দিকেতে,
সন্ধ্যে বেলা ঘরে যেতে,
অটল বাবুর একটা ছানা ঘোড়া।
আমার দিকে ছুটে এসে,
চাট মেরেচে পায়ে ক'সে,
গাঁট ফুলেচে যেন পাকা ফোড়া॥"
বুড়ীর কথা নফর শুনে,
ভাব্‌লো তখন মনে মনে,
"এ বার আমার পূর্‌বে মনের আশ।
অটল বাবুর আস্তাবলে,
বাচ্চা ঘোড়া যদি মেলে,
পাল্‌বো তা'রে খাইয়ে দানা ঘাস॥
মাস কএকে হ'বে বড়,
মজা ক'রে ঘোড়া চড়,
মাথ্‌না শালা খব্ব হ'য়ে যাবে।
সাধে তা'রি ঘোড়ায় উঠে,
মার্‌বো চাবুক শালার পিঠে,
যেমন কর্ম্ম তেম্নি ফল সে পা'বে॥"
এই রকমে নফরচাঁদ,
মনে মনে বালির বাঁধ,
বাঁধ্‌লো ক'সে আশার সাগর-জলে।
"সিদ্ধিদাতা গণেশ" ব'লে,
সেখান থেকে গেল চ'লে,
অটল বাবুর সখের আস্তাবলে॥
মস্ত ফটক, রঙের চটক, আস্তাবলের গায়।
গাড়ীখানা, ঘোড়াখানা সারি সারি তা'য়॥
খাটিয়া পেতে, নেশায় মেতে, সহিস কচুমান।
ক্যাঁকোর ক্যাঁকোর বাজিয়ে সারঙ, ছাড়্‌চে
নাঁকি তান॥
কেউ বা বলে দিচ্চে ড'লে তেজী ঘোড়ার পা।
কোঁকের কাছে হাতটা গেলে, ছুড়্‌চে
ঘোড়া পা॥

দুই দিকে দুই খোঁটা পাড়া, মাঝখানেতে ঘোড়া।
খোঁটায় বাঁধা মোটা দড়া, ঘোড়ার মুখে জোড়া॥
কেউ বা জলে চেরেট বগী ফিটন গাড়ী ধোয়।
কেউ বা খেটে, দড়ার খাটে, আশ মিটিয়ে শোয়॥
এমন কালে আস্তাবলে নফর উপস্থিত।
জোড়া জোড়া কত ঘোড়া দেখে মোহিত চিত॥
কোচ্‌মানেরে ধীরে ধীরে নফর তখন বলে।—
"একটি টাকা দেবো, দেবে বাচ্চা ঘোড়া খুলে॥"
উঠ্‌লো হেসে, কেসে কেসে, সহিস, কচুমান।
পাগল ব'লে, তাড়িয়ে দিলে, বড্ড অপমান॥
নফর তখন, লজ্জা পেয়ে, দুখিত হ'য়ে মনে।
সেখান থেকে চ'লে গেল, শেষে হাটের পানে॥
যেতে যেতে ভাব্‌লো চিতে,—"দর বড্ড চড়া।
ছানা ঘোড়াও কেনা দায়, হায় রে বড় ঘোড়া॥
তিন শ' টাকা বড় ঘোড়া, নিদেন পক্ষে কুড়ি।
বাচ্চা ঘোড়ার সাঁচ্চা দাম, কোথায় টাকা কড়ি॥
একটি টাকা ভরসা আমার, ঘোড়া কিনি কিসে।
মাথ্‌না শালা জিৎলো বুঝি, হারনু আমি শেষে॥
তা' হ'বে না—তা' হ'বে না—চড়্‌বো আমি ঘোড়া।
ছাড়্‌বো নাকো কঠিন পণ, দেখ্‌বো আগাগোড়া॥
নাই বা হ'ল বাচ্চা ঘোড়া?—কিসের ক্ষতি তা'য়?
আজ হ'ত,—নয়, বছর পরে, চড়্‌বো ঘোড়ার গায়॥
তিন শ' টাকা বড় ঘোড়া, বাচ্চা ঘোড়া কুড়ি।
নিদেন পক্ষে একটা টাকা, ঘোড়ার ডিমের কড়ি॥
হাটে গিয়ে, বেছে বেছে কিন্‌বো ঘোড়ার ডিম।
রাখ্‌বো তা'রে, যতন ক'রে, দেখ্‌বো প্রতিদিন॥
ফুটবে যখন, আমার তখন, আশার সুসার হ'বে।
ঘাস খেয়ে সে বড় হ'য়ে, আমায় পিঠে ব'বে॥
সাধ্‌লে পরে, সিদ্ধি ঘটে, মিথ্যে নয় সে কথা।
একটি টাকায় এবার আমার ঘুচ্‌বে মনের ব্যথা॥
এরূপ ভেবে মনে মনে,
নফর চলে হাটের পানে,
গাঁটের টাকা আছে কি না, দেখে টিপে টিপে।
টিপে দেখে, আছে টাকা,
থাক্‌বেই তো, বাঁধন পাকা,
আহ্লাদেতে নফরচাঁদের বুকটো উঠে কেঁপে॥

হাটে গিয়ে ঘুরে ঘুরে,
সকল রকম দোকানদারে,
জিগেস করে নফরচাঁদ, "ঘোড়ার ডিম কি আছে?"
তা'রা বলে, "আরে ম'লো'
কোত্থেকে এ পাগল এলো?
আরে গেলো, কেটা এটা? পাকে কি এ গাছে?"
"পালা পালা" ব'লে তা'রে,
ধমক দিয়ে তাড়ায় দূরে,
ধমক শুনে, চমক লেগে, পালায় নফরচাঁদ।
এক দোকানী তা'রে দেখে,
মনে মুখে তফাৎ রেখে,
উপার্জ্জনের ফিকির পেয়ে, পাত্‌লো ফাঁকির ফাঁদ॥
কাছে ডেকে নফরচাঁদে,
কয় সে কথা কতই ছাঁদে,
"আরে বাপু! ঘোড়ার ডিম কি মেলে যেথা সেথা?
আমার কাছে ক'টা ছিল,
অনেক দরে বিকিয়ে গেল,
একটি আছে বাছাই করা, ঢাকা শুক্‌নো পাতা॥
সত্য বল আমার কাছে,
ক'টি টাকা সঙ্গে আছে?"
নফর বলে, "দোহাই কালী, একটি টাকা খালি।"
বলে তবে দোকানদার,
"বেচা দেখি হ'ল ভার,
বৌনি বেলা মূলে হাবাৎ, লাভের মুখে কালি॥
এক্ এক্ ডিমের ছ' ছ' টাকা,
খাতায় আমার আছে লেখা,
এক টাকাতে দেবো কেমন ক'রে?
আচ্ছা, তুমি শোনো দিকি,
পাঁচটি টাকা রৈল বাকি,
মনে ক'রে কাল্‌কে দিও মোরে॥"
দোকানদারের কথা শুনে,
নফর ভাবে মনে মনে,
"এক টাকাতেই সার্‌বো আমি কাজ।
কাল্‌কে আমায় পা'বে কোথা?
থাক্ মুখে ওর মুখের কথা,
পাওনা দেনা চুকে যা'বে আজ॥

এখন আমি ফাঁকি দিয়ে,
এক টাকাতে ডিম্‌টে নিয়ে,
মজা ক'রে ঘরে চ'লে যাই।
হাটের সীমে হ'লে পার,
ক'র্‌বে কি এ দোকানদার?
পাওনা দেনা সবি চুলোয় ছাই॥"
এইরূপে সে নফরচাঁদ,
মনে ভাবে পাৎলু ফাঁদ,
কবি বলে, তাদের ফাঁদে এ যে সুতোর ফাঁদ।
কালনিমের সে লঙ্কা-ভাগ,
নফরচাঁদের তেম্নি ভাগ,
পাথর ভেবে প্রবল স্রোতে ধস্‌কা বালির বাঁধ॥
নফর তখন বলে, "দেখ,
আমার কথায় আস্থা রাখ,
পাঁচটা টাকা কাল দে যা'ব, ফেলে হাজার কাজ।
আমার কথা মিথ্যে নয়,
আস্‌বো আমি সুনিশ্চয়,
হোক্ না কেন ঝড়, বিষ্টি, পড়ে পড়ুক বাজ॥
দোকানদারের মনের ভাব,
দি'ক্ বা না দি'ক্ যথালাভ,
"ভাল ভাল—কাল্‌কে দিও" এই কথাটি ব'লে।
নফ্‌রাটাকে ব'লে ক'য়ে,
দোকান ঘরে বসিয়ে থুয়ে,
ফিকির ক'রে পাশের ঘরে ত্বরায় গেল চ'লে॥
একটা পচা কুম্‌ড়ো নিয়ে,
ভাল ক'রে চূণ মাখাইয়ে,
আগুন তাতে শুক্‌নো ক'রে, ঝুড়ীর ভিতর রাখে।
উপর নীচে চারি পাশ,
সাজিয়ে দিয়ে শুক্‌নো ঘাস,
বাছা বাছা শুক্‌নো পাতা তা'র উপরে ঢাকে॥
ধীরে ধীরে ঝুড়ী ধ'রে চতুর দোকনদার।
মুখ খিঁচিয়ে বেরিয়ে এল, ঝুড়ী যেন ভার॥
ধীরে ধীরে পাতা খুলে,
ডিম্‌টে দেখায় হাতে তুলে,
নফর দেখে সুখে বলে, "মস্ত ঘোড়ার ডিম্!"

টাকা খুলে কাপড় হ'তে,
দিলে দোকানদারের হাতে,
দোকানদারের সব্‌টা লাভ, বড্ড শুভ দিন॥
বলে তখন দোকানদার,—
"খুলো নাকো ঝুড়ী আর,
নামিও নাকো মাটির'পরে, উপ্‌রে রেখো তুলে।
তবেই এ ডিম ফুট্‌বে ত্বরা,
চ'ড়্‌বে তুমি আচ্ছা ঘোড়া,
গ'ড়বে চাবুক, মারবে এরে, এরি ল্যাজের চুলে॥
দোকানদারের পরামর্শে,
নফর সুখের সরে ভেসে,
ডিমের ঝুড়ী মাথায় ক'রে চ'ল্‌লো বরাবর।
অনেক দূরের লম্বা পাড়ি,
তবে নফর পা'বে বাড়ী,
পাকা ছ' কোশ হেঁটে হ'ল ক্লান্ত-কলেবর॥
ডুব্‌লো রবি, সন্ধ্যে হ'লো,
বাসায় ঢোকে পাখীগুলো,
এমন কালে একটা গাঁয়ে নফর প্রবেশ করে।
রাখ্‌তে বারণ ভুঁয়ে ঝুড়ী,
ঘাড়ের বাথার বাড়াবাড়ি,
কাজে কাজে তাড়াতাড়ি ডিমের ঝুড়ী ধ'রে॥
একটা লাউয়ের মাচার' পরে,
রাখ্‌লো তখন ধীরে ধীরে,
ব'স্‌লো ভুঁয়ে নিশেষ ছেড়ে, ঝুড়ীর পানে চেয়ে।
লাউয়ে ভরা লাউয়ের মাঁচা,
অনেক কালের বর্ষা-পচা,
ডিমের ঝুড়ী বড্ড ভারী, উল্টে পড়ে ভুঁয়ে॥
ধপাস্ ক'রে শব্দ হ'লো,
একটা শেয়াল লুকিয়েছিলো,
চম্‌কে উঠে পালিয়ে গেলো, মাঁচার তলা ছেড়ে।
অম্‌নি নফর লাফিয়ে উঠে,
"ঘোড়ার ডিম্ যে গেল ফুটে,
ঐ যে ঘোড়ার বাচ্চা ছোটে," ব'লে ছোটে তেড়ে॥
কবি বলে, হিতবাক্য যা'র পক্ষে নিম্।
নফরচাঁদের মতন তা'রো ভাগ্যে

ঘোড়ার ডিম!

২ ।—কুপোকাৎ ।

সন্ধ্যে হ'ল ডুবে গেল রাঙা রঙের রবি ;
পূব্ আকাশের একটি পাশে উঠ্‌লো ভাঙা চাঁদ।
শাদা-কাল-রঙ মাখানো সন্ধ্যে রাণীর ছবি,—
শাদা টানা, কালো পোড়েন সুতোর বোনা ফাঁদ ॥

ঘোম্‌টা খুলে, মুখ্‌টি তুলে, পুকুর-ভরা জলে
হেসেছিল সরোজবালা রবির পানে চেয়ে ;
অবিরত ঠাট্টা কত ঘোম্‌টা-নাড়া ছলে
ক'রেছিল কুমুদীরে সুখের সময় পেয়ে ॥

যা'র গরবে গরবিণী কমলিনী ধনী,
এখন্ তো তো'র নাইকো দেখা, একা দুখে কাঁদে,
কাজেই এখন্ সময় পেয়ে কচি কুমুদিনী
পদ্মিনীরে ঠাট্টা করে খাট্টামাখা ছাঁদে ॥

কুমুদিনীর কচি মুখে কচি হাসি খেলে ;
কমলিনীর বুকে যেন ফুটছে বিষের শলা।
বাতাস লেগে, রেগে রেগে, ব'ল্‌ছে যেন দুলে,—
"থাক্‌লো ওলো কুমুদি ছুঁড়ি ! দেখ্‌বো
সকাল বেলা ॥"

কবি বলে, মেয়েছেলের এক জায়গায় থেকে,
এমন্ ক'রে ঝগড়া করা সাজে কি গো ? ছি ছি !
তোদের কাছে ঝি বউড়ী ঝগড়া করা শিখে,
দিবানিশি করে কেবল ঢেঁকির কিচিকিচি ॥

এই—সন্ধ্যে বেলায় গোপালপুরের
মাঝের পাড়ার মাঝ।
ছোট—মুদির দোকান একটি,
তা'তে ঝাঁপ বন্ধ আজ ॥
সেই—দোকানখানির দোকানদারের
নামটি গউর নাগ।
তা'র—গড়ন ছোট বেঁটেখেঁটে; গালে তিলের দাগ ॥

তার—গোঁফ্ জোড়াটা, বুকের পাটা,
হাতের গুলি মোটা।
তা'র—চক্ষু দু'টি, ছোট ছোট, কিন্তু যেন ফোটা ॥
আজ—ন' দিন ধ'রে জ্বর হ'য়েছে,
কেই বা যা'বে হাট ?
তাই—খ'দ্দেরকে কেই বা বেচে ?—
বন্ধ দোকানপাট ॥
ছিল—যা' কিছু তা'র দোকান ঘরে,
আগের হাটের কেনা।
সব—বিকিয়ে গেছে, কেবল আছে,
গামছা, খালি ধামা ॥
লোকটা ভাল গউর মুদি, গাঁয়ের লোকে বলে।
যে যেমন, তা'র মাক্ রেখে, শাদা চালে চলে ॥
ধর্ম্মভীরু গউর মুদি, ঠিক্ হিসেবে থাকে।
পাকীর ওজন ব'লে কাঁচী, দেয় না গউর কা'কে ॥
ব'ল্‌বে যেটি—করবে সেটি—একটি কথায় দর।
কিন্‌তে ইচ্ছে হ'লে কেনো ; নইলে চল ঘর ॥
অল্প লাভে গউর ভাবে, "এতেই আমার ঢের।
কাজ কি আমার কাটাদাঁড়ী ? কাজ কি কমী সের ?
কাজ কি আমার জুওচ্চুরি ? কাজ কি
ঠোঁঙাটেপা ?
কাজ কি আমার পচা জিনিষ, উপর ভালয় চাপা ?
ধর্ম্মপথে চ'ল্‌লে পরে, কম্ম হ'বে খাঁটি।
ফ'স্‌কে যা'বে পাপের গেরো, ছাড়্‌বে যমে লাঠি ॥"
এ সব গুণে গাঁয়ের লোকে ভাল তা'রে কয়।
কাজেই গউর মুদির ভাল রোজগারটাও হয় ॥
গউর নাগের ছোট ভাই অন্য গাঁয়ে থাকে।
জ্বর শুনেও আস্‌তে নারে, বেচা কেনার পাকে ॥
গউর নাগের গড়ন যেমন, ছোটটিরো তাই।
গোঁফ জোড়াটি নতুন কেবল, তিলটি গালে নাই ॥
বড়র বয়েস বছর তিরিশ, বছর পঁচিশ ছোট।
ছোট বেশী দিন খাটুনে, বড় কিছু মাটো ॥

গউর বড়, নিতাই ছোট, দু'টিই মানুষ বেশ।
দুই ভেয়েরি পাশাপাশি চাল চলন আর বেশ॥
নিস্তারিণী নামে নারী, গউর নাগের জায়া।
গুণের কথা ব'ল্‌ব কি তা'র? কায়ার যেন ছায়া॥
বয়েস হ'বে বছর কুড়ি, গোছাভরা চুল।
রূপের কথা ব'ল্‌ব কি তার?—টাট্‌কা ফোটা ফুল॥
নিটোল গড়ন, সুডোল চলন, কয় সে ধীরে কথা।
পতির সনে সুখে থাকে, নাইকো সতীন্ সতা॥
সরল আঁখি, হাস্যমুখী, ছলচাতুরীহীনা।
কানজুড়োনো গলার আওয়াজ, বাজে যেন বীণা॥
রূপোর তাবিজ, পঁইচে, নোড়া, গোট, দু'গাছি মল।
সোণার মধ্যে ভরি তিনের চিক্‌টি সমুজ্জ্বল॥
নিস্তারিণী তা'তেই সুখী, তা'তেই সাজে বেশ।
স্বামীর উপর নাইকো ওজর, নাইকো রাগের লেশ॥
মোটা গোছের কস্তাপেড়ে শাড়ী ভালবাসে।
শান্তিপুরে পাত্‌লা ডুরে দেখ্‌লে লাজে হাসে॥
আফিসওলা অনেক আছে গোপালপুরের মাঝ।
কলম পেশা কি দুর্দ্দশা, তাই বাবুদের কাজ॥
গবর্ণমেণ্ট্‌ আফিসেতে কা'রো কলম পেশা।
সওদাগরী আফিসেতে কা'রো ভাতের আশা॥
ছুটি ছাটা পেলে তা'রা আসে যখন বাড়ী।
মেগের তরে ব্যাগে ভ'রে আনে পাত্‌লা শাড়ী॥
চোকে যেটি নতুন পড়ে, অম্নি কেনে সে'টি।
দেশী চালের মুখে দিয়ে গোবোরগোলা মাটি॥
হাড়ে মাসে 'অনুকরণ' যা'দের জড়াজড়ি।
দেশের লোকে খাবে কি আর তাদের টাকাকড়ি?
বিলেৎ থেকে প্রতিদিনে কত জিনিষ আসে।
ঘরের টাকা পরকে দিয়ে, সে সব আনে বাসে॥
বাবু সাজেন ট্যাস-ফিরিঙ্গী, গিন্নী ফিরিঙ্গিনী।
কচুবনের কেষ্ট নরেন, প্যারী তরঙ্গিণী॥
গউর নাগের নিস্তারিণী তেমনতর নয়।
দেখ্‌লে তা'রে, মন মাঝারে শ্রদ্ধা উদয় হয়॥

সন্ধ্যে এসে চ'লে গেলো।—এল আঁধার রাতি।
ঘরে ঘরে উঠ্‌লো জ্ব'লে তেলের পিদীপ বাতি॥
ব'লে গেছে জয় ডাক্তার নিস্তারিণীর কাছে।
খাইয়ে দিতে একটা আরক, শিশির ভিতর আছে॥
শিশির মুখে ছিপি আঁটা, ডাইস্ মারা তা'র।
'One mark for one hour' 'Shake the bottle' গায়॥
শিশির গায়ের অন্য দিকে কাগজ-কাটা ফালি।
সেই ফালিতে কাঁচিকাটা তিন মার্কা খালি।
শিশির মুখের আঁটা ছিপি ধীরে ধীরে খুলে।
খাইয়ে দিলে নিস্তারিণী এক মার্কা ঢেলে॥
ওষুধ খেয়ে গউর মুদি ওয়াক্ ওয়াক্ করে।
নিস্তারিণী আক্-টিকলি মুখের কাছে ধরে॥
নেবুর পাতা শুঁকে শুঁকে থাম্‌লো বমির জোর।
খানিক পরে গউর নাগের বাড়্‌লো ঘুমের ঘোর॥
পাশ ফেরে না—আর নড়ে না—চোক্ চায় না আর।
ধীরে ধীরে, নিশেস পড়ে, বুক্‌টো যেন ভার॥

এই রকমে ঘণ্টা খানেক সময় চ'লে গেল।
গউর মুদি ক্রমে ক্রমে এলো হ'য়ে এল॥
হাতটি তুলে, পাটি তুলে, রাখ যে দিক্ পানে।
সেই দিকে তা' প'ড়ে থাকে; কিছুই সে না জানে॥
তাই-না দেখে নিস্তারিণী হ'লো আকুলপারা।
ফোটো ফোটো চোক দু'টিতে ছুট্‌লো জলের ধারা॥
কি ক'রবে যে—কি ব'লবে যে, কূল কিনারা নাই।
আঁৎকে উঠে, চ'ম্‌কে কাঁদে, নাই কো ভয়ের থাই॥
একে রাতি, তা'তে পতি মর-মর-প্রায়।
নিস্তারিণীর কি যে হ'লো, ব'ল্‌বো তা' আর কায়॥
কে এমন গো ব্যথার ব্যথী ভূমণ্ডলে আছে।
নিস্তারিণীর দুখের কথা ব'ল্‌বো গে তা'র কাছে?

বিধাতার এ সৃষ্টিমাঝে রকম রকম লোক।
কেউ বা সুখে কালটা কাটায়, কেউ বা করে শোক॥
কেউ বা চড়ে গাড়ী ঘোড়া, কেউ বা পায়ে হাঁটে।
কেউ শোয় গো ছেঁড়া কাঁথায়, কেউ বা ছাপর খাটে॥
কা'রো পাতে ছানা মাখন গড়াগড়ি যায়।
কেউ বা চোকে ফেনেভাতে দেখ্‌তে নাহি পায়॥
কেউ বা হাসে প্রাণটা ভ'রে, কেউ বা কেবল কাঁদে।
ভিক্ষে করে কেউ, কেউ বা টাকার তোড়া বাঁধে॥
এমন আবার কেউ বা আছে, দীনের সে কেউ নয়।
সাহেব সুবো চাইলে চাঁদা, কল্পতরু হয়॥

সাহেব যেন চোদ্দপুরুষ, দেবতা বাপের ঠাকুর।
দেশী হ'য়ে দেশের লোকে ভাবে যেন কুকুর ॥
খুব গোপনে দান ক'র্‌বে শাস্ত্রকারে গায়।
ডান হাতের দান, বাঁ হাত যেন জান্‌তে নাহি পায় ॥
তেমন্‌তর বাঙ্‌লা দেশে ক'জন করে দান ?
তেমন্‌তর বাঙ্‌লা দেশে কয় বাঙালির প্রাণ ?
গেজেটেতে নাম উঠ্‌বে, প'ড়্‌বে লাটের চোকে।
'দাতা বাবু' 'রাজা' খেতাব পাবেন হাসিমুখে ॥
'রায় বাহাদুর' কেউ বা হ'বেন, কেউ বা 'মহারাজ'।
ভূঁইফোঁড় রাজরাজড়ার ধামাধরার কাজ ॥
দেখ্‌চি এবার, বদ্দি ভায়া! তোমায় পোহাবারো।
বিষ্ণুতেলের চড়াও খোলা, মশলা যোগাড় কর ॥
বাঙ্‌লাদেশের 'রায় বাহাদুর' 'রাজা' 'মহারাজা'।
তোমার তেলে সাহেব প্রভুর ক'র্‌বে জুতো সোজা ॥
'রায় বাহাদুর' 'মহারাজা' 'রাজা' ছাড়া আর।
'খাঁ বাহাদুর' 'নবাব সাহেব' তোমার খদ্দের ॥
'K.C.S.I.' 'C.S.I.' আর 'C.I.E.' খেতাবধারী।
বদ্দি ভায়া! বিষ্ণুতেলের এরাও গোঁড়া ভারী!।
তা'ও বলি ফের, এমন ক'জন মেয়ে পুরুষ আছে।
যায় না তা'রা একটি বারো বিষ্ণুতেলের কাছে ॥

কি ব'লতে কি বল্‌ছি আমি, কাজের কথা কই।
নিস্তারিণীর ব্যথার ব্যথী খুঁজ্‌লে মেলে কই ?
গোপালপুরের ঘরে ঘরে কতই মানুষ ওই।
নিস্তারিণীর ব্যথায় ব্যথী কিন্তু মেলে কই ?
আজ শনিবার! চাক্‌রে ভায়ার সোণায় সোহাগা।
আফিস্ ক'রে, এসে ঘরে, দিচ্ছে গোঁফে তা ॥
পত্নী ব'সে, যত্ন ক'রে ভুল্‌ছে পতির মন।
আধ-ঘোম্‌টা মুখটি তুলে হা'স্‌ছে অনুক্ষণ ॥
পতির দুখে নিস্তারিণী কাঁদে দোকানঘরে।
এরা কি তা'র ব্যথার ব্যথী ? কও সত্যি ক'রে ॥
ওই দেখ গো, দশ ইয়ারে বৈঠকখানায় ব'সে।
পা দুলিয়ে, তবলা বাঁয়ায় দিচ্ছে চাঁটি ক'সে ॥
বোতল বোতল ব্রাণ্ডি বিয়ার নিচ্ছে পেটে বাসা।
চক্ষু দু'টি মিটির মিটির, খোস্ গোলাপী নেসা ॥
আমোদ করে রাসভ-স্বরে পচা খেঁউড় গেয়ে।
পথের পাশে গাছের পাখী চেঁচিয়ে উঠে ভয়ে ॥

এদের মাঝে কেউ কি দুখী নিস্তারিণীর দুখে ?
একটিও নয়—তা' হ'লে কি এত হাসি মুখে ?
নিস্তারিণীর দুখের দুখী কেউ নাই কি ভবে ?
আছেন—আছেন ভগবান্ এই অসহায় ভবে ॥
নিস্তারিণি! ডাক্ গো তাঁ'রে করুণস্বরে তোর।
তাঁ'র করুণায় ঘুচ্‌বে, বাছা! তোর এই বিপদ
ঘোর ॥

এমন্ কালে জয় ডাক্তার ভিন্ গাঁ হ'তে এসে।
দেখ্‌তে রুগী, গউর মুদির দোকানঘরে পশে ॥
ক'দিন ধ'রে জয় ডাক্তার ক'চ্ছে আনাগোনা।
নেয় না ভিজিট্, দেয় সে ভিজিট্, ওষুধ দাওদানা ॥
আজ্‌কে তা'রে নিস্তারিণী দেখ্‌তে পেলে দুখে।
ঘোম্‌টা টেনে কেঁদে কেঁদে ব'লে অধোমুখে ॥—
"ওগো, আমার এ কি হ'ল!" ফুট্‌লো না
আর কথা।
চোখের জলে বক্ষ ভাসে—উথ্‌লে ওঠে ব্যথা ॥
জয় ডাক্তার তখন বলে,—"নাইকো কোন ভয়।
ভাল হ'বে, যদিও এ রোগ তেমন সহজ নয় ॥"

দশ বিশটে রুগী সেরে,
গাঁয়ে এখন পশায় ক'রে,
জয় ডাক্তার যশ নিয়েছে বেশী।
লোকটা ভাল ওষুধ পালায়,
কিন্তু ভরা মনের ময়লায়,
লম্পটতা-দোষে বড়ই দোষী ॥
বয়েস বছর তিরিশ ঘেঁসে,
কয় সে কথা হেঁসে হেঁসে,
অনর সনর মদ ভাও্‌টা খায়।
স্ত্রী বউড়ী দেখ্‌লে পরে,
অম্‌নি যেন নোলা সরে,
বদ্-নজরে তা'দের পানে চায় ॥
তা'রি দোষে নিস্তারিণী,
আজ্‌কে এত বিষাদিনী,
তা'রি দোষে সরল গউর আজ্‌কে বেহুঁস্ এত।
কি জানি কি ইচ্ছে ক'রে,
কড়া ওষুধ শিশি ভ'রে,
দিয়েছিল, তাই খেয়ে তো গউর মড়ার মত ॥

হায়, ভগবান্! এ কি দেখি,
যা'দের করে জীবন রাখি,
দেবতা-জ্ঞানে ভক্তি করি যা'দের উপরেতে।
তা'দের কি এ কাণ্ডখানা
বড়ই কঠিন মানুষ চেনা,
মনে মুখে তফাৎ এত মানুষ মানুষেতে ॥
নিস্তারিণী তাড়াতাড়ি চৌকী দিলে এনে।
জয় ডাক্তার ব'স্‌লো তা'তে পাছার কাপড় টেনে ॥
গউর মুদি বেহু'স্ এত,—যেন মড়ার মত।
আছে শুধু নিশেস,পড়ে, অঙ্গ অবশ যত ॥
প্রাণের জায়া কাঁদ্‌ছে কাছে, জয় ডাক্তার ঘরে।
অচৈতন্ম গউর মুদি, বুঝ্‌বে কেমন ক'রে?
জয় ডাক্তার হাত বুলিয়ে গউর মুদির গায়।
ভাঙাচোরা কথা ব'লে মুখ সিট্‌কে চায় ॥
তাই না দেখে নিস্তারিণী আরো ব্যাকুল হ'লো।
মনে ভাবে,—"স্বামী বুঝি আমায় ছেড়ে গেলো ॥"
মন্দখানা মনের ভিতর আগে,পড়ে এসে।
"হে হরি! কি ক'লে!" ব'লে চ'খের জলে ভাসে ॥
এমন কালে জয় ডাক্তার মনের কথা কয়।—
"নিস্তারিণি! কেঁদ নাকো—নাইকো কোন ভয় ॥
যদি আমার একটি কথা রাখ্‌তে পার তুমি।
স্বামী তোমার সেরে যা'বে, ওষুধ দেবো আমি ॥
গরিব মানুষ তোমরা বড়, কোথায় টাকাকড়ি?
এমন ওষুধ অমি দেবো, খরচ টাকার কাঁড়ি ॥
আগে আমি ভেবেছিলেম রোগ শক্ত নয়।
কিন্তু এখন চোখে দেখে, সন্দ মনে হয় ॥
স্বামীর তোমার পূর্ণবিকার, রক্ষে পাওয়া ভার।
কিন্তু যদি কথা রাখ, ক'র্‌বো প্রতীকার ॥"
"কি ক'র্‌বো গো বল" কেঁদে নিস্তারিণী বলে।
জয় ডাক্তার বলে,—"এস আড়াল পানে চ'লে ॥"
জয় ডাক্তার আগে গেল, নিস্তারিণী পাছে।
জয় ডাক্তার ধীরে ধীরে বলে কানের কাছে ॥—
"নিস্তারিণি! ব'ল্‌বো কি আর, মনে বুঝে নাও।
তোমায় বড় ভালবাসি;—আমার পানে চাও ॥
স্বামী তোমার ভাল হ'বে, চাই নে টাকাকড়ি।
নিস্তারিণি!—নিস্তারিণি!—তোমার পায়ে পড়ি ॥"

এই কথা-না কানে শুনে নিস্তারিণী ভয়ে।
কেমনতর হ'য়ে গেল পাঙাসপানা হ'য়ে।
হায় গো, একে স্বামীর শোকে শুকিয়ে গেছে মুখ।
তা'তে আবার এই কথাতে ফেটে গেল বুক ॥
কি ব'ল্‌বে যে—কি ক'র্‌বে যে—অবাক্ হ'য়ে গেল।
আকাশ ফেড়ে যেন তেড়ে বজ্র মাথায় প'ড়্‌লো ॥
মহাপাপী জয় ডাক্তার পিশাচ অবতার।
হাত বাড়িয়ে ধ'র্‌তে গেল আঁচলখানি তা'র ॥
"ছুঁয়ো না গো বাবু আমায়—তোমার পায়ে পড়ি।
স্বামী গেল, আমিও এবার গলায় দেবো দড়ি ॥"
এমন সময় দোকানঘরের বাইরে যেন কা'রে।
ব'ল্‌লে কে গো "আসুন মশায়" চেনো চেনো স্বরে ॥
নিস্তারিণী বুঝ্‌লো সে স্বর, ঠাকুর-পো তা'র এল।
"ও ঠাকুর-পো!" ব'লে সতী ভূঁয়ে প'ড়ে গেল ॥
জয় ডাক্তার চ'ম্‌কে উঠে—ভ্যাবাচ্যাকা লাগে।
হাতে হাতে পাপকর্ম্মের ফলটা মনে জাগে ॥
বেরিয়ে যা'বে, মনে ভাবে, কিন্তু উপায় নাই।
পথ বন্ধ—দোয়ার গোড়ায় গউর মুদির ভাই ॥
মনে ভাবে,—"নিস্তারিণী মূর্চ্ছা প'ড়ে আছে।
দেখ্‌বে নাকো, লুকিয়ে থাকি, পালিয়ে যাব পাছে ॥
তলাছেঁড়া কুপো ছিল, দোকানঘরের কোণে।
জয় ডাক্তার লুকোয় গিয়েসেইটে গায়ে টেনে ॥
যেমন কুপো তেম্নি হ'লো; নাই ডাক্তার ঘরে।
ঘরে বেহু'স গউর—বেহু'স নিস্তারিণী দোরে ॥
নিধিপুরের শ্যাম বদ্দি, সঙ্গে নিয়ে তাঁ'কে।
এমন কালে নিতাই মুদি দোকানঘরে ঢোকে ॥
মিটির মিটির জ'ল্‌চে আলো; নাইকো কারু কথা।
নিতাই দেখে, দোয়ার-গোড়ায় গড়ায় কনকলতা ॥
ঘরের ভিতর প্রাণের দাদা বেহু'স্ হ'য়ে প'ড়ে।
তাই না দেখে ছোট ভেয়ের পরাণ গেল উড়ে ॥
আকুল হ'য়ে নিতাই ডাকে "ও বৌ—ও বৌ" ব'লে।
নিস্তারিণীর চেতন হ'ল—চক্ষু নাহি খোলে ॥
হঠাৎ কেঁদে উঠে বলে,—"বাবু মহাশয়!
জীবন দেবো, বাঁচাও স্বামী,—এ কাজ আমার নয় ॥

ভদ্র তুমি—গরীব আমি, গরীব লোকের জায়া।
আমি তোমার মেয়ে, বাবু! নাই কি দয়া মায়া?"
ভ্রাতৃজায়ার মুখে শুনে এমনতর কথা।
নিতাই বলে, "বৌ কি বলে! কে এখানে কোথা?
কি ব'ল্‌চো বৌ, নিতাই আমি, বারেক দেখ চেয়ে।
কেন এমন ব'ক্‌চো তুমি পাগল-পারা হ'য়ে?"
নিস্তারিণী দেখ্‌লে চেয়ে, ঠাকুর-পো তা'র বটে।
জয় ডাক্তার যা' ব'লেছে, ব'লে তা' মুখ ফুটে॥
তাই-না শুনে নিতাই নাগের চক্ষু হ'লো লাল।
দারুণ রাগে শরীর কাঁপে, মূর্ত্তি যেন কাল॥
নিতাই বলে, "কব্‌রেজ মশায়! ব'স দাদার কাছে।
দেখি আমি জয় ডাক্তার লুকিয়ে কোথায় আছে॥"
এই-না ব'লে নিতাই মুদি দোকানঘরে খোঁজে।
কুপোর ভিতর জয় ডাক্তার ভয়ে ঘামে ভেজে॥
থরথরিয়ে শরীর কাঁপে, কুপো কাঁপে তা'য়।
নিতাই নাগের চক্ষু গিয়ে প'ড়্‌লো কুপোর গায়॥
দৌড়ে গিয়ে নিতাই মুদি, ঝাঁপা কুপোর কাছে।
নেড়ে চেড়ে বলে,—"শালা এই যে এতে আছে॥
ও শালা, ও শালার ব্যাটা, এই কাজ কি তোর?
সাধুগিরি ফলিয়েছিলি, ওরে ছুঁচো চোর!
ক'লি যেমন কর্ম্ম, শালা! তেমি পা'বি ফল।
বাইরে ফলা'স্ ভালমানুসি, মনের ভিতর মল!
হাড় গুঁড়োবো আজকে যে তোর ক'রে মুগুরপেটা।
পাপ কাজ কি ছাপা থাকে, ওরে শালার ব্যাটা
এই-না ব'লে নিতাই কোপে কুপোয় মারে
লাথির চোটে চামড়া ফেটে অম্নি কুপোকাৎ!
কুপোয় ঢোকা জয় ডাক্তার উল্টে পড়ে ভুঁয়ে।
লাথির উপর আবার লাথি! চেঁচায় ভুঁয়ে শুয়ে॥
জয় ডাক্তার ব'ল্‌বে কি যে, খুঁজে নাহি পায়।
"ঘাট হ'য়েছে" ব'লে ধরে নিতাই মুদির পায়॥
নিতাই বলে,—"খৎ দে নাকে, বল্ বৌকে মা।
তবে শালা বাঁচ্‌বি প্রাণে,—নৈলে তুলি পা॥
বদ্‌মাইসি ক'র্‌বি ব'লে ওষুধ দিলি কড়া।
তাইতে আমার দাদার দশা প্রাণ থাক্‌তে মড়া॥
বল্, দাদাকে ক'র্‌বি ভাল, ম'লে দায়ী হ'বি।
খৎ লিখে দে তেম্নি ক'রে, যদি বেঁচে র'বি॥"
জয় ডাক্তার প্রাণের দায়ে নাকে দিয়ে খৎ।
'গউর ম'লে দায়ী আমি' লিখে দিলে খৎ॥
বদ্‌মাইসি বই তো না তা'র, সঙ্গে ওষুধ ছিল।
খাইয়ে দিলে দু'তিন মোড়া, গউর ভাল হ'ল॥

কবি বলে, পাপকর্ম্মের ফলটা হাতেহাত।
লাথির চোটে ভাগ্যে ঘটে অম্নি
কুপোকাৎ!

৩।—পাঁচ ঝাঁটা।

জষ্ঠি মাসের আজকে দশই, গর্ম্মি বাড়াবাড়ি।
দুপুর বেলা, সূয্যিদেবের মাথার উপর পাড়ি॥
শীতকালের সে সূয্যি যেন এই সূয্যি নয়।
তাইতো এরে পুরাণকারে যমের বাবা কয়॥
সূয্যি ঠাকুর বড়ই নিঠুর, নাইকো দয়ার লেশ।
আগুন্ ঢেলে পুড়িয়ে মেলে, ক'রে জীবন শেষ॥
সৃষ্টিছাড়া কাণ্ডখানা সূয্যি ঠাকুর করে।
জল খেয়ে গো আগুন্ ঢালে বিশ্ব চরাচরে॥
হল্‌কা দিয়ে বইচে বাতাস, যেন আগুনমাখা।
প্রাণ আই ঢাই, জল খাই খাই, খাই খাই, দে পাখা।
দদ্দরিয়ে ঝর্‌ঝরিয়ে ঝ'র্‌চে গায়ে ঘাম।
এঁচোড় কাঁঠাল উঠ্‌চে পেকে, পাক্‌চে কাঁচা আম॥
রোদের ঝাঁজে ঝাঁজিয়ে উঠে, লুকোয় পাখী ঝোপে।
ক্ষেতের মাটি উঠ্‌চে ফেটে, প'ড়ে রবির কোপে॥
গাছের ডালে চাতক ডাকে, ব'লে 'ফটিক জল'।
একটি ফোঁটা জল পায় না; সূয্যি বড় খল॥
সকাল বেলা গাছের পাতা কতক সরস ছিল।
রোদে এখন নুড়ে প'ড়ে, নীরস হ'য়ে এল॥
সকাল বেলায় নরম বোঁটায় ফুটেছিল ফুল।
রোদে এখন্ প'ড়লো নুড়ে, ঠ'ক্‌লো অলিকুল॥

বাতাস যেন গিল্‌তে আসে, আকাশ যেন শুকো।
আগুন্-মুখে উঠ্‌চে রুখে, সূর্য্যি পোড়ারমুখো॥
এক আধখানি মেঘ ভাস্‌চে নীলাম্বরের কোলে।
কেউ এখানে—কেউ সেখানে—কেউ যাচ্চে চ'লে
বায়ুর বেগে চলা মেঘ, খানিক ছায়া হয়।
পরকে দিয়ে বুকের ছায়া, রোদ পিঠেতে সয়॥
মেঘের মতন সরল দয়াল গ্রীষ্মকালে কে রে।
মেঘের কাছে, ওরে মানুষ! দয়া শিখে নে রে॥
জষ্ঠি মাসের রবির মতন কসাই কেউ আর নাই।
মেঘ হ'বি কি সূর্য্যি হ'বি?—তা'ই জান্‌তে চাই॥
হেম গাঙ্গুলি নামে যুবা, চণ্ডীপুরে বাস।
প'ড়্‌চে বি, এ, গত সালে ক'রে এল, এ, পাস॥
কল্‌কাতার এক কালেজেতে লেখাপড়া শেখে।
বৌবাজারে বাসা ক'রে মেসে মিশে থাকে॥
বাড়ী এসে আছে এখন, সমার-ভেকেসনে।
বিশে তারিখ ফির্‌তে হ'বে ছুটীর অবসানে॥
হেম গাঙ্গুলির বুদ্ধি সরু, লেখাপড়ায় খাসা।
কিন্তু দু'টো দোষ আছে তা'র, বদখেয়াল
আর নেসা।
আগে এ দোষ ছিল নাকো, বদ্‌ইয়ারের মেষে॥
মিশে এমন হ'য়ে গেচে হেমচন্দ্র শেষে॥
মিশ্‌লে মেসে সবাই শেষে, খারাপ কি গো হয়।
হয় বই কি,—দুই এক জন খারাপ কেবল নয়॥
মেসে মেশা কর্ম্মনাশা, শেষে নেসাখোর।
বাসায় থাকে তোষক বালিশ, বাইরে নিশি ভোর॥
হেম গাঙ্গুলির বাসার কথা ব'ল্‌বো কি আর ভাই!
ব'ল্‌তে গেলে পুঁথি বাড়ে, দূর হোক্ গে ছাই!
চণ্ডীপুরের দখিণ ধারে,
বইচে নদী ধীরে ধীরে,
চন্দ্রাবতী সেই তটিনীর নাম।
যদিও সরু আকার তা'র,
বর্ষাকালে খরধার,
গ্রীষ্মকালে বিধি তারে বাম॥
পার হওয়া যায় এখন হেঁটে,
তীরের মাটি উঠ্‌চে ফেটে,
মাঝে মাঝে গলা খানেক জল।
কম জল, তাই রবির করে,
গরম হ'য়ে বইচে ধীরে,
হাঁটুজলে গজিয়ে গেছে দল॥
চন্দ্রাবতীর উভয় পারে,
দাঁড়িয়ে তরু সারে সারে,
ফুল ফুটেচে, ফল ধ'রেচে কত।
কোন গাছটা ঝুঁকে আছে,
আস্‌চে যেন জলের কাছে,
জল পিয়াসে ঘাড়টি ক'রে নত॥
লতা দিয়ে হামাগুড়ি,
জড়িয়ে আছে গাছের গুঁড়ি,
ফোটা ফুলের গায়ে কুঁড়ি, ডগায় দোলে তা'র।
এ পার থেকে ও পার থেকে,
পাখীগুলি ডেকে ডেকে,
দেখে দেখে, থেকে থেকে হ'চ্চে নদী পার॥
কোন খানে বা আমের গাছে,
আধসেরিয়া আম পেকেছে,
অধিকারী গাছের তলায় কুঁড়ে বেঁধে আছে।
কেউ পাছে আম পালায় ল'য়ে,
তাই সে আছে সজাগ হ'য়ে,
ছেলেটি তা'র আম খাচ্চে, ব'সে বাপের কাছে॥
এক এক বার বাতাস লেগে,
আম প'ড়্‌চে জলে ভেঙ্গে,
অধিকারী দৌড়ে গিয়ে হাতড়ে তুলে আনে।
মিন্সে যখন নামে জলে,
ছেলেটি তা'র কুতুহলে,
নেচে নেচে চেঁচিয়ে ওঠে, চেয়ে বাপের পানে॥
দুপুর বেলা রোদের জ্বালা, গায়ে আগুন ছোটে।
পিঠ ঠেসিয়ে হেম র'য়েচে বকুলগাছের পিঠে॥
চন্দ্রাবতী নদীর ধারে একলা ব'সে আছে।
চেয়ে দেখে পাশে কভু—আবার কভু পাছে॥
চন্দ্রাবতী নদীর ধারে আছে ছ' সাত ঘাট।
কোন ঘাটে বা মেটো সিঁড়ি,
কোন ঘাটে বা কাঠ॥
চণ্ডীপুরে নদীর ধারে যে সব লোকের বাস।
চন্দ্রাবতী জলে তা'দের ব্যভার বারমাস॥

টেড়িকাটা হেম গাঙুলি পাতলা জামা গায়।
হাতে ছড়ি, ট্যাঁকে ঘড়ি, চীনের জুতো পায় ॥
কালা-পেড়ে ধুতি-পরা, যেন দুধের ফেনা।
গোঁফের রেখা দিচ্ছে দেখা, পান খেয়ে ঠোঁট রাঙা ॥
ল্যাভেণ্ডারে রুমালখানা ভিজিয়ে আগাগোড়া।
নাকের কাছে থেকে থেকে, ধ'রছে ইয়ার ছোঁড়া ॥
মদের তেজে চক্ষু দুটো রাঙা, আধেক বোজা।
পোমেটমের কলপ চুলে, কানে আতর গোঁজা ॥

ঘাটের পাশে বকুল-তলায়,
কাটফাটানো দুপুর বেলায়,
কেন ব'সে হেম গাঙুলি আজ?
জল্ আনতে মেয়েছেলে,
কল্সী কাঁকে সেথায় এলে,
হেম গাঙুলির ঠাট্টা করা কাজ ॥

হা দিক্ হা দিক্, কি ব'লবো আর,
এই কি ব্যাভার বিদ্যে শেখার,
এই কি রীতি, এই কি নীতি!—ছি ছি!
এর নাম কি জ্ঞান-গরিমা?
এর নাম কি গুণ-মহিমা?
কালেজ যাওয়া কেবল মিছিমিছি ॥

ছাত্র ব'লে কেবল নয়,
খুঁজ্‌লে পরে বিদ্যালয়,
শিক্ষে-গুরু এমন কত পা'বে ॥
"যেমন গুরু, তেম্নি চেলা,
টক্ ঘোল, তা'য় ছেঁদা মালা,"
লাগাও চাবুক গুণে গুণে পাবে!

মন্দ গুরু, মন্দ চেলা,
খুঁজলে পরে মেলে মেলা,
ভাল গুরু, ভাল চেলা কম।
খুঁজ্‌লে পরে বসুমতী,
সুধা মেলে দু' এক রতি,
কিন্তু মেলে লাখো বোতল রম ॥

চন্দ্রাবতী নদী থেকে খানিক গ্রামের ভিতর পানে।
বাস করে এক গরীব কৃষক পত্নী নিয়ে, মাধবনামে ॥

বলদ লাঙল নাই কিছু তা'র,
পরের বাড়ী চাক্‌রী করে।
ক্ষেতের, বাড়ীর কাজের কাজী,
মনিব পেয়ার করে তা'রে ॥

মাধব ঘোষের বাড়ীখানি, কাঠা চেয়েক জমীর মাঝে।
নেপা চোকা উঠোনখানি খট্‌খটে গো,
নয় কো ভিজে ॥

উঠোনখানির পূব দখিণে, মাধব ঘোষের ঘর দু'খানি।
দোরের উপর সিঁদুর ফোঁটা, বাতায় গোঁজা
নেকড়া কানি ॥

উলুখড়ের ছাউনি চালে, কোমোর-মাপা উঁচু দাওয়া।
ছোট ছোট জান্‌লা ঘরে, ফুরফুরিয়ে বইচে হাওয়া ॥
রসুইবাসের একখানি ঘর, অপরখান শোবার তরে।
রসুই-ঘরে কলসী হাঁড়ি, বালিশ কাঁথা শোবার ঘরে ॥
রসুই-ঘরের একটি পাশে, কঞ্চী ছাওয়া শশার মাচা।
মাচার পাশে গোটা কএক কলার গাছে ঝুল্‌চে
মোচা ॥

চিতের বেড়ায় উঠোন ঘেরা, বেড়ার পাশে
বাঁশের ঝাড়।
কোন্ বাঁশটা সটান খাড়া, কোন্‌টা আছে হ'য়ে
আড় ॥

দাওয়ায় ব'সে ঘুরিয়ে টেরা কাটচে মাধব পাট।
থেকে থেকে থেমে আবার খুল্‌চে পাটের গাঁট ॥
এমন কালে চন্দ্রমুখী তা'র স্বামীকে কয়।—
"হেম গাঙুলির ঠাট্টা আমার আর না প্রাণে সয় ॥
জল আনতে গেলে পরে, কেবল গেউড় গায়।
কত রকম হাসি হেসে, বদ্‌নজরে চায় ॥
থাক্‌তে তুমি, সইবো আমি এত অপমান।
আর না যা'ব জলকে আমি, যাক্ আমার প্রাণ ॥"

জায়ার মুখে এমন কথা,
শুনে মাধব পেলে ব্যথা,
মনের ভিতর আগুন জ্বলে, রাগে কাঁপে কায়।
মনে মনে তখন বলে,—
"গরীব লোকের ছার কপালে,
পরের কাছে মান খোয়ানো লিখ্‌লে বিধি, হায় ॥

ইস্তোফারী চাক্‌রী মোর,
নাইকো আমার টাকার জোর,
তাইতো পরে এমন ক'রে করে অত্যেচার।
ভাল, এবার দেখা যা'বে,
হেম গাঙ্গুলি টেরটা পা'বে,
কুটকুটুনি ভাঙ্‌বো শালার, তবে নাম আমার॥"
এরূপ ভেবে মনে মনে বৌকে তখন বলে।—
"যা' দিকি ফের কল্‌সী নিয়ে, জল আন্‌বার ছলে॥
যদি আবার কিছু বলে, হেম গাঙ্গুলি শালা।
ব'ল্‌বি তা'রে আস্‌তে ঘরে আজ সন্ধ্যে বেলা॥
আরো বলিস্, স্বামী আমার ভিন্‌গাঁয়েতে যা'বে।
ন' দিন পরে আস্‌বে ফিরে, বুঝ্‌চি অনুভাবে॥
আজ্‌কে তুমি সাঁঝের পরে, দয়া ক'রে যেয়ো।
নেমোন্তন্ন কর্‌ছি আমি, যেন দেখা দিও॥"
স্বামীর এমন কথা শুনে চন্দ্রমুখী কয়।—
"এমন কথা বলা তা'রে কর্ম্ম আমার নয়॥
বৌড়ী হ'য়ে কেমন ক'রে ব'ল্‌বো এমন কথা।
তুমি গিয়ে বল, আমি আর যাবো না সেথা॥"
মাধব বলে,—"না ব'ল্লে যে, জব্দ হ'বে না সে।
যেমন ক'রে পারিস্, তাকে বল্‌গে তেমন্ ভাবে॥"
চন্দ্রমুখী বলে,—"ভাল, বল্‌বো যেন তা'রে।
তা'র পরেতে জব্দ তা'কে ক'র্‌বে কেমন ক'রে?"
মাধব বলে,—"আগে তাকে আস্‌তে ব'লে আয়।
তা'র পর তা' বল্‌বো, এখন সময় ব'য়ে যায়॥"
পাঁচ সাতটা ভাবনা ক'রে,
চন্দ্রমুখী ধীরে ধীরে,
চন্দ্রাবতী নদীর ঘাটে কলসী নিয়ে গেলো।
হতভাগা হেম গাঙ্গুলি,
ঢেলে দিয়ে রসের ঝুলী,
গান ধ'র্‌লে ভাঙা তানে, "ঘোমটাখানি খোলো॥
চাঁদমুখটি দেখ্‌বো ব'লে,
ব'সে আছি বকুলতলে,
নয়ন চকোর চেয়ে আছে, চেয়ে দেখ প্রাণ!
জ্ব'ল্‌চে আগুন মনের বুকে,
বাড়িও না আর ঘোমটা-ফুঁকে,
চার চক্ষু একটি হ'লে, জুড়িয়ে যা'বে প্রাণ॥
নাওয়া খাওয়া শোয়া ছেড়ে,
কাঠ-ফাটানো রোদে পুড়ে,
ঠিক দুপুরে ব'সে আছি, কেবল তোমার তরে।
দেখতে বড় ভালবাসি,
ও চাঁদমুখের মুচ কি-হাসি,
দুপুর রোদেও জোছ্‌না যেন, ফুট্‌চে আলো ক'রে।"
হেম গাঙ্গুলির সে গান শুনে,
চন্দ্রমুখী লাজুক মনে,
নদীর নীরে কলসী ভ'রে তফাৎ দিয়ে যায়।
স্বামী যা' তা'র বলেছিল,
বল্‌বে মনে ক'রেছিল,
গান শুনে তা' পার্‌লে নাকো, জিবে আটক খায়॥
"অগ্নি এলে, অগ্নি গেলে,"
হেম গাঙ্গুলি এই-না ব'লে,
বকুলতলা ছেড়ে ছোঁড়া ট'লে ট'লে চলে।
চন্দ্রমুখী যে দিক্ দিয়ে,
ঘরে যা'বে কলসী নিয়ে,
হেমা সেথায় বসে গিয়ে;—"নিদয় কেন হ'লে?"
মদ্-মাতালে হেম গাঙ্গুলি ব'ল্লে এমন কথা।
চম্‌কে উঠে, ঘোম্‌টা হ'তে বলে কনকলতা॥—
"সন্ধ্যে বেলা আজ্‌কে তুমি যেয়ো মোদের ঘরে।
স্বামী আমার থাক্‌বে নাকো, যা'বে কেশবপুরে॥
তিন চার দিন থাক্‌বে সেথা, নেমোন্তন্ন আছে।
অনেক কথা আছে, যেয়ো, বল্‌বো তোমার কাছে॥"
চন্দ্রমুখীর চন্দ্রমুখে এমন কথা শুনে।
হাতে যেন স্বর্গ পেলে, সুখ যে কত মনে॥
"যা'ব যা'ব—মাইরি যা'ব—সন্ধ্যে হ'লে পরে।
শিশ দিলেই, ভাই, দোরটা তুমি খুলো তড়াক্ ক'রে॥
তোমার ভালর তরেই বলি; শত্রু অনেক আছে।
হুঁসিয়ারিতে থাকা ভাল, বিপদ্ ঘটে পাছে॥"
চন্দ্রমুখী তখন বলে,—"সাবধানেতেই র'বো।
কিন্তু তুমি যেয়ো, বাবু! নৈলে হতাশ হ'বো॥"
এই-না ব'লে চন্দ্রমুখী পাশ কাটিয়ে যায়।
হেম গাঙ্গুলি 'মাইরি যা'বো' ব'লে হেসে চায়॥
ক্রমে ক্রমে চন্দ্রমুখী চোখের আড়াল হ'ল।
হেমা ছোঁড়াও ট'লে ট'লে নিজের ঘরে গেল॥

চন্দ্রমুখীর কথাগুলি হ'ল জপের মালা।
হেম গাঙ্গুলি ভাব্‌চে কখন আস্‌বে সাঁঝের বেলা॥
এ দিকেতে চন্দ্রমুখী এসে আপন বাসে।
হেম গাঙ্গুলির ব্যাপারখানা ব'ল্লে স্বামীর পাশে॥
মাধব তখন বাড়ী থেকে বেরিয়ে ত্বরা গিয়ে।
খানিক পরে ফিরে এলো, একটা ছোঁড়া নিয়ে॥
বছর উনিশ বয়স হ'বে, নিমাইচরণ নাম।
মুখের গড়ন দেখ্‌তে ভাল, বরণ উজল শ্যাম॥
মাধব তা'কে ভালবাসে, গ্রাম-সুবাদে নাতি।
চালাক ছেলে নিমাইচরণ, জেতে আশিন তাঁতি॥
ও দিকেতে চন্দ্রমুখী রান্নাঘরে রাঁধে।
এ দিকেতে মাধব নিমাই কল কৌশল বাঁধে॥
শোবার ঘরের মেঝের'পরে মাদুরখানা পেতে।
দুই জনেতে যুক্তি করে, হেমার মাথা খেতে॥
যুক্তি ক'রে বেরিয়ে এল; নিমাই কেবল হাসে।
মাধব বলে, "হাস্‌লে তখন সকল যা'বে ফেঁসে॥"
নিমাই বলে, "ঠাকুরদাদা, আচ্ছা চতুর তুমি।
তোমার পেটে বুদ্ধি এত!—অবাক্ হ'লেম আমি॥
যা হোক্, আমি বামুনশালায় ক'র্‌বো নাকাল আজ।
চল্লুম এখন; যোগাড় কর বাকি যে সব কাজ॥"
এই-না ব'লে নিমাইচরণ গেল নিজের বাড়ী।
নাওয়া খাওয়া সেরে নিলে মাধব তাড়াতাড়ি॥
চন্দ্রমুখী শেষে খেয়ে, এঁটো পাথর ধুলে।
কাপড় কেচে, রসুই-ঘরে আগড় টেনে দিলে॥
যেই যুক্তি ক'রে মাধব, নিমাই নাতি মিলে।
চন্দ্রমুখীর কাছে এখন ব'ল্লে মাধব খুলে॥
চন্দ্রমুখী হেসে বলে,—"ও মা যা'বো কোথা।
এতও তুমি জানো, সাবাস্, তোমার মনের কথা॥"
ক্রমে ক্রমে বেলা গেল, এল বিকেল বেলা।
নিমাইচরণ আবার এল, হাতে চাটিম কলা॥
হেসে তখন মাধব বলে,—"এলি, সোণার নাতি।
দেখিস্, দাদা! খুব হুঁসিয়ার! ফাঁদে ফেলিস্ হাতী॥
আমি এখন চল্লুম তবে, দেরি ভাল নয়।
যেমন যেমন ব'লে দি'ছি মনে যেন রয়॥"
এই-না ব'লে মাধব তখন বেরিয়ে গেল কোথা।
মাথায় দিয়ে তিন বছুরে একটা ছেঁড়া ছাতা॥

জষ্ঠি মাসের কড়া রবি ক্রমে নরম হ'লো।
লালপাগ্‌ড়ী মাথায় বেঁধে, কোথায় চ'লে গেলো॥
"ছেলে ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো" ছেলের মায়ে বলে।
ধাড়ী ঘুমুলো, ধরা জুড়ুলো,—সূর্য্যি অস্তাচলে॥
এমন সময় নিমাইচরণ হেসে হেসে কয়।—
"ঠান্‌দিদি গো! শাড়ী আনো, দেরি ভাল নয়॥"
যোগাড় টোগাড় সবই হ'লো, নিমাই সাজে মেয়ে।
হেসে ছোঁড়া লটুপটু আয়না পানে চেয়ে॥
নীল-ছোবানো শোণের চুলে বাঁধ্‌লে নবীন খোঁপা।
সীঁথির'পরে সিঁদুর-ফোঁটা, খোঁপায় কনকচাঁপা॥
চন্দ্রমুখীর গয়নাগুলি প'র্‌লে হাতে পায়।
নেক্‌ড়া-ঠুলির চাপ কাঁচুলী, চমক লাগে তায়॥
চন্দ্রমুখী তাই-না দেখে অবাক্ হ'য়ে হাসে।
নিমাই বলে,—"তুমি এখন কেন আমার পাশে॥
রসুই-ঘরে চুপটি ক'রে, ব'সে থাক গিয়ে।
এস নাকো আমার কাছে, বলি শপথ দিয়ে॥"
কাজে কাজে চন্দ্রমুখী রসুই-ঘরে গেলো।
ক্রমে ক্রমে এ দিকেতে সন্ধ্যে হ'য়ে এলো॥
পাখীগুলো শাবকসাথে বাসায় ঢুকে পড়ে।
পূর্ব্বদিকের আঁধাররাশি ছড়িয়ে ভুঁয়ে পড়ে॥
হাওয়ায় যেন ঘাম দিয়ে জ্বর এখন গেছে ছেড়ে।
ঠাণ্ডা-নাড়ী হ'য়ে হাওয়া চ'ল্‌চে পাখা নেড়ে॥
এমন কালে হেম গাঙ্গুলি প'রে রসের সাজ।
মাধব ঘোষের দোয়ারগোড়ায় দাঁড়ায় রসিকরাজ॥
মাধব ঘোষের বাড়ীর ধারে একটি সরু গলি।
দুই ধারে তা'র বন জঙ্গল, জল গড়া'বার নালী॥
দূর্ব্বো শ্যামা অনেক রকম ঘাস দিয়েছে দেখা।
মাঝখানেতে তা'র সরু রকম মেটো পথের রেখা॥
হেম গাঙ্গুলি দাঁড়িয়ে খানিক এ দিক্ ও দিক্ চায়।
ধীরে ধীরে খানিক স'রে আবার চ'লে যায়॥
আবার আসে, আবার ফেরে, দাঁড়িয়ে আবার থাকে।
কুকুর শেয়াল দেখ্‌তে পেলে, তাড়ায় ছড়ি ঠুকে॥
এই রকমে মিনিট বারো সময় গেল ব'য়ে।
ক্রমে ক্রমে হেম নিশাচর, উঠ্‌লো আকুল হ'য়ে॥
দুই লোকের দুই মনে দুই কাজের বেলা।
কিসের যেন ধাক্কা লেগে, ফোটে জয়ের খলা॥

হেম গাঙুলির তেত্মি হ'ল, উসুখুসু করে।
বাড়ীর ভিতর ঢুক্‌তে নারে, মাধব ঘোষের ডরে ॥
আছে কি না আছে মাধব, ঘরের ভিতর তা'র।
জান্‌বে ব'লে হেম গাঙুলি, ক'র্‌লে ফিকির বা'র ॥
মাধব ঘোষের পাঁদাড় পানে দাঁড়ায় পেতে কান।
থাক্‌লে মাধব কথা ক'বে কিম্বা গা'বে গান ॥
কান পেতে সে হেম গাঙুলি, রইলো অনেকক্ষণ।
বুঝ্‌লো মনে, মাধব গেছে, রাখ্‌তে নিমন্ত্রণ ॥
বুকের ভিতর ভরসা হ'ল, ফরসা হ'ল ধাঁধা।
মনে মনে ভাবে,—"বাবা! উৎরে গেছে বাধা ॥"
এই না ভেবে ভঙ্গী ক'রে, কান-মন্ত্রানো শিশে।
বাজিয়ে দিলে ঘরের পাঁদাড়, লাগিয়ে যেন দিশে ॥
শিশ না শুনে নিমাইচরণ অম্নি সজাগ হ'য়ে।
ঘুলঘুলি দে চেয়ে দেখে, ঘোম্‌টা টেনে দিয়ে ॥
প্রেমভিখারী হেম গাঙুলি, এ দিক ও দিক করে।
নিমাই তা'রে ফুস্‌ফুসিয়ে ডাকে মেয়ের স্বরে ॥
আর কোথা যায় হেম গাঙুলি! বুকের ভিতর তার।
ছুটলোযেন প্রেম-ফোয়ারা!—মিল্‌লো নদীর পার ॥
মস্‌মসিয়ে চ'লে এলো, খোঁচায় আঁচড় লেগে।
কাপড়খানা ফড়্‌ফড়িয়ে ছিঁড়ে গেল বেগে ॥
কাঁটার ছড়ে ছিঁড়ে গেল পায়ের ডিমের ছাল।
গেল গেল—ব'য়ে গেল!—বেতাল না হয় তাল ॥
পাঁদাড় থেকে দৌড়ে এসে, বাড়ীর ভিতর ঢোকে।
চাদরখানা মাথায় বাঁধা, রুমালখানা মুখে ॥
কাপড় ঢাকা সর্ব্বশরীর, চক্ষু হু'টি খোলা।
দেখ্‌লে পরে কেউ না চেনে, তাই এ ঢঙের খেলা ॥
চন্দ্রমুখী ওরফে নিমাই,—"এস, বাবু!" ব'লে।
মাদুরখানা ঘরের মেঝেয় ত্বরায় পেতে দিলে ॥
"আ-থাক্ থাক্, নিচ্ছি আমি, তোমার কি ও সাজে ॥
আমার তরে কষ্ট তোমার—বড্ড প্রাণে বাজে ॥"
হেম গাঙুলি এই-না ব'লে, ভেজিয়ে দিলে দোর।
নিমাই বলে, "খিল্ এঁটে দাও, একটু ক'রে জোর ॥"
"বাহবা বা! বেস্ ব'লেচো" হেম গাঙুলি কয়।
"মনের সুখে থাক্‌বো হু'জন, আর বা কারে ভয় ॥"
এই-না বলে হেম গাঙুলি, মাদুরখানায় ব'সে।
রসিকতা লাগিয়ে দিলে, নানা রঙের রসে ॥—

"তুমি আমার প্রাণের পাখী, আমি তোমার খাঁচা।
মধুর বুলি শুনবো তোমার, দেখবো তোমার নাচা ॥"
এই না ব'লে পকেট থেকে পঁচিশ টাকা নিয়ে।
"এই নাও, বৌ!" ব'লে হাসে পায়ের কাছে দিয়ে।
নিমাই তখন কুড়িয়ে নিয়ে ত্বরায় পঁচিশ টাকা।
কাপড় খুঁটে বাঁধলে এঁটে, তিনটে গেরো পাকা ॥
খানিক পরে হেম গাঙুলি কাছে ঘেঁসে গিয়ে।
আঁচল ধ'রে হেসে বলে, "ঘোম্‌টা খোলো,
প্রিয়ে ॥"
আঁচলখানা হেঁচকা টানে ছাড়িয়ে নিমাই বলে।—
"লজ্জা করে—বস্‌বো পরে খানিক সময় গেলে ॥
মন্দ লোকের ব'স্‌তে কাছে, লজ্জা করে ভারি।
তা'তে আমি নারীর মাঝে অতি লাজুক নারী ॥"
এমন কালে ঘরের দোরে মাধব ঠেলা দিলে।
তাই-না শুনে হেম গাঙুলির চ'ম্‌কে ওঠে পিলে ॥
বাইরে থেকে মাধব বলে, "ওবৌ! দোয়ার খোলো।"
তাই-না শুনে হেম গাঙুলি বলে, "এ কি হ'লো ॥
কি সর্ব্বনাশ! কোথায় যা'বো! পথ নেই যে আর।
এবার বুঝি দফা রফা!—প্রাণে বাঁচা ভার ॥
কি হ'বে, বৌ! রক্ষে কর, পড়ি তোমার পায়।
এক শ টাকা দেবো তোমায়; ঘুচাও আজের দায় ॥"
বৌ-সাজুনে নিমাই বলে, —"কি ভয় তোমার বাবু?
থাক্‌তে আমি, আমার স্বামী ক'র্‌বে তোমায় কাবু?
এই খোলেটা গায়ে মুড়ে, তক্তপোষের তলে।
শুয়ে পড়, পাঠিয়ে দেবো পরে সময় পেলে।"
তাড়াতাড়ি হেম গাঙুলি তাই-না গায়ে দিয়ে।
তক্তপোষের তলে গিয়ে রইলো ভয়ে শুয়ে ॥
নিমাই তখন দোর খুলে দে, মাধব ঘোষে বলে।
"নেমোতন্ন রাখ্‌তে গিয়ে কেন ফিরে এলে?"
মাধব বলে, "পেটটা কেমন ধ'র্‌লো এঁটে সেঁটে।
ফিরে এলুম সেই কারণে, কে যায় ছ কোশ হেঁটে ॥
ব'স্‌তে আমি আর পারি নি, হাওয়ায় থাকি শুয়ে।
খোলটা এনে দাও না পেড়ে, শোবো কি ছাই
ভুঁয়ে ॥
নিমাই বলে, "কোথায় সেটা? ঘরের ভিতর নাই।"
মাধব বলে, "কোথায় গেলো? দূর হোক গে ছাই ॥

আপনি নিজে খুঁজে দেখি” এই কথা-না ব’লে।
ঘরে ঢুকে বলে, “এই যে তক্তপোষের তলে!”
তাই না শুনে হেমা ভাবে, “বাঁচাও, ভগবান্!”
ভগবানের ব’যে গেছে রাখতে রে তোর প্রাণ॥
এমন কালে মাধব ঢুকে তক্তপোষের তলে।
পোলেখানা টেনে যেন চমকে উঠে বলে॥—
“এ কি এ কি, এর ভিতর কি, কেন বিষম ভারি?”
হেম গাঙুলি বলে, “মাধব! জর হ’য়েচে ভারি॥
ছোট লাটের হুকুম জারি, শিখতে হ’বে চাষ।
এসেছিলেম জানতে, চাষের নিয়ম তোমার পাশ॥
কুইনাইনের ধাতটা আমার, এসেই তোমার ঘরে।
কম্প দিয়ে জরটা এলো, প্রাণটা কেমন করে॥
কোথাও কিছু পেলেম নাকো, খোলে গায়ে দিয়ে।
তক্তপোষের তলায়, মাধব! তাইতে ছিলেম শুয়ে॥
মাধব! তুমি ভাল আছ?—কাজ কম্ম ভাল?
হাতটা আমার ধ’রে, মাধব! বাড়ী নিয়ে চল॥”
মাধব বলে, “তাইতো, বাবু! কাঁপচো বড় জরে।
খানিক থাকো, এখন বাড়ী যা’বে কেমন ক’রে?
আমরা, বাবু! চাষাভুষো, টোট্‌কা খেয়ে সারি।
কুনিয়ানের ধার ধারি নি, ডাক্তারিকে ডরি॥
আপনি যদি আমার কথা শোনো, বাবু! তবে।
টোট্‌কা খেলে এ জর তোমার শীঘ্র সেরে য’বে॥”

হেম গাঙুলি ভাবে মনে, “মাধব নেহাত বোকা।
চালাকিতে কাজ সেরেছি, লাগিয়ে দিয়ে ধোঁকা॥
মাধব ঘোষের কথার মত চলাই এখন চাই।
টোট্‌কা খেয়ে বোকা দিয়ে বাড়ী চ’লে যাই॥”
হেম গাঙুলি রাজী হ’লো টোট্‌কা খা’বার তরে।
“যাও ত্বরা, গো! টোট্‌কা আন, আছে বসুই-ঘরে।”
নিমাইচরণ অমি তখন দৌড়ে চ’লে গেলো।
মস্ত ঝাঁটা পেছু পানে লুকিয়ে নিয়ে এলো॥
মাধব বলে, “এনেচো কি?” নিমাই বলে, “হাঁ”।
“বাবুজীকে দাও না তবে, গুণে পাঁচটি ঘা॥”
মাধব ঘোষের হুকুম শুনে নিমাই তখন বেগে।
এক দুই ক’রে পাঁচ ঘা ঝাঁটা মারলে পিটে রেগে॥
ঝাঁটা খেয়ে হেম গাঙুলি, গড়ায় ধুলোয় প’ড়ে।
মাধব বলে, “কেমন? বাবু! জর গিয়েচে ছেড়ে?
তোমার জরে এই টোট্‌কা, তা’ বই ওষুধ নাই।
ছেড়েচে কি? নৈলে বল আর কত ঘা চাই?
তোমার মতন রুগী যা’রা, তা’দের মুড়োমুড়ি।
এই “টোট্‌কা” অমোঘ ওষুধ—শতমুখী বড়ী!”
কবি বলে,
এমিতর যে সব ব্যাটা নাককাটা।
হেম গাঙুলির মতন তাদের পিঠে পড়ে
পাঁচ ঝাঁটা॥

৪।—ষোলবছুরী পেত্নী।

হুগলী জেলার চালতাডাঙায় অনেক লোকের বাস।
কেউ ব্যবসা, কেউ চাকরি, কেউ বা করে চাষ॥
বেকার-বিকার রোগে কা’রো ভাত যায় না পেটে।
সুদে ঘিয়ে পেট মুটিয়ে তাস কেউ বা পেটে॥
কেউ বা করে উমেদারী বাবুর বাড়ী হেঁটে।
কেউ বা চোকে ধুলো দিয়ে পয়সা আনে লুটে॥
কেউ বা ধনী, জায়গা জমী দখল কোরে আছে।
সরফরাজী কতই করে গরীব প্রজার কাছে॥
উঠোনভরা ধানের মরাই, গোয়ালভরা গাই।
ঘুঁটেভরা বাড়ীর পাঁচীর, পাঁদাড়ভরা ছাই॥
ভাঁড়ারভরা খাবার জিনিষ, বাগানভরা গাছ।
ফসলভরা চাষের জমী, পুকুরভরা মাছ॥
এমনতর জমীওলা ধনী বড় লোক।
চালতাডাঙায় ত’জন আছে, টাকাও আছে খোক॥
তা’দের মাঝে একটি বাড়ীর কর্ত্তা গেছেন ম’রে।
কুলের বাতী ছেলে আছে, ঘরটি আলো কোরে॥
নামটি মধুর—গোকুলমোহন, বয়েস সাতাশ ঘেঁসে।
মদের বোতল উজোড় করে, গাঁজাও টানে কোসে॥
পাঁচপাঁচীগোচ গড়নখানা, ওজনখানা ভারি।
ভুঁদিয়ে বেড়ায় পাড়ায় পাড়ায় ডরায় নরনারী॥

কথায় কথায় রেগে ওঠে, চেঁচিয়ে ওঠে কড়া।
চাকরদিগে ঠেঙিয়ে মারে, দুষ্টু খেড়ে ছোঁড়া॥
ভদ্রলোকের ঘরে এমন পাজী মেলা ভার।
হাড়ে নাড়ে জ্বলে মরে, সবাই জ্বালায় তা'র॥
মাকে মারে—স্ত্রীকে মারে, কথায় কথায় লাথি।
দেয় না খেতে দিনে রেতে, এম্নি কঠিন ছাতি॥
ভাল কাজে দ্বন্দ্ব করে, মন্দ কাজে মাতে।
বাড়ী ছেড়ে ছুঁচো ছোঁড়া, বাইরে থাকে রাতে॥
লক্ষ্মী সতী গুণবতী রূপবতী জায়া।
তা'র উপরে নেক্ নজরে, নাই বেহায়ার মায়া॥
"ছাই ফেল্‌তে ভাঙা কুলো" এমন কুলের নারী।
সব্ সওয়া যায়, কিন্তু আমি সইতে এমন নারি॥
এরূপ সতীর বিরূপ পতি কিরূপ কোরে ঘটে।
বুঝ্‌তে নারি, দুঃখু ভারি চক্ষে বারি ছোটে॥
হায়, ভগবান্! এ কি বিধান তোমার বিশ্বমাঝ।
কেমন কোরে ফুলের শিরে মারো কঠিন বাজ?
যে জন যেমন, তা'রে তেমন দাও না কেন সাথী?
কমলদলে কেন দলে, মদ্‌মাতালে হাতী?
রাজ্যে তোমার অসুখ অপার, নাইকো সুখের লেশ।
জীবন যাহার, দুঃখু তাহার, মোলেই দুঃখু শেষ॥
প্রাণের বুকে দুঃখু গাঁথা, কেন এমন প্রাণ।
জীবকে দিলে, জীবনদাতা নিদয় ভগবান্॥
নারী করা জ্যান্তে মারা তোমার বিধি, বিধি!
নৈলে কেন গোকুলমোহন ঠেল্‌বে পায়ে নিধি!
ভোজবাজীও বুঝ্‌তে পারি, কিন্তু তোমার বাজী।
বুঝ্‌তে গিয়ে অবুঝ্ হোয়ে আর একতর বুঝি॥
বুঝ্‌তে দিয়েও বুঝাও নাকো তোমার অবুঝ বাজী।
বুঝি বুঝি, অম্নি আবার বুঝাও হিজিবিজি॥
কেমন তুমি সব ছেলেকে সব মেয়েকে, পিতা!
সমান কোরে গোড়্‌লে নাকো? ঘুচ্‌তো প্রাণের ব্যথা॥
একটি ছেলে হাঁসে তোমার, একটি মেয়ে কাঁদে।
এক ভাইকে আর এক ভাই শিক্‌লি দিয়ে বাঁধে॥
অবল যে ভাই, তা'রে সদাই প্রবল ভাইটে মারে।
এক বোন্‌কে আর এক বোন্ পোড়ায় বিষের ধারে॥

দুঃখী আমি, ভিক্ষে ক'রে উদর পূরণ করি।
দেখিয়ে তরাস, মুখের গরাস, নেয় অপরে হরি'॥
কেন তোমার বিশ্ব মাঝার এমন অবিচার?
থাক্‌তে তুমি, দুষ্ট জনে করে অত্যাচার॥
কেমনতর পিতা তুমি?—কেমনতর রাজা?
শিষ্টজনে দুষ্টজনের করে ভোগাও সাজা॥
কিসের তরে কোল্লে সৃজন এমন নরনারী?
লাভ কি ছিল এমন করায়?—যশ পেলে কি ভারী?
গোকুলমোহন কালভুজঙ্গ কমলমুখী সরল।
কমলমুখী সুধামুখী, গোকুলমোহন গরল॥
সুধায় বিষে মেশাও কেন এমন কোরে, হরি!
সুখ বুঝি হয়?—হ'তেও পারে; আমরা জ্বোলে মরি॥
ঐ যা, আমি কি বল্‌তে কি বল্‌চি এতক্ষণ?
কাজের কথা বোল্‌বো এবার, শোন পাঠকগণ!
চাল্‌তাভাঙা গ্রামটী থেকে কোশেক খানেক দূর।
দখিণ দিকে মাঠের ধারে আছে মামুদপুর॥
গ্রামটী ছোট, কিন্তু বেশী ভদ্রলোকের বাস।
বৈদ্যজাতি চোদ্দ আনা, সেন গুপ্ত দাস॥
হিঁদুয়ানীর পাল্ পার্ব্বণ প্রায় সকলি হয়।
শক্তিমত ভক্তি করায়, কেহই বিমুখ নয়॥
আশিন মাসে দুর্গাপূজা, ফাগুন মাসে দোল।
বছর বছর হয় সে গ্রামে, বাজিয়ে কাড়া ঢোল॥
সেই গ্রামেতে রূপনামেতে গুপ্ত উপাধধারী।
বৈদ্য জনেক নিবাস করেন, হাতযশটা ভারী॥
কবরেজিতে হয় গো তাঁহার রোজ্‌গারটা বেশ।
আসে লোকে ডা'ক্‌তে তাঁ'রে হোতে নানাদেশ॥
৪ × (গুণ) দশ + (যোগ) ৫ হয় ৪৫ আঁক।
রূপনারাণের এই অঙ্কে বয়েস বছর ডাক॥
সাদাসিদে ধরণখানা, গড়নখানা ক্ষীণ।
কাঁচা পাকা চুল মিশানো, কাণে আঁচীল চিন॥
টাক্‌পড়া তাঁ'র ব্রহ্মতালু, ধারে বিরল চুল।
নামে শিখা, কাজে বাঁধা যয় না তা'তে ফুল॥
চটী জুতো পরেন পায়ে, ধরেন বেতের ছাতি।
জাঁকজমক নাই সাজসজ্জায়;—সাদা চাদর ধুতি॥
বাভট, চরক, নিদান আদি চিকিৎসকের পুঁথি।
বিশেষরূপে বোঝেন তিনি, ব্যুৎপন্নও অতি॥

ফাঁকি দিয়ে চাকী নেওয়া তাঁ'র ব্যবসা নয়।
ধর্ম্মপথে চলেন সদা, পাপ্‌কে বড় ভয় ॥
দেখেছি গো এমন আমি জা'তবস্তি কত।
নামে তা'রা জা'তবস্তি—গো-বস্তির মত ॥
বস্তিরূপে যমের দূত, সস্তি রুগী মারে।
ওষুধপালায় ঘোড়ার ডিম্, মুখের চোটেই সারে ॥
ঘোর আনাড়ী, বুঝ্‌তে নাড়ী, সাধ্য কিছুই নাই।
রোগ চিন্‌তে চিন্তে করে, পায় না তবু থাই ॥
এক রোগেতে আর এক রোগের ওষুধ দিয়ে বসে।
ভাত পথ্যি কোরে বসে নাড়ীভরা রসে ॥
কুইনাইনের বড়ী গ'ড়ে, চালের গুঁড়ি দিয়ে।
"জ্বর-কেশরী" বোলে খাওয়ায়, রুগীর কাছে গিয়ে ॥
পূর্ণজ্বরে "জ্বর-কেশরী" মধুর অনুপানে।
পেটে গিয়ে জ্বর আট্‌কে রুগী মরে প্রাণে ॥
মরে মরুক্ ব্যাটার রুগী, বৈদ্যি ভায়ার কি ?
মনের সুখে তোলেন মুখে গরম ভাতে ঘি ॥
আবার এমন অনেক আছেন গুণের চিকিৎসক।
পুকুরধারে মর্ম্ম ধ্যানে যেন সাধু বক ॥
'কি ভয় কি ভয়' বার বার কয় 'কোর্‌বো আরাম রোগ।
বিশ টাকা দাও কর্‌বো তোঁয়ের 'ধূমনুষ্টিযোগ' ॥
পঞ্চপঞ্জী নামটা শুনে ভরসা প্রাণে পেয়ে।
গরীব রুগী টাকা আনে, জিনিষ বাঁধা দিয়ে ॥
বস্তি ভায়া সেই টাকাতে গয়না খালাস কোরে।
মেগের কাছে পেগের বড়াই করেন দু'হাত নেড়ে ॥
আনা চারেক সুদ কমিয়ে মহাজনের কাছে।
মুষ্টিযোগের যোগাড় করেন, পাঁচটা বুনো গাছে ॥
থেঁতো কোরে, মাত গুড়েতে মাখিয়ে গড়েন বড়ি।
গরীব রুগীর পোরেন পেটে, জোলে ওঠে নাড়ী ॥
রোগের দফা হয় না রফা, প্রাণের দফা শেষ।
ধনে প্রাণে রুগীর মরণ ; বস্তি ভায়ার বেশ ॥
আবার এমন অনেক আছেন, জুয়োচ্চুরী কোরে।
টাকা লোটেন নোটীস্ দিয়ে "খবরকাগজ পুরে" ॥
তাঁ'দের মাঝে কেউ বস্তি, কেউ ডাক্তার বাবু।
প্যাটেন্ট্ ওষুধ তিন বেলা খাও, পথ্যি দুধ আর সাবু।
চিকিৎসা কি, নাইকো জানা, কিন্তু যেন পাকা।
প্যাটেন্ট্ ওষুধ ছাপিয়ে দিয়ে, ফাঁকিয়ে লোটেন টাকা ॥
"অবতক্ত্ব্রপ্তৈল" একদিনে জ্বর সারে।
"খাক-মুণ্ড পণ্ড-লেহ" বাত ভেগে যায় ডরে ॥
"কোষ্ঠবদ্ধনিবারিণী বিষবীজের বটী"।
আর আমি বলি,—
"প্যাটেন্ট্ ওষুধ-প্রকাশকের হাড় ভাঙবার লাঠি !"
কেবল শুধু জা'তবস্তি ডাক্তাররা নয়।
মহম্মদের শিষ্য হকিম কেউবা এমন হয়।
খ্রীষ্টগুরুর সেয়ান চেলা ডুব্‌কি মেরে রয় ॥
কেউ হুগলি, কেউ বা কাশী, কেউ যমালয় থেকে।
চাকী নিয়ে ফাঁকীর ফাঁকী পাঠায় মুড়ী বেঁধে ॥
ফাঁক যায় না খবরকাগজ, কলম কলম লেখা।
জোলাপ ছোটে আগুন ছোটে, আসল কাজে ফাঁকা ॥
ঘরে পড়া, দায়ে পড়া, সাড়াৎ মিত্তের কাছে।
সার্টিফিকেট যোগাড় করে; ফাঁকি বলে পাছে ॥
নোটীস দেখে দুঃখী গরীব, আসল মাসুল দিয়ে।
সে সব ওষুধ আনে কিনে, পোড়ে রোগের দায়ে ॥
কেউ তিনদিন, কেউ সাতদিন, কেউ বা একুশদিন।
ওষুধ খেয়ে সারবে কোথা ;—দিনের দিনই ক্ষীণ ॥
'ন্যাংলা মাছের ঝোল পথ্য' নূতনতর কথা।
পুকুরতলায় উনোন খোঁড়ো, নৈলে পা'বে কোথা ?
এমনতর বিদ্যে যা'দের, তা'রাই আবার হায় !
কোন্ সাহসে যমের মত ওষুধ দিতে চায় ?
মানুষ মারা—মানুষ জখম, যার-পর-নাই পাপ।
জেনেও, ছি ছি, কেমন কোরে দেয় নরকে ঝাঁপ !
এদের চেয়ে দস্যু ডাকাত লেঠেলগুলো বেশ।
জীবন দেবো বোলে জীবন করেনাকো শেষ ॥
হায়, ভগবান্ ! কেন তুমি আছ নীরব হোয়ে ?
মরে তোমার ছেলে মেয়ে, দেখ্‌চো তুমি চেয়ে ?
বাড়্‌চো তোমার ঘোর পাপাচার, করে এ সব লোকে।
এদের ছলে নয়ন-জলে বাপ মা ভাসে শোকে ॥
জীবন পাইবা বোলে, জীবন কত জীবের যায়।
এদের জীবন হরণ, হরি ! এই নিবেদন পায় ॥
এদের মতন সবাই কি গো ?—উঁহু তা'তো নয়।
তা'হলে কি এই ধরাতে আজো মানুষ রয় ?

মরুভূমি হ'য়ে যেতো এই পৃথিবী খান।
গাছ পাথরি থাক্‌তো শুধু, ঘুচ্‌তো মানুষ নাম॥
ধর্ম্মভীরু সৎ বদ্যি, সৎ ডাক্তার যাই।
দশ বিশ জন আছেন বোলে, রুগী বাঁচে তাই॥
রূপনারায়ণ তাঁ'দের দলে গণ্য বোলে মানি।
অনেক রুগী জীবন পেয়ে তাঁ'র চরণে ঋণী॥
রূপনারাণের মতন যা'রা তা'রাই বেঁচে থাক্।
ঠক চিকিৎসক মরুক মরুক;—বালাই ঘুচে যাক্॥
ঐ যা, আবার কি বোল্‌তে কি বোল্‌চি এতক্ষণ।
কাজের কথা বোল্‌বো এবার, শোনো পাঠকগণ!

গ্রামের গরীব লোকের প্রতি,
রূপনারাণের দয়া অতি,
দিন দু'বেলা অম্নি দেখেন গিয়ে।
নেন্ না কভু পয়সা কড়ি,
অম্নিই দেন ওষুধ বড়ী,
কা'রেও আসেন পথ্য-খরচ দিয়ে॥
এই কারণে গরীব লোকে,
ভক্তি বড় করে তাঁ'কে,
বাধ্য হ'য়ে থাকে অনুক্ষণ।
ফায় ফরমাস্ সবাই খাটে,
তাঁ'র বাটীতে সদাই হাঁটে,
তামাক সাজে যতই প্রয়োজন॥

চাল্‌তাডাঙার দু'কোশ পূবে শিমুলতলা নাম।
ছোট খাট মোটামুটি একটি আছে গ্রাম॥
সেই গ্রামেতে রূপনারাণের সাধের শ্বশুরবাড়ী।
যাওয়া আসার কষ্ট ভারি, ভরসা গরুর গাড়ী॥
এই কারণে পত্নীকে তাঁ'র চান না যেতে দিতে।
বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেন ফিরিয়ে, আস্‌লে শ্বশুর নিতে॥
দু' দশবার এমন কোরে আর কতবার চলে।
শাউড়ী শ্বশুর নিন্দে কোরে কত কথাই বলে॥
ঘরেও আবার কথার খোঁটা ঝাঁটার মত লাগে।
পত্নীও তাঁ'র দেয় ঝঙ্কার গর্‌গরাণো রাগে॥
"পোড়া কপাল, হাড়হাবাতের হাতের মুটোয় প'ড়ে।
থাক্তে মা বাপ অনাথ আমি, আপসোসে প্রাণ পোড়ে॥
দশ বছরে বিয়ে হোলো, আজ্‌কে বয়েস ষোলো।
উমের জোরের পুঁ।পোলাও কপাল দোষে হোলো॥
প্রথম প্রথম চার পাঁচবার দিয়েছিলো যেতে।
তা'র পরেতে বছর তিনেক পোড়্‌লো কাঁটা পথে॥
এমন করে ক'দিন থোরে খাঁচার ভিতর থাকি?
সুখ সোয়াস্তি সকল গেলো, মরণ কেবল বাকি॥
পাল পার্ব্বণ কতই গেলো, একটি দিনের তরে।
বোলেনাকো মুখ্‌টো ফুটে, যেতে বাপের ঘরে॥
রোজরোজি ছাই দিন ভাল নয়, এম্নি পাঁজী ওঁর।
পোড়া পাঁজী যায় না পুড়ে?—যায় না যমের দোর?
নিজের বেলায় দিন ভাল হয়, আমার বেলাই নেই।
যেতে দেবার নেই ইচ্ছে, আসল কথাই এই॥
বাপ মাকে গো দেক্তে যদি পেলেম নাকো চোখে।
মিছিমিছি কি লাভ আমার, এ ছার পরাণ রেখে?
পুকুরজলে ম'র্‌বো ডুবে, গলায় দেবো দড়ি।
বাপের বাড়ী নেই ভাগ্যে, বিনা যমের বাড়ী॥"
এই রকমে রূপনারাণের ঘরেও খোঁটার জ্বালা।
শুনেও কাণে শোনেন নাকো, কতই যেন কালা॥
আসল কথা, রূপনারাণের জায়ার প্রতি টান।
দিনেক তরে চোখের আড়ে, রাখ্‌লে আকুল প্রাণ॥
এই কারণে ছাড়্‌তে তা'রে ইচ্ছে নাহি হয়।
ষোল আনা ইচ্ছে থানা, সদাই কাছে রয়॥
প্রাণের সহিত বাসেন ভাল, দেখেন প্রাণের সনে।
ত্রিভুবনের ভালবাসা রূপনারাণের মনে॥
কিন্তু তবু কিসের তরে পত্নী এত চটা?
কেনই বা গো দেয় সে এত প্রাণচটানো খোঁটা?
কেমন কোরে বোল্‌বো আমি পরের মনের কথা।
দ্বিতীয় বিধি হোতেম আমি, থাক্‌লে সে ক্ষমতা॥

এই রকমে দিনে দিনে,
মন-চটানো খোঁটা শুনে,
রূপনারাণের মনের বুকে ফুটলো যেন কাঁটা।
গরুর গাড়ী ভাড়া কোরে,
পাঠিয়ে দিলেন বাপের ঘরে,
কার্ত্তিকেতে ভাইকে দিতে ভাই দ্বিতীয়ের ফোঁটা॥
সঙ্গে গেলো লালুর-মা ঝি,
বড়ির হাঁড়ী, ভাঁড়ভরা ঘি,
দু'টি হাঁড়ী ফুলবাতাসা, একটি হাঁড়ী নাড়ু,।

রূপনারাণের আয়ার গায়,
সোণার ভূষণ শোভা পায়,
লালুর-মা ঝি গরীব মানুষ, হাতে রূপোর খাড়ু॥
গরুর গাড়ী ছইরি ঘেরা,
নৌকোর ছাত যেমন ধারা,
কাপড় দিয়ে দু'ধার ঢাকা খানিক খানিক ফাঁক।
গাড়ীর উপর খড় বিছিয়ে,
সংরক্ষে ঢাকা দিয়ে;
বস্‌লো দু'জন চাপটালিতে, লাগলো খড়ে ঝাঁক॥
ঠিক্ ঠাক্ সব গেলো হ'য়ে,
সেধো দুলে বলদ ল'য়ে,
যোগে যুড়ে, এক লাফেতে উঠ্‌লো গাড়ীর মোড়ে।
হাট্‌ হাট্‌ কোরে দিলেক তাড়া,
সেধোর মুখের পেয়ে সাড়া,
চোল্‌লো দু'টো শাদা বলদ, লাঙ্গুল নেড়ে নেড়ে॥
চকর চকর নড়ে গাড়ী,
গাড়ীর ভিতর বড়ির হাঁড়ী,
লালুর-মা ঝি, রূপনারাণের পত্নী ধীরে নড়ে।
মেটো পথের জ্বালা বড়,
এই ওঠ তো এই পড়,
কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু, কাতিয়ে গাড়ী পড়ে॥
আষাঢ় শ্রাবণ বর্ষাকালে,
পথ ডুবে যায় হাঁটু জলে,
পাঁক হোয়ে যায় শক্ত মাটী, গাড়ীর চাকার চোটে।
এখন যেন সময় পেয়ে,
পেঁকো মাটী শক্ত হ'য়ে,
দাদ্ তুল্‌চে ধাক্কা দিয়ে ;—গাড়ী পড়ে ওঠে॥
সেধো দুলে থেকে থেকে,
বলদ্ তাড়ায় হেঁকে হেঁকে,
বলদ দু'টো গলদ ঘামে হাঁসফাঁসিয়ে চলে।
সেধো বলে—"চল্ বাবা চল্,
খেতে দেবো খোল বোয়া জল,
চল্ চোলে বাপ! হাট্‌হাট্‌ হস্"বোলেই লাঙুল মলে
সেধো দুলের মলার চোটে,
হেলে দুলে বলদ ছোটে,
ক্রমে ক্রমে গ্রাম ছাড়িয়ে, গেলো অনেক দূরে।
এক একবার সেধো গায়,
"গউর যায় কি নিতাই যায়,
যা রে মাধাই জেনে আয়" মিঠে গেঁও সুরে॥
মেঠো পথের ডাইনে বাঁয়ে,
কেউ সোজা কেউ একাশ হ'য়ে,
বাব্‌লা তেঁতুল খেজুর অশথ নানা রকম তরু।
চলা গাড়ীর ছইরি'পরে,
ডাল্‌টা কা'রো সনাং কোরে,
ঘোস্‌ড়ে লাগে, চোম্‌কে ওঠে, সেধো দুলের গরু॥
মেঠো পথের দু'দিক পানে,
ক্ষেত পূরেচে নধর ধানে,
যত দূরে চক্ষু চলে, তত দূরেই ধান।
সবুজ রঙে মাঠ একাকার,
চোক্ জুড়ানো কেমন বাহার,
স্বভাব যেন সোবজে কাপড় কোচ্চে পরিধান॥
উঁচু উঁচু ধানের গাছে,
আলপথ সব লুকিয়ে আছে,
দূর থেকে তা' যায় না চেনা, এম্নি ধানের ঝাড়।
ভিতর দিয়ে মানুষ যায়,
আলের সীমা বুঝি তা'য়,
নৈলে বোঝা নয়কো সোজা, এম্নি ঝাড়ের বাড়॥
এ পথ সে পথ দিয়ে ক্রমে সেধো দুলের গাড়ী।
তিনটে বেলায় শিমুলতলায় দিলেক ভরে পাড়ী॥
লালুর-মা ঝি গাড়ী ছেড়ে নাব্‌লো আগে ভুঁয়ে।
রূপনারাণের পত্নী নামে ঘোম্‌টা দিয়ে মুয়ে॥
সৌদামিনী নামটি বৌয়ের, গড়ন খানা ভালো।
আঁধার থেকে বেরিয়ে এলো ঘোম্‌টা দেওয়া
আলো
লালুর-মা ঝি একেক কোরে নামিয়ে নিলে হাঁড়ী।
সেধো দুলেও সরিয়ে নিলে এক পাশেতে গাড়ী॥
বলদ দু'টো ছেড়ে দিলে ; বাঁচলো যেন তা'রা।
পাকা ছ'কোশ গাড়ি টেনে, হয়েছিলো সারা॥
সেসো ভুঁয়ে পড়্‌লো শুয়ে, পেটফোলা দম্ ফেলে।
একটা উঠে খানিক পরে ঘাস্ বিচিলি পেলে॥
সৌদামিনীর বাপের বাড়ী, কাজেই তাড়াতাড়ি।
আহ্লাদে আটখানা হোয়ে ঢুক্‌লো ভিতর বাড়ী॥

তাড়াতাড়ি যা'বার সময় পায়ের ঠোকর লেগে।
নাড়ুর হাঁড়ী উল্‌টে প'ড়ে, ঠিক্‌রে গেল ভেঙ্গে॥
সৌদামিনীর মনের মাঝে জাগ্‌চে মায়ের মুখ।
ভাঙ্‌লোই বা নাড়ুর হাঁড়ী?—
কিসের ছেয়ের দুখ?
লালুর মায়ের মনের ভিতর লাগ্‌লো বড় ব্যথা।
নাড়ুর হাঁড়ীর সঙ্গে যেন ভাঙ্‌লো বুড়ীর মাথা॥
"হাই মা!—ওমা কোল্লি কি গো!—ভাঙ্‌লি
সাধের হাঁড়ী!
আমরাও কি যাই নি বাছা! কভু বাপের বাড়ী?"
কেই বা শোনে বুড়ীর কথা; নিজেই বুড়ী বকে।
সৌদামিনী সৌদামিনীর মত বাড়ী ঢোকে॥
লালুর উপর লালুর মায়ের যেমনতর মায়া।
নাড়ুর হাঁড়ীর প্রতিও তা'র তেম্নি মায়া দয়া॥
কাজে কাজে তাড়াতাড়ি এটা ওটা কোরে।
নাড়ুগুলো কুড়িয়ে নিলে, নিজের আঁচল ভোরে॥
কতকগুলো ভেঙে গেলো, কতক ধুলো মাখা।
সকল গুলোই তোলে বুড়ী,—হাতে নড়ে শাঁখা॥
সময় বুঝে সেথো দুলে, লালুর মাকে বলে।—
"কাগো মাসি! লালুই কি তোর একলা পেটের
ছেলে?
ভাঙ্গাগুলো একলা কি তোর লালু বাবাই খা'বে?
আচ্ছা বেটি! ফিত্তিবেলা টেরটা হেঁটে পা'বে॥
তিলমাত্রও তিলের নাড়ু নাইকো দেবার আশা।
ফিত্তিবেলা হাঁট্‌তে হবে, কাজেই ভালবাসা॥"
"সে কি বাবা! এই নে বাবা! গামছাখানা পাত্‌।"
এই না বোলে ভাঙা নাড়ু দিলেক গোটা সাত॥
তা'র পরে সে ক্রমে ক্রমে হাঁড়ীগুলো নিয়ে।
বাড়ীর ভিতর চোলে গেলো, গাড়ীর ভাড়া দিয়ে॥
শিমুলতলায় সেথো দুলের ক'ঘর কুটুম ছিলো।
তিন প্রহরের ব্যাপারখানা ফাঁকে চুকে গেলো॥
লালুর মায়ের কাছে সেথো বিকেল বেলা এসে।
বোলে,—"আমি আস্‌বো নিতে অঘ্রাণ
মাসের শেষে॥"
এই বোলে সে বলদ যোড়া যো'লে যুড়ে দিয়ে।
চোল্লো ফিরে মামুদপুরে শূন্য গাড়ী নিয়ে॥

নগদা ভাড়া যুটে গেলো, নিমাইপুরের গাড়ী।
বাঁ দিক ছেড়ে ডা'ন দিকেতে, চোল্লো গরুর গাড়ী॥
বাপের বাড়ী সৌদামিনী বড়ই আদর পেলে।
ভাই দ্বিতীয়ের দিনে ফোটা দিলে ভেয়ের ভালে॥
যম-যমুনার পূজো হোলো—হোলো খাওয়ার ঘটা।
সৌদামিনীর কতই যে সুখ, বল্‌বো আমি ক'টা?
এই রকমে ক্রমে ক্রমে,
দিনগুলোকে খোরে যমে,
এক দুই তিন কোরে ক্রমে, গেলে উনিশ দিন।
দিন কাট্‌চে ক্রমে যত,
সৌদামিনীর মনেও তত,
বাপের বাড়ীর স্বাধীনতায় স্বভাব হোলো হীন॥
উচ্চঙ্গা বা'রফট্‌কা,
লজ্জা হোলো পেট্‌পট্‌কা,
হেথায় হোথায় সই মিতিনের বাড়ী যাওয়া আসা।
সাঁজ সকালে দুপুর বেলা,
মেয়েয় মেয়েয় কেবল খেলা,!
ঘটী থেকে হুট্টোহুটী, শেষে গেরাবু তাসা।
শ্বশুরবাড়ীর বাঁধনখানা,
বাপের বাড়ী যায় না জানা,
শ্বশুরবাড়ী খাঁচা যেন, বাপের বাড়ী বন।
খাঁচার পাখী বনে এলে,
স্বাধীনভাবে যেমন খেলে,
তেম্নি খেলা এখন খেলে, সৌদামিনীর মন॥
একে নারী, তা'য় যুবতী,
তা'তে কাছে নাইকো পতি,
তা'তে আবার পিতামাতার আঁটা-আঁটী নাই।
এমনতর মেয়ে হোলে,
ভাল গাছেও গরল ফলে,
সময় বুঝে স্বাধীনতা কাজেই দেওয়া চাই॥
বাপের বাড়ীর মেয়েগুলো,
মেনি হোয়েও যেন হুলো,
লজ্জা সরম পুড়িয়ে ফেলে, গরম-মেজাজ হয়।
দুই মেয়েগুলোর সাথে,
মিশে মিশে দিনে রাতে,
সরল স্বভাব গরল কোরে, আর না করে ভয়॥

সৌদামিনী কাজে কাজে,
উঠ্‌লো বেড়ে তেম্নি সাজে,
মনখানা তা'র গোড়া থেকেই কেমনতর ছিলো।
এবার আবার বাপের গাঁয়ে,
বেড়ায় হাওয়া লাগিয়ে গায়ে,
কেমনতর মনটা আরো কেমনতর হোলো॥
চালতাডাঙার গোকুলমোহন বদমাইসের ধাড়ী।
শিমুলতলায় সেই পাজিটের ছোট পিসীর বাড়ী॥
যখন তখন আসে হেথা, দশ বারো দিন থাকে।
শিমুলতলার ঝী বউড়ী বড়ই ডরায় তা'কে॥
পুকুর-ঘাটে, বাগান মাঠে, দেখ্‌লে মেয়েছেলে।
ঠাট্টা করে, রঙ্গ কোরে ফল ফুলটো ফেলে॥
ভাল যা'রা, ডরায় তা'রা, মন্দধারা যা'রা।
সেই ছোঁড়াকে দেখ্‌লে পরে, ডরায় নাকো তা'রা॥
বা'রফট্‌কা রঙ্গচট্‌কা ছুঁড়িগুলো তা'কে।
দেখ্‌লে পরে যায় না স'রে, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে॥
যেমন দেবা, তেম্নি দেবী, দুই রকমি আছে।
মনের মত মানুষ পেলে, দাঁড়িয়ে থাকে কাছে॥
বিয়ের আগে বিয়ের পরে,
গোকুলমোহন শিমুলতলায়,
সৌদামিনী সুন্দরীকে দেখেছিলো দশ কুড়িবার।
তখন থেকেই মনের ভিতর,
ভিতর ভিতর তলায় তলায়,
উসখুসনি হোয়েছিলো, সৌদামিনী-চাঁদ ধরিবার॥
সৌদামিনীর মনের ভিতর,
উসখুসনি তেম্নিতর,
ছিল কি না, তা' জানি না, জান্‌বই বা কিসে?
কা'র মনে কি চরকী ঘোরে,
বুঝবে পরে কেমন কোরে,
মনের কথা মুখে চেপে, বাইরে লাগায় দিশে॥
ইয়াগোর যা' মনে ছিলো,
জান্‌তে পার্লে তা' ওথেলো,
প্রাণপ্রিয়াকে মেরে ফেলে, ম'র্‌তো কি গো নিজে?
বখ্‌তিয়ারের মনের কথা,
জানতো যদি পশুপতি,
আপনার ফাঁদে আপনি প'ড়ে, পুড়ে পরাণ ভেজে?

দুর্যোধন আর শকুনির,
মন বুঝ্‌লে যুধিষ্ঠির,
পাশায় হেরে, ভাই পত্নীর সঙ্গে যেতো বনে?
মন্থরা আর কৈকেয়ীর,
মন্ বুঝ্‌লে রামের পিতা,
ম'র্‌বে কেন? রাম বা কেন ঘুর্‌বে বনে বনে?
ক্লাইবের মন বুঝ্‌লে পরে,
মীরজাফরটা ফিকির কোরে,
নিমকহারাম হোতো কি গো—মর্‌তো হয়ে কুঠে?
মীরজাফরের দুষ্ট স্বভাব,
বুঝ্‌তো যদি সিরাজ নবাব,
তা' হোলে কি মর্‌তো, ক্লাইব দেশ নিতো কি
লুটে?
ফেরারের মন বুঝ্‌তো যদি,
মলহর রাও রাজা-গদী
হারিয়ে ফেলে, বন্দী হোয়ে মর্‌তো কি মাদ্রাজে?
ইংরেজের মন বুঝ্‌লে পরে,
ওয়াজিদ্ আলী রাজ্য ছেড়ে,
মসহরায় মুচিখোলায়, রয় কি শাজার সাজে?
ম্যাক্‌বেথ্ আর জায়ার তা'র,
মন্ বুঝ্‌লে বুড়ো রাজা,
নেমন্তন্নো রাখ্‌তে গিয়ে, মর্‌তো কি ম্যাক্‌বেথের
হাতে?
শয়তানের মন বুঝ্‌লে হবা,
প্রবঞ্চনায় হোয়ে হাবা,
প্রাণের পতি আদমসনে, ভাস্‌তো কি আর পাপের
স্রোতে?
ইংলিশম্যান সম্পাদকের,
পেলে পরে মনটা টের,
কউন্সিল ব্রাহ্মণের কি ঘুচ্‌তো কোটের ফটী?
নরিসের মন বুঝ্‌লে পরে,
সুরেন্দ্রকে কারাগারে
হয় কি যেতে?—শালগেরামের দেবতার হয় মাটী?
তেম্নিতর সৌদামিনীর
মন বুঝ্‌তে পারে আমি,
মগজ ছেঁচে কাগজ ভরে লিখি কি আর এতো?

দেখে শুনে বোল্‌চি গো ভাই,
পরমনের' পর পায় কভু থাই ?
পা'বার উপায় থাক্‌লে পরে মন্দ ঘুচে যেতো
"কালস্য কুটিলা গতিঃ" বড়ই কঠিন বোঝা।
যায়, সোজাটা ভেউড়ে বেঁকে—হয় বাঁকাটা সোজা ॥
ভাবি যেটি, হয় না সেটি, এম্নি কালের বাজী।
ভাবিনে যা', তা ই ঘোটে যায়, গররাজী হয়
রাজী ॥

গোকুলমোহন কালের কলে ভেস্‌বা অগ্রহাণে।
ছোটপিসির বাড়ী এলো শিমুলতলা গ্রামে ॥
শুন্‌লে এসে ছুঁচো ছোঁড়া সৌদামিনী এসে।
'আছে এখন বাপের বাড়ী, যা'বে মাসের শেষে ॥
কা'রেও কিছু বল্লে নাকো, কেবল মনে মনে।
ভাব্‌লে কি সে লক্ষ্মীছাড়া সেই কথাটা শুনে ॥
সে দিন থেকে রোজরোজ্ সে মাছধর্‌বার ছলে।
বোস্‌তো গিয়ে দীঘির ধারে, কদমগাছের তলে ॥
জলে মাছে—বাঁধা ঘাটে সেই দীঘিটি বেশ।
গ্রীষ্মকালেও হয় নাকো তা'র জল ঘোলা বা শেষ ॥
'ঘোষাল দীঘি' নামে খ্যাত, গ্রামের ধারে আছে।
উঁচু উঁচু চার পারে পাড়, শোভে তালের গাছে ॥
দুই দিকে দুই বাঁধা ঘাট, সারি সারি সিঁড়ি।
আর দু'দিকে চার্‌টে কোণের ঘাটে তালের গুঁড়ি ॥
দক্ষিণ দিকের বাঁধা ঘাটের ক'টা সিঁড়ি ভাঙা।
উত্তর দিকের শক্ত সিঁড়ি ভাঙেনি, রঙ্ রাঙা ॥
দুই দিকেতে দু'সার রাণা আড় লম্বায় বড়।
হাত পা মুলে পোড়্‌বে নাকো,—সটান শুয়ে পড় ॥
জলে ঠেকা জলে ডোবা সিঁড়ি ক'টা খালি।
শেওলা পড়া, রাঙা রঙে সবুজ মাখামাখি।
ঘাটের উপর চওড়া চাতাল, রোয়াক দু'টো উঁচো।
খেজুর মেথী খেয়েচে কে, ছড়িয়ে আছে কুঁচো ॥
রোয়াক দু'টোর চা'র কোণেতে চারটি বকুল তরু।
পাতায় ভরা, শ্যাম চেহারা, শাখা মোটা সরু ॥
পাতায় পাতায় ছাওয়াছায়ি, কাজেই নিবিড় ছাওয়া।
শুক্‌নো পাকা পাতাগুলো খোস্‌চে লেগে হাওয়া ॥
রোয়াক দুটোয়, সিঁড়িগুলোয়, চাতাল, দীঘির জলে।
ঠুকুস্ ঠুকুস্ টুপুক্ টপাক্ পোড়্‌চে পাতা খুলে ॥

রোয়াক দু'টোর পেছোন পানে ফুলের বাগান শোভে।
ভন্‌ভনিয়ে ভোমরা ওড়ে, ফুলের মধুর লোভে ॥
নয়ন-ভোলা সোণায় গোলা ডব্‌কা গাঁদাফুল।
ফোটা হাসে, মিঠে বাসে, ভুর্‌চে দীঘির কূল ॥
দোল্‌দে রাঙা চুড়ি পানা কৃষ্ণকলি ফুলে।
স্বভাব যেন সাধের সানাই, রেখে গেছে ভুলে ॥
সূর্য্যমুখি আড়নয়নে সূর্য্যিপানে চেয়ে।
ঢাল্‌চে হাসি, খাচ্ছে মধু, ভোমরা ফাঁকি দিয়ে ॥
পানটি পেয়ে, ঠোট রাঙিয়ে, টাট্‌কা-ফোটা জবা।
হেলে দুলে দীঘির জলে, দেখচে মুখের শোভা ॥
উত্তর ঘাটের যেমন শোভা, দক্ষিণ ঘাটের তা'ই।
কেবল ক'টা ভাঙা সিঁড়ি, আর কিছু খুঁৎ নাই ॥
নানা রকম পানার চাদর, ভাস্‌ছে দীঘির জলে।
শীতের হাওয়ায় দক্ষিণ দিকে, প্রায় গিয়েচে চোলে ॥
কোন্ খানে বা ভাস্‌চে জলে, পানায় গড়া চাকা।
কোন্ খানে বা আঁকা বাঁকা, কোন্ খানে জলফাঁকা ॥
কোন্ খানে বা ভাস্‌চে জলে, শুক্‌নো ভাঙা ডাল।
সবুজ কোরে দিচ্ছে তা'রে, সবুজ পানার জাল ॥
রকম নানা বাচ্চা পোনা, ঝাঁকে ঝাঁকে এসে।
ঘাটের পাশে ঘেঁসে ঘেঁসে, খেল্‌চে ভেসে ভেসে
দশ বার সের ওজন ভারী কাৎলা মারে লাফ।
শব্দ শুনে বোধ হয় যেন, কে দেয় জলে ঝাঁপ ॥
দশ কুড়ি পণ বাচ্চা পোনা, সেই শব্দ শুনে।
খেলা ছেড়ে ডুবকি মারে, শঙ্কা পেয়ে মনে ॥
গোকুলমোহন দুপুর বেলায়,
সেই দীঘিটির কদমতলায়,
এই রকমে চা'র পাঁচদিন মাছ ধোর্ত্তে যায়।
নামমাত্র মাছ ধরা তা'র,
সৌদামিনী-মাছ ধরিবার,
ইচ্ছে জাগে মনের ভিতর, চাদ্দিকেতে চায় ॥
ভাগ্য যখন দাঁড়ায় ফিরে,
কাঁচে তখন জন্মে হীরে,
সৌদামিনী আন্‌তে বারি, সেই দীঘিতে গেলো।
চা'রগাছা মল বাজ্‌লো পায়,
শুনেই গোকুলমোহন চায়,
এক পলকে চার চোকেতে চাওয়াচাওয়ি হোলো ॥

তা'র পরেতে এদিক ওদিক,
দুই জনেতে চাইলে খানিক,
দেখ্‌লে চেয়ে, কেউ কোথাও নাইকো দীঘির পাড়ে।
গোকুল তখন সত্বর হোয়ে,
ছিপ গাছটা হাতে নিয়ে,
সৌদামিনীর পানে চেয়ে, এলো ঘাটের'পরে॥
গোকুলমোহন ঠারে ঠোরে,
কি এক রকম ইঙ্গিত কোরে,
ফুস্‌ফুসিয়ে দু'চার কথা, বোল্লে তাড়াতাড়ি।
সৌদামিনী হাস্‌লো শুধু,
হাসির ভিতর ঝরলো মধু,
ঘাড়টি নেড়ে, কলসী ভোরে, চোল্লো নিজের বাড়ী॥
সৌদামিনী চোল্লো যখন,
গোকুলমোহন বোল্লে তখন ;—
"ভুল না, ভাই, দোহাই দোহাই মনে যেন থাকে
তা'র পর সে ছিপটে নিয়ে,
এ দিক ও দিক সে দিক চেয়ে,
সুখের ভরে চোল্লো ধীরে, ডেক্কে পিসী মাকে॥
গ্রীষ্মকালের বড় বেলা, শীতের বেলা খাটো।
শীতের হাওয়ায় সূর্যি মামার তেজটা বড় মাটো॥
দুপুরবেলা উৎরে গেলে, বেলা যেন মরে।
দ্বিগুণ জোরে শূন্যে ঘুরে সূর্যি ডুবে পড়ে॥
শিমুলতলায় সন্ধ্যে হোলো, ঢাক্‌লো আঁধার ছায়া
আলোর অভাব,কাজেই স্বভাব হোলো মলিন-কায়া॥
বাড়ী বাড়ী তাড়াতাড়ি, উঠ্‌লো প্রদীপ জ্বোলে।
ঠাকুরবাড়ী রকমওয়ারি পোড়্‌লো চাট খোলে॥
ঘণ্টা কাঁসর উঠ্‌লো বেজে, বাজ্‌লো গভীর শাঁখ।
রকম রকম শাঁখের আওয়াজ,তিন ফুঁয়ে তিন ডাক॥
ক্রমে ক্রমে জলটা জোমে বরফ যেমন জমে।
তেম্নিতর পাতলা আঁধার, জমাট হোলো ক্রমে॥
ক্রমে ক্রমে প্রায় ছ'ঘড়ি রাত্রি হোয়ে এলো।
নিবিড় আঁধার, তায় কোয়াসা ফাঁকে মিশে গেলো॥
আঁধার, আঁধার নিবিড় আঁধার! বিশ্ব আঁধারমাখা।
পথে হাটা বিষম ল্যাঠা, আঁধার-গোলা ফাঁকা॥
তা'তে আবার কন্‌কনিয়ে বইচে উত্তোর হাওয়া।
ফাঁকা মাঠে কেই বা হাঁটে—কঠিন আসা যাওয়া॥

শীতের ভয়ে মিট্‌মিটিয়ে চাইছে তারার দল।
আকাশ বোয়ে ঘাসের গায়ে, জোম্‌চে শিশির-জল॥
গাছের ঝাড়ে ঝাড়ে ঝাড়ে,ঝোক্‌চে জোনাকপোকা।
কাছে গেলে কতক দেখি, যায় না দূরে দেখা॥
ঝড়ের ঝাড়ে, হাওয়ার তোড়ে, স্বভাব আকুল একে
তা'য় কোয়াসা, আঁধার নিশা, ফেল্লে তা'কে ঢেকে॥
স্বভাব যেন স্বভাব-ছাড়া, এম্নি শীতের তাড়া।
দিনের বেলায় বেঁচেছিলো, রেতের বেলাই মড়া॥
গাঁয়ের লোকে ঘরে ঢুকে, দরজা এঁটে দিয়ে।
জড়িয়ে কাপড় বোসচে সবাই উনোন-গোড়ায় গিয়ে।
কেউ কম্বল, কেউ বা বনাত, কেউ পাছুড়ি গায়ে।
কেউ বা দোলাই,কেউ বা কাঁথা, জড়চে গায়ে দিয়ে
কেউ শুচ্চে লেপের ভিতর, দিয়ে মুড়িশুড়ি।
জোয়ান ছেলে কতক ভাল, অক্ষ বুড়ো বুড়ী॥
কনকনানো জলের যেন ক্ষুর শাণানো দাঁত।
হাত দিলে হাত যায় গো খোসে,আঁৎকে ওঠে আঁত॥
গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা জলে ভাবটা সবার থাকে।
এখন যেন শত্রুসম, দেয় না আমল তা'কে॥
গ্রীষ্মকালের পরম অরি দীপ্ত-হুতাশন।
এখন যেন প্রাণের মানুষ, তপ্ত করে মন॥
কালের খেলা এইরূপি ভাই, শক্ত বুঝে ওঠা।
আজকে যেটা প্রাণপেয়ারা, কালকে সেটা ল্যাঠা॥
এমনতর প্রাণকাঁপানো অঘাণ মাসের রাতে।
ঐ দেখ, কে একটি যুবা, যাচ্চে মেঠো পথে॥
পায়ে জুতো, পশ্‌মী মোজা, গায়ে শালের জোড়া।
কেবল দিয়ে ঢাকা থাকে, মাথার উপর মোড়া॥
পশ্‌মী জামা গায়ে আঁটা, হাতে পিচের লাঠী।
বুরুস্ করা জুতোয় লাগে, শিশির-ভেজা মাটী।
শিশির-ঝোরে ধীরে ধীরে, ভিজ্‌চে শালের জোড়া।
কে ঐ যুবা ?—বুঝেছি গো সেই গোক্‌লো ছোঁড়া॥
এমন রাতে মেঠো পথে কোন্‌খানেতে যায় ?
দশটা রাতে দারুণ শীতে, কিসের এমন দায়?
গ্রাম ছাড়িয়ে পোয়াখানেক পথ কাটিয়ে গিয়ে।
একটা ভাঙা পোড়ো ঘরে ঢুক্‌লো সত্বর হোয়ে॥
রাই চাঁড়ালী বুড়ী মাগী, থাক্‌তো একা সেথা।
নাতিপুতি ছেলেপিলে কেউ ছিলো না কোথা॥

গঙ্গাসাগর গিয়ে বুড়ী গিয়েছিলো মোরে।
যা' ছিল তা'র খোরা পাথর, হেথায় নিলে চোরে॥
ক্রমে ক্রমে ঘরখানা তা'র জীর্ণ দশা পেলে।
বর্ষাকালের বৃষ্টিজলে খড় পোচ্‌লো চালে॥
জলের ধারায় দেওয়াল গোলে পোলো কতই কাট।
আল্‌গা পেয়ে ঘুণে ঘুণে খোস্‌লো আড়ার কাঠ॥
ঘুনো লতা গজিয়ে ওঠে ঘরের মেজেয়,দ্বালে।
ভিতর বাহির নোঙ্‌রা করে বেরাল, কুকুর, শ্যালে॥
সে ঘরখানার আঁদাড় পাঁদাড় ঝোড়ে ঝোপে ভরা।
আশ্‌সেওড়া, ঘেঁট, বিছুতি, ওল, কচুতে ঘেরা॥
আনাগোনার পথের মাঝে গজিয়ে গেছে ঘাস।
কালের মুখে রাই বুড়ীর ঘর আগুননেবা পাঁশ॥
সেই ঘরেতে গোক্‌লো ছোঁড়া ঢুক্‌লো গিয়ে একা।
আমার মনে কিন্তু বড় লাগ্‌লো বিষম ধোঁকা॥

ও আবার কি? কিসের আলো,
জ'লে উঠে নিবে গেলো?

দপ্‌ কোরে ফের উঠ্‌লো জোলে,আবার গেলো নিবে?

শিমুলতলায় গ্রামের ধারে,
নিবিয়ে আলো আন্‌চে কেরে,

গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠের দিকে, যাচ্চে আলো নেবে?

এই এখানে জোল্‌চে আলো,
আবার হঠাৎ নিবে গেলো,

ঐ যে আবার খানিক দূরে, দপ্‌দপিয়ে জ্বলে।

শুনেছিলেম বাল্যকালে,
পেত্নীগুলো মাঠে চলে,

হাঁ কোরে যায় অন্ধকারে, মুখে আগুন খেলে॥

তেম্নিতর লাগ্‌চে মনে,
পেত্নী চলে মাঠের পানে,

তাই বটে তো, ঐ দেখ গো সাদা-শাড়ী-পরা।

এলিয়ে গেচে মাথার চুল,
গলায় দোলে জবার ফুল,

মুখখানাতে কালীমাখা, হাতে খাঁড়া ধরা॥

ভোর যুবতী বছর ষোলো,
হাঁ কোরে মুখ আন্‌চে আলো,

ইস্‌ কি বিষম পেত্নী! আমার প্রাণ চোম্‌কে ওঠে!

কোন্‌ দিকে যায় দেখি দিকি,
আরে মোলো, এ আবার কি?

রাই চাঁড়ালীর ঘরের দিকে পেত্নী কেন ছোটে?

ঐ পেত্নী ঢুক্‌লো ঘরে,
গোক্‌লো ছোঁড়া বুঝি মরে,

ঘাড় ভাঙ্‌বে, ধড় কাট্‌বে, মস্ত খাঁড়ার ঘায়।

আঁটকুড়ীর পুত মোক্তে আজ,
কোল্লি কেন এমন কাজ,

ভূতের বাসায় মরণ আশায়, ঢুক্‌লি কেন হায়!
ঐ যা, আবার একি হোলো, লাগ্‌লো বিষম ধোঁকা।
গোলোক ধাঁধায় প'ড়ে আমি হোয়েছিনু বোকা॥
পেত্নী বোলে যা'রে আমি, ভেবেছিলেম মনে।
সেই পেত্নী [illegible]মিনী বুঝ্‌নু এতক্ষণে॥
দুষ্ট মেয়ে পেত্নী হোয়ে, সরায় ধুনো জেলে।
লোক ঠকিয়ে ভয় দেখিয়ে, এলো হেথায় চোলে॥
দুশ্চারিণী সৌদামিনী, গোক্‌লো ছোঁড়া পাজী।
দীঘির ঘাটে এই কাজে কি হোয়েছিলো রাজী॥
হা ধিক্! হা ধিক্! ধিক্ পিশাচি! ধিক্ রে পিশাচ তোরে।
ধর্ম্ম ভুলে, এমন পাপে, মোজ্‌লি কেমন কোরে?
মাথার উপর বিশ্বপতি—নীচে ধর্ম্মরাজ।
সাম্নে নরক, জেনে শুনে কোল্লি এমন কাজ!

পেত্নী-সাজা সৌদামিনী ঘরের ভিতর গিয়ে।

ধুনো জেলে দেখ্‌লে চেয়ে, প্রাণের গোকুল শু'য়ে॥
আদর কোরে ডাক্‌লে তা'রে, নাইকো কোন সাড়া।
তা'র পর সে ঠেল্‌লে, তবু নাইকো নড়া চড়া।
মুখের কাছে আলো জেলে, দেখ্‌লে ভাল কোরে।
লাল চেহারা নীলবর্ণ, মুখ দে ফেনা ঝরে॥
নাকের কাছে হাত দে দেখে, নিশ্বেস নাহি বয়।
সাধের গোকুল মোরে গেচে, লাগ্‌লো বড় ভয়॥
কেউটে সাপের বিষ-কামড়ে, প্রাণটা গেচে উড়ে।
আকার দেখে সৌদামিনীর ভয় বাড়ে বুক যুড়ে॥
প্রেমের আশা ভালবাসা কোথায় গেলো উবে।
পালিয়ে যাবার পন্থা খোঁজে, মনে কতই ভেবে॥
ঘর থেকে সে আস্‌বে যেমন প্রাণের ভয়ে ছুটে।
সেই কেউটে নেউটে এলো, কাটা দেওয়াল ফুটে॥

দাঁড়িয়ে উঠে চক্র তুলে, মারে ছোবল পায়।
ছোবোল খেয়েও সৌদামিনী খানিক ছুটে যায়॥
সাপের কামড়, তা র বড় ডর, আঁৎকে ওঠে প্রাণ।
আকুল হোয়ে পোড়লো ভুঁয়ে,হারিয়ে গেলো জ্ঞান॥
কালকেউটের প্রাণমারা বিষ চারিয়ে গেল গায়।
গলগলিয়ে মুখ দে গাঁজাল বেরিয়ে কত যায়॥
গোকুলো যেমন, এটাও তেমন নীলবর্ণ হোলো।
দুশ্চারিণীর পাপপোরা প্রাণ বাহির হোয়ে গেলো॥
ঘরের ভিতর কামুক পাপী গোকুলো মোরে আছে।
দুশ্চারিণী সৌদামিনী মোলো ঝোপের কাছে॥
জয় ভগবান, ধন্য তুমি, ধন্য তোমার কল।
দুষ্কর্মীর দুষ্কর্ম্মের আচ্ছা প্রতিফল॥
পেলো সাজা বেরিয়ে গেলো—বেরিয়ে গেলো প্রাণ।
গোকুলো পাপীর পাপের জীবন হোলো অবসান॥

থা'ক্ নরকে এই দুটোতে,থাকুক যুগে যুগে।
পাপ-কর্ম্মের দারুণ সাজা মরুক ভুগে ভুগে॥
কবি বলে —

খুব সাবধান হও রে নর নারী।
এদের মতন কেউ হোয়ো না—কষ্ট পা'বে ভারি॥
ধর্ম্মপথে থাক্‌বে সদা—ভয় কোরবে পাপে।
থাক্‌বে ভাল ; পাপ কোল্লে মারবে ছোবোল সাপে॥
গোকুলমোহন সৌদামিনীর শেষ দশাটা ভাবো।
মারবে হরি, এমন কোরে পাপে যদি ডোবো॥

৫।—আদুরে ছেলে।

টগর নগর নামে সহর গঙ্গা নদীর তটে।
এম্নি শোভা মনোলোভা আঁকা যেন পটে॥
অলি গলি রাস্তা গলি কতই দোকান পাট।
নদীর ধারে সারে সারে শোভে না'বার ঘাট॥
দিবানিশি গিসিগিসি মানুষ চলে পথে।
কেউ বা হেঁটে, কেউ বা ছোটে যুড়ী ঘোড়া যুতে॥
দড়বড়ানি ঘোড়ার পায়ে, গড়গড়ানি গাড়ী॥
গরুর গাড়ীর ঘড়ঘড়ানি, চ'ল্‌লে আড়াআড়ি॥
দিনের বেলায় রবির আলো, তেলের আলো রেতে।
কোথায় আবার নাইকো আলো, বিষম ঠেলা যেতে॥
গরীব ধনী সব রকমের লোকের সেথা বাস।
টাকার খেলা, কেউ বা প্রভু,কেউ বা কা'রো দাস॥
সেই সহরে বসত করে অনেক ধনী লোক।
গাড়ী, বাড়ী অনেক আছে, টাকাও আছে পোক॥
ভারী ভারী জমিদারী, তালুক মুলুক আছে।
টাকায় ফলে টাকা, যেন আম্‌ড়া ফলে গাছে॥
চাকর, নফর, ঝী, দরোয়ান, নায়েব,দেওয়ান ঢের।
মুহুরিরা খাতার পাতায় টান্‌চে টাকার জের॥

জমিদারীর বিঘেকালী কাঠাকালী যত।
তা'র চেয়ে তাঁ'র তিন গুণ আয়, প্রজাপীড়ন এত॥
হাজা-শুকো বাদ যায় না, এম্নি আদায় কড়া।
গরীব প্রজা পায় না খেতে, বাবুর টাকার তোড়া॥
যেমন বাবু, তেম্নি নায়েব, বরং আরো বেশী।
মুখের খাবার নেয় গো কেড়ে! প্রজা উপবাসী!
বলদ, গরু, লাঙল, কোদাল সবি বেচে নেয়।
তা'তেও যদি আদায় না হয়, শাস্তি তারি দেয়॥
এই রকমে দয়াল বাবু প্রজা পালন করে।
মরে মরুক্ ব্যাটার প্রজা, টাকা আসুক ঘরে॥
এই রকমে দয়াল বাবুর অনেক টাকার কাঁড়ি
এই রকমে গাড়ী যুড়ী বাগবাগিচে বাড়ী॥
এই রকমে মট্‌কা ছোঁয়া শট্‌কা মুখে দেওয়া।
এই রকমে যুড়ী হেঁকে গেয়ে বেড়ান হাওয়া॥
এই রকমে বৈঠকখানায় দেয়ালগিরি ঝাড়।
এই রকমে চটক ছবি, ফ্রেমে হাতীর হাড়॥
এই রকমে পাল্‌চে পাতা লম্বা মেঝের'পরে
এই রকমে ফুলের তোড়া সাজে শোভা ধরে

এই রকমে ডাইনে বাঁয়া হারমনিয়ম্ বাজে ॥
এই রকমে গাইয়ে কত রাগরাগিণী ভাঁজে ॥
এই রকমে খেম্‌টা বেশ্রে বৈঠক ছেয়ে যায়।
এই রকমে খোষামুদে ছুদে ভাতে খায় ॥
এই রকমে দয়াল বাবুর হদ্দ বাবুগিরি।
প্রজার টাকা কেড়ে নিয়ে কলান্ বাহাদুরি ॥
দয়াল বাবুর বাপ পিতামো-ছিলেন ভাল লোক।
হিঁদুয়ানীর পাল পার্ব্বণ পুজোয় ছিল ঝোঁক ॥
দানধর্ম্ম সৎকর্ম্ম তাঁ'দের ছিল বেশ।
কাজেই তাঁ'দের যশ খ্যাতিতে ভোরেছিল দেশ ॥
ক্ষুধিত এলে খেতে পেতো, হ'তো অতিথসেবা।
চিরকালি খেতে পেতো কাণা খোঁড়া বোবা ॥
তাঁ'দের সময় জমিদারীর প্রজা ছিল সুখে।
মনের সাধে দিন কাটাতো হাসিভরা মুখে ॥
দয়াল বাবুর আমল প'ড়ে উল্টো হ'লো সব।
ধর্ম্ম কাঁদে ; পাপের মুখে জয়জয়কার রব ॥
দয়াল বাবুর পত্নী যেটি,
ধনী লোকের বেটীও সেটি,
দেখ্‌তে ভাল, চাঁদের পারা মুখের গড়নখানি।
চাঁদের মতন গায়ের বরণ,
ঠমকখানা দেমাক্ ধরণ,
গুমোর ভরে চলে চরণ, মলের ঝন্‌ঝনানি।
গৌরবিণীর চোকে ঠোঁটে,
অহঙ্কারের ফেনা ভিটে,
তেজে ভরা কথা ছোটে জিবের ডগায় রুখে।
মান অভিমান আঁচল-বাঁধা,
রাইকিশোরীর মতন কাঁদা,
তাইতো সদাই কথায় কথায় আঁচল ঢেকে মুখে ॥
মুখ দেখ্‌লে আঁচল ঢাকা,
দয়ালবাবু অম্নি ভ্যাকা,
বিপদ্ বড় সামে থাকা, আগুন ছুটে যায়।
স্বর্গ চাই, কি মর্ত্ত্য চাই,
পান্ না বাবু ভেবে থাই,
প্রাণ ভ্যাবাচেকে পড়েন্ সোরে, মানময়ীর মান-দায় ॥
বাইরে গিয়ে ভেবে খানিক,
আবার ঢোকেন প্রাণের মাণিক,
পায়ে ধোরে সোহাগ ক'রে কতই কথা বলে।—
"কি চাই, প্রিয়ে! রাগ বা কেন?
মেঘে ঢাকা চাঁদটি যেন,
আর যে নারি বদন তারী দেক্তে নয়ন-জলে ॥
মন-মজানে বদন তোলো,
সর্ব্বনেশে আঁচল খোলো,
বারেক হেসে দাসকে বল, কি চাও তুমি আজ?
বেচ্‌বো ভিটে জমিদারী,
কিন্‌বো তোমার তরে, প্যারি!
মনের মতন রতন-ভূষণ সবার সেরা সাজ ॥
আমি তোমার রাখাল কালা,
তুমি আমার চাঁদের মালা,
বেচ্‌বো আমি শাল দুশালা—ধড়া চুড়া মোর।
তা'তেও যদি দাম না কুলোয়,
পঙ্গল-ধুতী দেবো চুলোয়,
তবুও আমি, ওলো ও রাই, সাধ মিটাবো তোর।"
পাঠক মহাশয়! দেখ্‌চো কেমন?
তোমারো কি গিন্নী এমন?
তুমিও কি দয়াল বাবু? যদিই এমন হয় ॥
তবে তুমি অন্ত হ'তে,
দয়াল বাবুর হ'লে মিতে,
গিন্নী তোমার গৌরবিণীর মিতিন্—কেমন নয়?
দয়াল বাবুর বাড়ী থেকে কোশেক
খানেক পূবে।
"বিহার কানন"নামে বাগান বাহার দিয়ে শোভে ॥
দয়াল বাবুর পাঁচটা বাগান, "বিহার-কানন" সেরা।
এই বাগানে হাওয়া খাওয়া, পুকুরে মাছ ধরা ॥
লোহার রেলে বাগান ঘেরা, ফটক চটকদার।
পাক-জড়ানো সরু লতা রেলের চারি ধার ॥
ফটক থেকে সুরকি-ঢালা রাস্তা ভিতর পানে।
শুক্‌নো পাতা হেথায় সেথায় প'ড়্‌চে হাওয়ার
টানে ॥
পথ থেকে ফের পথ বেরিয়ে হেথা সেথা গেছে।
পথের ধারে সারে সারে ফুল ফুটেচে গাছে ॥
রকম্‌ওয়ারি ফুল-কেয়ারি ইউক্লিডের জ্যামিতি।
শাদা কালো টুক্‌রো পাথর দিচ্ছে চটক অতি ॥

পৌষ মাসের মাঝামাঝি ; শীতকালের যে ফুল।
সুধা ঠোঁটে ফুটে উঠে, ডাক্‌ছে অলিকুল ॥
সবার সেরা সোণারপারা রূপ-পসরা গাঁদা।
হেথায় সেথায় ডালের ডগায় লাগিয়ে দেছে ধাঁধা ॥
রকম রকম রঙিন্ ক্রোটন, ফুলের ক্রোটন নাই।
কিন্তু তবু পাতার রূপে হার মেনেছি, ভাই !
ম্যাকিউলেটম্, এঙ্গুলেটা, ওপেলি-ফোলিয়া।
মোরিয়ানা, গ্রাণ্ডি, বেলি, লোটপিট-ফোলিয়া ॥
স্প্যারেল্, মণ্টি-ক্রুর্, ডিস্‌রেলি, ম্যাক্সিমা, জ্যাক্সন্।
আরো কত তরবেতর চটুকে ক্রোটন ॥
রেলিয়া, কোরাসাইনা আদি আরো কত তরু।
কেউ বা টবে, কেউ বা নীচে, কেউ মোটা, কেউ সরু ॥
থোপা থোপা দোলন-চাঁপা, পাতা-চাপা বোঁটা।
গাদা গাদা রাঙা শাদা ফোটা বকের ঘটা ॥
মোড়ে মোড়ে লালপাতার গাছ, বাহার চমৎকার।
জগদ্ধাত্রীর সিংহি যেন জিব কোরেছে বা'র ॥
দামী গোলাপ—মার্সাল্ নীল্, আর্ ওয়াণ্টার স্কট্।
মণ্ট্ক্রিষ্টো, জন্ মিণ্টন্, (ফটোগ্রাফির প্রট্) ॥
বাগানখানির মাঝে মাঝে পাথর খোদা রকে।
পাথর-খোদা সাহেব বিবি শোভে তফাৎ থেকে ॥
একটা রকে একটা বিবি আধ ন্যাঙটা হ'য়ে।
দাঁড়িয়ে আছে, পায়ের কাছে কুকুর আছে শুয়ে ॥
বিবির মাথায় আঙুর-পাতার মটুক শোভা পায় ॥
আড়নয়নে স্তনের পানে সুস্রী বিবি চায় ॥
বলিহারি দয়াল বাবু! ধন্য তোমার রুচি !
লাজ থাকলে, এই বিবিটে কোত্তে কুঁচি কুঁচি ॥
এই রুচিতে কেবল তুমি একা দোষী নও।
তোমার মতন রসাল দয়াল আছে হাজার শও!
ধিক্ তোমাকে! ধিক্ তা'দিকে, ঘৃণায় ম'রে যাই।
এমন রুচি ঘুচ্‌বে কবে? এইটি শুধু চাই ॥
আর বছরে শীতের সময় গড়ের মাঠে গিয়ে।
এই রুচির ঢের ঢং দেখেছি, গেটের কড়ি দিয়ে ॥
কোত্থেকে এক জুবার্ট এসে ক'রে লোপাট টাকা।
বেস্ কোরেছে—খুব কোরেছে, বাঙালি যে বোকা ॥
"মহামেলা এক্‌জিবিশন!" নামে পেতে জাল।
বাঙালিদের ঝী বউড়ীর ক'রে হাড়ীর হাল ॥

জুবার্ট্ আবার ব'লেছিল,—"আমিই এসে হেথা।
ক'রে গেলেম সাহেব-ঘেঁসা নারীর স্বাধীনতা ॥
বাঙালিদের ঝী বউড়ী আমার মেলার গুণে।
পুরুষসনে হরিষ-মনে নিলেক দেখে শুনে ॥"
ইংরেজরাজ সেই মেলাতে ভরসা দিলেন ঢেলে।
ভারতবাসী প্রজাকুলের শুভ হবে ব'লে ॥
বিলাত বিদেশবাসী রাজা এ দেশের কি জানে ?
হিতে হ'লো বিপরীত!—ছাই প'ড়্‌লো মানে!
চাক্তার আনা পয়সা দিয়ে ফটক হ'য়ে পার।
গোড়ীভাড়া যাক্ গে চুলোয়, গাড়োয়ানের সে দায় ॥
একেক ঘরে একেক দেশের জিনিষ গেল দেখা।
মন্দ ভাল দুই রকমি জিনিষ কাঁচা পাকা ॥
ভাল যেটি, ভাল তা'কে কে না বলে, ভাই ?
মন্দ জিনিষ দেখ্‌লে পরে ঘৃণায় ম'রে যাই ॥
কাঠে গড়া মস্ত বোতল ছিল যে দিক্ পানে।
সাহেব বিবির জল খাবার ঘর ছিল তা'র দখিনে ॥
উত্তোরেতে লম্বা পুকুর, ঝরণা পূবের দিকে।
সেইখানেতে সভ্যাগিরির সব দেখেছি চোকে ॥
রকম রকম ন্যাংটা বিবি, রকম রকম ঢং।
রকম রকম দয়াল বাবুর সেইখানেতেই রং ॥
লাজের কথা ব'ল্‌বো কা'রে?—খেদ্‌া বড় রয়।
সভ্যতম সাহেব জাতি। গর্‌বা পরিচয়।
যেমন খেলা, তেমি মেলা, তেমি রুচিখানা।
ন্যাঙ্টা বিবি বিকিয়ে গেল, বেলো সোণা দানা ॥
দয়াল বাবুর মতন বাবুর অনেক টাকার বল।
টপাটপ্ সব লুফে নিলে! বেড়ে পয়লাদার কল!
অনেক অনেক কাগজওয়ালা তুলে উঁচু তান।
গাইলেন শেষ এমন মেলার কতই গুণ গান।
যাঁ'দের রত কুরুচিতে রুচির সরণ দেওয়া
তাঁ'দের সাহেব দয়াল বাবুর সাথে মরণ চাওয়া!
সম্পাদকের কাজ শক্ত, ভাত-ভক্ত হ'লে।
অন্যায়টা ন্যায়ের মত দেখে কলম-কলে!
তুলোর ভিতর তুটো লেখক সম্পাদকই বটে।
একশো আটানব্বইটে কেবল দুধের মুটে!
পাটা লুচি চপ কাটলেট্ খোলাও খেলাও খুব।
ডুব্‌তে বল নর্দ্দামাতে, অমি দেবে ডুব ॥

আবার এমন সম্পাদকো দেক্‌ছে পাঁ'বে চোক্‌ে।
বুদ্ধি বিচার নাইকো নিজের, পরের কথায় লেগে॥
এমন অনেক সম্পাদকের স্থায়-জ্ঞানটা কাঁচা।
ক্রেও সিপেক্তে মিথ্যেটাকে ক'রে ফেলেন সাঁচা॥
এইরূপ সব সম্পাদকের স্বার্থ-দীকে প'ড়ে।
মাতৃভাষা-মঙ্গলাশা চুলোয় গিয়ে পোড়ে॥
মেলার কথা যাক্ গে চুলোয়, মেলায় কিসের সুখ?।
অন্য রকম 'আর্টিকেলে' দেখ্‌বে বেশী তুখ॥

তাই ব'ল্‌চি, ভাই!—

সম্পাদকের কাজ শক্ত, ভাত-ভক্ত হ'লে॥
অন্যায়টা স্থায়ের মত খেলে কলম-কলে!॥
দয়াল বাবুর বাগান-মাঝে পাঁচটা পুকুর আছে।
দুটো বড়, তিনটে ছোট, ভরা নানা মাছে॥
বড় দুটোর একটা পুকুর সব পুকুরের সেরা।
চার ফোহারা চারটে কোণে, উঠ্‌ছে জলের ধারা॥
চারটে পরী চার ফোহারার চারটে ডেকে বোসে।
উর্দ্ধমুখে গাল ফুলিয়ে জল ফুঁক্‌চে কোসে॥
উত্তোর দখিণ লম্বা পুকুর, উত্তর দিকে ঘাট।
শ্বেতপাথরের পালিশ করা চিকণ সিঁড়ির পাট॥
ঘাটের উপর বিশাল চাতাল, শ্বেতপাথরের ঘর।
ঘরের ভিতর বেদির'পরে বাদশা সেকেন্দর॥
শ্বেতপাথরের মূর্ত্তিখানি দেক্‌তে পরিপাটী।
কাক ব্যাটারা চুল-চেহারা কোরে গেছে মাটি॥
ঘাটের পরেই বোঠকখানা দেক্‌তে মনোহর।
গাল্‌চে পাতা, লতাপাতা আঁকা বেবাক ঘর॥
যেটি যেথা সেটি সেথা ছড়িয়ে আছে শোভা।
রঙিন কাঁচের জান্‌লা-সাসি, খেল্‌চে রবির আভা॥
দ্যালের গায়ে গিল্টিকরা ব্র্যাকেট্ কত আঁটা।
তা'র উপরে বিরাজ করে পুতুল চকে কাটা॥
তেলের ছবি, জলের ছবি, দ্যালে কতই ঝোলে।
গিল্টিকরা ফ্রেমে আঁটা, চমক ঝলমলে॥
সাটিন্ আঁটা কউচ্, সোফা, খাট, কেদারা কত।
দমের গদি, ব'স্‌লে যদি, পড়্‌লো দুঙে ভত।
পিতল চাকা পায়ায় আঁটা, চেয়ার বেড়ায় ঘুরে।
ইচ্ছে হ'লে চেয়ারসমেত সোরে বোসো দূরে॥

মানুষপ্রমাণ আয়না কত শোভে দ্যালের গায়।
জুতো থেকে চুলের ডগা সবই দেখা যায়॥
ছোট বড় টেবিল কত মার্বেলেতে আঁটা।
বেশীর ভাগে আছে ভাল, গোটা দুয়েক ফাটা॥
হরিৎ লোহিত নীল লাল পীত শাদা কাঁচে ঢালা।
ঝাড় লণ্ঠন কতই ঝোলে, হয় না আলো জ্বালা॥
দরকার কি আলো জ্বালার, কেই বা থাকে রেতে।
বাড়ী ছেড়ে দয়াল বাবু চা'ন্ না বাগান যেতে॥
দিনে দিনে ধূলোয় ধূলোয় সবি ধূলোময়।
ফরাস যদি কল্পনা করে, তবেই কতক হয়॥
আজ কাল্‌কার দিন কি তেমন? ক'জন চাকর আছে।
ধর্ম্ম ভেবে কর্ম্ম করে আপন প্রভুর কাছে?
পোনুরো আনা তিন পেয়ের লোক কেবল ফাঁকি দেয়।
মাসটি গেলে ক্রান্তি কড়া মাইনে বুঝে নেয়॥
পৌষমাসের আজ সতেরই, শীতের দাপট বড়।
মোটা কাপড় গায়ে, তবু মানুষ জড়সড়॥
আজ বাগানের ভাগ্যি ভাল, আস্‌বে দয়াল বাবু।
পুকুর-ধারে খাড়া হ'লো একটা সখের তাঁবু॥
তাঁবু কেন? কারণ আছে,—বড়মানুষী ঢং।
ইচ্ছে হ'লে কোন বাবু ছাতে বাঁধেন টং॥
কিন্তু হেথা একটি কথা বলা উচিত হয়।
দয়াল বাবুর এই তাঁবুটো নিজ ইচ্ছেয় নয়॥
কা'র্ ইচ্ছেয়? ব'ল্‌চি তবে, শোনো, পাঠকগণ!।
দুই ইচ্ছের+এক কারণে=তাঁবুর প্রয়োজন॥
দয়াল বাবুর খোকা ছেলে, মূল "ইচ্ছে" তা'র।
তার ইচ্ছের "ইচ্ছে" আবার হ'লো খোকার মা'র॥
খোকার মায়ের হুকুমখানা "কারণ" অবলম্বন।
তাইতে হ'লো আজ্ বাগানে তাঁবুর প্রয়োজন॥
কাল বিকেলে খোকা ছেলে হাওয়া খাবার তরে।
বাবার সাথে গেছ্‌লো মাঠে মস্ত যুড়ী চ'ড়ে॥
মাঠে ছিল সাহেব সুবোর গোটা কএক তাঁবু।
গাড়ী থেকে দেখেছিলো সে সব খোকা বাবু॥
বাবার কাছে তাঁবুর কথা নিয়েছিলো জেনে।
তাঁবুর ভিতর শোবার তরে ইচ্ছে হ'লো মনে॥

বাড়ী এসে মায়ের কাছে তুল্লে তাঁবুর কথা।
তাঁবুর ভিতর ছেলে শোবে তুই হ'লো মাজা॥
হকুমজারি সেই দণ্ডেই, অমি দয়াল বাবু।
ঘাড় পেতে সে হুকুম নিলেন, টাঙ্গিয়ে দিতে তাঁবু॥
তাই আজকে বাগানমাঝে পাচ্চে তাঁবু শোভা।
আস্‌বে খোকা, আস্‌বে সাথে খোকার মা আর
বাবা॥
বাপ, মার আদর-অবতার, তিন বছুরে খোকা।
যা' ব'ল্‌বে, ক'ত্তে হ'বে, কা'র সাধ্য রোকা?
শনি রাজা—খোকা,—তস্য মন্ত্রী—খোকার মা।
দয়াল বাবু—মেষ রাশিটে, মানুষ-চেমো গা॥
তিনটে বেলা; টং টং টং তিনটে বেজে গেল।
ঘর্ ঘর্ ঘর্ ছুটো যুড়ী বাগান পানে এল॥
এক যুড়ীতে দয়াল বাবু শীতের পোষাক পরা।
এক যুড়ীতে গৌরবিণী ছেলে কোলে করা॥
দয়াল বাবুর গাড়ীখানার চামের ঢাকন ফাঁকা।
গৌরবিণীর গাড়ীখানার ডবল ঢাকন ঢাকা॥
দয়াল বাবুর গাড়ীখানায় তিনটে খোষামুদে।
ক'চ্চে কথা, শুনচে দয়াল চক্ষু দু'টি মুদে॥
গৌরবিণীর গাড়ীর ভিতর গোটা দুয়েক দাসী।
ধোয়া থানের কাপড় পরা, দাঁতে মাজন মিশি॥
হেইও হেইও সইস হাঁকে, পথিক পালায় ছুটে।
ঘোড়ার নালের ঠোকর লেগে, ঠিক্‌রে আগুন
ফোটে॥
গৌরবিণীর শাদা যুড়ী আগে আগে ধায়।
দয়াল বাবুর কালো যুড়ী পাছু ছোটে যায়॥
লাল বনাতের পোষাক পরা জোয়ান কচুমান।
তকমা-আঁটা পাগ্‌ড়ী মাথায়, হাতে চাবুকখান॥
কড়া ধোরে গাড়ীর পিছে সইস্ দু'টো খাড়া।
কাঁধের উপর ঝুলচে কেমন ঝাড়ন গাড়ী-ঝাড়া॥
নীল-ছোবানো কাপড় পরা, চামর বগল-মাঝ।
শাদা কালো পাকজড়ানো রাঙা টুপীর সাজ॥
লাল বনাতের হাফ চাপকান্ হাঁটুর কাছে ঝোলা।
কোচমানের পায় নাগ্‌রা জুতো, সইসের পা খোলা॥
হেইও হেইও শব্দ শুনে ভজন চোবে ছুটে।
তাড়াতাড়ি ফটক খোলে, এই পড়ে এই ওঠে॥

মালীগুলো ছুটোছুটি ফটক পানে আসে।
ঝাঝী নিয়ে কেউ ঢালে জল, ফুলগাছে আর ঘাসে॥
সনাৎ কোরে দু'খান যুড়ী ঢুক্‌লো ফটক দিয়ে।
ভোজন চোবে ঠুক্‌লো সেলাম, আধেকখানা দুয়ে॥
মালীগুলো দু'হাত যুড়ে ক'ল্লে নমস্কার।
ভিতর পানে চোলে গেলো দু'খান যুড়ীর সার॥
গৌরবিণীর গাড়ী গেলো পূব দিকটে পানে।
সেই দিক্‌টেয় একটা বাড়ী শোভে আমবাগানে॥
মেয়েছেলের মহল সেটা, চার্ দিকেতে ঘেরা।
চোক্‌মিলনো বাড়ীখানা, গুণ্‌তি বাইশ ঘরা॥
দুই মহলে বাড়ীখানা, উঠোন টালি-পাতা।
কোন্ খানেতে শেওলা সবুজ, কোন্ খানে বা ছাতা॥
নীচের মেঝে ম্যাজমেজে গোচ, উপরতলা বেশ।
নীচে যেন পাতাল-পুরী, উপর স্বর্গদেশ॥
চক্‌মিলনো উঠোন ধারে সরু সরু নালী।
ছাতের নলের ঠিক্ নীচেতে ডবল ডবল টালী॥
উঠোন দুটোর মাঝখানেতে সাত-তবুকে টব্।
চার্ কোণেতে তিন তবুকে টবের ফিরে ঢব্॥
টবের উপর রকম রকম পাতা ফুলের গাছ।
টবের পাশে চৌবাচ্চায় রাঙা রাঙা মাছ॥
গৌরবিণীর যুড়ী গিয়ে লাগ্‌লো সদর দোরে।
নাম্‌লো রাণী, চাক্‌রাণীরে খোকা কোলে কোরে॥
বাড়ীর ভিতর গেলো তা'রা, আস্তাবলে গাড়ী।
পাচক বামুন, চাকর গেলো বাঁধতে রসুইবাড়ী॥
দয়াল বাবুর পালা এবার শোনো, পাঠকগণ!
বোঠোকখানার গাড়ী বারাণ্ডায় যুড়ীর আগমন॥
খোষামুদেগণের সনে নাম্‌লো দয়াল বাবু।
না'মার সময় ঘাড় ফিরিয়ে দেখ্‌লে খোকার তাঁবু॥
শ্বেতপাথরের সিঁড়িগাঁথা বোঠোকখানার দ্বার।
দ্বারের নীচে পাপোস পাতা, দেখতে চমৎকার॥
পাক-ফিরাণো সেগুন কাঠের সিঁড়ি রেলিং ঘের।
ধাপে ধাপে মাঝখানটা সপে আঁটা ফের॥
ঠক্‌ঠকাঠক্ জুতোর আওয়াজ হয় না সপের' পরে।
মচ্‌মচামচ্, কচ্‌কচাকচ জুতো আওয়াজ করে॥
আগে আগে দয়াল বাবু, তক্‌নি ক'টা পরে।
রেলিং বাঁয়ে তবৃটা দিয়ে উঠ্‌লো উপর-ঘরে॥

পাঁচ ছ'খানা ঘরে ঘেরা বাবুর বোঠোকখানা।
মাঝখানটার ঘরটা বড়, নক্সা করা নানা॥
মাঝখানেতে পালিস্-পাথর-টেবিল গোলাকার।
টেবিল্ ঘেরা একটা সোফা, সিঙ্গেল্ চার চেয়ার॥
সোফার উপর দয়াল বাবু আশ মিটিয়ে বসে।
চেয়ার'পরে ইয়ার বসে টেবিলখানা ঘেঁসে॥
তিন চেয়ারে তিন ইয়ারের চাম চেহারা শোভা।
ধনীর ভাল হ'তো হ'লে, খোষামুদে বোবা॥
চেয়ার পিঠে পিঠ বা কা রো, পায়ের উপর পা।
টেবিল'পরে হাতের ভরে কারো ঝোঁকা গা॥
হাত বুলিয়ে দয়াল বাবুর বশ-ভিখিরী শিরে।
খোষামুদের গায় ভাল শাল, খড়ীর চেনে হীরে॥
পান্নাচুণির আঙুটি হাতে, পাতে মাখন ছানা।
মেগের গায়ে অনেক টাকার গয়না খাঁটি সোণা॥
খড়-ছাওয়া চাল, মাটির দেওয়াল ঘুচে গিয়ে কোঠা।
নগদ টাকাও ন' দশ হাজার, ভুঁড়িও কাজে মোটা॥
মধুভরা ফুলের কাছে আপনি অলি যোটে।
গুণগান বা গুণজ্ঞানেতে* ভুলিয়ে মধু লোটে॥
যেমন মধু ফুরিয়ে গেলো, অমি তফাৎ অলি।
একটী বারো চায় না ফিরে, কয় না মধুর বুলি॥
এমন প্রমাণ দেখেও, ছি ছি, তবুও ধনী লোক।
আপন ভেবে টাকায় পোষে, রক্তচোষা জোঁক॥
টেবিল'পরে মেকেব্ ঘড়ি, চার দিকেতে কাঁচ।
ঘরের পাশে কাঁচের টবে, খেল্‌চে রাঙা মাচ॥
টেবিল' পরে ফুলের তোড়া, ফুলদানীতে সাজে।
ঘরের পাশে আর্গিনেতে টুং টাং টিং বাজে॥
টেবিল'পরে রূপোর থালে মাটিগড়া ফল।
কাঁচা পাকা, লাগে ধোঁকা, নোলায় সরে জল॥
টানাপাখা চুপ্‌টি কোরে ঝুলে আছে ঘরে।
গ্রীষ্মকালে খাটুতে হ'বে, শীতে আয়েস্ করে॥
চাকর এসে দোকোর ভেকোর তামাক দিয়ে যায়।
দয়াল বাবু শটকা মুখে চোক বুজিয়ে খায়॥
পোড়ার মুখে পোড়ারমুখো খোষামুদে ক'টা।
বাঁধা হুঁকোয় খাচ্চে তামাক, উঠ্‌চে ধোঁয়ার ঘটা॥

পায়ের কাছে হুঁকোর বোঠোক, হুঁকোয় পাতার নল।
দপ্ দপ্ দপ্ গুলের আগুন, গড় গড় গড় জল॥
ভ্যাল্‌সা তামাক, বোধ হয়, কিছু হ'য়েছিল কড়া।
দয়াল বাবু উঠ্‌লো কেসে, লাগ্‌লো পেটে চাড়া॥
বড়মানুষের তিলটি হ'লে তালটি হ'য়ে পড়ে।
ডাক্ ডাক্তার, চড়ায় বুঝি জাহাজ ডোবে ঝড়ে॥
দয়াল বাবুর কাসি দেখে, ত্বরায় রেখে হুঁকো।
'শতং জীব' চেঁচিয়ে বলে তিনটে লবণ-খেকো॥
কেউ বা মুখে জল এনে দেয়, কেউ বা হাওয়া করে।
কেউ বা বাবুর গোঁফ মুছে দেয় রেশম-রুমাল ধ'রে॥
কেউ বা বলে, "ব্যাটার কাসি, গয়ায় দেবো তোকে।
ফের যদি তুই এমন কোরে ঢুকিস্ বাবুর মুখে॥"
কেউ বা বলে, "চাকর ব্যাটা বড্ড হারামজাদা।
ভ্যাল্‌সা কেনায় পয়সা নিয়ে কিনে আনে কাদা॥
কেবল ফাঁকি, কেবল ফাঁকি! অমি কি না টাকা?
চাকর নামায় সব শালা চোর! আমরা শালাই
বোকা॥"

কেউ বা আবার হেসে হেসে রসিকতায় বলে।—
"টান্‌তে তামাক কষ্ট যদি হয় মশায়ের গলে॥
তামাক ছাড়ুন, চুরুট টানুন, শক্ত হ'বে দাঁত।
কাসি ব্যাটা দাঁত-কামড়ে হ'বে কুপোকাৎ॥
খানিক পরে পুকুর ধারে এলো দয়ালচাঁদ।
রোয়াক'পরে ব'স্‌লো ধীরে ঠেসান দিয়ে কাঁধ॥
জেলের মোটা ঘুন্সি বাঁধা ভাসা হাঁড়ীর মত।
বাবুর সনে খোষামুদে ঘোরে ক্রমাগত॥
পুকুর-ঘাটে দয়াল বাবু ব'স্‌লো সোপান এসে।
খোষামুদেগুলোও এসে ব'স্‌লো আশপাশে॥
কেউ বা ছুটে আন্‌লে লুটে, ফোটা গোলাপ ফুল।
কেউ বা পাড়ে পাকা পেঁপে, কেউ বা টোপা কুল॥
নারকেলী কুল কেউ বা পাড়ে, কেউ বা পাড়ে
নেবু।
দয়াল বাবু বোসে বোসে দেখেন কেবল তাঁবু॥
এক এক বার বলেন বাবু, "তোমরা এসে ব'সো।
ফল দে যা'বে আপনি মালী, পেটটা ভোরে ঠেসো॥

* বশীকরণ মন্ত্র।

হেড সর্দ্দার খোষামুদে হেসে হেসে কয়।—
"মালীর ফলের চেয়ে এ ফল মিষ্ট, মহাশয় !"
এই বোলে সে ঘাড়টা নেড়ে মনে মনে বলে।
"বোকা শালার কাছে যা'বো, এমন সুফল ফেলে॥
কেবল তোকে ভোগা দিতে টাকার ভাগীদার।
জানিস্-নি কি আমরা কেবল স্বার্থ-অবতার ?
মিষ্ট কথায় টোপ গিলিয়ে টান্‌চি তোকে বোকা !
আর দেরি নাই, বছর দু'য়ে, দুয়ে নেবো টাকা॥
হাই তুলে সাধ কোরে কি তিন টুস্‌কি দি।
তিন টুস্‌কি কুসুমস্তর, বা'র কোরে নি ঘি॥
জলের ধারে আছিস্, শালা ! কাছে গেলেই জল।
উঁচু নীচু বোল্‌তে হ'বে ফেলে এমন ফল॥"
তিন ব্যাটাতে পেটুটা ভোরে,গাছ-পাকা ফল খেয়ে।
টোপা কুলের ঢেঁকুর তুলে ব'স্‌লো কাছে গিয়ে॥
দয়াল বাবু ডেকেছিলো, আস্‌তে হ'লো দেরি।
তাইতে বাবুর মনে মনে রাগটা হ'লো ভারী॥
তিন ব্যাটাকে সঙ্গে কোরে গিয়ে রাণার ধারে।
পুকুর-জলে ফেলে দিলে, তিন ধাক্কা মেরে॥
পউষ মাসের হাড়ভাঙা শীত,উত্তোর-বওয়া হাওয়া।
পুকুর-জলের কন্‌কনানি, শক্ত বড় নাওয়া॥
তা'তে আবার গায়েময়ে পশমি জামা শাল।
তিন ব্যাটারি জলে ভিজে, হ'লো হাড়ীর হাল॥
দয়াল বাবু হেসে হেসে ঠাট্টা কোরে বলে।—
"তিন জনেই কি যুক্তি কোরে লাফ মারে জলে ?"
এক ব্যাটা কয়,—"না,মহাশয় ! পিছ্‌লে গেছে পা।
ভাল হ'লো, ধুয়ে গেলো জলে এঁটো গা॥"
এই ব'লে সে তাড়াতাড়ি উঠ্‌লো পুকুর ঘাটে।
মুখে সাপট, বুক কিন্তু শীতের চোটে ফাটে॥
আর দু'ব্যাটাও তাড়াতাড়ি উঠ্‌লো ছেড়ে জল।
মনে ভাবে,"তোকেও, শালা, দেবো প্রতিফল॥"
মাগীগুলো তফাৎ থেকে গাছের আড়ে হাসে।
কেউ বা হেসে গিয়ে বলে, ভজন চোবের পাশে॥
ভজন চোবে উঁকি মেরে, ফটক থেকে দেখে।
হো হো কোরে হেসে ওঠে পাট্টাবাঁধা মুখে॥
চুণ দোক্তা হাতে টিপে ভজন চোবে বলে —
"ময়না চিড়িয়া ও শালা লোগ, মিঠি মিঠি বোলে।
মেরে বাবু রূপেয়াবালা, ও সব্ শালা চোর।
বাৎ-সেদেম দম্ লাগায়্‌কে লেতা রূপেয়া-বোর *॥
যায়্‌সা বাবু,ত্যায়সা ইয়ার্! ক্যা কহেকে মালী !
ম্যায়্‌হোনেসে মাক্ ভাঙা, ছুটাউঁ লহু খালি॥
শির মুড়ায়কে,ঘোল ঢাল্‌কে,আঁখমে দেউঁ বালি॥
কষ্ট দেখে দয়াল বাবুর দুঃখু হোলো মনে।
হুকুম দিলেন গরম কাপড় আন্‌তে চাকরগণে॥
কাপড় জামা ভেস্থুট এলো, তিন্‌টে ইয়ার পরে।
রোদ পোয়া'তে বোস্‌লো চেপে, ঘাটের রোয়াক'পরে॥
এমন সময় দাসীর কোলে চোড়ে খোকা বাবু।
দেকে এলো বেতে শোবার কাপড় ঘেরা তাঁবু॥
আশ মিটিয়ে তাঁবু দেখে, এলো বাবার কাছে।
হেলে দুলে আসে ছেলে, দাসী আসে পাছে॥
"বাবা ! বাবা !" বোলে খোকা উঠ্‌লো বাবার কোলে।
সোহাগ করে ছেলের বাবা,—"হাম দে হাবা ছেলে॥"
বাবার কোলে নাচে ছেলে "তা ধেই তা ধেই" বোলে।
টেড়া টেড়ি টেনে টুনে কান দুটো দেয় মোলে॥
তিনটে ইয়ার দাঁড়িয়ে উঠে বলে,—"খোকা বাবু !
ঐ দেখেচো কেমন তোমার কাপড়-ঘেরা তাঁবু॥"
"এইও শুওর্ !" বোলে খোকা তিন্‌টেকে গাল্ দেয়।
চোক রাঙিয়ে দৌড়ে গিয়ে, রুমাল কেড়ে নেয়॥
হাতে ছিলো খেলার চাবুক চাবুকে দিলে পায়।
ছাঁচি পানের পিচের ছোব ছাবুকে দিলে গায়॥
একটা ইয়ার ত্যক্ত হ'য়ে মনে মনে বলে।—
"যেমন বাবা, তেম্নি ছেলে ! বাঁচি দুটোয় ম'লে॥
টাকার দায়ে সকল স'য়ে থাক্তে হ'লো হায় !
জলে ডোবা, পানের ছোবা, চাবুক ছাবা পায়॥

---

* রূপেয়া বোরা অর্থাৎ টাকার বোরা। বোরা অর্থে খোলের বস্তা। এখানে রূপেয়া-বোর অর্থে টাকার তোড়া।

মার্, শালারা! যতই পারিস্ জোঁকের মরণ নাই।
মুষে লুষে রক্ত শুষে ক'র্‌বো বিষয় ছাই॥
ঘুঘু ম'রে খোষামুদের অন্ন তৃষগুলে।
ডাক্‌বো—ঘুঘু, বাস্তুভিটে উঠ্‌বে ধূ ধূ জলে॥"

ঘড়ির কাঁটা এক্ এক্ কোরে যাচ্ছে কালো দাগ ছুঁলে।
এক দুই তিন চার্‌টে আওয়াজ কাঁসার বাটির গলে॥
একটা ইয়ার বলে,—"ঐ যা,চার্‌টে গেলো বেজে।"
এমন সময় একটা চাকর আন্‌লে তামাক সেজে॥
একটা হুঁকো বাবু টানে, একটা ইয়ার তিন।
কালো গোঁফে বাঁধা হুঁকো, তাতে ধোঁয়ার চিন॥
জলখাবারের যোগাড় হ'লো, ছানা মাখন ক্ষীর।
ফল ফুলারি, মোণ্ডা মেঠাই, গোলাপ দেওয়া নীর॥
খাটে ব'সেই পেট ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল বেশ্।
গান বাজনা টপ্পা খেয়াল কতক হ'লো শেষ॥
সন্ধ্যে এসে চ'লে গেলো, রেতের হ'লো যোগ।
তিন ইয়ারের পেট্টা ভোরে পাটা লুচির ভোগ॥

সাঁজের পরেই খোকা বাবুর ঘুম্‌টো বড় পায়।
এই জন্যে আয়না ছেলে ডেকে বলে মায়॥—
মা! ঘুম; মা! ঘুম; চ মা,চ মা! তাঁবু, তাঁবু, ঘুম।
এই বোলে সে লাগিয়ে দিলে কান্নাকাটির ধুম॥
কাঁদ্‌লে খোকা বড়ই বিপদ্, আকাশ পাতাল কাঁপে।
খোকার চেয়ে সবাই ব্যাকুল,খোকার মায়ের দাপে॥
"ও ঝি!—ও ঝি!" গিন্নী ডাকে, লাগিয়ে দিয়ে তাড়া।
"কি মা?—কি মা? যাই, মা" ব'লে ঝী দুটো দেয় সাড়া॥
রান্নাঘরে ছিলো ঝীরে, জিরে মরিচ শিলে।
হাঁসের ডিমের কালিয়া হ'বে বাট্‌না বেটে দিলে।
আর এক ঝী দমের আলুর ছাড়াচ্ছিলো খোসা।
পাচক ঠাকুর দিতেছিলো চুলোয় কাঠের চেলা॥
বাট্‌না ফেলে, কুট্‌নো ফেলে, ঝীরে যেতে নারে।
"যাই মা!—যাই মা"! বোলেই শুধু সাড়া দিয়ে সারে॥
দেরি দেখে বড্ড রুখে গৌরবিণী ছোটে।
ঝী দুটোকে লুটিয়ে দিলে, দম্‌কা লাথির চোটে॥

"গোর্‌বেটীরে! কিসের জোরে আছিস্ বোসে হেথা?
কেন তোদের মা বেটীরে খায় নি তোদের মাথা?
ডেকে ডেকে ধ'র্‌লো মাথা, গেলো গলা চিরে।
হেথায় বোসে মুখপুড়ীরে বাট্‌চে হলুদ জিরে॥
ওঠ্ শীগ্‌গির, যা ছুটে যা, হাত কাজ নি ধুয়ে
বোঠোক থেকে ডাক্ বাবুকে, আয় সঙ্গে নিয়ে॥"
দু'জন দাসীই ছুটে গেলো, দুঃখু বড় মনে।
পেটের দায়ে নাস্তানাবুদ, কাঁদে আকুলপ্রাণে।
বোঠোকখানায় দয়াল বাবু খেল্‌তেছিলো গ্রাবু।
এমন সময় দাসী বলে, "মা ডাক্‌চে, বাবু॥"
কাঁদো কাঁদো কথা শুনে, বাবুর হ'লো ভয়।
না জানি কি সর্ব্বনাশ ঘ'ট্‌লো সুনিশ্চয়॥
হাতের কাগজ ফেলে দিয়ে দয়াল বাবু ছোটে।
চটী জুতো জড়ায় পায়ে, এই পড়ে এই ওঠে॥
তিন ইয়ারে কি আর করে, খেলে গোলাম চোর।
খোসামুদীর ব্যবসা যা'দের,তা'রাও গোলাম চোর॥

অন্দরেতে দয়াল বাবু তাড়াতাড়ি গেলো।
গৌরবিণী বলে রেগে, "যা' হোক্, তুমি ভালো!
ইয়ার নিয়ে আমোদ তোমার, গান বাজ্‌না তাস।
ধিক্ তোমাকে, জোটে নি কি কলসী দড়ীর ফাঁস?
খোকা হেথা খুঁড়্‌চে মাথা, লুট্‌চে ভুঁয়ে প'ড়ে।
রেগে মেগে কাপড় চোপড় চুল ফেল্‌চে ছিঁড়ে॥
তাঁবু তাঁবু কোরে বাছা উঠ্‌লো আকুল হ'য়ে।
চল চল যাই দু'জনে খোকায় কোলে নিয়ে॥"
বাপের কোলে উঠ্‌লো খোকা, সঙ্গে চলে মা।
তাড়াতাড়ি হেঁটে যেতে মুচ্‌ড়ে পড়ে পা॥
তাঁবুর ভিতর শয্যা পাতা, ভাল ছাপর খাট।
তেপাই'পরে জল্‌চে বাতি, লেপ র'য়েচে পাট॥
খোকা কোলে মা ঘুমুলো, বাবা শুলেন পাশে।
খোকার মনের পূর্‌লো আশা, মুচুক মুচুক হাসে॥
আদরমাখা খোকার প্রাণে আমোদ পড়ে ঢোলে।
ধূমধাম সব ফুরিয়ে গেলো, খোকা ঘুমোয় কোলে॥
আর সাড়া নাই, হাই তোলা নাই, নাইকো নড়াচড়া।
খোকার চোকে বোস্‌লো চেপে,ঘুমটা পঁচিশআড়া

আধ ঘণ্টা খোকা বাবু ঘুমের ঘোরে থেকে।
জেগে উঠে আবার কাঁদে, কি এক স্বপন দেখে॥
দয়াল বাবু গৌরবিণীর তন্দ্রা এসেছিলো।
কান্না শুনে চোম্‌কে ওঠে, তন্দ্রা ছুটে গেলো॥
"কেন কেন? ফের কি হোলো?" ব'লে দু'জন ওঠে।
খাটে থেকে আছাড় খেয়ে, খোকা ভূঁয়ে লোটে॥
কাদার চোটে তাঁবু কাটে, এম্নি খোকা কাঁদে।
"কেন খোকা কাঁদিস্ এত? পেয়েছে কি খিদে?"
"না না" বোলে আবার কাঁদে, হাত পা ছুঁড়ে খোকা।
এম্নি গেরো, কা'র সাধ্যি পাগলা ঘোঁড়া রোকা॥
স্বপন-ঘোরে খোকা বাবু বাঁদর দেখেছিলো।
স্বপন ভেঙে দেখে বাঁদর কেঁদে আকুল হ'লো॥
শ্রাবণ মাসের মেঘে যেমন জলের ধারা বয়।
জল ঢাল্‌চে খোকা বাবুর তেম্নি নয়নদ্বয়॥
ধূলোয় প'ড়ে মাথা খোঁড়ে, কামড় মারে হাতে।
বাপ্‌মাকে খুব কুঁৎকে দিলে, জোড়া পায়ের লাথে॥
মুখটো ভারি, নয়ন-বারি গড়িয়ে পড়ে গালে।
হাঁ-করা মুখ, দাঁতের সারি ফুটচে ঠোঁটের কোলে॥
পায়জামাটা ফেলে ছিঁড়ে, জামা দু'খান হ'লো।
পশ্‌মী টুপী টোপ্‌টা ছিঁড়ে, খাটের নীচে গেলো॥
চোয়াল ব'য়ে লালা ঝোরে পেটের উপর পড়ে।
ন্যাংটা খোকা ঠ্যাং দুটোকে ঝাপটা মেরে ছোড়ে॥
কোনমতেই বাগ মানে না, ডুক্‌রে ওঠে খালি।
কেবল মুখে অবক্ত সুরে "দেখ্‌বো বাঁদর" বুলি॥

রেতের বেলা বিষম ল্যাঠা,
দেখ্‌বে বাঁদর বাবুর ব্যাটা,
সয় না দেরি কোন মতে আর।
আন্‌তে বাঁদর দেরি হ'বে,
খোকা ভারি কষ্ট পা বে,
স'বে না সে কষ্ট খোকার মার॥
বুদ্ধিমতী গৌরবিণী,
খাটিয়ে নিলে ফিকিরখানি,
কোরে হুকুম নিমকহালাল ভক্ত স্বামীর প্রতি।—
"বারেক না হয় তুমিই নিজে,
খোকায় থামাও বাঁদর সেজে,
নৈলে আমার স্নেহের গোপাল কষ্ট পা'বে অতি॥"

অবাক্ হ'য়ে দয়াল বলে,—
"বুঝিয়ে তুমি ভুলোও ছেলে,
বাঁদর সাজা, তাই তো, অ্যাঁ অ্যাঁ কেমনতর অ্যাঁ!"
কথায় কথায় হ'চ্চে দেরি,
বাড়্‌ছে খোকার রাগটা ভারি,
পঞ্চমেতে সুরটো ধোরে উঠ্‌লো কোরে—প্যাঁ॥
আবার খোকা কাঁদ্‌লো দেখে,
গৌরবিণী তীব্র চোখে,
রুক্ষমুখে দয়ালচাঁদে, দিলেন ধমক তাড়া।
মায়ের মুখের ধমক শুনি',
থাম্‌লো খোকা একটু খানি,
শঙ্খনাদে বাগানময়ে ছুট্‌লো গলার সাড়া॥
দাসী দুটো এলো ছুটে,
গৌরবিণী বলে উঠে,
"যা শীগ্‌গির, আন্‌গে ছুটে চিটে গুড় আর তুলো।"
ছুটে গিয়ে দাসী দুটো,
শিমূল তুলো ন'দশ মুঠো,
মালীর তামাকমাখা চিটেগুড়টো নিয়ে এলো॥
গুড় আর তুলো চোখে দেখে,
গৌরবিণী বলে হেঁকে,—
"কাপড় ছাড়, গুড় মাখ গায়, তুলো বসাও তা'য়।
নৈলে আমি রাগ্‌বো ভারি,
চোলে যাবো বাপের বাড়ী,
আস্‌বো না আর তোমার কাছে, ঘুচ্‌বে সকল দায়॥"
পৌষ মাসের রেতের বেলা,
দারুণ শীতে এ কি জ্বালা,
স্ত্রৈণ দয়াল কি আর করে!—অনাথ—উপায়হীন।
'পারবো না' আর ব'ল্‌তে নারে,
মুখ সিঁটকে নিশেস ছাড়ে,
দয়াল বাবু কাৎ, যেন বঁড়শী গেলা মীন॥
গায়ের কাপড় খুলে রাখে,
কেঁপে কেঁপে কোৎরা মাখে,
হাত পায়ে গায়ে বুকে পেটে পিঠে নাকে।
শিমূল তুলোর পোলো নিয়ে,
গায়ের গুড়ে বসিয়ে দিয়ে,
সোণার শরীর কিম্ভূতাকার কোরে থাকে থাকে॥

নাকে কাণে গালে তুলো,
দয়াল বাবু "বাঁদর" হ'লো,
খোকা বাবু আধেক খুসী, পূরো খুসী নয়।
ল্যাজ না হ'লে বাকি ঢের,
বাঁদর নাচা তা'র পরে ফের,
খোকা বাবুর স্বপন দেখা তবেই সফল হয়॥
তাই না শুনে দয়াল বাবু,
কাবুর উপর আরো কাবু,
"ও গিন্নি, আর পারিনি, থামাও না গা ছেলে।"
গিন্নি বলে,—"রাখ ঢং,
সাজো পূরো বাঁদর সং,
নৈলে বল এক ঘড়া জল, এই গায়ে দি ঢেলে॥"
দয়াল বলে,—"ও—ও—ও—মা!
ম'রবো শীতে জল দিও না,
এই নেও গো ল্যাজ পর্‌চি, নাচ্চি বাঁদর-নাচ।"
তাঁবু-বাঁধা মোটা দড়া,
তা'তেই হ'লো ল্যাজটা গড়া,
পাছ-কোমরে দিলেন গুঁজে, ক'রে ল্যাজের আঁচ॥

খোকা বলে,—"ল্যাজ খোলে মা!
এই বাঁদরটা খুব নাচা না।"
খোকার হুকুম তামিল; নাচায় গিন্নী খোরে
ল্যাজ।—
"নাচ্ নাচ্ নাচ্, প্রেমের বাঁদর!
কলা দিয়ে ক'র্‌বো আদর,
নাচ-রে বোকা! মার্‌বো খোকাবেটে রশুন প্যাঁজ!"
প্রেমের বাঁদর দয়ালচাঁদ,
গলায় প'রে প্রেমের ফাঁদ,
তা খেই খেই, হুপ্ হুপ হুপ্, লম্ফ মেরে নাচে।
ঠাণ্ডা হ'লো সখের তাঁবু,
ঠাণ্ডা হ'লো খোকা বাবু,
ঠাণ্ডা হ'লো গৌরবিণী, দয়াল বাবু বাঁচে!

কবি বলে,—
স্ত্রৈণ যা'রা দয়ালচাঁদের পারা।
প্রেমের প্রেমিক নয় সেগুলো,
"প্রেমের বাঁদর" তা'রা॥

৬।—রসগোল্লা।

ফাগুন মাসের দশই তারিখ, শুক্রমুনির বার।
ছ'টা বেলা, সূর্য্যোদয়ের শোভা চমৎকার॥
সূয্যিদেবের জাগার কথা পক্ষিগণে বোলে।
খানিক আগে উষা গেছে, আকাশ দিয়ে চোলে॥
রাজা, নবাব, লাটসাহেবের যা'বার আগে ধেয়ে।
ঘোড়ায় চোড়ে কোটাল ছোটে ভিড় সরিয়ে দিয়ে॥
উষা দূতী তেমিস্রর আঁধার ঠেলে ফেলে।
হাওয়ায় চোড়ে তেড়ে ফুঁড়ে আগে গেছে চোলে॥
নাইকো আঁধার, পথ পরিষ্কার, নীল আকাশের গায়।
রাজপোষাকে সূয্যি রাজা রাজ্যপানে চায়॥
মুড়িয়ে মাথা তৃণ লতা রাজভক্তি-ভরে।
সূয্যি রাজায় রাজভেট দেয়, শিশির-ফোঁটা খোরে॥
শিশির-মাখা ফুল ভেট দেয় রকম রকম গাছ।
হাওয়ায় দুলে পাতাগুলি রাজায় দেখায় নাচ॥
শামা দোয়েল বৌ-কথা-ক', কোকিল, শালিক, টিয়ে।
বন্দীভাবে বন্দনা গায়, সুর ছড়িয়ে দিয়ে॥
নাইকো পাতা, নেড়া মাথা আমড়া তরুচয়।
বউল আঙুল তুলে বলে, 'সূয্যি রাজার জয়'॥
নেড়া নেড়া শিমুল-ডালে শিমুল-ফুলের ঘটা।
সূয্যি রাজার দ্বারী যেন, লালপাগড়ী আঁটা॥
ক্রমে ক্রমে নগর গ্রামে আলোয় আলো হোলো।
প্রাতের সাথে নর-নারীর নতুন জীবন এলো।
মুকুরপুরের খালের ধারে লবণদহ গ্রাম।
নুণের গোলা ছিল আগে, তাইতে এমন নাম॥
উত্তোর হ'তে দখিণ দিকে, খালটা গেছে চোলে।
ছোট বড় নৌকোগুলো যা'চ্ছে ভেসে জলে॥
পূব্বপারে লবণদহ গ্রামটি শোভা পায়।
খালের ধারে সরকারী পথ, মানুষ চোলে যায়॥

চার পাঁচখান ক্ষুদ্র দোকান পথের ধারে আছে।
গ্রামবাসী আর রাহীদিগে দোকানীরা বেচে ॥
চল্‌তী তরীর দাঁড়ী মাঝী উঠে লবণদয়।
ঝাল মশ্‌লা মুগ ডাল চাল তৈল কিনে লয় ॥
আরোহীরা জল জল-পান গুড় মুড়কি চিঁড়ে।
খরিদ করে ইচ্ছামত, পেটের জ্বালায় পুড়ে ॥
লবণদহ গ্রামটা এখন তেমনতর নয়।
গরীব লোকের বাসই বেশী, কষ্টে লোকে রয়।
কাজে কাজে, ভাল ভাল খাবার জিনিস নাই।
মুড়কি মুড়ি কড়াইভাজা টাটকা খালি পাই ॥
মোণ্ডা মেঠাই গজা বোঁদেয় খরচ পড়ে ঢের।
দু' এক রকম যাও বা আছে, অনেক দিনের ফের।
ছাতা পড়া, শক্ত কড়া, বদ্‌গন্ধ ছোটে।
চিবুনিতে দাঁত ভেঙে যায়, জিবের গায়ে ফোটে ॥
ভাল খাবার খায় গো যা'রা, কষ্ট তা'দের অতি।
দুই একটা মুড়কি মোয়ায় করে পেটের গতি ॥
ফল ফুলারি দু'চার রকম ভাল পাওয়া যায়।
ভাল-খাবার-খাওয়া লোকে তাহাই কিনে খায় ॥
লবণদহ গ্রামের মাঝে,
পূব্‌দিক্‌টে ঘেঁসে সাজে,
চন্দ্রচূড় চূড়োমণি অধ্যাপকের বাটী।
খানিক পোড়ো, খানিক কোঠা,
সাত ইঞ্চি ইটের পাটা,
দ্যালের গাঁথন চুণ সুরকির বদল কাদা মাটি।
খড়ে ছাওয়া রসুইশালা,
আর একটা গরুর চালা,
বা'র-বাড়ীতে আর একটা বসা-দাঁড়ার ঘর।
শোবার শুধু কুঠরীখানা,
ইটের কোঠা নীচু-পানা,
সরু সরু বরগা কড়ির উপর ছাতের ভর।
ঘর ঢোক্‌বার একটি দ্বার,
সটান হোয়ে ঢোকা ভার,
আঙুল দশেক ঘাড় হুড়িয়ে, ঘর ঢুক্‌তে হয়।
নয় চৌকাঠে ঠকাস্ ক'রে,
জোর দমকে লাগ্‌বে শিরে,
ঝন্‌ঝনিয়ে উঠ্‌বে ফুলে, কষ্ট অতিশয় ॥
দুই জান্‌লা ঘরের পাছে,
দুই জান্‌লা দোরের কাছে,
সব শুদ্ধ চার জান্‌লা, গড়ন ছোট ছোট।
ছ' কুলুঙ্গী ঘরের মাঝে,
চার কুলুঙ্গী বাইরে সাজে,
মাথার'পরে বালিগড়া পদ্ম ফোটো ফোটো ॥
বরগা কড়ি জান্‌লা দোর,
আলকাৎরা-লেপা ঘোর,
চৌকাঠেতে গিরিমাটি, চীনের সিঁদুর-ফোঁটা।
ঘরের ভিতর দোরের'পরে,
থিলেনখানা ছাতের ভরে,
এঁকে বেঁকে দু'তিন চিরে, হোয়ে আছে ফাটা ॥
দরজা থেকে তিন চার হাত,
বেরিয়ে আছে বা'র পানে ছাত,
তা'রি নীচে ঘরের দাওয়া, তিন-কুকুরে থাম।
একটা থামের মাথার কাছে,
"শ্রীশ্রীকালী" লেখা আছে,
আর একটা থামের পেটে "শ্রীশ্রীসীতারাম" ॥
যে ঘরখানা বা'র-বাড়ীতে,
উঁচু সেথান মাটির ভিতে,
উঁচু দাওয়া, কাঠের খুঁটি, উলুখড়ের চাল।
সাফ্ সুতরো লেপা পোঁছা,
নাইকো কোথা খোঁচা খোঁচা,
ছাতের মুখে ঝুলে আছে, দশটি লাউয়ের ডাল ॥
উঠ্‌তে দাওয়ায় সেঁটে গাঁথা,
দাওয়ার উপর মাদুর পাতা,
মাদুর'পরে খোটা দুয়েক বালিশ, আছে প'ড়ে।
দালের তাকে থোলীর মাঝে,
বুড়ো লোকের খেলনা সাজে,
চূড়োমণির সখের জিনিষ পাশা দাবাবোড়ে ॥
দাওয়ার নীচে সেঁটে-পাশে,
দাওয়ার তলার সীমা বেঁধে,
বাঁশের বেড়া দেয়া খানিক মেটো জমি আছে।
চূড়োমণির পূজন ভোজন,
পত্নীর তাঁ'র খোঁপার সাজন,
কতক কতক হয় আয়োজন, সেই জমিটের গাছে!

পূজন-যোগাড় তুলসী ফুল,
ভোজন-যোগাড় কলা মূল,
পত্নীর তাঁ'র খোঁপার সাজন, ভাল গোলাপ ফুল।
এ ছাড়া সেই জমীটায়,
রসুই-যোগাড় পাওয়া যায়,
পালঙ্, বেগুন্, শিম্, খাম্-আলু, মিষ্টি মানের মূল।
বা'র-বাড়ীতে বসার ঘরে,
পাটা বাঁধা থরে থরে,
চূড়োমণির নানারকম পুঁথি শোভা পায়।
ভুলোট কাগজ হোল্‌দে-পানা,
আখর যেন মুক্তোদানা,
গঁদ-মিশনো ভুষো কালি, রঙ্‌টা তেজী তা'য়॥
চণ্ডী, মনু, স্মৃতি, শ্রুতি,
ব্রতমালার মস্ত পুঁথি,
মহাভারত, পঞ্চদশী, উপনিষৎ, বেদ।
ভাগবতাদি পুরাণ কত,
টিপ্‌নী টীকে নানামত,
পুঁথির সঙ্গে চূড়োমণির মিটে গেছে খেদ॥
চন্দ্রচূড় চূড়োমণির গউরবরণ কায়।
নেড়া মাথা, বিগৎখানেক শিকে ঝোলে তা'য়॥
চূড়োমণির বাদ বিসম্বাদ দাড়ি গোঁফের সাথে।
খেউরি হওয়া যখন তখন, পয়সা হ'লে হাতে॥
উঁচু দরের উঁচু ভুঁড়ি, লোমাবলী বুকে।
সাতচল্লিশ বছর বয়েস পাচ্চে প্রকাশ মুখে॥
লিখে লিখে প'ড়ে প'ড়ে চোখের জ্যোতি কম।
চস্‌মা দিলে দৃষ্টি চলে, রুকে যেন দম॥
গঙ্গামাটির দীর্ঘ ফোঁটা পরেন চূড়োমণি।
নাক বাঁকানো চটী পায়ে, চটাং চটাং ধ্বনি॥
তসর, গরদ, থানের ধুতি কএক রকম আছে।
প্রসাদ পেয়েই ধোপায় তাঁহার কাপড়চোপড় কাচে॥
দু'খান ভাল কালো বনাত, দু'খান খেলো লাল।
আশী টাকার একটি জোড়া গঙ্গাজলী শাল॥
খেস, ধোসা, লুই একেক জোড়া যজমানেরা দেছে।
একা মানুষ পরেন কত? কাজেই ফেলেন বেচে॥
পালপার্ব্বণ পূজোয় ব্রতে কাপড় অনেক পান।
আধামূলে যা'কে তা'কে বেচে বাড়ী যান॥

বিদেয় আদায় নগদ টাকা, ঘড়া, থালা, গাড়ু।
সরা-ভরা আধাছানার মোণ্ডা, তিলের নাড়ু॥
গিন্নী যেটি রাখ্‌তে বলেন, সেইটি রেখে দিয়ে।
বাকি জিনিস ফেলেন বেচে, পয়সা টাকা নিয়ে॥
চন্দ্রচূড় চূড়োমণির পত্নী গিরিবালা।
বছর পঁচিশ বয়েস হ'বে, গড়নখানা ভালা॥
স্বামীর মতন গউরবরণ, মুখের গড়ন বেশ্।
পাছা-ছোঁয়া গোছাভরা ভ্রমর-কালো কেশ॥
ভরি ছএক সোণার বালা, চিক্‌টে ভরি পাঁচ।
চারগাছা মল, বোধ হয় হ'বে, ভরি ষাটেক আঁচ॥
চাট্টে ছোট, দুটো বড় মাকৃড়ি শোভে কাণে।
নাকের ছেঁদা বেড়ে গেছে ভারি নথের টানে॥
সোণার চুড়ী, পাঁচনর, গোট, গয়না ছিল কি কি।
সিঁদ কেটে চোর নিয়ে গেছে রেখে দিয়ে ফাঁকি॥
যে সব ভূষণ গায়ে ছিলো, সে সব গেল র'য়ে।
গা থেকে আর হয় না খোলা সিঁদেল চোরের
ভয়ে॥

হাবল নামে একটি ছেলে, বয়েস বছর তেরো।
শ্যামবর্ণ রঙখানা তা'র, কথা নাকী-সুরো॥
যদিও কালো, তবুও ভাল মুখের গড়ন তা'র।
রুপোর দু'গাছ বালা হাতে, ওজন ভরি চার॥
ঘুন্সী সনে রুপোর বিছে কোমর-বেড়া আছে।
ঘুন্সী বাঁধা চাবি-কাটি ঝুল্‌চে পাছার কাছে॥
যদিও তেরো, কিন্তু তবু খুব শাক্ত গায়।
তা'র বয়েসী ছেলেগুলো বড়ই ডরায় তা'য়॥
কথায় কথায় ঝগড়া হ'লে, কয় না কথা বেশী।
একেবারে তেড়ে গিয়ে, নাকে মারে ঘুসী॥
ঝুঁটী ধোরে মাটির'পরে এক আছাড়ে ফেলে।
দৌড়ে পালায়, কোনো ছেলের বাপ মা তেড়ে
এলে॥

হাব্‌লার বাপ শিবু মালী ফুল তুলসী বেচে।
চাক্‌রী করে হাবলধন চূড়োমণির কাছে॥
মা ম'রেচে জরবিকেরে বছর তিনেক হোলো।
চূড়োমণির কাছে শিবু ছেলে রেখে গেলো॥
মাসে মাসে বাবা এসে ছেলে দেখে যায়।
দেয় পয়সা দু'চার আনা, হাবল খাবার খায়॥

পত্নীহারা শিবু মালী গাঁয় থাকে না আর।
চূড়োমণির উপর দেছে, ঘর আর ছেলের ভার॥
সহজ সহজ ফায়-ফরমাস্ হাবল সদাই পালে।
চূড়োমণির গরু নিয়ে চরায় গরুর পালে॥
গাঁয়ের ভিতর, গাঁয়ের পাশে, কাছাকাছি গাঁয়।
যজমানদের বাড়ী হাবল খবর নিতে যায়॥
চূড়োমণির সিদে টিদে মাথায় কোরে আনে।
পথে হাঁটার কষ্ট ভোলে নাকী-সুরের গানে॥
ভাতের মত ভালবাসে গাইতে হাবল গান।
ফাঁকটি পেলে, মুখটি তুলে, অমি ধরে তান॥
আজ সকালে সাধের গানের সুর চড়িয়ে নিয়ে।
নিমের গাছে বোসে আছে, পা ছড়িয়ে দিয়ে।
গানের তালে নেচে দোলে ডালে দিয়ে ভর।
ডালটা দোলে পায়ের ভারে, খেলে গলার-স্বর॥

(গীত)

"(ওরে) হায় রে রসগোল্লা!
চিনির রসে প্রেমের রসে করিস্, কত রঙ্গ॥
তুই শুধু প্রেমের নাড়ু,
মারি তোকে তিন ঝাড়ু,
পচা পিরীত ওজন করিস্ সেজে দাঁড়িপাল্লা॥"

চূড়োমণির খিড়কী পুকুর, তা'রি খানিক দূরে।
নিমের ডালে হাব্লা দুলে গাচ্ছে নাকী-সুরে॥
গাড়ু হাতে গামছা কাঁধে এমন সময় সেথা।
চূড়োমণি এলেন ত্বরা, নিয়ে আমের পাতা॥
কাছে গিয়ে ধমক দিয়ে রাগে চেয়ে কয়।—
"শুওরব্যাটা! একটুও তোর নাইকো মনে ভয়?
নিমের দাঁতন ক'র্‌বো বোলে পাঠিয়ে দিনু তোকে।
কাজটা ভুলে গান গাচ্ছিস্, গাছে বোসে থেকে॥
বাসি মুখে জল দিই নি, বেলা গেল বেড়ে।
আয় নেমে আয়, ভেড়ের ভেড়ে, নিম্‌ডালটা ছেড়ে॥
ঠেঙিয়ে দফা ক'র্‌বো রফা, কে আজ তোকে রাখে।
বেলিক ব্যাটা, ভাবি ঠাঁটা, গাড়্‌বো পুকুর পাঁকে॥"
ভয়ে ভূঁয়ে নাম্‌লো নাকো, বরং উঁচু ডালে।
তড়তড়িয়ে উঠে গিয়ে, লুকোয় পাতার কোলে॥
ধমক শুনে লাগ্‌লো চমক, হাবলধনের প্রাণে।
প্রাণ বন্ধ হোলো চেয়ে চন্দ্রচূড়ের পানে॥

তাই-না দেখে চূড়োমণি আরো ওঠেন চোটে।
কুমোর-বাড়ীর হাঁড়ী যেন পোড়ার সময় চটে॥
বীরভদ্র মূর্তিখানা দেখে হাবলধন।
আঁৎকে উঠে ডুক্‌রে কাঁদে, ভয়-ভড়কা মন॥
এটা ওটা পাঁচটা ফিকির মনে মনে ভাবে।
কোন্ ফিকিরে ভট্টচাযির রাগটা প'ড়ে যা'বে॥
খানিক ভেবে হাবল বলে, "মারলে পরে যোরে।
ব'ল্‌বো নাকো সেই কথাটা, ব'ল্‌চি শপথ কোরে॥"
এমন ভাবে বোল্‌লে হাবল, এম্‌নি মুখের ছাঁদ।
চূড়োমণির মন জড়ালে, পেতে ফিকির ফাঁদ॥
'ব'ল্‌বো নাকো সেই কথাটা'র ভাবটা কত কি যে।
চূড়োমণির রাগটা গেলো, মনটা গেলো ভিজে॥
"কি কথা রে? কি কথা রে?" চূড়োমণি বলে।
"আগে বল, মার্‌বে কি না?" বলে হাবল ছেলে॥
"মার্‌বো নাকো, বল্ কি কথা?"—"দিব্যি আগে কর।"
"তাই কোল্‌লেম ভয় নেই তোর।"—"নাম্‌চি তবে—সর॥"
এই-না বোলে চূড়োমণির মুখের পানে চেয়ে।
ধীরে ধীরে হাব্লা নামে নিমের গুঁড়ি বেয়ে॥
নেমে দাঁড়ায় গাছের গোড়ায়, কাছে যেতে ভয়।
দিব্যি কোরেও মারেন যদি ঠাকুর মহাশয়॥
হাব্লা বলে, "শোনো, ঠাকুর, সত্যি কোরে কই।
রসগোল্লা যাক্ গোল্লায়, ও-এর গোড়া ওই॥
কে জান্‌তো, কাত্তোমনীর বস্ত এমন ধারা।
কে জান্‌তো, ইস্ত্রী তোমার আর্শি-লেপা পারা
কে জান্‌তো, রসগোল্লার রসে এমন রস!
কে জান্‌তো, কুলের নারী পর-পুরুষের বশ॥"
হাবলধনের কথা শুনে চোম্‌কে ওঠে মন।
অবাক্ হোয়ে চন্দ্রচূড় ভাবেন খানিক ক্ষণ॥
এক পলকে আকাশ পাতাল ওলোট পালট হোলো।
লজ্জা ঘৃণা রোষানলে মনটা পুড়ে গেলো॥
শাস্ত্রপাঠে স্ত্রীচরিত্র অনেক জানা আছে।
এক পলকে চন্দ্রচূড় বুঝে নিলেন আঁচে॥
নিমের দাঁতন, দন্ত-ধাবন সকল গেলেন ভুলে।
হাতের গাড়ু পোড়ে গেলো, পা ভিজ্‌লো জলে॥

বিস্ফারিত চক্ষু দু'টি একদৃষ্টে চাওয়া।
নাকের ডগা ফুলে ওঠে, বেরোয় রোষের হাওয়া॥
চুপ্‌টি কোরে চন্দ্রচূড়ের পানে হাবল চায়।
এক একবার হাতটা বুলোয় নিম গাছটার গায়॥
এই রকমে খানিক সময় চোলে গেলো কোথা।
চন্দ্রচূড়ের শূন্য বুকে পূর্ণ হোলো ব্যথা॥
আপন মনে চূড়োমণি রাগে জ্বোলে বলে।—
"জানি আমি নারীজাতি নরে ভুলোয় ছলে॥
মুখে সুধা, মনে বিষ, রূপে কু-এর ফাঁদ।
গুপ্ত-প্রেমের স্রোতে দাঁড়ায়, বেঁধে ফিকির-বাঁধ॥
হাব্‌লা ছেলের কথা শুনে সন্দ বড় বাড়ে।
প্রাণের ভিতর মনটা আমার কত কথাই পাড়ে॥
নিশাচরী ভুলিয়ে মোরে, কোল্লে এ কি কাজ।
সতীপনার এই নিশানা?—লাজের মাথায় বাজ॥
দুষ্টানারী মিষ্ট বোলে, বোলেছিলো মোরে।
"পতিব্রতা হ'ব ব্রত কাত্যায়নীর কোরে॥
পতি বিনে ত্রিভুবনে সতীর কে আর আছে?।
তাইতো নিতি ভোগ দিতে যাই কাত্যায়নীর কাছে॥"
ভোগ ব'লে ভোগ—রসগোল্লা! মস্ত বাটী ভরা।
মনের মতন হ'বে বোলে, নিজেই তোয়ের করা॥
শাস্ত্রছাড়া ব্রতের কথায় খট্‌কা হোলো মনে।
ভাব্‌নু আবার মেয়ে-ব্রত শাস্ত্রে র'বে কেনে?
পত্নী হ'বে পতিব্রতা, এর চেয়ে কি সুখ?
আজের কথা শুনে কানে, ভাঙ্‌লো আমার বুক॥
যা' হোক্ আমায় দেক্তে হ'বে কাত্যায়নী-ব্রত।
দেক্তে হ'বে রসগোল্লার রসটাই বা কত।
দেক্তে হ'বে পতিব্রতার সতীগিরির খেল।
সত্য হোলে মুক্তি পা'বে, ম'র্‌বে হোলে ভেল॥
মনে মনে এই-না বোলে চন্দ্রচূড়ো তবে।
মুখ হাত পা নিলেন ধুয়ে, পুকুর-জলে নেবে॥
দীপের শিখা নিব্‌লে পরে আঁধার যেমন হয়।
চন্দ্রচূড়ের প্রাণের মাঝে তেম্নি আঁধারময়॥
ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যে হোলো, হোলো প্রদীপ জ্বালা।
তাড়াতাড়ি ব্রতের যোগাড় কোল্লে গিরিবালা॥
বাটীভরা রসগোল্লা, ঘটীভরা জল।
ফুলতুলসীর পাত একটা—পানের খিলির কল॥
একাকিনী চ'ল্লো নিয়ে, নাইকো মনে ভয়।
সাঁজের আঁধার গিরিবালার যেন আলোময়॥
গ্রাম ছাড়িয়ে পূর্ব্ব দিকে খানিক দূরে গেলে।
কাত্যায়নী ঠাকুরাণীর মন্দিরটি মেলে॥
দিনের বেলায় সেই স্থানটির শোভা চমৎকার।
চাদ্দিকেতে তেঁতুল অশোথ বটবৃক্ষের সার।
আস্‌সেওড়া, কচু, ঘেঁচু, সেয়াকুলের ঝোপ।
ঘেঁটুগাছের ঘটা বেশী, মাথায় ফুলের খোপ॥
মন্দিরটির সাম্নে পানে একটা দীঘি আছে।
সানবাঁধানো ঘাটের সিঁড়ির কতক ভেঙে গেছে॥
মন্দিরটি অনেক কেলের, নাইকো তেমন রূপ।
ফাটাফুটো দেওয়াল থেকে, খোস্‌চে বালির স্তূপ॥
মোটা মোটা শিকড়-খোঁটা গেড়ে বটের গাছ।
চূড়োর উপর দাঁড়িয়ে আছে, লম্বা হাতেক পাঁচ॥
মন্দিরেতে কাত্যায়নীর মূর্ত্তি শোভা পায়।
মানুষপ্রমাণ গড়নখানি, শ্বেতপাথরের কায়॥
শঙ্খ চক্র পদ্ম গদা চতুর্ভুজে ধরা।
বেদীর উপর মহাদেবী ত্রিলোচনী তারা॥
বেদীর নীচে সাম্নে পানে সিঁদুর-মাখা ঘটে।
ডাব শুকিয়ে ঝুনো হোয়ে বৃদ্ধ দশা বটে॥
চন্দ্রচূড় চূড়োমণির পত্নী গিরিবালা।
ঢুক্‌লো এসে মন্দিরেতে ঘোর সন্ধ্যে বেলা॥

মন্দিরেতে ঢুকে বেটী,
নামিয়ে ভূঁয়ে ঘটী বাটী,

মুড়িয়ে কপাল ছুঁয়ে মাটি, ঠাকুর প্রণাম করে।

আঁচলখানা জড়িয়ে গলে,
যোড়হাত কোরে কেঁদে বলে,—

"মা কাত্যেনি! আমার স্বামী ত্বরায় যেন মরে॥

স্বামী ম'লে পূর্‌বে আশা,
বাঁধ্‌বে জমাট ভালবাসা,

আমি যা'কে ভালবাসি, সেই প্রেমিকের প্রতি॥

চাই নি আমি অমন স্বামী,
শাম ধোবাকে চাই মা আমি,

শামাচরণ জীবনমরণ, গিরিবালার পতি॥"

আঁধার-ভরা ঠাকুর-ঘরে,
এমন সময় মিহি সুরে,
আওয়াজ হোলো, "গিরিবালা! তুষ্ট হ'লেম আমি।
আজকে যদি শামকে নিয়ে,
চোক বুজিয়ে হত্যে দিয়ে,
আমার ঘরে থাকিস্ প'ড়ে, কাল' ম'র্‌বে স্বামী।"
মনের মত বরটা পেয়ে,
গিরিবালা তুষ্ট হোয়ে,
ভূঁয়ে গড়াগড়ি খেয়ে, কতই প্রণাম করে।
এমন সময় ঢুক্‌লো শামা,
গায়ে পরের কাপড় জামা,
পরের ধনে খোস্‌পোষাকী ধোবার মত কে রে?
বছর কুড়ির হ'বে শাম,
আধ-ফর্‌সা গায়ের চাম,
গিরিবালার মনের মতন, মুখের গড়ন তা'র।
গিরিবালা শ্যামের রাধা,
শ্যামের প্রেমে হৃদয় বাঁধা,
শ্যাম বিনে সে ত্রিভুবনে নয়কো কা'রো আর॥
শ্যামকে দেখে গিরিবালা,
দাঁড়িয়ে উঠে জড়িয়ে গলা,
আদর কোরে হেসে বলে,—"মা দিয়েছে বর।
তোমায় আমায় আজকে হেথা,
হত্যে দিলে ঘুচ্‌বে ব্যথা,
মর্‌বে আমার পোড়ারমুখো ভাতার গজন্দর॥"
গিরিবালার বাক্য শুনে,
শ্যামাচরণ তুষ্টমনে,
বোল্লে তা'রে—"মাইরি নাকি, বড্ড মজা তবে।
বাহবা-বা পূর্‌বে আশা,
বাড়্‌বে ভারি ভালবাসা,
দুই জনেরি ভয়ের কাঁটা মোট্‌কে ভেঙে যা'বে॥"
এই-না বোলে দু'জন সুখে,
এ ওর মুখে—ও এর মুখে,
রসে ভরা রসগোল্লা দেওয়া-দেওই করে॥
গোল্লা খেয়ে, ঘটী তুলে,
পেট্টা ভোরে জলটা খেলে,
"জয় মা কাত্যেয়নি!" বোলে শুলো ভূঁয়ের' পরে॥

মন্দিরটে আঁধারভরা,
দু'জনের মুখ চুপটি করা,
চক্ষু বুজে হত্যে দিয়ে, রৈলো উপুড় হোয়ে।
এমন সময় ধীরে ধীরে,
কাত্যায়নীর পিছন ধারে,
কে জানে কে উঠলো নোড়ে, হাতে খাঁড়া নিয়ে॥
হুঙ্কার দে তেড়ে এসে,
মারে লাথি কোসে কোসে,
বোল্লে শেষে, "ধিক্ পিশাচি! ধিক্ কামুকী নারি!
এই কি ব্রত সতী হ'বার?
শাম ধোবাকে খাওয়া'স্ খাবার?
মৃত্যু আমার টাক্‌লি আবার, সাবাস্ ডাকাচুরি!
আমার মরণ টাকা নয়,
নিজেই যা'বি যমালয়,
মুখদর্শন ক'র্‌বো না তোর, দেবো প্রতিফল।"
চন্দ্রচূড়ো এই-না বোলে,
দেবীর খাঁড়া মাল্লে তুলে,
গিরিবালা দু'খান হোয়ে, লুটোয় ভূমিতল॥
শেমো ধোবা এই-না দেখে,
মন্দিরটের ভিতর থেকে,
পালিয়ে যা'বার যোগাড় করে, প্রাণে দারুণ ভয়।
জোয়ান্ হোয়ে ডরায় কেন?
পাপী যে জন ডরায় হেন,
মহাপাপীর হয় পরাজয়, নিষ্পাপীরি জয়॥
নৈলে কেন চন্দ্রচূড়ো,
হোয়ে এমন আধাবুড়ো,
শেমো হেন জোয়ানটাকে মাল্লে ওঠে তেড়ে?
সে ব্যাটাও বা কেন ভয়ে,
অলজীয়ন্ত জীবন ল'য়ে,
পালিয়ে যা'বার চেষ্টা করে, মন্দিরটে ছেড়ে?
পালিয়ে যা'বার পথ কি আছে?
খাঁড়া হাতে যম যে কাছে,
যোরের খোঁচায় চন্দ্রচূড়—রুদ্র অবতার।
হুঙ্কার দে তেড়ে উঠে,
বোস্‌লো চোড়ে শেমোর পেটে,
কাটিলো গলা খাঁড়ার চোটে; ছোটে রুধির-ধার॥

কবি বলে,—গিরিবালা শেমোর মতন যা'রা।
এম্নিতর চন্দ্রচূড়োর হাতে মরে তা'রা॥
ধর্ম্ম ছেড়ে পাপকর্ম্মে এগিও নাকো কেউ।
ধর্ম্ম নিজে হাবল সেজে তুল্‌বে মরণ-ঢেউ॥

৭।—গেঁজেল গদা।

গুরু।—"বাপু গদাই!"
গদা।—"আজ্ঞে মশাই!"
গুরু।—"খুব শিখেছ গান।
এই বার তুমি যাও,
যোজ্‌ঝো কোরে রোজ গাহেতে
বেশ্‌ কোরে মন দাও।"
গুরুর মুখে এমন কথা শুনে গদাধর।
আহ্লাদে আটখানা হোলো,
মনটা যেন গ'লে গেলো,
গুরুর পায়ে প্রণাম করে, লুটিয়ে কলেবর॥
বিষ্ণুপুরের কৃষ্ণ নায়েক গদাধরের গুরু।
ভাগ্যগুণে পেয়েছিলেন গদার মত গরু॥
বুড়ো বামণ হাড়জ্বালাতন শুনে গদার গান।
আজকে গদায় দিলেন বিদায় পেতে পরিত্রাণ॥
গাধার মত গদার গলা, তোলে সুরের ঢেউ।
কালা কানেও ভালা লাগে, যয় না কাছে কেউ।
ছোট ছেলে চোম্‌কে উঠে, কেঁদে ফেলে ভয়ে।
বড় ছেলে হেসে লোটে, গদার পানে চেয়ে॥
বুড়ো যা'রা, ভাক্ত তা'রা, দূরে সোরে যায়।
মেয়েছেলে আড়াল থেকে, মুচ্‌কি হেসে চায়॥
কৃষ্ণ নায়েক গদার গুরু, নাই বিপদের সীমা।
নিজের কানে আঙুল দিয়ে, শেখান সা-রি-গা-মা॥
গুরুর কাছে শিষ্য গদা রাগ-রাগিণী ভাঁজে।
গলার সুরে তাম্বুরোটা আর এক সুরে বাজে॥
দুই বড়জে মিল্‌ খায় না, শুন্‌তে বড় কড়া।
বেপর্দায় সুর ভাঁজুনি, উঁচু নীচু চড়া॥
কৃষ্ণ নায়েক ভাল গায়ক, ঢের সাক্রেৎ তাঁ'র।
গদার জ্বালায় সবাই জ্বলে, গান শিক্ষে তার॥
একে গদা সুরে গাধা, তা'তে আবার ফের।
গাঁজার দমে বড় দাদা, ছিলিম টানে ঢের॥
গাইয়ে দলে অনেক মেলে পাকা গাঁজাখোর।
তা'রা বলে, 'গাঁজা খেলে, পাকে সুরের জোর॥
গলার আওয়াজ বাঁজখাই হয় গাঁজার ধোঁয়ার গুণে।'
শ্রোতা যা'রা, তুষ্ট তা'রা, তা'দের আওয়াজ শুনে॥
যুগ সোহাগায় সোণার যেমন রঙ্‌টা খুলে যায়।
গাঁজার ধোঁয়ায় তেম্নি গলায় সুর খোলসা হয়॥
আগিনেতে দম না দিলে আওয়াজ কভু খোলে?
তেম্নি গাঁজায় দম না দিলে, সুর খেলে কি গলে?
লাজের কথা বোল্‌বো কা'রে? ঘৃণায় ম'রে যাই।
গাঁজাখোরের ঘোরে প'ড়ে গীতবিদ্যে ছাই॥
গাঁজার নেশায় সুখের আশায় শেষে নিরাশ ঘটে।
তবুও কেন গাইয়ে দলে গাঁজার তুফান ওঠে?
গাঁজাখুরে গাইয়েদেরি দোষে কেবল, হায়!
ছেলেপিলেয় গান শেখা'তে বাপ খুড়ো না চায়॥
গানের চেয়ে কি ধন আছে? গানই ভগবান্‌।
গাঁজাখোরের করে কিন্তু গানের অপমান॥
গদার মত অনেক গাধা দেক্তে পাওয়া যায়।
তাদের দোষেই গীতবিদ্যে নষ্ট হোলো, হায়!॥
গীতবিদ্যে কঠিন বড়, যত্ন অনেক চাই।
নিয়ম পালন খুব প্রয়োজন, নৈলে হ'বে নাই॥
গানের নেশায় মাত্‌বে যদি, ছাড় অপর নেশা।
কিন্তু এখন সব বিপরীত, দেশের পোড়া দশা॥

কবে হ'বে সেই শুভ দিন, বল ভগবান্ ।
নেসাখোরের হাত এড়া'বে তোমার প্রিয় প্রাণ ॥
শুরুর কাছে বিদেয় নিয়ে চোলো গদাধর ।
তাম্বুরোটা খোলে পূরে রাখ্‌লে কাঁধের'পর ॥
ঝনঝনিয়ে গদাই চলে পম্পো জুতো পায় ।
মচ্‌মচানি কচ্‌কচানি শব্দ শোনা যায় ॥
গদাধরের গলার চেয়ে পায়ের জুতো তা'র ।
বরং ভাল আওয়াজ ভাঁজে, ছোটে সুরের ধার ॥
রাঙা পেড়ে ধুতি পরা, ছিটের পিরাণ গায় ।
ছিটপিরাণের কাঁধটা ছেঁড়া, চাদর ঢাকা তা'য় ॥
গামছা বাঁধা হু'খান ধুতি, তা'র ভিতরে ফের ।
গাঁজার হুঁকো, কোল্‌কে, গাঁজা নেক্‌ড়া বাঁধা ঘের
পিছন পানে বুচ্‌কি বাঁধা—গামছাবাঁধা ধুতি ।
ডান্ বগলে বাঁশের লাঠি, হাতে বেতের ছাতি ॥
সোঁদাল গাছের রঙ্‌টা যেমন চিকণ কালো পারা ।
গদাধরের রঙ্‌টা তেমন, গড়ায় তেলের ধারা ॥
চ্যাঙা পানা গড়নখানা, মাথায় চুলের ঝাঁড় ।
হু'টো দাতে পোকা ধরা, উঁচু দাঁতের মাড়ি ॥
নাকটা খাঁদা, নাকের ছেঁদা ছই রকমের হু'টো ।
হাঁড়ীপানা মুখের গড়ন, চক্ষু হু'টো ছোটো ॥
পেট্টা উঁচু, বুকটা নীচু, ঘাড়টা কিছু বেঁটে ।
ছেলেবেলায় পিলে ছিলো, তাই পোড়া দাগ পেটে
বছর তিরিশ বয়েস হ'বে, খোসা পানা গোঁফ ।
দাড়ির ডগায় আঙুল চেয়েক লম্বা চুলের ঝোপ ॥
গাল হু'খানা তোবড়া পানা, ঠোঁট হু'খানা মোটা ।
গালের উপর হাড় হু'খানা খানিক উঁচা উঁচা ॥
কৃষ্ণ গুরুর শিষ্ট চেলা মধুরা গদাধর ।
মোজ্‌রো তরে দেশান্তরে চোলো হরাপর ॥
প্রাণের মত গাঁজার ধোঁয়া গলার লাগে মিঠে ।
কাগজ হোলে কেটে যেতো, এত ধোঁয়া পেটে ॥
বিষ্ণুপুরের হু'কোশ দূরে,
পূর্ব্ব দিকে মুগুরপুরে,
গেঁজেল গদার বাস্তভিটে,
খড় ছাওয়া ঘর, দেয়াল মেটে,
মা বুড়ী তা'র একলা থাকে,
যায় না ছেলে দেখ্‌তে মাকে,
মায়ে পোয়ে মনের মিল,
হয় না কভু একটি তিল,
গেঁজেল গদা গাঁজা খায়,
মা বুড়ী তাই রেগে যায়,
বুড়ী আবার দিনে রেতে,
কোঁদল করে সবার সাথে,
এই কারণে চোটে ভারি,
যায় নি গদা ছ'মাস বাড়ী,
মা বুড়ী তা'র মনের সুখে, সবার সাথে ।
ঝগড়া করে রুখে রুখে, ঝাঁটা হাতে ॥
ন' গণ্ডায় ন' গণ্ডায় যত বছর হয় ।
ত, গণ্ডা ভাগার বয়েস, তা'র চেয়ে কম নয় ॥
বুড়ী মাগী বড় কালো, একটা চোকে ছানি ।
মাস গল্ গল্, চাম লল্ লল্, হাতে লাঠি খানি ॥
বুড়ীর মাথায় পাকা চুল যেন কেশের ফুল ।
গুঁজ্‌লে পরে দশ বিশ গাছ মেলেও কালো চুল ॥
এক এক দিন পাকা চুলে খোঁপা বাঁধে বুড়ী ।
ছোটো খোঁপা, মাথার উপর যেন শোলের খুঁড়ি ॥
সেলাই করা তালি দেওয়া কাপড়খানা পরে ।
ভাল কাচা কাপড়খানা তুলে রাখে ঘরে ॥
কলবাতাসা, সরা-গুড়, মুড়্‌কি, মোয়া বেচে ।
দিন গুজ্‌রোন কোরে বুড়ী প্রাণে প্রাণে বাঁচে ॥
কিন্তু বুড়ীর কোঁদল স্বভাব, সর্ব্বনাশের গোড়া ।
চেঁচিয়ে উঠে আকাশ ফাটায়, কাঁপিয়ে তোলে পাড়া ॥
মুগুরপুরের কোনো নারী, আঁটতে নারে তা'রে ।
বুড়ী মাগী, বচ্চ রাগী, ঝাঁটা তুলে মারে ॥
কড়া কড়া বচ্চ চড়া গাল মন্দ দেয় ।
তা'তেও যদি আশ্ না মেটে, কেঁদে জিতে নেয় ॥
হাত পা নাড়া, গলার সাড়া, ঝাঁটার তাড়া ভারি ।
কোঁদল-অবতারা তারা কিম্ভূতাকার নারী ॥
ঘুম ভাঙলেই ঝগ্‌ড়া সুরু, সপ্তমেতে ক্রমে ।
রাত দুপুরে ঘুমটো এলে, ঝগ্‌ড়া তবে থামে ॥
এমি মাগীর ঝগ্‌ড়াতে রোখ, দেখ্‌লে কোন মেয়ে ।
গায়ে প'ড়ে ঝগড়া করে, গাল্‌তে আগে গিয়ে ॥
কেবল মেয়ে কেন বলি ? বুড়ীর গালের চোটে ।
মুগুরপুরের পুরুষলোকেও ব্যস্ত হোয়ে ওঠে ॥

কাণাকাণি কোরে তা'রা বলে বারংবার।—
"তারা বুড়ী মুগুরপুরের মুগুর-অবতার॥'
লোকের সাথে দিনে রেতে ঝগড়া কোরেও এত।
তবুও বুড়ীর সাধ মেটে না, হয় না মনের মত॥
এই কারণে রোজ দুপুরে পুকুরধারে যায়।
নিজে নিজেই কতই বোকে চাদ্দিকেতে চায়॥
খোঁটা-পেটা মস্ত ঝাঁটা হাতের মুটোয় ধরা।
আঁচলখানা কোমর বাঁধা, রাগে মাগী ভরা॥
পুকুর পাড়ের দখিণ ধারে একটা অশোথ গাছ।
বুড়ীর চেয়েও গাছটা বুড়ো, আশীর পিঠে পাঁচ॥
সেই গাছটায় বাস কোত্তো একটা মেছো ভূত।
অশোথ গাছে ভূতের বাসা, ভূতের মনঃপূত॥
দুপুরবেলা চুপ্‌টি কোরে অশোথ-ডালে বোসে।
রোজ রোজ সেই ভূতটো ঘুমোয় হাওয়ার
দিকে ঘেঁসে॥
হাওয়ায় মিশে হাওয়ায় দুলে ঘুমোয় ভূতের পো।
দেক্কে তাহায় কেউ নাহি পায়, নেই দেখ্‌বার যো॥
কিন্তু ভূতের বড্ড বিপদ মাসেক খানেক ধোরে।
অশোথ গাছের বাসা এ বার ছাড়্‌তে হোলো
তা'রে॥

ময়রা বুড়ী তাড়াতাড়ি রোজ দুপুরে গিয়ে।
নিজে নিজে আওয়াজ ভাঁজে গালাগালি দিয়ে॥
ঘন্টাখানেক সপ্‌সপাসপ্ হাজার তিনেক বার।
অশোথ গাছে ঝাঁটা মারে, মুখে হুহুঙ্কার।
নিজের গাঁয়ে ভিন্ন গাঁয়ে যত মানুষ আছে।
কিবা পুরুষ কিবা মেয়ে চেনা বুড়ীর কাছে॥
এক্ এক্ জনের নামটা ধোরে গালাগালি দিয়ে।
অশোথ গাছে ঝাঁটা মারে সপাং সপাং ঘুড়ে॥
আঁচল-বাঁধন খুলে পড়ে, খোঁপা খুলে যায়।
দদ্দরিয়ে ঘাম্‌টা ঝরে কালোপানা গায়॥
আস্ত ঝাঁটার কাঠিগুলো মট্‌মটামট্ ভাঙে।
তবুও বুড়ীর রাগ থামে না, ঠ্যাঙায় কতই ঢঙে॥
ময়রা বুড়ীর কাণ্ড দেখে ব্যস্ত হোলো ভূত।
অশোথ-ডালে দুলে দুলে হয় না শু'তে যুৎ॥
এক দিন নয়—দুই দিন নয়, রোজি দুপুরবেলা।
ঝাঁটা পেটার চোটে ভূতের বাড়্‌লো বিষম জ্বালা॥

কাজে কাজে অশোথ গাছের সাধের বাসা ছেড়ে।
ভূত বেচারা পালিয়ে গেলো হাওয়ার তোড়ে
উড়ে॥
সেই যে গেলো চইৎ মাসের তেইশে শনিবারে।
আর এলো না ভূত বেচারা অশোথ গাছের
ধারে

গদাধরের এ বার পালা,
পাঠকগণের আবার জ্বালা,
লাগ্‌বে তালা গদার গানে কাণে।
আঙুল দু'টোয় টিপে কাণ,
শোনো, পাঠক! গদার গান,
নৈলে বড় কষ্ট পা'বে প্রাণে॥
গুরুর কাছে বিদেয় নিয়ে,
হেথা সেথা-গদাই গিয়ে,
তুলেছিলো গাধা নাদা সুর।
গান-সৌখীন বাবু ভেয়ে,
গদার গানে হেক্ক হোয়ে,
ধমক দিয়ে কোরে দিলে দূর॥
এক জায়গায় এক বাবুকে,
বোল্লে গদা কতক রুখে,—
"বাবু! তুমি গানের বোঝো কি?
আমার গানের কায়দা খানা,
কোন্ গাইয়ের সাধ্যি আনা,
কে শিখ্‌বে, যদিও বোলে দি॥
খাদা সিদে টপ্পা শুনে,
ঠিক্ দিয়েচো মনে মনে,
বড্ড তুমি গান বাজনা গীতশাস্ত্র বোঝো।
থিয়েটারের ঝংলা সুরে,
মনটা তোমার গেছে ঘুরে,
বাজে গানে পয়সা খোলো, কাজের গানে গোঁজো॥
যাত্রাওলার শুনবে গান,
মোর গানের কি বুঝ্‌বে তান?
আমার ধ্রুপদ বুঝতে তোমার আজো অনেক বাকি।
গুণশূন্য ওস্তাদেরা,
কথায় জানায় সবার সেরা,
কাজের বেলায় লবডঙ্কা, বোলো আনাই ফাঁকি॥

অমুক প্রসাদ, অমুক সেখ,
অমুক মিঞা, সবাই ভেক,
আমার মত কোকিল-গলা ক'টা লোকের আছে ?
বেতাল বেলয় গাইয়ে যা'রা,
তোমার কাছে মস্ত তা'রা,
কিন্তু নারে তাম্বুরোটা বাঁধতে আমার কাছে ॥
আর কিছু নয়, এই দুঃখু,
গাইয়ে শ্রোতা সব মুক্ষু,
গান বাজনা শিখনু আমি মিছে।
যা' হোক্, নিজেই গাইবো গান,
ভুষ্‌বো নিজেই নিজের প্রাণ,
গাধার পালে য'দিন থাকি বেঁচে ॥"
গদাধরের কথা শুনে, কাণ্ডখানা দেখে।
বোলেছিলেন সেই বাবুটি হাসিমাখা মুখে ॥
"ও ওস্তাদ! গাঁজার ঘোরে কেন এত চটো ?
গেঁজেল দলে গীত-বিদ্যেয় তুমিই সেরা বটো ॥
তোমার মতন গাইয়ে আমি ঢের দেখেছি চোকে।
আর কাজ নাই, সোরে পড় আমার সুমুখ থেকে ॥
তোমার চেয়েও আর এক কাঠি আছে হনুমান।
সাকরেদকে ফতুর করে কোরে কতই ভাণ ॥
এক এক গানের এক এক কলি শেখায় এক এক
মাসে।
ঢিলে রকম শিক্ষে দেওয়া, কেবল টাকা লোসে ॥
মনটা খুলে, স্বার্থ ভুলে শেখায় যদি গান।
তা' হোলে যে ওস্তাদ্জীর ঘুচ্‌বে কটি খান ॥
যা'ও বা শেখায়, তা'ও আবার ফের ভাল কোরে নয়।
ভাল কোরে শিক্ষে দিলে নিজের পরাজয় ॥
শোনো, গদাই! মুখের বড়াই ওস্তাদ্‌রা করে।
এমন আবার অনেক আছে, বুঝ্‌তে নিজে নারে ॥
রাগরাগিণীর নাম জানে না, তালজ্ঞানটা নেই।
এক রাগেতে আর এক রাগের মিশোয় তাঁদের
খেই ॥
আসল রাগে জ্ঞান নাইকো, গর্ব্ব রাগে ভরা।
তা'দের মাঝে গণ্য তুমি, মূর্খ বুনো বরা ॥"
বাবুর মুখে এমন শুনে গাইয়ে গদাধর।
গুণ কোল্লে গান গাইবে নিজেই অতঃপর ॥

এই কারণে গাইয়ে গদা ফিল্লো নিজের বাড়ী।
পায়ের জুতো হাতে কোরে চোল্লো তাড়াতাড়ি ॥
কোশ চারেকের পথটা হেঁটে,
একটা ব্যথা খোল্লো পেটে,
হাঁটুতে নারে বোশের চোটে, মুখে ওঠে হাই।
গদাধরের শক্তি প্রাণ,—
গাঁজার ধোঁয়ায় হয় নি টান,
কাজে কাজে পা লট্ পট্, ফুস্‌চে পেটে বাই ॥
চাদ্দিকেতে চেয়ে চেয়ে,
চোল্লো গদা আকুল হোয়ে,
দেখ্তে পেলে একটা বাজার পথের ধারে আছে।
সেই খানেতে গদা গিয়ে,
গাঁজার দোকান খুঁজে নিয়ে,
আনা ছ'য়ের গাঁজা কিনে তবে প্রাণে বাঁচে ॥
গাঁজাওলার পাশের ঘরে,
পাঁচটা লোকে জমাট কোরে,
গাঁজার পুজো প্রাণটা ভোরে কোচ্চে মিলে মিশে।
তা'দের কাছে গদা গেলো,
মনটা বড় খুসী হোলো,
তাম্বুরোটা নামিয়ে ভুঁয়ে, বোস্‌লো কাছে ঘেঁসে ॥
নিজের হ'কো কোল্‌কে ছুরি,
বার কোত্তে সয় না দেরি,
তা'দের গাঁজার কাট ছুঁ'রেটে কাছে টেনে নিয়ে।
গাঁজার জটা কুঁচিয়ে কাটে,
ঠোঁট কোঁচ্‌কায় কাটার চোটে,
এক পা'টা কেটে আবার কাটে পাল্‌টি দিয়ে ॥
তা'র পরেতে গুছিয়ে নিয়ে,
কোঁটা ছয়েক জল মিশিয়ে,
বাঁ হাতটার তেলোয় থুয়ে, কাটা গাঁজার কুঁচি।
ডান হাতটার বুড়াঙ্গুলে,
দোম্‌কে টেপে তালে তালে,
টেপার চোটে মোলাম হোলো, ঘুচ্‌লো খোঁচা-
খুঁচি ॥
তামাক খা'বার কোল্‌কে পোলা,
গাঁজা খা'বার কোল্‌কে গুলা,
ছোটো খাটো একরত্তি, কিন্তু মজা ভরা।

সেই কোল্কের একটা নিয়ে,
গাঁজা ভোরে আগুন দিয়ে,
সামে রেখে বোলে গদা, "বোম্ মহাদেব হরা" ॥
শিবের পায়ে প্রণাম কোরে,
কোল্কে বসায় হুঁকোর শিরে,
কোল্কে যেমন, হুঁকোও তেমন, আধ হাতেরো কম।
হুঁকোর খোলে দুটো বিঁধ,
ধোঁয়ার ঘরে হাওয়ার সিঁদ,
একটা ছেঁদা টিপে গদা কোসে দিলে দম ॥
খুব লম্বা শব্দ সোঁ,
খোস্ গোলাপী নেশায় ভোঁ,
পেটের আতট ভরা ধোঁয়া ফুঁয়ে গদা ছাড়ে।
কলের গাড়ীর চিম্‌নি দিয়ে,
ধোঁয়া যেন চোল্লো ধেয়ে,
দুর্গন্ধ ধাক্কা মারে, ঢুকে নাকের ফাঁড়ে ॥
চোক ঢুলঢুল্ রাঙা রঙ,
গদা যেন চোড়্‌কে সঙ,
প্রাণের ভিতর রঙের ঢং, স্বর্গে যেন গদা।
আর এক জন হুঁকো নিয়ে,
পয়লা ছেঁদায় ফুঁটো দিয়ে,
উড়িয়ে দিলে দোস্‌রা ছেঁদায় খোলের ধোঁয়ার গাদা ॥
তা'র পর সে লাগায় দম,
কিন্তু গাঁজার মাল্‌টা কম,
এক দমেতেই গাঁজার দম গদার টানে গেছে।
সেই লোক্‌টা তাই না দেখে,
চাইলে গদার মুখের দিকে,
গদা বলে, "ভয় কি, বাবা! আরো গাঁজা আছে ॥"
এই বোলে সে খানিক দিলে,
লোক্‌টা তোয়ের কোরে নিলে,
ঘুস্তুফেস্তায় এ বার সবাই দমে দমে টানে।
তা'র পরে ফের্ নতুন গাঁজা,
আর এক ছিলিম হোলো সাজা,
আগে ভাগে গদা সেটা টানে জমাট প্রাণে ॥
আনা দু'য়ের গাঁজা তা'র,
এইরূপে প্রায় হোলো পার,
ছিলিম দুয়েক রৈলো বাকি, পথের যোগাড় তরে।
ভরাট নেশা জোম্‌কে এলো,
চক্ষু দুটো বুজে গেলো,
আকাশ পাতাল চোদ্দ ভুবন প্রাণের মাঝে ঘোরে ॥
নিরেট পশু গেঁজেলগুলো,
নিজেই কাটে নিজের চুলো,
বোঝে না কি গাঁজার বিষে হয় দেহটা ফাঁপা?
দু' দিন পরে কঠিন রোগে,
দিবানিশি রক্ত হেগে,
কষ্ট পেয়ে ভুগে ভুগে শেষে দফা রফা ॥
ঘণ্টা দুয়েক পরে গদা সেখান থেকে উঠে।
চোল্লো বাড়ী তাড়াতাড়ি জোর কদমে হেঁটে ॥
জষ্টি মাসের মাঝামাঝি, দুপুরবেলা তা'তে।
পথে যেন আগুন ছোটে বিষম রোদের তাতে ॥
নীল আকাশের নীলরঙটা ঝোল্‌সে গেছে যেন।
পথের ধুলো তপ্ত বালি হল্‌কা ছোটে দুনো।
এ বার গদা তাতের ভয়ে জুতো পায়ে চলে।
পাঙাস্‌পানা শরীরখানা ভিজ্‌লো ঘামের জলে ॥
জামা খুলে কাঁধে থুলে, ছেঁড়া ছাতা মাথে।
জষ্টি মাসের তাতটা রোদ্রের ঠাণ্ডা কি হয় তা'তে?
গ্রীষ্ম একে ভীষ্ম যেন, গাঁজার গরম তা'য়।
গেঁজেল গদা জব্দ হোয়ে, ছুট্‌লো গাছের ছায় ॥
পথটা থেকে একটু দূরে নীচু মাঠের ভুঁয়ে।
ডাল পালাতে সেই গাছটা মাটি আছে ছুঁয়ে ॥
মোটা মোটা পাতার ঘটা, ঝুল্‌চে ঝুরি জটা।
চালা মাথায় দাঁড়িয়ে যেন সরু মোটা খোঁটা ॥
কি গাছ ওটা? গ্রীষ্মকালের শীতলছায়া বট।
গাছের গোড়ায় ষষ্ঠী-ঠাকুর, সিঁদুরমাখা ঘট ॥
ফুরফুরিয়ে বইচে হাওয়া, ঠাণ্ডা ছায়া তা'য়।
সেথায় গিয়ে গেঁজেল গদা প্রাণটা যেন পায় ॥
আধ হেলানে বোস্‌লো হেলে, সামে মেলা পা।
পিছন পানে হাতের ভরে ঝুঁকিয়ে দিলে গা ॥
ডান কাঁধটায় কাণটা চেপে রাখ্‌লে মাথার ভর।
চক্ষু দুটো আধেক বোজা, শ্রান্ত কলেবর ॥

বটের ছায়ায়, ঠাণ্ডা হাওয়ায় আরাম ক্রমে হোলো।
গায়ের মুখের দন্দরাগে ঘামটা ম'রে গেলো॥
মিনিট কুড়ি এই রকমে জিরিয়ে গদাধর।
ভাল কোরে বোস্‌লো চেপে যেসো ভূমির'পর॥
চক্ষু দুটো খানিক বুজে ভাব্‌লে মনে মনে।—
এমন মজার দুপুরবেলা বৃথায় কাটি কেনে?
রাগরাগিণীর হিসেবে মত গাই না কেন গান?
দুপুরবেলায় সারঙ্ রাগের তুলি রঙের তান॥"
এই না ভেবে খোলে থেকে তাম্বুরোটা খোলে।
ম্যাও ম্যাও ম্যাও প্যাও প্যাও প্যাও সুর বাঁধে
কাণ মোলে॥
কড়্ কড়্ কড়্ কট্ট কট্ট কট্ট কাঠের কাণে ডাক।
তবুও গদার সুর মেলে না, কাণে লাগে ফাঁক॥
তিন চড়ন্ তার ছিঁড়ে গেলো, কাণ মলাটার
টানে।
তবুও গদার তাম্বুরোটা হুকুম নাহি মানে॥
আধ ঘণ্টায় যা' হোক্ কোরে সুরটো হোলো বাঁধা।
জুড়ী তারে মিল খেলে না, সুরে রেখব্ ধাঁধা॥
পঞ্চমটা ধৈবতেতে বাড়্‌লো পেয়ে টান।
খাদের ষড়্‌জ নিখাদ বলে, ধন্যি স্বরজ্ঞান॥
এই রকমে গাইয়ে গদা তাম্বুরোটা বেঁধে।
সারঙ্ ধোরে ভৈরবী গায় চেঁচিয়ে কেঁদে কেঁদে॥
ভৈরবীও ঠিক্ হোলো না, ঝিঁঝিট মিশে গেলো।
ঝিঁঝিট সুরে কোত্থেকে ফের বিভাস ভেসে এলো॥
বেশী কথা বোল্‌বো কি আর?—নামে সারঙ্ রাগ।
কিন্তু কামে বিশ রকমের রাগরাগিণীর যাগ॥
তাল্ জ্ঞানটাও তেম্নিতর, তাইতো কাজে কাজে।
আড়্‌-চৌতাল, ঝং, পোস্তা একটা গান বাজে॥
তাল্‌ফেরতা গানটা হোলে, হোতো বরং ভাল।
গদাধরের সারঙ্ রাগে তাল-খিচুড়ী হোলো॥
স্বরজ্ঞানে তালজ্ঞানে গদা যেমন জ্ঞানী।
মুদ্রাদোষে তা'র চেয়ে ফের পঁচিশ ডবল ধনী॥
গাওয়ার সময় হাত পা নাড়া, মাথা ঝাড়া খুব।
চড়ার সময় দাঁড়ায় খাড়া, নামার সময় ডুব॥
পাঠক মশায়! ভাব্‌চো বোধ হয়, গদাই শুধু এই।
গদার মত গাইয়ে হেন কোথাও কেউই নেই॥

কিন্তু, পাঠক! গদার মত গাইয়ে অনেক আছে।
আওয়াজ তা'দের ওস্তাদ্‌জী গদার গলার ছাঁচে॥
হাঁটু গেড়ে চাপ্‌টালি দে,
তাম্বুরোটা রাখ্‌লে কাঁধে,
তাম্বুরোটার লাউএর খোলে দিয়ে হাতের তাল।
গান গাই'চে বিকট সুরে,
ষাঁড়-ডাকুনি ছুটচে দূরে,
চোম্‌কে উঠে পালায় পাখী, ছেড়ে বটের ডাল॥
"তুম্ তুম্ তুম্ তুম্ তানা নানা,
দেলেলে দ্রিম্ দ্রুম্ দ্রুম্ তানা,
তারে নারে তারে নারে—হাঃ।
হাম্ না যাঁউ পানী ভর্‌নে,
চিটু কানাইয়া যমুনা-তীরমে,
গাগরী মেরী দেগা তোড়,
বৃন্দা সহি তু যা॥"
এই গানটা গেয়ে গদা তাম্বুরোটা বাঁধে।
বাড়ীর দিকে চোল্‌লো ত্বরা, তাম্বুরোটা কাঁধে॥
পথে মাঠে হেঁটে হেঁটে সাঁঝের বেলায় বাড়ী।
দেখ্‌তে পেলে গাইয়ে গদা, ঢুক্‌লো তাড়াতাড়ি॥
মা বুড়ী তা'র সেই সময়ে ছিলো নাকো ঘরে।
গিয়েছিলো কোথে কোঁদল ত'গাছ ঝাঁটা ধোরে?
নিমাই জেলের ছেলে গোরা, আজ্‌কে না'বার
বেলা।
বুড়ীর গায়ে জল দি'ছ্‌লো খেল্‌তে সাঁতার খেলা॥
সেই কারণে ক্রুষ্টমনে শোধটা নিতে তা'র।
গিয়েছিলো মধরা বুড়ী, মুখে হুহুঙ্কার॥
হেথা গদা একলা ঘরে গাঁজায় দিয়ে টান।
তাম্বুরোটা বেঁধে আবার জুড়ে দিলে গান॥
ভুক্ পিয়াসা নাইকো গদার গাঁজায় গেছে চুকে।
জমাট নেশায় গদাই চেঁচায়, ফেকো উঠে মুখে॥
ভাঙা ঘরের দাওয়ার'পরে ছেঁড়া চেটাই পেতে।
গাইয়ে গদা হারিয়ে খাধা, গানে গেছে মেতে॥
এমন সময় ফিরে এলো গেঁজেল গদার মা।
ঝাঁটার তালে চেঁচায় বুড়ী, খোলের তালে ছা॥
গদায় দেখে আরো ক্ষেপে উঠ্‌লো বুড়ী মাগী।
মায়ে পোয়ে কথায় কথায় লেট্‌লো রাগারাগি॥

বুড়ী বলে, "আঁটকুড়ীর ছা! মোরে কেন এলি।
চাকরি বোলে ষাঁড়-চেঁচানি শিক্তে গিয়েছিলি॥
বেরো বেরো, হতচ্ছাড়া, পোড়ারমুখো ছেলে।
হাড়ে বাতাস লাগে আমার, যমে তোকে নিলে॥"
মায়ের কথা শুনে গদা চোট্‌লো অতিশয়।
গাঁজার নেশায় তা'তে আবার নিজেই নিজের নয়॥
ধোম্‌কে উঠে বলে গদা, "চোপ্, কুঁচলে বেটি।
ফের্ যদি তুই গাল দিবি, তোর মার্‌বো ঠ্যাঙে লাঠি॥"
আর কোথা যায়, একেবারে উঠ্‌লো বুড়ী চোটে।
বাখ্‌রোটার খোলটা ভাঙে মস্ত চেলা কাটে।
প্রাণের চেয়েও গদাধরের বাখ্‌রোটা বেশী।
"তবে, রে বেটি!" বোলে গদা মাল্লে নাকে ঘুসি॥
মায়ের হাতের কাঠের চেলা হেঁচ্‌কে কেড়ে নিয়ে।
মায়ের মাথায় মাল্লে জোরে, রক্ত পড়ে বেয়ে॥
ডাকছুকুরে কাঁদে বুড়ী মাটির উপর প'ড়ে।
মরো মরো হোলো, যেন প্রাণটা ওড়ে ওড়ে॥
কেউ না এলো বুড়ীর কাছে, সবার বুড়ী বাদী।
তুষ্টু হোলো গাঁয়ের লোকে, শাস্তি দিলেন বিধি॥
মায়ের দশা দেখে গদা পালায় প্রাণের ভয়ে।
চৌকিদারে ধোরে তা'রে, থানায় গেলো ল'য়ে॥

কবি বলে, বাপ মা যা'দের ঝগড়া ভালবাসে।
ছেলে তা'দের গদার মত বিগ্‌ড়ে ওঠে শেষে॥

৮।—এ মেয়ে পুরুষের বাবা।

দিল্লী নামে মস্ত শহর, ডাকসাইটে নাম।
মহামদ-শা বাদশা বীরের সেথায় ছিল ধাম॥
কত বড় বাদশা তিনি?—ভারত-অধীশ্বর॥
বুদ্ধি কেমন? কাঁচাপাকা; স্বভাব? কামের চর॥
দিল্লী আদি অঞ্চলেতে শীতে যেমন শীত।
গ্রীষ্মকালে তেম্নি গরম; বর্ষা কথঞ্চিৎ॥
রাজরাজড়ার কাণ্ড জুদো, সবই টাকার খেলা।
তয়খানায়* বাস গর্ম্মিকালে, টানাপাখার দোলা॥
গ্রীষ্মকালে বাইরে চলে গরম হাওয়া লু।
আগুন যেন হাওয়ায় মিশে ওড়ায় পোড়া ফুঁ॥
বোশেখ মাসে গ্রীষ্ম বড়, বিষম রোদের তাত।
ভাজা বালি পথের ধুলো, আগুন ঘরের ছাত॥
জান্‌লা দিয়ে তপ্ত হাওয়া হল্‌কা দিয়ে ঢোকে।
পথের ধুলো ঘরে ঢুকে, ঢোকে মুখে চোকে॥
ঘড়িক ঘড়িক শুকোয় গলা; জল-পিপাসা খালি।
এই দেখ্‌লেম ভরা কুঁজো, এই দেখ্‌লেম খালি॥
গ্রীষ্মকালে কল্‌সী কুঁজো দিয়ে দয়ার ভেট।
পেট্‌টা নিজের খালি কোরে ভরায় পরের পেট॥
জল কিন্তু রয় না পেটে, বিষম তাতের চোটে।
লোমকূপ দে ফুটে ফুটে দরদরিয়ে ছোটে॥
যে সব লোকের বাত, পিত্তি, বাত-পি'ত্তর ধাত।
সে সব লোকের কষ্ট বেশী, লেগে রোদের তাত॥
মহাবাতিক-দেতে যা'রা, গ্রীষ্মে খেপে ওঠে।
রোদের তাতে খেপে শেষে রোদে রোদেই ছোটে
বাতপিত্তি, পিত্তি-দেতের হাত পা বড় জ্বলে।
লঙ্কাবাটার মতন জ্বালা; হয় না শীতল জলে॥
এমনতর বোশেখ মাসের দুপুরবেলাটায়।
মহামদ-শা আয়েস করে শুয়ে তয়খানায়॥
পাকা সোণার পাতে মোড়া বড় ছাপর-খাট।
লতা পাতা ফুলের ঘটা, বৌটার নিটোল ঠাট॥
সোণার ফুলের কোলে জ্বলে পান্না হীরের বুটি।
খাটের পাড়ে মতির ঝালর হাওয়ায় লুটিপুটি॥

---

* মাটীর তলায় যে ঘর, তা'র নাম তয়খানা। উপরে খিলান করিয়া ইহা নির্ম্মিত হয়। বাতাস ও আলোক আসিবার জন্য উপরে বড় বড় ছিদ্র থাকে। আমি লখ্‌নৌয়ের বেনিগারদের তয়খানায় নামিয়া দেখিয়াছি, সে স্থান বেশ্ শীতল।—লেখক।

ছাপর-খাটের চৌদিকেতে চৌবাচ্চা শোভে।
চাঁদী রূপোর পাতে বাঁধা, নয়ন ভোলে লোভে ॥
কার্পা ঢালা গাজীপুরে টাট্‌কা গোলাপ্ জল।
চৌবাচ্চায় টৈটুম্বুর, কোচ্ছে টলটল ॥
চৌবাচ্চার গোলাপ জলে ভাস্‌চে গোলাপ ফুল।
হাওয়ায় সোরে এ কূল থেকে যাচ্ছে অপর কূল ॥
ভারতপতি মহামদ-শা, ছাপর খাটে শুয়ে।
থেকে থেকে টান্‌চে তামাক নট্‌কা মুখে দিয়ে ॥
বড় বড় মোতিয়া বেলে আল্‌বোলাটি সাজে।
সোণার খোলে গোলাপ জলের গড়গড়ানি বাজে ॥
খাটের'পরে ছড়াছড়ি গোলাপ বেলা ফুল।
তোড়াদানে ফুলের তোড়া, নাম—"বাদ্‌শা গুল্‌" ॥
চক্ষু বোজা, বক্ষ সোজা, শাদা ইজের পরা।
খুব্ পাতলা শাদা জামা নধর দেহে ধরা ॥
পাতলা জামার ভিতর দিয়ে দেহ দেখা যায়।
শ্বেত-বরণে সোণার বরণ বড়ই শোভা পায় ॥
মহামদ-শার প্রৌঢ় বয়েস, দাড়ী দউড়দার।
যেমন দাড়ী, গোঁফ তেমি, বাহার চমৎকার ॥
বাবরি কাটা খাসা ছাঁটা মাথায় কালো চুল।
দুই আঙুলে আঙুটি দু'টি, লক্ষ টাকা মূল ॥
বৃদ্ধ উজীর শান্ত সুধীর গভীর মুখের ভাবে।
আলাহিদা কেদারাতে বোসে বোসে ভাবে ॥
শাদা দাড়ী, শাদা গোঁফ, বিরল শাদা কেশ।
পাগড়ী শাদা, ইজের শাদা, অঙ্গে শাদা বেশ ॥
রাজকার্য্যের কাগজাদি হাতের মুঠোয় ধরা।
মহামদ-শার ইচ্ছা হোলে তবে হ'বে পড়া ॥
বাদশা নীরব, উজীর নীরব, নীরব সমস্ত ঘর।
গুড়গুড়িটে নয়কো নীরব, গুড় গুড় গুড় স্বর ॥
এমন সময় বাদশা মশায় উজীর পানে চেয়ে।
প্রশ্ন করে ধীরে ধীরে, তাকিয়া পিঠে দিয়ে।—
"শোনো, উজীর! আমার মনে একটি কথা জাগে।
নিজে আমি বুঝ্‌তে নারি, সদাই ধাঁধা লাগে ॥
বৃদ্ধ তুমি, অনেক বোঝো, তুমিই বল মোরে।
কা'র বুদ্ধি সবার বেশী, বল সঠিক কোরে?"
বৃদ্ধ উজীর, বুদ্ধি গভীর, সুধীর ভাবে কয়।—
"এই দুনিয়ায় বুদ্ধি বেশী মেয়ের সুনিশ্চয় ॥

উজীর বুড়ার মুখে শুনে এমনতর কথা।
শোয়া ছেড়ে উঠে বসে, বাদ্‌শা নেড়ে মাথা ॥
আল্‌বোলার নল ফেলে দিয়ে, মুখ সিঁটকে কয়।
"কি বোল্লে—বুদ্ধি বেশী মেয়ের সুনিশ্চয়?
আঃ, ছি—ছি? বৃদ্ধ হোলে, বুদ্ধি বিনাশ হয়।
নৈলে কেন উজীর আমার এমন কথা কয়?
উজীর, তুমি পুরুষ হোয়ে কেমন কোরে আজ।
এমন কথা ফেল্লে বোলে? তুমিই চালাও রাজ ॥
মেয়ে মানুষের বুদ্ধি বেশী। পুরুষ মানুষ বোকা।
পুরুষ যদি বোকা থাকে, তুমিই তবে একা ॥
তোবা! তোবা! এমন কথা শুন্‌তে হোলো আমি।
বুঝছু আমি, উজীর আমার নয়কো কাজের কামী ॥"
মহামদ-শার এমন কথা শুনে উজীর কয়।—
"জাঁহাপনা! আমার কথা মিথ্যা কভু নয় ॥"
বাদ্‌শা বলে, "সত্য যদি, প্রমাণ দেখাও তা'র।
নৈলে তোমার বৃদ্ধ-দশায় ভাগ্যে কারাগার ॥"
মইফুদ্দিন বৃদ্ধ উজীর এমন কথা শুনে।
"কারাগারে রাখ্‌বে মোরে" ভাবেন মনে মনে ॥
খানিক ভেবে উজীর বলে, "শোনো, সুধীর চিতে।
এক হপ্তা সময় দিলে প্রমাণ পারি দিতে ॥"
বাদশা বলে,—"আচ্ছা, উজীর! এক হপ্তার দিচে।
মুখের কথা দেখাও কাজে, শুনবো না আর পিছে ॥"
এক হপ্তা সময় নিয়ে উজীর গেলো ঘরে।
পাগড়ী খুলে, রৈলো শু'য়ে নিজের খাটের'পরে ॥
অধীর উজীর, চিন্তা গভীর মনের ভিতর জাগে।
হপ্তা মাঝে প্রমাণ দেওয়া কেমন কেমন লাগে ॥
রোশিনারা নামে বালা রূপে চমৎকার।
সাত মাস কম ষোলো বছর বয়সখানা তা'র ॥
চাঁদের শোভা পদ্মশোভা এক সঙ্গে মিশে।
রোশিনারার মুখের'পরে আছে যেন বোসে ॥
নধর অধর, ভ্রূ মনোহর, সুছাঁদ কপোল, নাসা।
কাজলপরা নয়নধরা নয়ন ভাসা ভাসা ॥
কপালখানির বাড়িয়ে শোভা ঝুল্‌চে চুলের ঝুরি।
পিঠের'পরে চুলের গোছা, খেল্‌চে ধীরি ধীরি ॥

চাঁপা ফুলের রঙটি ধুয়ে গায়ে যেন মাখা।
আসল কথা, রোশিনারার রূপটী যেন ছাঁকা॥
রোশিনারার ভক্তি বড় পিতামাতার প্রতি।
পিতামাতাও স্নেহ তা'রে সদাই করে অতি॥
মইজুদ্দিন বৃদ্ধ উজীর, নাইকো ছেলে তাঁ'র।
এক মাত্র রোশিনারা কন্যা স্নেহাধার॥
আগ্রাবাসী কাদের হাজী ধনী সদাগর।
আবুবেকর পুত্র তাঁহার, দেক্ষে মনোহর।
তা'রি সাথে রোশিনারার হয়েছিলো বিয়ে।
মইজুদ্দিন তুষ্ট বড়, তেমন জামাই পেয়ে॥

প্রায় সন্ধ্যে হোয়ে এলো,
লোহিত হোলো রবির আলো,
প্রদোষ-যোগী ভস্ম মাখে গায়।
অস্তাচলে চলে ভানু,
তবুও ধরার তপ্ত তনু,
ইচ্ছে করে সপ্ত সাগর খায়॥
দিল্লীবাসী নর-নারী,
রোদে পেয়ে কষ্ট ভারী,
একটু এখন ঠাণ্ডা যেন হোলো।
হাতের পাখা ভূঁয়ে, থুয়ে,
হাত সত্তর দড়ী নিয়ে,
বড় বড় কোয়ার ধারে গেলো॥
কোয়া যেন পাতালপুরে,
জলটা আছে অনেক দূরে,
মুখ ঝুঁকিয়ে দেখ্‌লে কাঁপে বুক।
হাত সত্তর দড়ী ফেলে,
লোটা ভোরে জলটা তুলে,
ঠাণ্ডা হোলো ধু'য়ে গা হাত মুখ॥
কেউ বা আবার চর্‌কী কলে,
মসক ভোরে সলিল তোলে,
জোয়ালবাঁধা গরু ছুটোয় মসক তোলে টেনে।
কল্‌সী নিয়ে অনেক লোকে,
কোয়ার ধারে দাঁড়িয়ে থেকে,
পয়সা দিয়ে সে লোকটাকে মসক সলিল কেনে॥
সন্ধ্যে হোলো, তবুও পিতা আজ কেন না আ'সে?
এই চিন্তায় রোশিনারা গেলো মায়ের পাশে॥

"মা মা" বোলে মাকে ডেকে রোশিনারা কয়।—
"আজ কেন, মা, আস্‌তে বাবার দেরি এত হয়?"
মেয়ের কথা শুনে মাতা বিষাদভরে বলে।—
"আজ তোর বাপ্ প'ড়েছে, মা! দারুণ বিষম গোলে॥
শোবার ঘরে বিষাদভরে সেই ভাব্‌না ভাবে।
হা ভগবান্! কিসে আমার স্বামী জীবন পা'বে!"
মায়ের মুখে এমন কথা শুনে রোশিনারা।
চম্‌কে উঠে চোক্ষে ছুটে উন্মাদিনী পারা॥
"বাবা! বাবা!" বোলে মেয়ে পিতার কাছে গিয়ে।
বোল্লে, "বাবা! কেন তুমি এমন কোরে শুয়ে?"
অধীর হোয়ে উজীর বলে, "এক হপ্তা পরে।
মা গো আমার, বুঝি তোমার বৃদ্ধ পিতা মরে॥"
এই বোলে সে বৃদ্ধ উজীর বোল্লে সকল কথা।
অবাক্ হোয়ে শুন্‌লে কানে কন্যে কনক-লতা॥
"ভয় কি, বাবা? ভয় কি, বাবা?" বলে রোশিনারা।
কিন্তু পিতার দুঃখু দেখে ঝোল্লো আঁখি-ধারা॥
খানিক পরে মধুর-স্বরে রোশিনারা কয়।—
"ঈশ্বরকে ডাকো, পিতা! হ'বে তোমার জয়॥
এই না বোলে রোশিনারা মাকে ডেকে এনে।
কি একটা কথা ভেবে বোল্লে কানে কানে॥
মেয়ের কথা শুনে মাতা স্বামীর কাছে বলে।
বৃদ্ধ উজীর ভাবেন আবার হাতটি দিয়ে গালে॥
ক্রমে ক্রমে এক হপ্তার দু'দিন হোলো গত।
বৃদ্ধ উজীর দিনের দিনে আকুল হোলেন তত॥
ও দিকেতে আর এক ব্যাপার ঘোট্‌লো তিনের দিনে।
সেই ঘটনার বেওরাখানা শুনাই পাঠকগণে॥—
এক যুবতী রূপবতী গুণবতী অতি।
দিল্লী-মাঝে কোল্লে প্রচার নাচ গাওনার খ্যাতি॥
বিদেশিনী সেই রমণী কাশ্মীরেতে ধাম।
মরি মরি যেন পরী! মোতিয়া-বেলা নাম॥
মহাম্মদ-শা বাদ্‌শা বড় গাওনা ভালবাসে।
মোতিয়া-বেলা তাই এলো তাঁ'র গান শোনা'বার আশে॥

মাঝামাঝি একটা বাড়ী মোতিয়া নিয়ে ভাড়া।
সকাল সাঁঝে রেতের বেলায় তোলে মধুর সাড়া॥
দুই সারঙ্গী সারঙ্ বাজায়, সুধা যেন ঝরে।
দ্বিগুণ সুধা হোয়ে পড়ে, মিশে বেলার সুরে॥
পয়র্ দিয়ে ডাইনে বাঁয়া বাজায় আর এক জনা।
আর এক জনে মন্দিরাতে দেখায় গুণপণা॥
ব্যাগুসনে মধুরস্বনে মোতিয়া-বেলা গায়।
মড়াও যেন জেগে ওঠে, এতই সুধা তা'য়॥
নীরব হোয়ে দাঁড়ায় পথে পথে চলা লোক।
বেলার সুরের খেলায় ভুলে ভোলে প্রাণের
শোক॥

এই রকমে দু'দিন গেলো; বাদশা খবর পায়।
মোতিয়া-বেলা-বাই কে এসে মিষ্ট বড় গায়॥
দিল্লীবাসী পূর্ব্বে এমন গান শোনে নি কাণে।
সেই মোজে যায়, প্রাণ ভিজে যায়, গাওনা যে
তা'র শোনে।
মহামদ-শার হুকুম হোলো, আর্দ্দালিরা দেয়ে।
মোতিয়া-বেলার কাছে গেলো গান-বায়না নিয়ে॥
হাজার টাকা বায়না দিয়ে আর্দ্দালিরা বলে।—
"আজকে তুমি রাজভবনে যা'বে সাঁঝের কালে॥
গাওনা হ'বে, গয়না পা'বে, পাবে অনেক টাকা।
জাঁহাপনার হুকুমমত এই বায়নাই পাকা॥"
মোতিয়া-বেলা বায়না নিয়ে যেতে রাজী হোলো।
আর্দ্দালিরা মহামদ-শার কাছে ফিরে গেলো॥

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যে হোলো; ডুবলো রাঙা রবি
রাজভবনে হাজার ঝাড়ে জ্বোল্লো আলোর ছবি॥
নাচ-ঘরটি মোহন-সাজে দেজে হোলো খাসা।
কতই দোলে টানা-পাখা, পালিয়ে গেলো মশা॥
সারি সারি দেয়ালগিরি শোভে দ্বালের গায়।
কাঁচের কলম হাওয়ায় দোলে ঠন্‌ঠনাঠন্ তা'য়॥
ঘরের মাঝে কড়ি-আঁটা মোটা লোহার শিকে।
শাদা সবুজ হোল্‌দে রাঙা ঝাড় ঝোলে চাদ্দিকে॥
মাঝখানেতে হাজার-ডেলে একটা ঝোলে ঝাড়।
দর্শকেরা অবাক্ হোয়ে দেখ্‌চে তুলে ঘাড়॥
মহামদ-শা বাদশা যেন ঝাড়টা হাজার-ডেলে।
আর যত ঝাড়, তা'রা যেন সভ্য সভাতলে॥

মস্ত বড় গাল্‌চে পাতা, তাকিয়ে সারি সারি।
সোণার থালায় পানের খিলি বিলায় কত নারী॥
কার্পা থেকে গোলাপবারি গোলাপপাশে ঢেলে।
ঝর্ ঝরিয়ে বৃষ্টি করে রূপবতীদলে॥
কোন নারী গোলাপবারি সোণার বাটি ভোরে।
পিচ্‌কিরীতে শুষে নিয়ে, ছাড়ে চোকের'পরে॥
রকম রকম প্রাণমনোরম সোণার আতরদানে।
রকম রকম আতর ভরা, ঘর ভোরেছে ঘ্রাণে॥
মোতিয়া বেলার গান শুনতে ওম্‌রা আমীর কত।
নাচ-ঘরেতে বোসে আছে জ্যান্ত ছবির মত॥
এমনতর মজ্‌লিসেতে সিংহাসনের'পরে।
মহামদ-শা বাদশা বোসে সভা শোভা করে॥
দুই যুবতী দু'খান পাখা ধীরে ধীরে নাড়ে।
তা'দের পানে বাদশা চেয়ে দেখে চোখের আড়ে॥
আর দু'টিতে মিঠে মিঠে চামর দুলায় গায়।
তা'দের পানেও মহামদ-শা আড়নয়নে চায়॥
আচ্ছা, পাঠক! বল দেখি, কেন এমন চাওয়া?
মহামদ-শার কোন্‌টা মিঠে, যুবতী না হাওয়া?

এমন কালে সভাতলে উঠ্‌লো বাহবা।
মোতিয়া-বেলার কোকিল-গলায় ছুট্‌লো মধুর রা॥
মন-মজানে প্রাণ-ভিজানে গজল্ গানের তান।
তব্‌লা-বাদক দু'রি-তালে জাগায় গানের প্রাণ॥
সারঙ্ দু'টো মিহি সুরে সুরপোষ্টাই করে।
তর্ তর্ তর্ সুরের লহর নাচে নাচের ঘরে॥
মহামদ-শা ওম্‌রা আমীর সবাই অবাক্ হোলো।
হাঁ কোরে সব রৈলো বোসে, প্রাণটা গোলে
গেলো॥

মোতিয়া-বেলার কোকিল-গলা সুরের খেলা করে।
জেগে যেন স্বপ্ন দেখে সবাই বেলার সুরে॥
কাণের ছেঁদায় সেঁদিয়ে আওয়াজ মগজ যেন
ছোঁয়।
আর কথা নাই, অম্নি সবাই চোক বুজিয়ে নোয়॥
[illegible] খেলা, তেম্নি গলা, তেম্নি রূপের প্রভা।
নাচের ঘরে দেখ্‌চে যেন আওয়াজ-মাখা শোভা॥
মহামদ-শা ভুল্‌লো গানে, রূপে ততোধিক।
মনের ভিতর কি একটা কোলে বোসে ঠিক্॥

ঘণ্টা খানেক মোতিয়া-বেলার নাচ গাওনা হোলো।
পঁচিশ হাজার টাকা নিয়ে মোতিয়া বেলা গেলো ॥
যা'বার সময় বাদশা মশায় একটা বাঁদী ডেকে।
কি একটা বোলে কথা বোল্‌তে মোতিয়াকে ॥
তাড়াতাড়ি বাঁদী গিয়ে বেলার কাণে কয়।
বেলা বলে,—"গুণী বড় বাদশা মহাশয় ॥
কিন্তু হেথা থাকবো নাকো, বাদশা দয়া ক'রে।
রাত দুপুরে আজকে যেন যান গো আমার ঘরে ॥"
বেলার কথা নিয়ে বাঁদী বাদশাহকে কয়।
মহামদ-শা রাজী হোলো যেতে সে সময় ॥
রাজভবনের বাইরে বেলা যেমন বাহির হোলো।
মহামদ-শার ছেলের নফর বেলার কাছে গেলো ॥
যেমন বাবা, তেম্নি ছেলে—এ পিঠ ও পিঠ—এই।
বাবা যেন ঘুঁড়ির নাটাই, ছেলে সুতোর খেই ॥
মহামদ-শার ছেলের বয়েস বছর কুড়ি হ'বে।
ঈষৎ ঈষৎ গোঁফের রেখা ঠোঁটের উপর শোভে ॥
রূপটা ভাল, রূপের আলো বেরোয় পোষাক ফুটে।
মুক্তো হীরের অলঙ্কারের জলুস গায়ে ছোটে ॥
অহম্মদ নাম যুবো ছেলের, দোস্ত্ ইয়ার ঢের।
ছেলের স্বভাব চরিত বাবা পায়নি আজো টের ॥
মোতিয়া-বেলায় নফর বলে, 'বাইজি! শোনো ভাষ।
তোমার প্রতি বাদশাজাদার বড্ড অভিলাষ ॥
পাঠিয়ে আমায় দিলেন তিনি, আজ বাগানে তাঁ'র।
কোত্তে হ'বে তোমায়, বিবি! নৈশ-অভিসার ॥"
বেলা বলে, "তুষ্টু আমি শুনে তোমার কথা।
কিন্তু আমি বাড়ী ছেড়ে রই না কভু কোথা ॥
এতই ভালবাসেন যদি বাদশাজাদা মোরে।
যেতে বোলো আমার ঘরে ঘণ্টা দুয়েক পরে ॥"
খবর নিয়ে নফর গেলো বাদশা-পুতের কাছে।
রাজী হোয়ে বাদশাজাদা যাবার সময় আঁচে ॥
মোতিয়া-বেলা চোড়ে গাড়ী,
চোল্লো ফিরে নিজের বাড়ী,
মহামদ-শার নফর গুলো টাকা নিয়ে গেলো।
মোতিয়া-বেলার বাড়ী গিয়ে,
টাকার তোড়া নামায় ভূঁয়ে,
এক এক জনে একশো টাকা খোস্-বক্‌সিস্ পেলো ॥

মোতিয়া-বেলায় সেলাম কোরে,
নফরগুলো গেলো ফিরে,
ক্রমে ক্রমে রেতের আঁধার আরো বেড়ে এলো।
মোতিয়া-বেলা চক্ষু বুজে,
কি এক ভাবের ভাবে মোজে,
নীরব হোয়ে খাটের'পরে চুপ্‌টি কোরে শু'লো ॥
মোতিয়া-বেলা হুকুম দিলে,
তখন দু'জন দাসী মিলে,
সাজসজ্জায় সাজিয়ে দিলে একটি ছোট ঘর।
মোতিয়া-বেলা আপনি নিজে,
সাজলো না কো মোহন-সাজে,
আতর গোলাপ পানের খিলি শোভে থরে থর ॥
মোতিয়া-বেলা দাসীগণে,
কি বোল্লে কাণে কাণে,
দাসীগুলো ঘাড়টি নেড়ে কথায় দিলে সায়।
মোতিয়া-বেলা খানিক বাদে,
উঠ্‌লো গিয়ে বাড়ীর ছাদে,
থেকে থেকে পথের দিকে এদিক্ ওদিক্ চায় ॥
এমন সময় নাগরবেশে বাদশা কুমার এলো।
দাসী এসে খাতির কোরে সঙ্গে নিয়ে গেলো ॥
ছোট ঘরে বোস্‌লো গিয়ে দাসীর কথা-মত।
দাসী নিজে বাতাস করে দাঁড়িয়ে অবিরত ॥
বাদশাজাদা বলে, "দাসি! কোথায় বিবিজান্?"
দাসী বলে, "সাজ্‌চে বিবি নিজের হাতে পান ॥"
"ভাল ভাল, আস্‌তে বল, দেখ্‌বো সে চাঁদ মুখ।"
দাসী বলে, "বসুন খানিক, মিটবে চোকের
ভুক্ ॥"
কথায় কথায় কতক সময় অতীত হোয়ে গেলো।
এমন সময় মহামদ-শা আমোদভরে এলো ॥
একটা দাসী দৌড়ে এসে বাদ্‌শা-সুতে কয়।—
"বিপদ ভারী, এলেন তোমার জনক মহাশয় ॥"
বাদশা-তনয় আকুল-হৃদয় চোম্‌কে ওঠে প্রাণ।
আমোদভরা মুখচেহারা শুকিয়ে হোলো ম্লান ॥
"বাবা এলেন? আঁা, কি হ'বে! বড্ড লাজের
কথা।
ছি ছি, আমি এলেম কেন খেতে আমার মাথা ॥

যাই রে কোথায় বল্ রে আমায়, আর কি
আছে পথ?
সাধের আশায় বাদ ঘোট্‌লো, ভাঙ্‌লো মনোরথ॥"
দাসী বলে, "আর পথ নাই, একটা উপায় আছে।
যবায় তুমি মেয়ে সাজো; সবাই তবে বাঁচে॥
বাবা তোমার এলেন বোলে, আর কোরো না দেরি।
ঘাগ্‌রা পর—ওড়্‌না পর, নৈলে বিপদ ভারী॥
পরচুলো নেও, মাথায় পর, গয়না পর গায়।
কালি গোলা মুখে মাখ, চেনা না যায় যা'য়॥
শুয়ে পড় খাটের'পরে আঁচল ঢেকে মুখে।
চিন্‌তে তোমায় পার্‌বে নাকো বাদ্‌শা ঘরে ঢুকে॥
দেয়াল ঘেঁসে শুয়ে পড়, বালিশ ঠেসান দিয়ে।
মোটা চাদর গায়ে মোড়ো মড়ার মতন হোয়ে॥
বাদ্‌শা এসে বোস্‌বে নীচে গালচেখানার'পরে।
ভাব্‌বে মনে একলা শুধু বোসে আছে ঘরে॥
একটু পরে আমরা তাঁ'রে সরিয়ে নিয়ে যা'বো।
ফিকির কোরে তোমায় পরে বাহির কোরে দেবো॥"
"বেস্ যুক্তি" বোলে ছেলে পর্‌লো মেয়ের সাজ।
পরচুলোটা মাথায় এঁটে, ফেল্লে খুলে তাজ॥
যেথায় যেমন, সেথায় তেমন কাপড় চোপড় পরে।
বাদশাজাদা বাদশাজাদী সাজ্‌লো বেলার ঘরে॥
চাঁদবদনে কালি মেখে শু'লো খাটের পাশে।
অহম্মদের আহাম্মুকি দেখে দাসী হাসে॥
মোটা চাদর দিলেক ঢেকে অহম্মদের গায়।
হাঁফিয়ে উঠে বাদশাজাদা; ঘাম গড়িয়ে যায়॥
টানাপাখা চামর-বায়ে কষ্ট হোতো যা'র।
মুড়ির ভিতর ঘামে ভিজে আজকে একাকার॥
উপুড় হোয়ে রৈলো প'ড়ে, কাপড় চোপড় মাটি।
বোশেখ মাসের ঘামের জোয়ার, ভরে ছ' সের
বাটি।
সনাৎ কোরে দাসী দু'জন নীচে নেমে গেলো।
মহামদ-শা বাদশাহকে সঙ্গে নিয়ে এলো॥
যার-পর-নাই খাতির কোরে সেই ঘরেতে আনে।
প্রেমের নাগর রসের সাগর তুষ্ট হোলো প্রাণে॥
বাদ্‌শা বলে, "বিবি কোথা? জল্‌দি ডাক তা'কে।
বাইজী বিনে দেল্‌টা আমার ঘুরচে যেন চাকে॥"
একটা দাসী যোড় হাত কোরে বলে, "জাঁহাপনা!
শুনুন, বলি আগাগোড়া আজের ব্যাপারখানা॥
দেরি কোরে এলেন বোলে, বাইজী আমাদের।
মান কোরে ঐ শুয়ে আছে দুঃখু পেয়ে ঢের॥"
এই না শুনে মহামদ-শা ব্যস্ত হোয়ে ওঠে।
দাসী দোঁহে বিদায় দিয়ে বোস্‌লো চেপে খাটে॥
দাসী দু'জন অমি তখন তাড়াতাড়ি কোরে।
বেরিয়ে গিয়ে কপাট দু'পাট ভেজিয়ে দিলে যোরে॥
বেরিয়ে গিয়েই উপর নীচের শিক্‌লি এঁটে দিয়ে।
লাগিয়ে দিয়ে লোহার তালা চাবি গেলো নিয়ে॥
বাড়ী ছেড়ে সবাই গেলো, সেই ঘটনা ছাড়া।
চাকর নফর দাসী বাঁদীর নাইকো কোন সাড়া॥
গয়না গাঁঠি জিনিষ টিনিষ নগদ টাকার কাঁড়ি।
ঝাঁ কোরে সব চালান হোলো, কেবল খালি বাড়ী॥
প্রাণে ব্যথা পেয়ে হেথা মহামদ-শা ত্বরা।
মোতিয়া-বেলার মান ভাঙতে হোলেন পায়ে ধরা॥
বাদশা বলে, "গোলাম আমি, গোস্‌সা কেন, বিবি।
কও না কথা, ঘুচুক ব্যথা, প্রাণের পিয়ার ছবি!"
নাড়ে চাড়ে বাদশা কত, নাইকো তা' সাড়া।
কাজে কাজে অস্থিরতা লাগায় মনে তাড়া॥
ওড়্‌না আঁচল মুখে থেকে বাদশা ত্বরা খুলে।
চেয়ে দেখে, সেই মুখটো মাখা কালি ঝুলে॥
মুখ সিঁটুকে বাদ্‌শা ভাবে, "এই কি মোতি-বেলা।
সে যে পরী, এ যে ভারী বিশ্রী বিষম কালা?"
এই না ভেবে বাদ্‌শা চোটে চেঁচিয়ে উঠে বলে।—
"কে তুই হেথা কাপড় ঢাকা ছাপরখাটের তলে?"
ছেলে ভাবে, "এ কি গেরো কইতে নারি কথা।
কেন আমি মোতে, ছি ছি, আজকে এলেম হেথা॥
মোতিয়া-বেলা আচ্ছা খেলা খেলে ফিকির কোরে।
বাবা আমায় মোতিয়া ভেবে পীরিত করে যে রে॥
ভাগ্যে মুখে মাখ্‌নু কালি, তাই রক্ষে আজ।
নৈলে বাবা চিন্‌তো মোরে, পেতেন আরো লাজ॥
কালিমাখা মুখটো দেখে কর্তা গেছে চোটে।
ঠ্যাঙায় পাছে রোষের ভরে চেপে ধ'রে খাটে॥
তা' হোলে যে বিপদ বড়, মার্‌টা মিছে খাবো।
তা'র চেয়ে এক ফিকির কোরে পালিয়ে ছুটে যাবো॥

এই না ভেবে, খোনা কথায় আঁউ মাঁউ খাঁউ
বোলে।
লাফিয়ে উঠে লাফায় খাটে, বাদশা পড়ে তলে॥
দীপটে দিলে ছুঁয়ে ভেলে, নিব্‌লো ঘরের আলো।
বাদশাজাদা একে কালো, ঘরটাও ফের কালো॥
দোয়ার খুলে বাদশাজাদা পালিয়ে যেমন যা'বে।
পথ কি আছে পালিয়ে যা'বার? হতাশ হোয়ে
ভাবে॥
কাজে কাজে আঁউ মাঁউ খাঁউ উঠ্‌লো আরো
বেড়ে।
অন্ধকারে হুড়োহুড়ি, ছেলে বাবার ঘাড়ে॥
পেত্নী-সাজা ছেলের ভয়ে বাদশা আকুল প্রাণ।
"বিবি! বিবি!" বোলে চেঁচায়, কেই বা করে ত্রাণ॥
বোশেখ মাসের গ্রীষ্ম একে, ঘর বন্ধ তা'য়।
মহামদ শার কষ্ট বড়, প্রাণটা যেন যায়॥
রাতটা গেলো এই রকমে,
ভোরটা হোলো ক্রমে ক্রমে,
সকালবেলা বৃদ্ধ উজীর অনেক লোকের সাথে।
সেই বাড়ীতে এলেন ত্বরা,
সঙ্গে মেয়ে রোশিনারা,
শাদাশিদে কাপড় পরা, চাবির থোলো হাতে॥
তাড়াতাড়ি দোয়ার খুলে,
যোড় হাত ক'রে আস্তে বলে,
"জাঁহাপনা! দোষ নিও না, আমায় কর মাপ।"
মহামদ-শা কয় না কথা,
বিষম লাজে নুইলো মাথা,
খাটের তলায় লুকোয় ছেলে পেয়ে লাজের তাপ॥
অবশেষে উজীর কয়,—
"মেয়েলোকের সুনিশ্চয়,
বুদ্ধি বেশী পুরুষ চেয়ে, দেখুন প্রমাণ তা'র।
রোশিনারা আমার মেয়ে,
মোড়িয়া-খেলা বাইজী হোয়ে,
বাপ বেটাকে শিক্ষা দিলে, ধর্ম্ম-অবতার!"
মহামদ-শা তুষ্ট হোলো,
কষ্ট মনের ঘুচে গেলো,
"তোমার কথাই, উজীর! সঠিক্" অধোমুখে বলে।
লক্ষ টাকার মুক্তোমালা,
বাদশা খুলে সকালবেলা,
পরিয়ে দিলে আদর কোরে রোশিনারার গলে॥

কবি বলে,
লম্পটকে শিক্ষে দেবার হেতু।
রোশিনারার মতন মেয়ে জ্ঞানসাগরের
সেতু॥
রূপের মোহে কামের দমে লোলুপ
যা'রা হয়।
বাদশাজাদা বাদশা সম জব্দ সুনিশ্চয়॥

৮।—টাকার তোড়া।

সাঁপলাহাটী গ্রামের মাঝে বদন বসুর বাড়ী।
ঊন-আশী বছর বয়েস, চিকুর শোণের নুড়ী॥
একে বুড়া, তাতে খোঁড়া, বন্ধু কেবল লাঠি।
বয়েস-বাড়ে গেছে প'ড়ে বুড়োর দাঁতের পাটি॥
কসের দিকে গোটা তিনেক দন্ত আছে বটে।
বুড়োর মতন কিন্তু তা'দের জোর নাইকো ঘটে॥
চক্ষু দু'টি মিটি মিটি, দৃষ্টি বড় কম।
ঘন ঘন নিশেস পড়ে, নাইকো তেমন দম॥
কাণ দু'টিও আগের মত শুনতে তেমন নারে।
কোমর কোঁজা, মাথা নোড়া, ঘাড়টি নড়ে ধীরে॥
হাড়ে মাসে জড়িয়ে গেছে, আঁত শুকিয়ে গেছে।
যুবকালের মোটা শরীর হাড়টি হোয়ে আছে॥
বুকের পাঁজর এক এক খানি গুণ্‌তে পারা যায়।
হৃৎপিণ্ডের ধক্‌ধকানি দ্বিগুণ হোয়ে ধায়॥
ত্রিশ চাল্লিশের বদন বসু প্রায় আশীতে এসে।
একেবারে বোদ্‌লে গেছে, যায় না চেনা শেষে॥

সুখের সময় বন্ধু আসে, দুখের সময় সরে।
নইলে কেন বদন বসু আজকে এমন করে?
দাঁত বন্ধু চোক বন্ধু, বন্ধু শরীর আদি।
বৃদ্ধকালে সবাই মিলে হয় গো বিষম বাদী॥
তা' ছাড়া ফের আত্ম'-স্বজন দারুণ অরি হয়।
বৃদ্ধজনে ভাগ্যগুণে কেহই আপন নয়॥
তাইতো, আহা, বদন বসুর থাক্তে নিজের জন।
কষ্ট পেয়ে মরে বুড়ো, সদাই আকুল মন॥
একটি ছেলে বদন বসুর, রাধামাধব নাম।
রাধামাধব! রাধামাধব! রাইকিশোরীর শ্যাম॥
একচল্লিশ বছর বয়েস, জ্ঞানী তবে নয়?
জ্ঞানী হোলে কি আর হ'বে? মেগের বশেই রয়॥
মেগের প্রেমে আধাবুড়ো রাধামাধব ছেলে।
কেনা-গোলাম হোয়ে আছে বাপের সেবা ভুলে॥
যে বাপ হোতে এই জগতে রাধামাধব এলো।
পূজনীয় সেই পিতাকে, ছি ছি, ভুলে গেলো॥
রাধামাধব গাধার চেয়েও গাধা অতিশয়।
এই গাধাটার মতন গাধা আর কেউ কি নয়?
ঢের—ঢের—ঢের অনেক গাধা এমনতর আছে।
মা বাপ্‌কে দেয় না খেতে, মাগ চোটে যায় পাছে॥
ধিক্ তা'দিগে, ধিক্ শত বার! মানুষ পশু তা'রা।
বাপ্ মা তা'দের আঁটকুড়ো হোক্, ঝুড়ুক তাপিত
ধরা॥

বদন বসুর পুত্র যেমন, পুত্রবধূ তাই।
মরণ হোলেই বাঁচে বুড়ো, নৈলে উপায় নাই॥
পুত্রবধূর বয়েসখানা বছর তিরিশ হ'বে।
রাইকিশোরী নামটি আবার; রূপটো গেছে নেবে॥
রাইকিশোরীর চোকের গরল বৃদ্ধ বদন বোস্।
কথায় কথায় ঝগড়া করে, দিয়ে বুড়োর দোষ॥
কোল্‌কাতাতে "হগ্‌ব্রাদারের" হোসে টাকা বাট্।
মাইনে পেয়ে রাধামাধব চালায় পেনের বাট॥
শনিবারে শনিবারে আসে কেবল বাড়ী।
"হগ্ ব্রাদারের' ভয়ে আবার সোমবারে দেয়
পাড়ী।
বাবার খবর নেয় না রাধু, মেগের খবর নেয়।
এক হপ্তার খরচ-কড়ি গুণে গেঁথে দেয়॥

রাইকিশোরীর যুক্তিমত রাধামাধব বোস।
বাড়ী এসে দেখে শেষে বুড়ো বাবার দোষ॥
মেগের কথা শুনেই রাধু বাবার উপর চটে।
মাগই যা'দের চোদ্দপুরুষ! এরা তা'রাই বটে॥
মাগ যা' বলে, তা'ই সত্যি; বাবা ব্যাটা ভুল।
রাধামাধব! ধন্য তুমি! নাইকো তোমার তুল॥
"রাধামাধব" নাম রেখেছে কেন তোমার বাপ্?
"গাধা রাসভ" নাম রাখলে ঘুচতো পরিতাপ॥
তোমার মত অনেক রাধু চান্দিকেতে হেরি।
যমে কেন দোত্তে খোঁটে কোচ্চে আজও দেরি॥
ময়লা ফেলা গাড়ীর জোলে, তোমায় তা'দের সনে।
যুতে দিয়ে চাবুক দিলে, সুখ তবে পাই মনে॥
বদন বসুর রাধু ছেলে, রাধুর ছেলে নাই।
মাগমাগ পুঁজি পাটা, গরুর মত গাই॥
হাটবাজারটা এটা সেটা আনা নেওয়ার তরে।
নাগ্দে ফেলী চাক্‌রি করে রাইকিশোরীর ঘরে॥
বদন বসুর বাড়ীখানি ইটের পাঁচীল ঘেরা।
ঘেরার ভিতর পাঁচখানা ঘর, একটি সবার সেরা॥
সেরা ঘরে রাইকিশোরী রাধামাধব থাকে।
থাকে থাকে হাঁড়ী কুঁড়ী আছে ঘরের তাকে॥
ঘরের দেওয়াল লেপা পোঁছা, গোবরমাটি মাখা।
নতুন খড়ের ছাউন চালে, বাতার বাঁধন পাকা॥
তালের আড়া, তালের খুঁদো, খুব মোজবুৎ ঘর।
তবুও পোড়া উইপোকাতে কোচ্চে জরজর॥
খোঁচ কড়ির ঝাঁকা দোলে চালের আড়া হোতে।
কস্তাপেড়ে, পাছাপেড়ে শাড়ী ঝোলে তা'তে॥
বাক্স তোরঙ্গ গোটা পাচেক, একটা সিঁদুক বড়।
কাপড় চোপড় তা'র ভিতরে পাটে পাটে জড়॥
আয়না কাঁকুই সিঁদুর কোটো একটা তাকে আছে।
প্যাটেন্টওলার "চুল নির্ম্মূল" তৈল তাহার কাছে॥
পিতলগড়া ঘড়া দুটো দ্যালের দিকে খাড়া।
একটা ঘড়া টোল খেয়েছে; একটা ঘড়া নেড়া॥
গয়েশ্বরী বগী থালা পাঁচ ছ'খানা ক'রে।
দেয়াল ঠেসান দিয়ে শোভে জলচৌকীর'পরে॥
থালার কাছে ঘটী বাটি গেলাস জলুস দেয়।
বড্ড পালিস্, মুখ দেখ্‌লে, ছবি তুলে নেয়॥

পানের ডাবর, পানের বাটা, বাটায় বাটির ভাঁজ।
ডাবরমাঝে পানের গোছা, বাটায় পানের সাজ ॥
এক দিকেতে শোবার পালঙ্ক, চোদ্দ টাকা দাম।
চাদরখানা ময়লাপানা লেগে গায়ের ঘাম ॥
চাদ্দিকেতে চাট্টে বালিশ, কিন্তু মাথায় যেটা।
মাথার তেলে ত্রিন্‌টে চেয়ে ময়লা বেশী সেটা ॥
সবুজ শাদা ডুরি-কাটা ঝুলচে মশারিটে।
বাঁধার দোষে চাঁদোয়া সেটার ঝুলচে ঝোলা পেটে ॥
এই ঘরটার পূর্ব্ব দিকে হাত তিরিশেক দূরে।
বদন বসু একলা থাকে একটা ভাঙা ঘরে ॥
মাটির দেয়াল ফাটা ফোটা নয়কো লেপাগোছা।
দড়ীর বাঁধন পোচে গেছে, ঝুঁকচে বাতার খোঁচা ॥
বৃষ্টি-জলে পোচে গিয়ে খোস্‌চে উলু খড়।
দেয়াল্‌গায়ে জল গড়িয়ে দাগ্‌চে জলের ছড় ॥
ছেঁড়া পচা মাদুর পাতা ঘরের মেঝের'পরে।
হাত খানেকের একটা বালিশ, ছেঁড়া দু'তিন ধারে ॥
বালিশটেতে নাইকো ওয়াড়, নেক্‌ড়া দিয়ে বাঁধা।
কাপড় বাঁধা পোঁট্‌লা বোলে চক্ষে লাগে ধাঁধা ॥
পয়সা দু'য়ের খেলো হুঁকো দেয়াল ঠেসান দেওয়া।
বৃদ্ধ বদন বোসের তা'তেই হয় গো তামাক খাওয়া ॥
হুঁকোর পাশে ভাঙা সরা, গুল্ রোয়েচে তা'তে।
কোৎফুলে কোৎ আঁটা খেলো হুঁকোর মাথে ॥
দায়ে কাটা ছিলিম চারেক, তামুক গড়ায় ভাঁড়ে।
চক্‌মকিটের যোগাড় আছে, কিন্তু কে তা' ঝাড়ে ?
বদন-পড়া বদন বুড়া, জোর নাইকো গায়।
তামাক খেতে ইচ্ছে হোলে পরের কৃপা চায় ॥
ভাঙা-কানা ময়লাপানা একটা গাড়ু ঘরে।
একটা ছোট চুম্‌কী ঘটী, দেড় পোয়া জল ধরে ॥
গজখানেকের গামছাখানা তেলের চিটে ধরা।
হাত আটেক খানের ধুতি, তা'ও গো আবার ছেঁড়া ॥
এই সম্বল নিয়ে বুড়া, কষ্টে কাটে দিন।
ভেবে ভেবে ক্ষীণ দেহটা হোচ্ছে আরো ক্ষীণ ॥

ঘুমের নিশি প্রভাত হোলো,
লক্ষ্মীবারের আমল এলো,
পাখ পক্ষী অক্ষি মিলে দিলে গলায় সাড়া।
নাপ্তে ফেলী উঠে ভোরে,
গোবর-গোলায় হাঁড়ী খোরে,
ছড়াৎ ছড়াৎ উঠোনময়ে ছড়ায় গোবর-ছড়া ॥
জেগে-শোয়া বদন বুড়া,
শুনতে পেয়ে ফেলীর সাড়া,
ভাঙা গলায় কাঁপা কথায় থেমে থেমে ডাকে।—
"ফেলি! ফেলি! ওগো ফেলি!
শুনচে না যে,—ফেলি! এলি ?"
শুনতে পেয়ে "যাচ্চি" বোলে নাপ্তে ফেলী হাঁকে ॥
ছুতো হাঁড়ী ঝাঁটা রেখে,
চোক্লো ফেলী রুক্ষ মুখে,
দোরের গোড়ায় দাঁড়িয়ে বলে, 'ডাক্‌চো কেন মোকে।"
বদন বলে,—"এলি যদি,
একটু তামাক দে না, দিদি,
আর একটু জল দিয়ে যা, দেবো মুখে চোকে ॥"
মুখ খিঁচিয়ে ফেলী কয়,—
"আমার ও সব কম্ম নয়,
তামুক খেতে ইচ্ছে যদি, আপ্‌নি সেজে খাও।
আপনি গিয়ে পোকুর থেকে,
জল এনে দাও চোকে মুখে,
আমায় কেন খাটিয়ে বেগার কষ্ট এত দাও?
রোজ রোজিতো বলি আমি,
ডেকো না কো আমায় তুমি,
রক্ত মাসের শরীর আমার খাট্‌তে কত পারে?
পয়সা কড়ির নামটি নাই,
বাতের ব্যথায় কষ্ট পাই,
আর একটা ঝী রাখ না পয়সা খরচ কোরে ॥"
বদন বলে,—"হায় রে কপাল!
নাইকো আমার আর তো সে কাল,
বৃদ্ধকালে বাঁচার চেয়ে কালপ্রাপ্তিই ভাল।
পাপ কোরেচি আর জন্মে,
তাই কষ্ট পাই মর্ম্মে,
হা ভগবান্! তোমার মনে এতই কিহে ছিল ॥"

বদন বসু মনের দুখে,
'হা ভগবান্' বলে মুখে,
ফেলী বেটী বড্ড ঢেঁটী উল্টো বুঝে নিলে।
মুখ-খিঁচুনো কোঁচ্‌কা ঠোঁটে,
খই-ফুটুনো কথার চোটে,
কতকগুলো কটু বোলে ঠিক্‌রে গেলো চোলে ॥
হায় রে কপাল! অসময়ে সবাই সময় পায়।
দাস-দাসীতেও কড়া কথা শুনিয়ে দিয়ে যায় ॥
মনের দু'খে বদন বসু দীর্ঘ নিশেস ফেলে।
বিষাদ-ভরে নয়ন ঝরে, নাকের ডগা ফোলে ॥
তামাক খাওয়া আর হোলো না, এক্‌লা ব'সে ভাবে
খানিক পরে লাঠি ধোরে নীচে এলো নেবে ॥
লাঠির ভরে অতি ধীরে থর্থরিয়ে কেঁপে।
বাইরে গেলো বদন বসু কষ্ট মনে চেপে ॥
প্রাতঃক্রিয়া যা হোক্ কোরে সেরে ফিরে এলো
চুপটি কোরে মাদুর'পরে আবার বুড়ো শু'লো ॥
ক্রমে ক্রমে বাড়্‌লো বেলা,
একটু খানি বাটা ছোলা,
দিয়ে গেলো রাইকিশোরী পাথর-বাটি কোরে।
বদন বসু তখন কয়,—
"বৌ মা! বড় দুঃখু হয়,
কটু কথা শুনিয়ে গেলো আজ্‌কে ফেলী মোরে ॥"
রাইকিশোরী তখন বলে,—
"তুমিও কটু শুনিয়েছিলে,
নৈলে কেন ফেলী তোমায় শুনিয়ে গেলো কটু?
বোল্‌বে যেমন, শুন্‌বে তেমন,
তোমার জালায় সব জালাতন,
জানি আমি, বৃদ্ধ হোলে ঝগড়াতে হয় পটু ॥"
রাইকিশোরী এই না বোলে,
সেখান থেকে গেলো চোলে,
বদন বসু নিজে নিজেই দুঃখু করে বোসে।
আপুনি কাঁদে, আপুনি থামে,
বিষাদ-ভরে লুটোয় ভূমে,
মাদুরখানার উপর আবার প'ড়্‌লো শুয়ে শেষে ॥

ক্রমে দুপুর-বেলা এলো,
রাইকিশোরীর রান্না হোলো,
ডাল্ ঝাল্ ঝোল্ ঘণ্ট ভাজা, বাঁকতুলসীর ভাত।
এ সব ঘটা নিজের তরে,
কিন্তু বুড়ো শ্বশুর মরে,
পেট্টা ভোরে ভাতের থালে পায় না দিতে হাত ॥
না দিলে নয়, নিন্দে হ'বে,
পাড়ার লোকে মন্দ ক'বে,
এই জন্যে রাইকিশোরী যেমন তেমন ক'রে।
দু'খান আলু, আধখানা মাছ,
শুক্‌নো চোঁয়া শাক পাঁচ গাছ,
দিয়ে এলো দুপুরবেলা বদন বসুর ঘরে ॥
চোট্‌কে টিপে মেখে চুকে,
গোটা কতক দিলেন মুখে,
বদন বসু; কিন্তু সবি রৈলো প'ড়ে থালে।
একে বুড়ো, তা'য় অরুচি,
যায় খাওয়া কি খোঁচাখুঁচি,
কাজেই ক্ষুধার জালা, আহা, নিবায় ঘটীর জলে ॥
রোজি রোজি এই রকমে,
দুঃখু বদন সয় মরমে,
নীচ পিশাচী রাইকিশোরীর হয় না তবু দয়া।
যেমন ভাতার, মাগ তেমনি,
মাগ ভাতারে বাঘ বাঘিনী,
বৃদ্ধ বদন হরিণ যেন, ভয়ে শুকোয় কায়া ॥
ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যে হোলো, সূর্য্যি গেলো চোলে।
গাঁথলাহাটীর ঘরে ঘরে তেলের প্রদীপ জলে ॥
তুলসীমালা নিয়ে বদন এক্‌লা বোসে ঘরে।
হরির চরণ স্মরণ কোরে মালা খুরোয় করে ॥
খানিক পরে বসুর ঘরে একটি মানুষ এলো।
নামটি তাঁহার কেশব গোঁসাই, মনটি তাঁহার ভালো ॥
অসময়ের বন্ধু যদি কেউ কাহারো রয়।
কেশব গোঁসাই তা'র ভিতরে গণ্য সুনিশ্চয় ॥
বদন বসুর চেয়ে কেশব বছর কুড়ি ছোটো।
কাঁচা পাকা চুল মিশানো, গড়ন কিছু খাটো ॥
নাদুস্ নদুস্ শরীরখানি, ফর্সা গায়ের রঙ্।
তণ্ড গোঁসাই সবের মত নয়কো তাঁহার ঢঙ্ ॥

সাঁপলাহাটীর পূর্ব্ব দিকে গোঁসাইবাটী গ্রাম।
অনেক গোঁসাই বসৎ করে, তাইতে এমন নাম ॥
সেই গ্রামেতে কেশব গোঁসাই করেন বসবাস।
শাস্ত্র-আলোচনে কেশব কাটেন বারো মাস ॥
শাদা ধুতী, শাদা চাদর, চটী জুতো পায়।
শাদাসিদে ধরণধারা, মনটা শাদা তায় ॥
বদন বসুর ছেঁড়া মাদুর, কেশব তারি'পরে।
"কেমন আছ, ভায়া?" ব'লে বসেন ধীরে ধীরে ॥
বদন বলে, "ম'লেই বাঁচি, ক্লেশ ভুগ্‌তে নারি।
আগের চেয়ে এখন আমার কষ্ট আরো ভারী ॥
সেই যে তুমি এসেছিলে, তা'র পরদিন হোতে।
দিন পোনেরো আজকে হোলো, কষ্ট পেতে শু'তে ॥
কথায় বলে, তিন শত্রু সর্ব্বনাশের মূল।
কেশব ভায়া! সত্যি কথা, নাইকো তাহার ভুল ॥
তিন শত্রু নিয়ে আমি কষ্ট বড় পাই।
যেমন ব্যাটা, তেম্নি বেটি, চাকরাণীও তাই ॥
যা' হোক্, ভায়া! প্রাণের মায়া নাইকো আমার আর।
বিষ এনে দাও খেয়ে মরি! পাই যাতনায় পার ॥"
কেশব গোঁসাই "ভয় নাই, ভাই!" আস্তে তখন কয়।
"কষ্ট তোমার নষ্ট হ'বে, দুষ্ট পরাজয় ॥
পষ্ট বলি, তুষ্ট তুমি অষ্ট প্রহর হ'বে।
রাজার হালে থাক্‌বে, দাদা! বড্ড আদর পা'বে ॥
আজের কালে ছেলেপিলে পিতামাতায় ভুলে।
বেশীর ভাগি আটক থাকে মেগের আঁচল-তলে ॥
মাগ ধর্ম্ম, মাগ কর্ম্ম, মাগ ব্রহ্ম, গুরু।
মাগ ইষ্ট, মাগ মিষ্ট, মাগ কল্পতরু ॥
মাগই আপন সেই গাধাদের, বাপ মা যেন পর।
মাগ বেটীরেও বাস্ত ঘুঘু, ভাঙে কেবল ঘর ॥
শাউড়ী শ্বশুর পশুর মত সেই বেটীদের কাছে।
জল-জ্যান্ত সাক্ষী তুমি, সাক্ষী আরো আছে ॥
ভাগ্যদোষে তোমার শেষে কষ্ট বড় হোলো।
এ বার হরি হ'র্‌বে ব্যথা; মনের বিষাদ ভোলো ॥
অমোঘ ওষুধ আজ এনেছি, এমন ওষুধ নাই।
এই ওষুধের গুণ বুঝবে এক দিনেতেই, ভাই ॥"

কেশব গোঁসাই এই-না বোলে, বদন বসুর হাতে।
একটি ছোট তোড়া দিলেন, একশো টাকা তা'তে ॥
বদন বসু তোড়া নিয়ে গোঁসাইজীকে কয় ॥—
"এই টাকাতে বছর খানেক চোল্‌বে সুনিশ্চয় ॥
তা'র পরে ফের এখন যেমন, তেম্নি তখন হ'বে।
গড়িয়ে পেলে কোল্‌সীর জল ফুরায় খালি হ'বে ॥"
গোঁসাই বলে, "ভাবনা কেন? ফিকির আমার শোনো।
এক এক ক'রে একশো টাকা একশো বারি গোণো ॥*
একটা টাকা খরচ তোমায় ক'র্ত্তে হ'বে নাকো।
একশো টাকা সবই র'বে, কাণ্ডখানা দেখো ॥
ঘরের মেঝেয় গর্ত্ত খুঁড়ে, তোড়া রেখে দিয়ে।
তা'র উপরে মাদুর পেতে, থাক্‌বে চেপে শু'য়ে ॥
গুণ্‌বে যখন, খোয়ার তখন খিলে এঁটে কোসে।
একশো টাকা খাণ্টা দিয়ে বাজাও বোসে বোসে ॥
একশো টাকা গুণ্‌বে রোজি দু'চার হাজার বার।
টাকা গোণায় ফ'ল্‌বে সোণা, ভেল্কী চমৎকার ॥
হরিনামের মালা জোপে যে ফল তুমি পেলে।
হরির কৃপায় তা'র চেয়ে ফল পা'বে পলে পলে ॥
খুব সাবধান, একটি টাকাও দিও নাকো কা'রে।
বাইরে গেলে টাকা রেখো কোমর-গেঁজেয় ভোরে ॥
এবার হোতে আস্‌বো রোজি দেখ্‌তে তোমায়, ভাই।
হুঁসিয়ারিতে টাকা গুণো; এখন আমি যাই ॥"
এই-না বোলে, কেশব সখা গেলেন বাড়ী ফিরে।
মুড়ির গুঁড়ো খেয়ে বদন, হুড়কো দিলেন ঘরে ॥
ঘণ্টা তিনেক সময় গেলো বাড়্‌লো রেতের বাড়।
সাঁপলাহাটী গ্রামের ক্রমে ঘুচ্‌লো গলার সাড় ॥
নিজের ঘরে রাইকিশোরী শু'লো পালঙ্'পরে।
ঘরের মেঝেয় নাপ্তে ফেলী আঁচল পেতে পড়ে ॥
রাইকিশোরী শোলোক বলে, নাপ্তে ফেলী শোনে।
এমন সময় ঝন্‌ঝনাঝন্ শব্দ এলো কাণে ॥

* একশো বারি গোণো, অর্থাৎ অবিরত বা যখন তখন গণনা কর।

"ওলো ফেলি। শব্দ কিসের ?" রাইকিশোরী কয়।
ফেলী বলে, "ঝিঁঝিপোকার আওয়াজ অমন হয়॥
"না লো, না লো কালা মাগী, ও যে টাকার ধ্বনি।"
"তাই তো বটে কোন্ দিকে গো ? চলো দেখি
শুনি॥
এই না বোলে, দু'জন মিলে চোলো ত্বরিত পায়।
বদন বুড়োর ঘরটা হোতে শব্দ শোনা যায়॥
দুই জনেতে নীরবেতে ঠেকিয়ে থোরে কাণ।
ঝনঝনাঝন্ শব্দ শোনে, চোম্‌কে ওঠে প্রাণ॥
রাইকিশোরী মনে ভাবে, "শ্বশুর বুড়োর কাছে।
কে জানে মা—তাইতো অ্যা অ্যাঁ—এত টাকা
আছে।"
নাপ্তে ফেলী মনে ভাবে, "আশ্চর্য্যির কথা।
কর্ত্তা বুড়ো যাক্ না কি, টাকা পেলেক কোথা ?
দুই জনেতেই মনের কথা মনে মনেই কয়।
দুই জনেরি মনের ভিতর লোভের তুফান বয়॥
দুই জনেতেই মনে মনে কি একখানা ভাবে।
দুই জনেতেই ইচ্ছে করে কিসে টাকা পা'বে॥
টাকা গোণার কাণ্ড দেখে মুণ্ডু গেলো ঘুরে।
পল্‌তে মুখে আগুন লেগে চরকী বাজী থোরে॥
খানিক পরে শোবার ঘরে দু'জন ফিরে গেলো।
টাকার আওয়াজ মন মজালে, ঘুম্‌টো নাহি এলো॥
ঘুম্‌টো এলে কিসের স্বপন দেক্তো দুটো মাগী।
তা' জানি নি, টাকার স্বপন কিন্তু দেখে জাগি'॥
রাত পোহালো, চাঁদ পালালো, ডুব্‌লো
উজল রেখা।
পূর্ব্বদিকে ধূসর-রাগে উষা দিলেন দেখা॥
নাপ্তে ফেলী আজ্ কিন্তু ছড়া দেবার আগে।
বুড়োর ঘরে দৌড়ে গেলো, বুড়ো আছে জেগে॥
"দাদা মশয়! দোর খুলে দাও" নাপ্তে ফেলী বলে।
"ক্যান্ রে, ফেলী ?" বোলে বদন দোরটা দিলেন
খুলে॥
নাপ্তে কি না, বুদ্ধিখানা ফেলীর খড়িবেজে।
ছিছকে দিয়ে কিরিয়ে হুঁকো তামাক দিলে সেজে॥
ঘরের ভিতর ফেলী বেটী এ দিক ও দিক থোরে।
টাকার খবর পায় না কিছু, নাইকো টাকা ঘরে॥

ঝাঁট পাট যে দেখ্‌লে সবি, কোথাও কিছু নেই।
বোল্লে তখন, "সব দিখিন, মাদুর ঝেড়ে দেই॥"
এই না বোলে নিজেই ধীরে ধোরে বুড়োর হাত।
এক ধারেতে সরিয়ে বসায়, বুঝ্‌তে নিজের ধাৎ॥
মাদুর ঝাড়ে, বালিশ ঝাড়ে, ফোকা সবি হোলো।
ফেলী নিজের মনকে বলে, "টোকা কোথা গেলো ?
হুঁ—বুঝেচি, রাখতে টাকা বাক্স হেথা নাই।
চতুর বুড়ো কোথাও টাকা লুকিয়ে রাখে তাই॥
যা' হোক্, আমি টাকার কথা বোল্‌বো নাকো
এরে।
উল্টো হোয়ে ঘোট্‌বে ফ্যাসাদ, পোড়্‌বো বিষম
ফেরে॥
মনের মতন আত্তি যতন কোর্‌বো সদা এর।
দশটা টাকাও দেবে তো গো, তা'তেই আমার ঢের॥
বিবিমুখো পাকা রূপোর গোটছড়াটা আছে।
বাঁধা আছে; টাকাটাকের সুদো হ'বেক বটে॥
এই তো গেলো ন'টা টাকা, একটা টাকা থাকে।
আনা সুদে কর্জ্জ দেবো বিন্দে দুলের মাকে॥"
এই না ভেবে নাপ্তে ফেলী বুড়োয় তখন বলে।—
"দাদা মশয়! কোল্কেটা দেও, তামাক গেছে
জোলে॥"
বদন বলে, "যায় নি জোলে, তামাক অনেক আছে"।
ফেলী বলে, "না গো দাদা! তামুক পুড়ে গেছে॥"
এই বোলে সে কোল্কে চেলে আবার তামাক সাজে।
বদন ভাবে, "কেমন ভায়া! খোসো ওষুধ কাজে॥"
ফেলীর চেয়ে রাইকিশোরীর বুড়োর টাকায়
দাবী।
বদন বহু শ্বশুর যে গো! রাইকিশোরীর সবি॥
সকালবেলায় রাইকিশোরী শয্যে থেকে উঠে।
সব কর্ম্ম ফেলে রেখে বুড়োর ঘরে ছোটে॥
ছাঁচিতেলের বাটি হাতে, গামছা অবিরল।
জলে ভরা কল্‌সী কাঁকে, চোল্‌কে পড়ে জল॥
সোণার বালা দু'গাছা হাতে, গলায় সোণার হার।
সাঁচা মতির নথটা নাকে, সোণার সরু তার॥
মল দু'গাছা মোটা মোটা দুটো পায়ে পরা।
হাঁটার সময় ঠেকা লেগে কুটোয় ঠনক সাড়া॥

ঘোষের গোড়ায় কলসী রেখে ঘরের ভিতর ঢোকে।
তেলের বাটি নামিয়ে ভূঁয়ে ক'য় ফেলীকে ডেকে॥—
"মা তুই ফেলী! ছড়া দিগে, সাম্‌লে বাসি পাট।
আনগে স্বরা খুঁজে পেতে টাট্‌কা বাজার হাট॥
হা ভাগ্যি! শ্বশুরঠাকুর কষ্ট কত পান।
থাকতে আমি হয় না তবু ভাল আহার স্নান॥
শ্বশুর গুরু, তবুও আমি অন্ধ হোয়ে আছি।
ধিক্ আমাকে, ছার পরাণে আজিও কেন বাঁচি॥
কালকে রেতে বিষম স্বপন দেখনু ঘুমের ঘোরে।
যমদূত এসে ধোরে কেশে কিল মাচ্চে মোরে॥
বোল্‌চে রেগে, "তোর দোষে কাঁদ্‌চে শ্বশুর তোর।
কাল থেকে তুই কর্‌বি সেবা হোলেই নিশি ভোর॥
নৈলে শ্বশুর শাপ দেবে তোয়, চোখের মাথা খা'বি।
সাত জন্ম কর্ম্মফলে কষ্ট বড় পা'বি॥"
এই না বোলে রাইকিশোরী আঁচল বেঁধে গলে।
ছল কান্না কেঁদে লুটোয় বুড়োর পায়ের তলে॥
মুখ নামিয়ে বলে বেটী, "আমায় কর মাপ।
নারী আমি, বুঝতে নারি— তুমিই আমার বাপ॥
কনো আমি, মলি মোরে কোত্তে কি গো আছে ?
মাপ না তুমি কোল্লে মোরে, প্রাণ কি আমার বাঁচে ?
ছলার উপর ছলার খেলা, বদন বসু কয়।—
"বৌ মা! তুমি কাঁদ্‌চো কেন ? কিসের তোমার ভয় ?
একলা তুমি খাটবে কত! দেখবে কত কাজ ?
মন্দ কি মা ? যত্নে তোমার তুষ্ট আমি আজ॥
খাচ্চি ভাল, থাকচি ভাল, কষ্ট আদৌ নাই।
তবে যেটা কষ্ট দেখ, বয়স দরুণ তা'ই॥"
এই-না বোলে বদন বুড়া মনে মনে কয়।—
"কেশব ভায়া! হউক্ তোমার হরির কৃপায় জয়॥"
রাইকিশোরীর কথা শুনে চোল্লো ফেলী হাটে।
আন্‌তে কিনে দেখে শুনে পয়সা বেঁধে গাঁটে॥
কোমরবাঁধা গেঁজেয় টাকা কাজেই বিপদ্ ভারি।
বোল্লে বদন, "বাত বেড়েচে, নাইতে আজি নারি॥"
রাইকিশোরী তখন বলে, "তোমার ছেলে এলে।
ভাল ওষুধ কোর্‌বো বাতের, যত টাকায় মেলে॥
হা ভাগ্যি, চান বন্ধ পোড়া বাতের দায়।
যা হোক্, তবে আতাড় কোরে তেলটা মাখাই গায়॥"
এই-না বোলে বুড়োর গায়ে মাখিয়ে দিলে তেল।
বদন ভাবে, "সাবাস্ টাকা! বা রে টাকার খেল!
রাইকিশোরী বোদ্‌লে গেলো, বোদ্‌লে গেলো ফেলী।
বদন বসুর পড়্‌লো খোসে প্রাণের চোকের ঠুলি॥
পাকা পেঁপে, পাকা আতা, পাকা চাঁপা কলা।
বাটি ভরা নেবুর রসে খাসা চিনি গোলা॥
খাদাছানার মোণ্ডা দুটো, খানিক মাখন ক্ষীর।
জলখাবারের যোগাড় হোলো, বুড়োর নড়ে শির॥
স্বাদটা নিয়ে সাধ মিটিয়ে বদন বসু খায়।
খেতে খেতে প্রণাম করে টাকার তোড়ার পায়॥
দুপুর বেলা ভাতের থালা, মাছের ঝোলের বাটি।
গরম ভাতে গব্য ঘৃত, পায়স-ভরা বাটি॥
রাইকিশোরী সাজিয়ে দিলে শ্বশুর বুড়োর কাছে।
খাওয়া এখন বাকী আছে, দেখেই বুড়ো বাঁচে॥
বদন বুড়া ভাবেন মনে, "এ যে ঠাকুর-সেবা!
টাকার তোড়া! পূজ্‌বো তোরে দিয়ে শতেক জবা॥"
পেট্‌টা ভোরে বদন বুড়ো ভাত ব্যঞ্জন খায়।
ঘোষার গোড়ায় নাগ্‌তে ফেলী গাড়ু হাতে চায়॥
গামছাখানা গাড়ুর মুখে, খোড়্‌কে কাঠী হাতে।
পানের ডিপেয় পানের ছেঁচা, মশলা গুঁড়ো তা'তে॥
আহার কোরে ঢেঁকুর তুলে উঠ্‌লো বদন বোস।
ফেলী বলে, "হাতটা পাতো", বদন বলে, "রোস্॥"
ঘোষের গোড়ায় বোস্‌লো বুড়ো, ঢাল্‌চে ফেলী জল।
কুল্লি করার ঘটাই কত, যেন কলের নল॥
ফেলী বলে, "দাঁত খুঁটতে খোড়্‌কে কাঠী নাও।"
বদন বলে, "বদন কোথা? কাজ নি—ফেলে দাও॥"
ফেলী বলে, "হোক্ সে মেনে, নাই রৈলো দাঁত।
তবুও খোঁটো, খোড়্‌কে-কুটো নাও গো পেতে হাত॥"

রাত পোহালো, উঠলো রাধু, চোল্লো বাবার কাছে।
বিনয়-বোলে বোল্লে ছেলে, "বাতটা সেরে গেছে?
চাকুরি করা জ্যান্তে মরা, প্রাণটা হোলো সারা।
দম্ ফেল্‌তে পাই নি সময়, এম্নি কাজের ধারা॥
তা'তে আবার ম্যাক্‌ফার্‌সন্ বড় সাহেব নাই।
ব্রাউন্ সাহেব কর্ত্তা এখন, পাই নি কাজের থাই॥
ভোঁদড় ব্যাটা বড্ড ত্যাঁদোড়, পাটায় জেলে বাতি।
বোল্‌বো কি আর, মারে ব্যাটা জুতোসমেত লাথি॥
মনের দুখে মলিন মুখে সদাই কাটি কাল।
দেখেও আমি দেক্তে নারি তোমার এমন হাল॥
যা হোক্, বাবা! আমার উপর রাগ কোরো না আর।
মোলেও আমি পার্‌বো নাকো শুধ্‌তে তোমার ধার॥
যায় যা'বে ছাই চাকুরি আমার, নাইকো ক্ষতি তা'য়।
বাপ্ আগে?—না চাকুরি আগে?—ফেলি! হেথায় আয়॥"
দৌড়ে এলো নাপ্তে ফেলী, ঘুমিয়ে যেন ছিল।
রাধু বলে, "দেক্কো, বেটি! ঘরটা যেন চুলো॥
সাফ সুৎরো কোরিস্ নিকো, ঝাঁট দিস্ নি কেন?
কি এত তোর কাজের লেঠা? যত্ত জঞ্জাল গুলো॥"
ফেলী বলে, "ঝাঁট দিয়েছি উঠেই ভোরের বেলা।
এই দেখ না ঝক্‌ঝকে ঘর, নাইকো ধুলো মলা॥"
রাধু বলে, "হয় নি ভালো, দে তুই আমায় ঝাঁটা।"
ঝাঁটা নিয়ে নিজেই ঝেঁটোয় বদন বোসের ব্যাটা॥
রাধু বলে, "যা তুই, ফেলি! চাঁদ ভড়কে আন্।
কোরা কাপড় বড্ড কড়া, নেবো ধোয়া থান॥
ফরাসডাঙ্গার শাদা ধুতি, চাদর শাদা হদে।
এক এক জোড়া আস্তে বলিস্; দামটা যা'বে সুদে॥"
মুখে হুকুম, ঝাঁট দেবার ধুম কতই হাতে হয়।
রাধুর মুখের কথা শুনে ফেলী তখন কয়॥—
"ভড়ের কাছে যাচ্ছি আমি, কাপড় হোলো সেন।
আর একটা জিনিস বাকী, সেইটে তুমি এনো॥
দাদা মশায় শাদা চাদর শাদা ধুতি নেবে।
শাদা চুলে কিন্তু, বাবু! গোল্‌তা নাতি হ'বে॥
এক কৌটো কলপ্ এনো, একটা টাকা মূল।
দাদার মাথায় মাখিয়ে দেবো, কালো হ'বেক চুল॥"
রাধু বলে, 'যা' বেটী যা, ছুঁচো বেটী বোকা।"
বদন ভাবে, "বা ভেক্কী!—বা রে রূপোর চাকা!"
ফেলী গেলো, কাপড় এলো, খাবার জোগাড় শেষ।
ময়লা কাপড় ঘুচে গেলো, বুড়োর নতুন বেশ॥
মেগের তরে রাধামাধব রাবড়ী এনেছিলো।
আজ সকালে সেই রাবড়ী বাবার পেটে গেলো॥
বাপ ভক্ত রাধামাধব ভক্তি-অবতার।
বাবার সেবার এ বার করে ষোড়শোপচার॥
রেতের বেলা রাধামাধব মেগের কাছে কয়।—
"বুড়োটাকে যত্ন কোরো সদাই সুনিশ্চয়॥
চোটো নাকো, চোটিও নাকো, মাটির মানুষ হোয়ো।
নাবার খাবার শোবার যোগাড় সদাই কোরে দিও॥
কষ্ট দিলে, কষ্ট পা'বে, কষ্ট হ'বে মোর।
ইচ্ছে কোরে কষ্ট ভুগি, কষ্ট হ'বে তোর॥
অনেক টাকা! হাজার চারেক! সাবাস্ বুড়ো বাবা।
আমার হোলেই তোমার হোলো, কোরো বাবার সেবা॥
জল না দিলে জল আসে না, টাকায় টাকা টানে।
ঠিক্ সে কথা, ঘুচবে বালা, সুখটো পাবো প্রাণে॥
দু' এক বছর বাঁচ্‌বে বুড়ো, তা'র পরেতেই বস্।
খরচ পাতি দেবার কোরো, টাকায় টাকার রস॥
কষ্ট দিলে কষ্ট হোয়ে হয় তো বুড়ো কাঁ'রে।
সব টাকাটা দিয়ে যা'বে অন্ধ আমায় কোরে॥
নয় তো বুড়ো টাকার কথা বোল্‌বে নাকো আর।
গাড়া টাকা গাড়াই র'বে, হবে মাটি[illegible]র॥
টাকার কথা বাবার কাছে তুলো নাকো তুমি।
তুল্‌লে পরে ফোস্‌কে যা'বে, সন্ধ করি আমি॥"
লোভীর কথা শুনে লোভা হেসে হেসে কয়।
"তোমার চেয়ে বুদ্ধি আমার, কোচ্চো কেন ভয়?"

টাকার লোভে ভুটোয় ডোবে পচা আশার পাঁকে।
নাপ্তে ফেলী জড়িয়ে গেছে জালের মাছের ঝাঁকে ॥
এক দিন যায়, দুই দিন যায়, যায় গো কত দিন।
রাধু, ফেলী, রাইকিশোরী শুধ্‌চে বুড়োর ঋণ ॥
কাহিল বুড়ো মোটা হোলো, ঘুচ্‌লো গেঁটে বাত।
আরো মোটা হোতো বুড়ো থাক্‌লে পরে দাঁত ॥
রুষ্ট গেলো, তুষ্ট হোলো, পুষ্ট হোলো কায়।
কৃষ্ণ বোলে বদন বুড়ো উচ্চ শুদন পায় ॥
কৃষ্ণ বুড়োর দীক্ষেগুরু শিক্ষেগুরু টাকা।
সেই কৃষ্ণ সেই তো টাকা, কৃষ্ণ শাদা চাকা ॥
ছ'মাস পরে কেশব গোঁসাই বুড়োর কাছে এসে।
"কেমন, দাদা ? কেমন আছ ?" বোল্লে হেসে হেসে ॥
বদন বলে, "গোঁসাইজী হে, পায়ের ধুলো দাও।
আর কাজ নি, এ বার তোমার তোড়া ফিরে নাও ॥
তোমার কৃপায় জাল ফেলেচি বেঁধে লোভের কাঁটা।
আছাড় পিছাড় খাচ্চে পোড়ে এক ব্যাটা, দু'বেটী ॥
সাবাস্, ভায়া ? ফিকির তোমার, বাঁচ্‌লো বদন বুড়ো।
রোজ রোজি, ভাই ! দুধের বাটি, পোনা মাছের মুড়ো ॥"
কেশব বলে, "আর ভয় নেই, টাকা নিয়ে যাই।
শুরু গেঁজের গুণ র'বে পেট্‌টা তোমার, ভাই ॥
মাঝে মাঝে সবার কাছে বোল্‌বে খেমে ভেবে।
কথায় কথায় হাজার হাজার, বাজার গরম র'বে ॥"
এই না বোলে কেশব গোঁসাই একশো টাকার তোড়া।
ফিরে নিয়ে গেলেন ঘরে, বেঁধে বুড়োর গোড়া ॥
টাকার লোভে রাধু বাবুর টাকা খরচ হয়।
মজা কোরে রাজার হালে বদন বসে রয় ॥

কবি বলে, অসময়ের বন্ধু
টাকার তোড়া।
নূতন নীতি বোল্‌বো কি আর ?
পড় আগাগোড়া ॥

১০।—নতুন বৌ

প্রথম পালা।

কলাডাঙা গ্রামের মাঝে সেনজা করেন বাস।
পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েস, মস্ত মোটা লাশ ॥
বারো আনা চুল পেকেচে, আনা চারেক কাঁচা।
একটা ছড়ের আঁচড় পিঠে লেগে বাঁশের খোঁচা ॥
কাঁচা পাকা চুল মিশনো ঝামর গোঁফের ঝাড়।
এক হপ্তায় দু'দিন কামান, নাইকো দাড়ীর বাড় ॥
শামলা পারা চামচেহারা, আঁচিল তাতে ক'টা।
মেটে অয়েল্-ক্লথের গায়ে যেন মাছির ফোঁটা ॥
মাঝামাঝি গড়ন খানা, কিন্তু ভুঁড়ির বাড়ে।
ঈষৎ নত সামে মাথা, টান প'ড়েচে ঘাড়ে ॥
হাতের চেটো আকে পিঠে, আঙুল পুলি পিঠে।
কাঁচা পাকা লোম ফুটেচে হাত পা বুকে পিঠে ॥
ভুঁড়ির চাড়ে কাঁকাল দুটোয় উপভুঁড়ির ঠেলা।
যেন দুটো লবাপানা পাউরুটী পেট্‌ ফোলা ॥
নাইকুণ্ডল ডোবার মত, তিন থাক্‌ পেট ধরে।
পরণ-কাপড় সোরে পড়ে মস্ত ভুঁড়ির ভরে ॥
ছোট্ট মাথা, লম্বা টিক, খুব দেখের'পরে।
মস্ত ঘড়ার উপর যেন ডাবটি ঠাকুর-ঘরে ॥
ঠোঁট দুখানা মোটা মোটা, ঠোঁটের মাঝে ফাঁক।
সোণা দিয়ে দাঁত বাঁধানো, থেব্‌ড়া মোটা নাক ॥
চক্ষু দুটো ছোট ছোট, কুকড়া চুল।
বারেক চোখে প্রেমের তুফান, বারেক বেরোয় জল ॥
কখন চোখে প্রেমের তুফান ? যখন ছোট বৌ।
হঠাৎ এসে সামে পড়ে, যেন মৌটুর মৌ ॥
কখন্ চোখে জল দেখা যায় ? যখন বড় জায়া।
ভক্তিভরে সেবা কোরে দেখায় প্রাণের মায়া।
সেনজার নাম রসিকজীবন—রসিকজীবন সেন।
নামে রূপে ঠকাঠকি, দুধে ভাতের ফেন ॥

সেন মশায়ের বড় বৌয়ের নামটি কমলমণি।
সেনের ঘরে সোণার ছবি, উজল রূপের খনি ॥
রূপটি যেমন, গুণটি তেমন, সোণায় যেন হীরে।
কমলমণি সোণার কমল ভাস্‌চে গুণের নীরে ॥
বছর পঁচিশ বয়েস হ'বে, তবু রূপের ডালি।
রূপের ছটা অঙ্গে আঁটা, দেয় না ভূষণ-ভালি ॥
স্বামীর সেবায় অষ্ট প্রহর গোড়ায় পতিব্রতা।
সাধের তমাল ছাড়ে কভু কোমলপ্রাণা লতা?
তবুও হেন সতীর প্রতি রসিকহৃদয় কড়া।
দুই চক্ষে দেখ্‌তে নারে, ছোট মেগের মড়া ॥
ছোট বৌয়ের গড়নপেটন এক কথাতেই বলি।
বটের তলার কাগজ-ছাপা কালীঘাটের কালী ॥
তা'য় কি ক্ষতি? বয়েস খানা ষোলর ঘেঁসাঘেঁসি।
সেন মশায়ের প্রাণের পাখী কেঁদো গলার ফাঁসি ॥
তেঁতুল দেখে টক্‌পিয়াসীর নোলায় সরে জল।
ছোট্‌কী দেখে রসিকহৃদয় তেম্নি টলমল ॥
চোখের আড়ে রাখ্‌তে গেলে বজ্র পড়ে বুকে।
দিনরাত্তির সেনজা ঘোরে চোখটি রেখে মুখে ॥
ভরযুবতী ছোট বৌয়ের নামটি নয়নতারা।
নয়নতারা ঘোম্‌টা দিলে, সেনজা নয়নহারা ॥
ঘোম্‌টা তো নয়, কালো শশী ডোবে আঁধার মেঘে।
রসিকহৃদয় হেদিয়ে উঠে, তাকান্‌ জেগে জেগে ॥
রসিকহৃদয় রসিকতার তুফান তুলে দিয়ে।
ছলাকলা দেখান কত কাছে ঘেঁসে গিয়ে ॥
মুখঢাকনী নয়নতারার নয়ন দেখার আশে।
রসিক বলে,—"পূর্ণশশী ঢুক্‌লো রাহুর গ্রাসে ॥"
ছোট্‌কীও ফের ঘটকালিতে ঠকায় কালাচাঁদে।
"রাহুর গরাস বরং ভাল, ভরাই কেলের ফাঁদে ॥"
অম্নি রসিক বাঁধা দাঁতে হেসে উঠে বলে—
"আয় রে আমার সরল পুঁটি! আয় রে কালো জলে ॥"
এম্নিতর রসিকতা কতই ছুটোয় হয়।
দরকার কি বাড়িয়ে পুঁথি, পাঠক মহাশয় ॥
রসিক সেনের ক্রমে ক্রমে উঠ্‌লো বয়েস বেড়ে।
শাদাবুড়ি পোক্তে হোলো, ঘুচ্‌লো কালাপেড়ে ॥

তবুও সেনের হয় না ছেলে, পিণ্ডি দেবে কে?
তাইতে হোলো সেনের সনে নয়নতারার বে ॥
রসিকহৃদয় দুনিয়া খুঁজে নয়নতারার নাম।
রেখে দিলেন "নতুন বৌ"; পূরলো মনস্কাম ॥
বড় বৌয়ের সঙ্গে সেনের ঘুচ্‌লো আগের টান।
নতুন পেয়ে পুরাতনে চায় না সেনের প্রাণ ॥
নয়নতারা ভরা জোয়ার, সেনজা খড়ের কুটি।
খাঁ খাঁ কোরে চোল্‌লো ভেসে তীরের মত ছুটি' ॥
কমলমণি পড়্‌লো ভাটা, নাইকো তেমন স্রোত।
সেনজা গিয়ে লাগলো ডেঙায়, প'ড়লো আলোয় ওত ॥
পিণ্ডদাতা ছেলের লোভে এই পৃথিবীমাঝে।
সেনের মত অনেক পতি মত্ত গর্হিত কাজে ॥
পতি বিনে যা'র গতি নেই, এমন সতীর প্রতি।
সেনের মত কঠিন এত যে সব কামুক পতি ॥
তা'দের আবার পিণ্ডি খেতে ছেলের কেন সাধ।
নিজের পিণ্ডি দিক্‌ না নিজে—ঘোড়া গাধার নাদ ॥
বাপ্‌ পিতোমো পিণ্ডি পা'বে, রক্ষে হ'বে কুল।
তাইতে বুঝি আবার বিয়ে?—উঁহুঁ, সেটা ভুল ॥
প্রাণ-প্রতিমা কুলের রমা, এমন সতীর প্রতি।
নাইকো যাহার একটু কৃপা, সদাই কঠিন অতি ॥
তা'র আবার কি কুলরক্ষে? কুলের সে কি বুঝে?
নিজেই তো সে কুলের ধ্বজা, কুল রেখেছে গুঁজে ॥
নেহাৎ যদি পিণ্ডি খেতে কোরে আবার বিয়ে।
রও না কেন সমানভাবে দুই বৌকে নিয়ে ॥
পরের মেয়ে আনলে ঘরে বের মন্ত্র প'ড়ে।
সেই মন্ত্রের মর্ম্মখানা চুলোয় দিলে গেড়ে ॥
নতুন পেয়ে পুরাতনে যা'র ঘুচে যায় টান।
তা'র মত নাই মানুষ পিশাচ! নাইকো পশুপ্রাণ ॥
নয়নতারা কাঁচা পারা ফুটলো সেনের গায়।
নাইকো এমন ওষুধ কোন আরাম করে তা'য় ॥
কিবা দিনে কিবা রেতে নয়নতারা বিনে।
সুখসোয়াস্তি নাইকো কিছু রসিক সেনের মনে ॥
বড় বৌয়ের গয়না যত, নয়নতারার সবি।
আরো নতুন গয়না কত ঝক্‌মকানে ছবি ॥

নয়নতারা অঙ্গভরা গয়না যখন পরে।
হাঁড়ীর তলায় আগুন-বৃটি যেন চুলোর পরে॥
অঙ্গ কালো—রঙ্গ কালো—কালাপেড়ে শাড়ী।
পানটি খেয়ে গিরিমাটির রঙ্গুটি দাঁতের মাড়ি॥
আর্ট স্কুলের গ্যালারিতে নানান্ ছবি আছে।
নয়নতারার ছবি যদি থাকো তাঁদের কাছে॥
তা' হোলে আর ভাবনা কি গো? এমন ছবির ছাঁদ
তারার মাঝে ঝক্‌তো যেন অমানিশির চাঁদ॥
ছোটর উপর সেনমশায়ের প্রেমের পুরো আঁট
বড়র প্রতি কাজে কাজেই প্রাণচটানে গাঁট॥
সেনের জোরে নয়নতারা বড়র প্রতি চটা।
কথায় কথায় ঝগড়া করে দিয়ে নানান্ খোঁটা॥
তবুও সতী বুদ্ধিমতী কমলমণি তাঁ'রে।
ছোট বোনের মত স্নেহ করেন বারে বারে॥
একটি বারো রাগের রেখা দেয় না দেখা চোখে।
একটি বারো কড়া কথা কয় না ভুলেও মুখে॥
ধরার মত সহ্যগুণে কমলমণি ভরা।
স্বামী চটে, সতীন খোঁটে, তবুও যেন মরা॥
দাসীর মত অষ্ট ঘড়ি কমলমণি খাটে।
রাণীর মত নয়নতারা লুটোয় ছাপর খাটে॥
পানটি থেকে চূণটি যদি হঠাৎ পড়ে খোসে।
নয়নতারা বিশ গণ্ডা কথা শুনোয় বোসে॥
মাটির মানুষ কমলমণি সবই স'য়ে রয়।
বরং তাঁ'রে সান্ত্বিবারে নরম কথা কয়॥
হা ভগবান! এমন কমল প'ড়লো ডোবার জলে।
এমন মণি ঝুলিয়ে দিলে বাঁদর ব্যাটার গলে॥

——

দ্বিতীয় পালা।

কজাডাঙার কোশেক দূরে,
জয়মঙ্গল-চকোরপুরে,
রবিবারে লক্ষ্মীবারে দু'দিন বসে হাট।
নানান্ রকম জিনিস আসে,
ফসল যত ফলে চাষে,
সকল রকম আসে, আসে কাপড়পাটে গাঁট॥
কলসী সরা ঘড়া হাঁড়ী,
ফল ফুলুরী কাঁড়ি কাঁড়ি,
লোহার কড়া হাতাবেড়ী কোদাল কুড়ুল দা।
আসন পিঁড়ে ধামা কুঁড়ি,
খাজা গজা কড়াই মুড়ি,
সিঁদুর কাঁকুই গালার চুড়ী, কাপড় কতই তা॥
বাক্স তোরঙ্গ সিন্দুক পেঁড়া,
কোঁচে হুঁকো খড়ম জোড়া,
টেমটেমিয়ার পম্প চটী, চীনের চ'চার জোড়া।
আতর গোলাপ ফিতে তাস,
চুঁর কাঁচ আয়না গ্লাস,
গিল্টিকরা গয়না কত, মাদুর পাটী মোড়া॥
পেস্তা বাদাম আনার আঙুর,
কমলা নোনা খই খইচুর,
খাঁটি জিনিস—ভেজের জিনিস কতই আসে হাটে।
একেক কোরে বোলবো কত,
দরকার নেই আমার তত,
লেখার চেয়ে দেখাই ভাল,—বটে কি না?—বটে॥
রামকৃষ্ণময় সেন মহাশয় লক্ষ্মীবারের হাটে।
কতক জিনিস কিনতে এলেন তঙ্কা বেঁধে গাঁটে॥
এ দিক ও দিক সে দিক ফিরে বস্ত্র মনের মত।
সেন মহাশয় পান না খুঁজে, তাকান ইতস্ততঃ॥
নয়নতারার হুকুমমত জিনিস কেনা চাই।
নৈলে সেনের ভার কপালে পোড়বে চুলোর ছাই॥
ঘুরে ঘুরে সেনের পোয়ের ধ'রলো পায়ে ব্যথা।
কিন্তু কোথাও নাহি মিলে, 'ভিক্টোরিয়া কাথা'॥
দেশ বিদেশের কাপড়ওয়'লা অনেক ছিল হাটে।
সেনজা গিয়ে সবার কাছে কতই কাপড় ঘাঁটে॥
সেনজা বলে, "দশ গুণ দাম দিচ্ছি; বাঁচাও, ভাই।
'ভিক্টোরিয়া কাথা' আমার চাই—চাই—চাই॥"
কাপড়ওয়'লা বোল্লে তখন, "ওগো সেনের পো!
ভুল কোরে কি ভুলিয়ে নেবো ছেলের হাতের মো?
দেশ বিদেশের, এমন কি গো, বিলেত থেকে কত।
রকমারি ধুতি শাড়ী চাদর শত শত॥

আমদানী হয় বাঙ্গলা দেশে, নতুন নতুন নাম।
'এলোকেশী', 'প্রাণের বাঁশী', 'পূর্ণমনস্কাম'॥
বিলেত থেকে শাল দোশালা আসচে নকল হ'য়ে।
'ভিক্টোরিয়া কাঁথা', মশায়! পাই নি কোন ঠাঁয়ে॥"
এক জন নয়, সবার মুখে এমন কথা শুনে।
লাগলো যেন দশটা হোঁচোট্ রসিক সেনের প্রাণে॥
কি আর করে? চোল্লো ফিরে কিনে ছ'খান শাড়ী।
চার খানার দাম ন' দশ টাকা, সিম্‌লে পাছাপাড়ী॥
ছ'খান শাড়ী মাড়ে ভরা কস্তাপেড়ে পেলো।
বড়র তরে সেই দু'খানা রসিক নিয়ে গেলো॥
হাট ছাড়িয়ে কতক দূরে সেনজা এলো চোলে।
এমন সময় গোপাল ঘোষাল, সেনকে ডেকে বলে॥
"ওহে ভায়া, মেলাই কাপড় কিন্‌লে কাহার তরে।
ভাল খেলো তুই যে দেখি, কোন্ জোড়া কি দরে?"
সেনজা বলে, "থাক্ সে কথা, বেলা গেলো নেবে।
এর পরে, ভাই, এ সব কথা, আর এক দিনে হ'বে॥"
সেনের মুখে এমন কথা শুনে ঘোষাল কয়।
"নাই বল তা; বুঝ্‌তে আমার আর কি বাকী রয়?
কিন্তু, ভায়া! একটা কথা বোল্‌বো তোমায় আজ।
শুন্‌তে হ'বে দয়া কোরে ফেলেও হাজার কাজ॥
বড় বৌকে কষ্ট দেওয়া তোমার উচিত কি?
লক্ষ্মী সতী গুণবতী ভালমানুষের ঝী॥
আমার মেয়ের মুখে আমি শুন্‌চি ক'দিন ধোরে।
আগের চেয়ে বাড়াবাড়ি ফেল্‌চো তুমি কোরে॥
ছোট্‌কী কি হে গুণটি কোরে কোল্লে তোমায় ভ্যাড়া?
ছোটর বেলা খাসা শাড়ী, বড়র বেলা ছেঁড়া॥
কিন্তু তুমি আগাগোড়া আগে বিশেষ বুঝে।
ছোট বৌকে নিজের ভেবে রেখো প্রাণে গুঁজে॥
তুমি ভাব, ছোট্‌কী তোমায় বড্ড ভালবাসে।
কিন্তু, দাদা, জেনো সেটা গেয়ের পিরীত ঘাসে॥
মুসলমানের মুরগী পোষা, ছোটর ভালবাসা।
তোমার মত বুদ্ধিমানে কোল্‌লে মাগী চাষা?
ভোগা দিয়ে ভোগ করে সে তোমার ষোল আনা।
আতা বোলে দেখায় তোমায় খেলো পাকা নোনা॥
কিন্তু যিনি পতির সেবা করেন ষোল আনা।
তাঁ'কে তুমি দেখাও, ভায়া! ষোল কড়াই কাণা॥
এ অধর্ম্ম তোমার, ভায়া! ধর্ম্মে নাহি স'বে।
লোক নিন্দা হ'য়েচেই তো, শেষটা নরক হ'বে॥"
গোপাল ঘোষাল বোল্লে যদি এমনতর কথা।
রসিক সেনের বাজলো বুকে মর্ম্মান্তিক ব্যথা॥
খানিক ভেবে রসিক বলে,—"এমন কভু হয়?
ছোটর আমার এমন তর স্বভাব কভু নয়॥
যা' বোল্লে তা' বোল্লে ভায়া! আর বোলো না হেন।"
গোপাল বলে,—"রাগ কেন, ভাই? একটা কথা শোনো॥"
এই-না বোলে গোপাল ঘোষাল এগিয়ে গিয়ে কাছে।
কি সব কথা কাণে কাণে বোল্লে খাঁচে খোঁচে॥
কাণে কাণে কথা কওয়া যেমন হোলো শেষ।
গোপাল বলে,—"এই কোল্লেই বুঝ্‌বে তুমি বেশ্॥"
তা'র পরেতে দু'দিক পানে দু'জন চোলে গেলো।
রসিক সেনের মনটা যেন কেমনতর হোলো॥
তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়ে কাপড়গুলো ফেলে।
"বাহ্যে যাবো—পেট গেলো গো!" রসিক হেঁকে বলে॥
কমল ছিলো রান্নাঘরে, বাইরে এলো ছুটে।
জলের গাড়ু দিয়ে বলে,—"কি হ'য়েচে পেটে?"
রসিক বলে, "ব'ল্‌বো এসে, বাহ্যে আগে যাই।"
এমন সময় নয়নতারা ছুট্‌লো ধাওয়া ধাই॥
রসিক বলে,—"ও ছোট বউ! বড্ড পেটে ব্যথা।"
নয়ন বলে, "কই, দেখি সে 'ভিক্টোরিয়া কাঁথা'॥"
রসিক বলে,—"বাহ্যে যা'বো, আর দাঁড়াতে নারি।"
নয়ন বলে,—"ও বড় বৌ! দাও না জলের ঝারি॥
এই যে ঝারি—যাও বাহ্যে; বোচকা দেখি আমি।
'ভিক্টোরিয়া কাঁথা' খানি দেখি কত দামী॥"
এই বোলে সে বোচ্‌কা তোলে দেক্কে খুলে কাঁথা।
সেনজা গেলো বাইরে চোলে, বড্ড পেটে ব্যথা॥
বোচকা খুলে নয়নতারা উঠ্‌লো বড় চোটে।
শাড়ীগুলো ফেলে দিলে রাগে ঘেঁটে ঘুঁটে॥

ঢুক্‌লো জেড়ে নিজের ঘরে, চক্ষে ঝরে জল।
রাগটা যে তা'র ষোল আনা, সাক্ষী পায়ের মল॥
চুপটি কোরে কমলমণি দাঁড়িয়ে সেথা রয়।
নয়নতারার রাগটা দেখে মনে হোলো ভয়॥
খানিক পরে এলেন ফিরে রসিকহৃদয় সেন।
তাড়াতাড়ি হাতমাটি আর হাত পা ধুইলেন॥
"পেট গেলো—পেট গেলো" বোলে ছোটর ঘরে যায়।
ছোট্‌কী বলে,—"হেথায় কেন ? কিসের অভিপ্রায় ?
যা'কে তুমি ভালবাস, তা'র কাছেতে যাও।
আমার ঘরে থাক যদি, আমার মাথা খাও॥"
"পেট গেলো—পেট গেলো" বোলে সেনজা তখন ছুটে।
কমলমণির ঘরে গিয়ে পোড়্‌লো ভুঁয়ে লুটে॥
তাড়াতাড়ি কমলমণি দৌড়ে গেলো ঘরে।
আকুল হোয়ে বোল্‌লে ভয়ে কাঁদো কাঁদো স্বরে॥
"এমন কেন কোচ্চো তুমি, পেটে হোলো কি ?
একটু থামো—জলে তেলে পেটে ঘ'ষে দি॥
ওগো! তুমি শোবে কিসে ? ছেঁড়া কাঁথা আনি।
একটু থামো, ওঘর থেকে বিছেন বালিশ আনি॥"
এই-না বোলে কমলমণি গেলো ছোটর ঘরে।
মুখ ঝাম্‌টে নয়নতারা তাড়িয়ে দিলে তা'রে॥
মলিন-মুখে কমলমণি নিজের ঘরে এলো।
ঘরে ঢুকেই কেঁদে বলে, "হায় হায়, কি হোলো॥
ও ছোট বৌ! ও ছোট বৌ! দৌড়ে এসো হেথা।
হায় গো আমার এ কি হোলো, কয় না স্বামী কথা॥"
এই-না বোলে ডাক-ছুকুরে উঠ্‌লো কেঁদে সতী।
পতির পায়ে পোড়্‌লো কেঁদে চাপ্‌ড়ে নিজের ছাতী॥
কান্না শুনে ছোট্‌কী এলো বড়র ঘরে ছুটে।
প্রাণেশ্বরের মূর্ত্তি দেখে প্রাণ চোম্‌কে ওঠে॥
কাছে গিয়ে বুকটো ছুঁয়ে, নাকে দিয়ে হাত।
বোল্লে,—"দিদি! হায়, কি হোলো! ঘোর সন্নিপাত॥
যাও তুমি যাও, রান্নাঘরে কর গরম জল।
বোতোল পুরে সেঁক্‌তে হ'বে, নাড়ীতে হ'বে বল॥"
তাড়াতাড়ি কমলমণি গেলো রসুই-ঘরে।
সেই সময়ে নয়নতারা একটা ফিকির করে॥
রসিক সেনের ঘুন্‌সী-বাঁধা চাবিকাটি ছিলো।
কোমর থেকে ছুঁচো বেটী অমি খুলে নিলো॥
এক্‌টু পরে কমলমণি দৌড়ে এলো ফের।
গরম জলের হাঁড়ী হাতে, জলটা দু'তিন সের॥
নয়নতারা বোল্লে তা'কে,—"হাতটা বুলোও গায়ে।
কোথাও তুমি যেয়ো নাকো, বিছেন পেতো ছুঁয়ে॥
আমার ঘরে তেলের বোতল গোটা দুয়েক আছে।
আন্‌চি আমি—কাঁদ্‌চো কেন ?—বোসো স্বামীর কাছে॥"
এই-না বোলে নয়নতারা নিজের ঘরে গিয়ে।
সিন্দুকটো ফেল্লে খুলে চাবিকাটি দিয়ে॥
গয়নাপাতি টাকাকড়ি যে সব ছিল তা'য়।
একে-ক কোরে হাঁড়ীর ভিতর পুর্‌লে অচিরায়॥
পাশ কাটিয়ে খিড়্‌কী দিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি।
পুকুর-কোণে নিশেন কোরে রাখ্‌লে পেড়ে হাঁড়ী॥
বোতোল দুটো পুকুর-জলে বেশ্‌টি কোরে ধুলে।
ঘরে এসে সিন্দুকে ফের তালা এঁটে দিলে॥
বোতোল নিয়ে বড়র ঘরে এসে নয়নতারা।
বোল্লে,—"দিদি! এখন এ'রে দেখ্‌চো কেমন ধারা॥"
কমল বলে কেঁদে কেঁদে,—"ও বোন্! এ কি হোলো।
এ অভাগীর সকল আশা আজকে বুঝি গেলো!"
নয়নতারা কাছে গিয়ে, দেখ্‌লে মুখের পানে।
হাত পা খেঁচে প্রাণের পতি হেঁচ্‌কে শোয়াস টানে॥
এই-না দেখে নয়নতারা কেঁদে বলে হেঁকে।—
"হায় কি হোলো!" কিন্তু বেটীর জল নাইকো চোখে।
নয়নতারার কান্না শুনে সরল কমলমণি।
হাহাকারে চেঁচিয়ে কাঁদে, কর কপালে হানি'॥
নয়ন বলে,—"বড় দিদি! আর কোরো না দেরি।
দৌড়ে গিয়ে দাও গো খবর, রোগটা বিষম ভারী॥"

রসিক সেনের বাড়ীর পূবে গোপাল ঘোষাল থাকে।
সেই বাড়ীতে কমল গিয়ে কেঁদে কেঁদে ডাকে॥
এ দিকেতে নয়নতারা চাবিকাটি ফের।
রসিক সেনের ঘুনুসী-ডোরে বাধ্‌লে দিয়ে ফের॥
ওদিকেতে গোপাল ঘোষাল বাড়ীর মেয়ে নিয়ে।
কমলমণির সঙ্গে এসে দেখেন দোয়ার দিয়ে॥
সন্ধ্যে তখন উৎরে গেছে, ঘুঁকচে আঁধার ছায়া।
সেই আঁধারে কমলমণির টোল্‌চে শোকে কায়া॥
গোপাল ঘোষাল দাঁড়িয়ে দোরে,কাজেই নয়নতারা
ঘরের কোণে সোরে গেলো, ঘোম্‌টা টেনে ত্বরা॥
গোপাল ঘোষাল দেখে শুনে বোল্লে নিশেস ফেলে।—
"হায়, বন্ধু! হায় হায় হায়! ওহো কোথায় গেলে॥
এই-না বোলে গোপাল ঠাকুর বাইরে ছুটে গেলো।
রসিক সেনের জ্ঞাত কুটুমকে সঙ্গে নিয়ে এলো॥
আমায় সময় কাণে কাণে বোল্লে কি সব কথা।
সবাই মিলে দৌড়ে এলো চাপড়ে নিজের মাথা॥
চার পাঁচ জন মদ্দ এসে কাট্‌লে কাঁচাবাঁশ।
বাস্তায় বেঁধে ঠিক কোল্লে যেমন অভিলাষ॥
গোপাল ঘোষাল দূরে থেকে, বোল্লে তখন ডেকে।
"শ্মশান-ঘাটের চাই যে খরচ, দাও গো দেখে টেকে॥"
দীনদুখিনী কমলমণি বোল্লে তখন এই।—
"আমার কাছে টাকাকড়ি কিছুই তো গো নেই॥
ও ছোট বৌ, চাবিকাটি কোথায় আছে জানো।
সিঁদুক খুলে ঘাটের টাকা ত্বরায় কোরে আনো॥"
ছোট্‌কী বলে, "আমার কাছে নেইকো চাবিকাটি।
কোথায় চাবি, তা'ও জানিনি, জানেন স্বামী সেটি॥"
গোপাল ঘোষাল তখন গিয়ে নয়নতারার ঘরে।
কুড়ুল দিয়ে কাঠের সিঁদুক ভাঙ্‌লে হাতের জোরে॥
সিঁদুক মাঝে নাইকো কিছু, সকল দিকেই খালি।
গোপাল বলে,—"উপায় কিবা? নাই যে টাকার থলি॥"
কমলমণি তখন বলে,—"ওগো ছোট বউ!
সাঁজের বেলা টাকাকড়ি ধার দেবে না কেউ॥
তোমার যদি নিজের কাছে দু'চার টাকা থাকে।
দাও ছোট বৌ, মুক্ত কর এ ঘোর বিপদ্ থেকে॥"
ছোট্‌কী বলে,—"আমার কাছে একটি কড়াও নেই।
তা'ছাড়া বা কোথায় যাবো? ধার বা দেবে কেই?"
কমলমণি তখন বলে, "কিই বা আমার আছে।
গয়নাগাঁটি টাকাকড়ি সবি তোমার কাছে॥
একটি কেবল তারভাঙা নথ্, নেও নি তুমি বোলে।
সেইটি আছে আমার কাছে, রেখে দি'ছি তুলে॥
অসময়ে সেইটি এখন দিচ্চি আমি এনে।
সেইটী আমার লাখ টাকার ধন, এই বিপদের দিনে॥"
এই-না বোলে কমলমণি নথটি এনে দিলে।
গোপাল বলে, "ভাগ্যে তুমি নথটি রেখেছিলে॥"
এই না বোলে গোপাল ঘোষাল লোক সবারে বলে।
"দেরি কোরে আর কি হ'বে? তোলো হরি বোলে॥"
চার জনেতে ঘরে ঢুকে তুল্লে মোটা লাশ।
কেউ বা বলে, "এই ভার কি সইবে ছটো বাঁশ?"
চার জনেতে যেমন তুলে বা'র কোর্‌বে মড়া।
পা দু'খানা কাড়া হোয়ে রৈলো খোরে জোড়া॥
কোন মতেই লাশ গলে না, ছোট দোয়ার দিয়ে।
চার জনেতে আকুল হোলো মস্ত মড়া নিয়ে॥
তাই না দেখে কমলমণি কেঁদে তখন কয়।—
"চৌকাটটে কেটে ফেলো, নৈলে সুনিশ্চয়॥
আমার স্বামীর পায়ে, আহা, লাগ্‌বে বড় ব্যথা।
আহা! কমলমণির প্রাণে সরলতা গাঁথা॥
"চৌকাটটে কেটে ফেলো" এই কথাটা শুনে।
নয়নতারা চেঁচিয়ে বলে দাঁড়িয়ে ঘরের কোণে॥
"সে কি কথা, কপাট কাটা? ঘরটা হ'বে মাটি।
তা'র চেয়ে ও পা দু'খানা কর কাটাকাটি॥
মরা মানুষ চিতের পুড়ে ভস্ম হ'য়ে যা'বে।
কাট্‌লে কি তা'র পা দু'খানা কষ্ট আবার পা'বে॥"
এমন সময় যে চার জনে তুলেছিলো মড়া।
চার জনেতেই হুম্‌ড়ে পড়ে লেগে মড়ার চাড়া॥

হুড়মুড়িয়ে প'ড়লো মড়া ঠিক কপাটের ধারে।
প'ড়ে গিয়েই উঠ্‌লো তেড়ে গভীর হুহুঙ্কারে ॥
লাফিয়ে উঠে ধরলো ছুটে নয়নতারার ঝুঁটী।
এক আছাড়ে ফেলে ভুঁয়ে, মারে দু'তিন মুটি ॥
"বাপ্‌ রে! মা রে! যাই যাই রে!" বোলে নয়ন কাঁদে।
পালিয়ে যেতে পথ নেইকো, প'ড়্‌লো বিষম ফাঁদে ॥
দাঁত খিঁচিয়ে রসিক বলে, "আরে হারামজাদি।
পা কাটুবি! এর নাম কি পতিসেবা, বাঁদি?
বুনসী থেকে চাবি খুলে, সিঁদুক খুলে চুরি।
রাখ্‌লি কোথা গয়না টাকা? বা'র কর্‌ নয় মারি ॥"
এই-না বোলে রসিক যেমন তুল্‌লে বিরাম লাথি।
গোপাল ঘোষাল দৌড়ে গিয়ে ধোর্‌লে রাগী হাতী ॥
দু'হাত ধোরে আন্‌লে টেনে, রসিক সেনে খোরে।
আর সকলে টেনে টুনে রাখলে জোরে ধোরে ॥
ষোল আনা ভালবাসা কোথায় উবে গেলো।
ষোল আনা রাগের নেশা প্রাণের ভিতর এলো ॥
তেড়ে তেড়ে আবার বলে, "গয়না টাকা কোথা।
আন্‌ শীগ্‌গির, নৈলে গুঁড়ো এই করি তোর মাথা ॥"
ধমক শুনে নয়নতারা কেঁদে কেঁদে গিয়ে।
পুকুর থেকে টাকার হাঁড়ী আন্‌লে প্রাণের ভয়ে ॥
তাই না দেখে সকল জনে অবাক্‌ হোয়ে গেলো।
কমল বলে, "বামীর মনে এতও ছলা ছিলো ॥"

খানিক পরে ঠাণ্ডা হ'য়ে রসিকজনয় বলে।
"গোপাল দাদা! ভাগ্যে তুমি যুক্তি দিয়েছিলে ॥
নৈলে আমার দফা রফা হোতো বাঁদীর হাতে।
বানিয়ে ভেড়া রাখ্‌তো খাড়া আমায় দিনে রেতে ॥
ধিক্‌ আমাকে, পুরুষ হ'য়ে এমন বোকা আমি।
ধিক্‌ আমাকে, আমি অতি অধম পশু কামী ॥"
এই-না বোলে রসিকজনয় দুঃখভরা প্রাণে।
ক্ষমা চেয়ে বোল্‌লে চেয়ে কমলমণির পানে ॥—
"দেবী তুমি—লক্ষ্মী তুমি—তুমি পতিব্রতা।
এই পিশাচী নিশাচরী, বিষম বিষের লতা ॥
ক্ষমা কর, পতিব্রতে! কোচ্চি আমি পণ।
আর তোমাকে দিব নাকো কষ্ট কদাচন ॥
গোপাল দাদার চরণ ছুঁয়ে বোল্‌'চ সবার ঠাঁই।
তুমিই শুধু পত্নী আমার, আর পত্নী নাই ॥"
তা'র পরেতে রসিকজনয় দারুণ ঘৃণায় ভরে।
নয়নতারার গয়না গুলো কেড়ে নিলে জোরে ॥
ছেঁড়া কাপড় পরিয়ে দিলে, গালে কালি চুণ।
বেস্‌ দেখ্‌টা হোলো বেটীর, যেমনতর গুণ ॥
বাগদী মাগী দুটো ডেকে সেনজা তা'দের কয়।—
"যা এটাকে নিয়ে; এটা পত্নী আমার নয় ॥
এই বাঁদীটের বাপের বাড়ী চন্দ্রশেখরপুরে।
বাজিয়ে কুলো যা নিয়ে যা' চুলের মুঠী ধোরে ॥"
নয়নতারা বিদেয় হোলো, চক্ষে ঝরে জল।
গোপাল ঘোষাল ধন্য তুমি, ধন্য তোমার কল ॥

১০।—বোকা শিবে।

একের পালা।

বোকা শিবে বড্ড বোকা,
যেমন বোকা তেমি ক্যাকা,
কাজের বেলায় ভ্যাবাগ্যাকা, খাবার বেলায় পাকা।
সেটার মত দুনিয়া যুড়ে,
কেউ নেইকো নিরেট-খুড়ে,
হাঁচ্‌লে গেলে গাঁটে ব্যথা, শোবার বেলায় খোকা ॥

বোকা শিবে জেতে তাঁতি,
বুনতে নারে শাড়ী ধুতি,
পেট কিন্তু তা' বোঝে না, কেবল খোঁজে ভাত।
কাজে কাজে দেখা দেখা,
শুনিয়ে শিবে দুখের কথা,
পয়সা কড়ি কর্জ্জ কোরে মুখে তোলে হাত ॥
এই রকমে উনিশ টাকা,
ধার কোরে শিবে বোকা,
আসল সুদে সাতাশ টাকা তেরো আনা হ'ল।

শুধুতে নারে বোকা শিবে,
আকুল হোলো ভেবে ভেবে,
সুদে খিদেয় এক্‌সা হোয়ে বোকা শিবে ম'ল ॥
কোত্থেকে ফের যোটুলো কাল,
ভাদ্র মাসের পাকা তাল,
বোকা শিবের জিব দিয়ে লাল ঝর্‌ঝরিয়ে ঝরে।
তাল-ফুলুরি সবাই পায়,
বোকা শিবেও খেতে চায়,
ডাল তেল গুড় চালের গুঁড়ি নাই কিন্তু ঘরে ॥
বোকা শিবে আধ-বয়সা,
ধার পায় না, আধ পয়সা,
তাল-ফুলুরি আট্‌টি আনার কমে হওয়া ভার।
তবুও শিবে ঘরে ঘরে,
ঘুর্‌লো কত ধারের তরে,
পাল্‌টে এলো বিক্ত করে; কেউ দিলে না ধার ॥
বোকা শিবের পত্নী হেথা ব'সে পুকুর ঘাটে।
কাণা-ভাঙা পাথর ঘটী মাজ্‌চে সিঁড়ির পাটে ॥
পঁইচে, তাবিজ, এম্নিতর রূপোর দু'চার খানা।
গয়না ছিলো শিবের বোয়ের, পাশা দু'খান সোণা ॥
কুড়ে শিবে ঝগড়া কোরে দু'এক খানা কোরে।
বেচে টেচে সব ক'খানাই পেটে দেছে পুরে ॥
এখন শুধু শিবের বোয়ের ভরসা রূপোর নোয়া।
তা'তেও শিবের ছোঁয়ের আশা, কিন্তু কঠিন ছোঁয়া ॥
এয়োর নিশেন হাতের নোয়া নেওয়ায় হ'বে পাপ।
এই জন্মে শিবের মনে আট্‌কে আছে তাপ ॥
বলি বলি কোরেও শিবে বোল্‌তে নাহি পারে।
আজ কিন্তু তাল-ফুলুরি বলিয়ে দিলে তা'রে ॥
চুল্‌কে মাথা, ভাঙা কথা আম্‌তা সুরে ধোরে।
বোয়ে এসে কাছে ঘেঁসে, তবুও কতক সোরে ॥
"হ্যাদ্যাখ্ বউ! ভাদর মাসের দিন্‌টে বোয়ে যায়।
তা—তা—তা—তাল ফুলুরি প্রাণটা খেতে চায় ॥
ধার পেনু নি একটা কড়াও, উপায় করি কি।
নো গাছটা—অ্যাঁ, কি বলিস্, ভাল্‌মানুষের ঝি ॥
বেচ্‌বো নাকো, বাঁধা দেবো আট গণ্ডায় খালি।
আশিন মাসেই ছাড়িয়ে দেবো, দিব্যি কোরে বলি ॥
অ্যাঁ—কি বলিস্? ও বউ! বউ! ও তোর পায়ে পড়ি।
মাইরি, আমি বেচবো নাকো পেলেও দু'গুণ কড়ি ॥
নোয়ার নোয়া, শাঁখের শাঁখায় এয়োর নিশেন রয়।
রূপোর নোয়া পুল্‌তে তবে কর্‌বি কেন ভয় ॥
কাঁঠাল রসের আমসত্ব, সোণার পাথরবাটি।
যেম্নিতর, তেম্নিতর রূপোর নোয়ার ভাঁটি ॥
তাইতে বলি, দোষটা এতে কিছুই হ'বেক নাই।
দে খুলে দে, আদর, আমি হাটকে চোলে যাই ॥"
যেমন শিবে তেমি শিবি, তেমি দুটোর জিব।
তাল-ফুলুরি খা'বার বেলায় সমান শিবি শিব ॥
কিন্তু রূপোর এয়ো-নোয়া খুল্লে হ'বে পাপ।
কাজে কাজে আদরমণি বোল্লে কোরে কাপ ॥
"একটি জোড়া কাপড় যদি বুন্‌তে পার তুমি।
তাল-ফুলুরির যোগাড় তবে কোত্তে পারি আমি ॥
দেখন্-হাসির একটা টাকা ধার কোরেচি কবে।
আসল সুদে এ মাস নাগাৎ দেড়টা টাকা হ'বে ॥
পুরোপুরি দুটো টাকা আজ্‌কে কোরে আনি।
আড়াই টাকার একটি জোড়া কাপড় বোনো তুমি ॥
সেই জোড়াটা হাটে বেচে, শোধো যদি ধার।
তাল-ফুলুরি কোত্তে পারি, নৈলে হওয়া ভার ॥"
শিবকিঙ্কর বোল্‌লে তখন, "কোথায় পাবো সুতো।"
আদরমণি বুঝ্‌লে তখন, সেটা কেবল ছুতো ॥
এই-না বুঝে বোল্‌লে আদর, অনেক সুতো আছে।
বেচবে নাকো, দিব্যি কোরে বল আমার কাছে ॥
কুড়ে শিবে ভেবে ভেবে বোল্‌লে তখন তা'রে।—
"বড্ড ব্যাথা হাতে, মাকু ঠেল্‌বো কেমন কোরে ॥"
আদর বলে,—"তাল-ফুলুরির আশা তবে ছাড়ো।
কাজের বেলায় হাতে ব্যাথা, গেলার বেলায় বাড়ো ॥
এই-না বোলে আদরমণি ঝাম্‌টা দিয়ে ওঠে।
শিবকিঙ্কর শঙ্কা পেয়ে পেছ্‌পায়েতে ছোটে ॥
দশ বারো পা পেছিয়ে গিয়ে, চেয়ে বোয়ের পানে।
কুঁতিয়ে বলে,—"বুন্‌বো কাপড় তাল-ফুলুরির টানে ॥"
এই না শুনে তখন আদর,
মেজে ধুয়ে ঘটী পাথর,
দেখন্-হাসির কাছে গেলো মুচ্‌কি হাসি হেসে ॥

কিন্তু শিবির খেয়ল-হাসি,
আর নয়কো মিষ্টিভাষী,
খেয়ল-রাগী হোয়ে কড়া শুনিয়ে দিলে কোসে ॥
খেয়ল-হাসির রাগের মত,
শিবির যদি রাগটা হোতো,
দেড়টা টাকা ধার থাক্তো আর কি এতক্ষণ ?
আসল-সুদে ক্রান্তি কড়ায়,
চুকিয়ে দিতো ধার শিবি তা'র,
রাগ-সঙ্গুনী আদরমণির নয়কো তেমন মন ॥
শিবির মতন পুরুষ মেয়ে,
অনেক আছে অনেক ঠেঁয়ে,
মহাজনের লাথি জুতো, গালের গুঁতো সয়।
রাগটা হওয়া দূর হোয়ে যাক্,
বরং হেসে মুখ করে ফাঁক,
মড়ার চেয়েও মড়া হোয়ে চুপ্টি কোরে রয় ॥
লজ্জা ঘৃণা পিত্তিছাড়া,
শিবির চেয়েও শিবে মড়া,
এম্নিতর লক্ষ্মীছাড়া হাজার হাজার আছে।
ধার কর্‌বার বেলায় সাধু,
মুখটি কোরে কান্নু কাড়,
পাওনাদারে কোরে যাদু, কেমন দাঁড়ায় কাছে ॥
শিবের শিবি তেম্নি হোয়ে,
মায়ামাখা কথা কোয়ে,
খেয়ল-হাসির রাগটা শুষে আনন্দে বসে শেষে।
কথায় কোরে মন ঠাণ্ডা,
হাত্ কোরে আট গণ্ডা,
শুনে গেঁথে বুঝিয়ে দিলে শিবের কাছে এসে ॥
[একের পালা হোলো।]

দুয়ের পালা।

আট গণ্ডা পয়সা নিয়ে শিবে গেলো হাট।
মস্ত দুটো তাল কিন্‌লে, কালো ছালে ফাট ॥
ঠোঁটের দুটো কোণ কুঁচ্‌কে, টেনে ঠোঁটের পেট।
হিঃ হিঃ কোরে হাস্‌লে শিবে ঘাড়টা কোরে হেঁট ॥
তাল-মূল্য পয়সা ছ'টা তাল-বেচাকে দিয়ে।
চোলো শিবে কলুর বাড়ী তাল দুটোকে নিয়ে ॥
কালো পারা ছোবড়া-চেরা তালের মুখের হাসি।
বোকা শিবের মুখের হাসির সঙ্গে মেশামিশি ॥
দুটো হাতের দুটো চেটোয় তাল দুটোকে ধোরে।
কাঁধের দিকে উঁচু কোরে চোলো কলুর ঘরে ॥
মধ্যিখানে শিবের মাথা, দুই দিকে দুই তাল।
তিন মুণ্ড রাবণ যেন, সাত মুণ্ড ঘাল ॥
তালের রঙে শিবের রঙে মিশ খেয়েচে বেস্।
তালের হাসি শিবের হাসি একই কুলির খেঁস ॥
এই রকমে কাঁধের দিকে তাল দুটোকে ধোরে।
শিবকিঙ্কর দাঁড়ায় গিয়ে, কালু কলুর দোরে ॥
কেলে কলুর মা বুড়ীটের বয়েস বছর আশী।
দুটো চোখেই ঝাপ্‌সা দেখে, ঝরে জলের রাশি।
দেয়াল গোড়ায় দাঁড়িয়ে বুড়ী চাব্‌ড়া গোবোর
ঘেঁটে।
থাব্‌ড়া দিয়ে দালের গায়ে লাগাচ্ছিলো ঘুঁটে ॥
ঘুঁটের গায়ে ঘুঁটে পড়ে বুড়ীর চোখের দোষে।
এক এক বার জিরোয় বুড়ী খোমার গোড়ায়
বোসে ॥
এমন সময় "মাসী" বোলে শিবে দিলে সাড়া।
ঘাড়টা তুলে দেখ্‌লে বুড়ী চোকে দিয়ে চাড়া ॥
উপর পানে চেয়ে বুড়ী শিবকে তখন বলে।—
"ওই তিনটে তাল কিনলি কয় পয়সা মূলে ॥"
মধ্যিখানে শিবের মাথা, তাল দুটো দু' কাঁধে।
কলু বুড়ী পোড়ে গেলো তিনটে তালের ধাঁধে ॥
তিনটে তালের কথা শুনে শিবে বলে হেসে।—
"আনুম দুটো, তিনটে, মাসি! কোথায় পেলি
শেষে ॥"
শিবের কথা শুনে বুড়ী ভাবলে মনে মনে।—
"মিথ্যে কথা বোল্‌চে শিবে তাল তিনটে এনে ॥"
এই-না ভেবে দাঁড়ায় বুড়ী কাঁকাল ধোরে ঝুঁকে।
তালটা ভেবে হাতটা দিলে বোকা শিবের মুখে ॥
শিবের মুখে লাগ্‌লো যেমন গোবোরমাখা হাত।
"উঃ—উঃ—উঃ!" বোলে শিবে ঘাড়টা করে
কাত্ ॥

বাঁ হাতটায় যে তালটা বোকা শিবের ছিলো।
মুখ ফিরুতে ধাক্কা লেগে ছু য়ে পোড়ে গেলো॥
ভলভলে তাল ধপাস্ কোরে পোড়লো যেমন
নীচে।
থ্যাব্ড়া হোয়ে তুব্ড়ে গেলো তিনটে ঠেঁযে ছিচে॥
"হায় হায়,কি কোল্লি, বেটি! তালটা হোলো মাটি।
ছাড়্বো নাকো, তেলটা নেবো গোলো আনাই
খাঁটী॥"
ছেঁচা তালের মতন শিবে মুখটো পেঁচা কোরে।
তালের শোকে গরম রোকে ঝগড়া করে ঘোরে॥
বাড়ীর ভিতর ঘানীগাছে কেলে কলু ছিলো।
গোর সমাবৎ শুনে কেলে বাইরে ছুটে এলো॥
শিবের মুখে ব্যাপার শুনে বোল্লে কেলে তবে।—
"চুপ্ কর্, ভাই!—দৈবাত্তির!—রাগ্‌লে কি আর
হ'বে॥
পাঁচ পো তেলের এক ছটাকের দাম দিস্ নি,
ভাই।
গোবোরমাখা মুখ ধু'য়ে ফেল্; জল আনি গে
যাই॥"
এই-না বোলে কেলে কলু এনে দিলে জল।
চেঁচে পুঁচে ধুলে শিবে দামড়া গোরুর মল॥
বাজার যা'বার সময় শিবে একটা তেলের কেঁড়ে।
কেলের কাছে গেড়লো রেখে গলায় গুঁজে বিঁড়ে॥
সেই কেঁড়েতে পাঁচ পোয়া তেল মেপে দিলে
কেলে।
কিন্তু ঠিকে খৎরো ছটাক, পাঁচ পো মুখে বলে॥
শিবে বলে,—"কালু দাদা! দামটা কত দেবো।
এক ছটাকের দাম কিন্তু বাদ দিয়ে তেল নেবো॥"
কেলে বলে, "পাঁচ ছটাকে পড়্তা স-চার পাই।
হিসেব কোরে বল্ না তবে সেরকে কত পাই॥"
শিবে বলে,—"স-চার আনা সের-পড়্তা হয়।"
কেলে ভাবে,—"শিবে শালা বোকা সুনিশ্চয়॥
পাঁচ পোয়াতে স-চার আনা, কিন্তু বোকা শিবে।
চার পোয়াতে স-চার আনা ঠিক্ কোরেচে ভেবে॥
ভালই হোলো, এক পো'র দাম বাড়িয়ে আমি নি।
মাপে আবার ছটাক তিনেক আগেই মেরেচি॥

সাত ছটাকের দামটা আমার অম্নি হোলো লাভ।
এই গোরুটোয় ফাঁকি দিয়ে, কিন্‌বো গোরুর জাব॥"
এই-না ভেবে কেলে কলু শিবকে তবে কয়।—
"পাঁচ পো' তেলে স-পাঁচ আনা আর সিকি পাই
হয়॥
পুরোপুরি পাঁচ গণ্ডা পয়সা দে বা, ভাই!
এক ছটাকের দাম দিন্থু বাদ পাকা সওয়া পাই॥"
খুসী হোয়ে বোকা শিবে পয়সা গুণে দিয়ে।
ভাঁড়ের মুখে বোসিয়ে দিলে সেই তালটা নিয়ে॥
সতাল তেলের ভাঁড়টা কালু খেঁকে সমেত তুলে।
শিবের মাথার ব্রহ্মতেলোয় গোছটি ক'রে দিলে॥
বাঁ হাতটায় বুড়ো কোড়ে আঙুল ছুটো চেপে।
ভাঁড়ের গলা ধোল্লে শিবে, শক্ত কোরে টিপে॥
আর তিনটে আঙুল তুলে তালে দিলে ঠেস।
ডান হাতটার তালটা নিলে ডান হাতটায় শেষ॥
সেখান থেকে ময়রা বাড়ী চোলে গেলো শিবে
ছেলের গুঁড়ি, গুড়ের কথা মনে মনে ভেবে॥
আটটি আনার দেড়টি আনা গেঁঠে আছে বাঁধা।
গুড় গুঁড়ি কি হ'বে তা'তে লাগ্‌লো বড় ধাঁধা॥
চাঁদ ময়রার দোকানখানায় সকল জিনিস আছে।
নগ্‌দা ধারে ছুই রকমেই সে সব জিনিস বেচে॥
শিবে গিয়ে ব'ল্লে তা'কে,—"তাল কিনেচি ছুটো।
এম্নি মতন গুড় গুঁড়ি চাই; দাও শীগ্‌গির,ওঠো॥"
চাঁদ ময়রা ব্যস্ত বড় মুড়্কি-মাখা কাজে।
চাঁদ ময়রার মেজো পিসী পাশে মুড়ী ভাজে॥
ছুটো তালের আকার দেখে মাপটা ভেবে মনে।
মান্‌পো ভাজার গুঁড়ি দিলে ওজন দেখে শুনে॥
একো-গুড়ের ভিতর যেমন চাঁদ পুরলে হাত।
শিবে বলে,—"সার দিস্,ভাই! দিস্ নি শুধু মাত॥
মাত নে যা'বার বাটি ঘাটি নেইকো আমার কাছে।
তা'তে আবার হাত ছুটো, ভাই, আটকে পোড়ে
আছে॥"
চাঁদ ময়রা সারে মাতে গুড় কোল্লে বা'র।
সিঁদুর-মাখা সোণা যেন, রংটা চমৎকার॥
ওজন কোরে বোল্লে তখন, "শোন্ রে শিবে ভাই।
গুঁড়ির হোলো চার পয়সা, গুড়ের বারো পাই॥"

শিবে বলে,—"সব শুদ্ধ হোলো কত দাম ?"
ময়রা বলে, "চার গণ্ডা !" শিবের ছোটে ঘাম ॥
দেড় গণ্ডা পয়সা শুধু শিবের কাছে আছে।
দশ পয়সা চাই যে এখন, পায় বা কাহার কাছে ॥
খানিক ভেবে বোলে শিবে,—"দ্যা ভাখ্, চাঁদ ভাই।
কাল্‌কে দেবো দশ পয়সা ; ছ'টা দিয়ে যাই ॥
তেল তালে, ভাই, ফুরিয়ে গেছে সাড়ে ছ'টি আনা।
দেড়টি আনা ভরসা আমার, গাঁটটা খুলে নে না ॥"
ময়রা বলে, "স-সাত আনার জিনিস নিলি কবে।
চাইতে গেলে বলিস্ খালি,—'আজ নয়—কাল হ'বে' ॥
কোন্ লজ্জায় আবার, শিবে ! বলিস্ ধারের কথা।
তালে তেলে নগদা কড়ি, ধারের বেলায় হেথা ॥
যা চোলে যা, হাত-হেঁচড়া ! ধার দেবো না তোকে।"
গুড় গুঁড়ি চাঁদ সরিয়ে নিলে, নানানখানা বোকে ॥
চাঁদ ময়রার পিসীও তখন ছুটিয়ে দিলে মু।—
"লক্ষ্মীছাড়ার ইচ্ছে কেন ধারে খেতে গু ॥"
শিবে বলে,—গু হোক্ মু হোক্, আজ্‌কে ধারে নেবো।
বুড়ো শিবের দিব্যি, মাসি, কাল চুকিয়ে দেবো ॥"
চাঁদ ময়রা বোল্লে তখন, "বকিস্ কেন, শিবে !
গুছিয়ে হাত্তা দিলে হেঁকো ও তোর মুক্তী জিবে ॥"
শিবে ভাবে,—"মাঝপাঙ্‌টা এলুম আমি ত'রে।
ঘাটে এসে ডুব্‌লো ভরা, আড়াই আনার তরে ॥
উঁহুঁ—উঁহুঁ—তা হ'বেনা, তালফুলুরির সাধ।
মিটুবে আমার ; কা'র সাধ্যি সাধ্‌বে সাধে বাদ ॥"
এই-না ভেবে বোকা শিবে বোল্লে তখন এই।—
"চাঁদা দাদা ! ধারে আমার আর দরকার নেই ॥
টাট্‌কা বাসী তাল-ফুলুরি খেতে ভালবাসি।
না হয় খালি টাট্‌কা খা'বো, নেই বা হোলো বাসী ॥
ছুটো তালের তাল-ফুলুরি খেতে ছিলো সাধ।
একটা তালেই তাল রাখ্‌বো, পূর্‌বে সাধের আধ ॥
দেড়টি আনায় তাল কিনেছি—ছুটো হাতীর মাথা।
রসে ভরা—বড্ড ভারী, যেন ছ'পাট জাঁতা ॥
একটা তালের তালপাটালি ক'র্‌বো গণার পার।
একটা তালের তাল-ফুলুরি শুধ্‌বে আশার ধার ॥
গুড় গুঁড়ি আর কাজ কি আমার, ছুটো তালের মত।
আট পয়সার গুড় গুঁড়ি দে ; কাজ কি ধারের ছুতো ॥
এই নে নে বোক্ দেড় আনা, দেখে শুনে গুণে।
তেল তুলে নে আর ছ'পেয়ের, গুড় গুঁড়ি দে এনে ॥"
ময়রা বলে, "এক পোয়া তেল, নগদ ছ'টা পাই।
পেলে পরে আট পয়সার জিনিস দেবো, ভাই ॥"
শিবে বলে,—"চাঁদের ফাঁদে পোড়্‌লো জোনাক বাঁধা।
তাই নিয়ে তুই চেলের গুঁড়ি গুড় দে মোরে, চাঁদা ॥"
বোক দেড় আনা, এক পোয়া তেল তোলে চাঁদা নিলে।
আট পয়সায়—(তা'ও টিপ্‌নি)—গুড় গুঁড়ি শেষ দিলে ॥
শিবে বলে, "কি কোরে নি ?—ছ' হাত জোড়া যে।
গামছাখানার ছুটো খুঁটে এঁটে বেঁধে দে ॥"
একটা খুঁটে চাঁদ ময়রা গুড়ের ঠোঙা বাঁধে।
একটা খুঁটে গুঁড়ি বেঁধে দিলে শিবের কাঁধে ॥
বাজার বেসাত কোরে শিবে চোল্‌লো এবার ঘরে।
কখন্ খা'বো তাল-ফুলুরি !—জিব সগ্‌বগ্ করে ॥
[দুয়ের পালা হোলো।]

তিনের পালা।

তাল-ফুলুরির মালমসলা কিনে এনে শিবে।
বাড়ীর ভিতর ঢুক্‌লো গিয়ে ; জল সোর্‌চে জিবে ॥
"ও বৌ ও বৌ !" বোলে শিবে যেমন সাড়া দিলে।
দৌড়ে এসে আদরমণি ভাঁড় নামিয়ে নিলে ॥
তাল গুঁড়ি গুড় নামায় দেখে ; মুখ্‌টো হাসিভরা।
তাল-ফুলুরির যোগাড় ভারী, তাইতে এমন ধারা ॥

তালঝাড়াটা নিয়ে শিবে আপ্‌নি ঝাড়ে তাল।
আদরমণি লক্ষ্মী সেজে ঢুক্‌লো হাঁড়িশাল॥
গনগনাগন্ ধরিয়ে উনোন্ চড়িয়ে দিলে কড়া।
তেল ঢালে কড়ার গোলে; কল্‌কলাকল্ সাড়া॥
গুড় গুঁড়ি আর তালের মাড়ী এক সঙ্গে গুলে।
এলাচ গুঁড়ো, কর্পূর গুঁড়ো গোলায় গুলে দিলে॥
ঠিক্‌ঠাক্ সব যেমন হোলো, তখন আদরমণি।
শিবকে বলে, "তাঁত্‌শালেতে এবার গিয়ে তুমি॥
কাপড় বোনো, তাল-ফুলুরি নৈলে হ'বেক নাই।
যাও না উঠে?" শিবে বলে, — "আচ্ছা, আমি যাই॥"

রান্নাঘরের পাশের ঘরে শিবের তাঁতের শাল।
ঢুক্‌লো শিবে বুন্‌তে শাড়ী, জাগ্‌চে মনে তাল॥
রান্নাঘরে আদরমণি ছ্যাক্ চোঁক্ চোঁক্ কোরে
টপ্‌টপিয়ে তালের গোলা দিচ্চে কড়ার'পরে॥
রান্নাঘরে ছ্যাক্—চোঁক্—চোঁক্। তাঁতের ঘরে শিবে।
এক এক ছ্যাকে এক এক বড়া গুণ্‌চে ভেবে ভেবে॥
কাপড় বোনা নামমাত্র, কাণটা রসুই-ঘরে।
তা'তে আবার মনটা আঁটা তাল-ফুলুরির'পরে॥
কাজে কাজে ছ্যাক্—চোঁক্—চোঁক্ ফাঁক যায় না কাণে।
এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় গোণে॥
এই রকমে ক্রমে ক্রমে গুণ্‌লে এক এক পণ।
মাটির পিঠে আঁচড় কাটে, পাছে ঘটে ভ্রম॥
সব শুদ্ধ দু' পণ হোলো, পাঁচ গণ্ডা বেশী।
আশ্ মিটিয়ে খা'বে শিবে, মুখটো ভরা হাসি॥
তাল ফুলুরি ভেজে আদর শিবকে এসে বলে।—
"যাও শীগ্‌গির নেয়ে এসো তাল-পুকুরের জলে॥"
শিবে বলে,—"বেস্ বেস্ বেস্ তেলটা মেখে নি।
না'বার আগে পাঁচ সাতটা, হ্যাঁ বৌ! খাবো কি?"
আদর বলে,—"ও মা! ছিঃ ছি! যাই লজ্জায় ম'রে।
মুখ ধোওয়া নেই—চান করা নেই—খা'বে কেমন কোরে?"
শিবে বলে, "গিল্‌বো নাকো, দেখ্‌বো কেমন স্বাদ।"
আদর বলে, "খাও না কেন!—জিবে হ'বে দাদ॥"
শিবে বলে,—"থাক্‌গে তবে, আগেই নেয়ে আসি।
পলা দুয়েক তেল এনে দাও, মাথায় গায়ে ঘষি॥"
মাথায় গায়ে তেল্‌টা মেখে, নিমের দাঁতন নিয়ে।
শিবকিঙ্কর নাইতে গেলো গাম্‌ছা মাথায় দিয়ে॥
কুঁচির মতন চিবিয়ে দাঁতন, শিবে ঘষে দাঁত।
চোয়াল বোয়ে লালা ঝরে, লাগ্‌চে তা'তে হাত॥

ভাদোর মাসের বর্ষা পচা; আকাশ ঢাকা মেঘে।
মেঘ সরিয়ে পূবের হাওয়া বই'চে বিষম বেগে॥
এই আট্‌কা—এই চট্‌কা—এই ঝট্‌কা মেরে।
ঝর্‌ঝরিয়ে তড়্‌বড়িয়ে বৃষ্টিধারা ঝরে॥
সূয্যিঠাকুর গেছেন ডুবে, জমাট মেঘের কোলে।
ঘোর ঘোর ঘোর আলোক আঁধার শূন্যপানে ঝোলে॥
আকাশখানার চোখ সূয্যি, মেঘ সূয্যির নীচে।
পায় না আকাশ দেখ্‌তে ভাল, ছানি পোড়ে গেছে॥
সেই দুঃখে আকুল হোয়ে কাঁদ্‌চে আকাশ দুখে।
ছানি চু'য়ে জলের ফোঁটা প'ড়্‌চে মাটির বুকে॥
এক এক বার ঘোর যাতনায় ক'চ্চে হাহাকার।
কড়্ কড়্ কড়্—গুড়্ গুড়্—গুম্! চমক চারি ধার॥

সাধনপুরের তাঁতিপাড়ায় বোকা শিবে থাকে।
বৃষ্টিজলে গ্রামের মাটি বোদ্‌লে গেছে পাঁকে॥
কাঁচা মাটি দিন রাত্তির খেয়ে মেঘের জল।
জলে কাদায় একসা হোয়ে বন্ধ চলাচল॥
অন্য সময় বোকা শিবে পথে হাঁটার কালে।
কাদা ঘাঁটার ভয়ে অনেক বুঝে সুঝে চলে॥
দেখে দেখে এঁকে বেঁকে থেমে থেমে যায়।
আজ কিন্তু তাড়াতাড়ি তাল-পুকুরে ধায়॥
পা দু'খানা চোল্‌চে শিবের, চোল্‌চে যেন বক।
ফেলার সময় পঁচ্—প্যাচ্—চিক্! তোলার সময় চক্॥
প্রায় হাতটাক পা দু'খানা কোথাও কাদায় বসে।
মুখ খিঁচিয়ে শিবকিঙ্কর হেঁচ্‌কে তোলে কোসে॥
এই রকমে ক্রমে ক্রমে তাল পুকুরে গিয়ে।
বাঁধা ঘাটের পৈঠে বোয়ে উঠ্‌লো শিবে মেয়ে॥

গাম্‌ছাখানা নিঙ্‌ড়ে নিয়ে হাত পা মাথা মোছে।
থাবা দিয়ে গাম্‌ছাখানা আবার নিলে কেচে ॥
গাম্‌ছাখানা পোরে শেষে কাপড়খানা ছাড়ে।
কাপড়খানা কেচে নিলে ইটের রাণায় পাড়ে ॥
বেস্‌টি কোরে পাক্‌টি দিয়ে জল নিঙ্‌ড়ে ফেলে।
ঝেড়ে ঝুড়ে ফর্দ্দা কোরে কাপড় মাথায় দিলে ॥
যেমন কোরে গিয়েছিলো, ঠিক তেম্নি কোরে।
ফেরার সময় এলো নাকো, একটু এলো ধীরে ॥
রোদ নাইকো একে, আবার বৃষ্টি পড়ে তা'য়।
বাইরে কাপড় শুকুৎ দেওয়া বড্ড বিষম দায় ॥
কাজে কাজে ঘরের দাওয়ায় চালের বাতায় গুঁজে।
খুঁট দুটোকে, কাপড়খানা ঝুলিয়ে দিলে নিজে ॥
আর একখান শুক্‌নো কাপড় গাম্‌ছা ছেড়ে পরে।
বর্ষাকালের শুক্‌নো কাপড়, বদ্‌ গন্ধ ওড়ে ॥
সেই কাপড়খান আদরমণির ডুরে লালা কালা।
জরদা রঙের আঙুল চেরেক পাছা-পাড়ের মালা ॥
সেই শাড়ীখান পোর্‌লো শিবে এঁটে কাছার
গোছা।
আধেকখানা গায়ে দিলে, কোজে নাকো কোঁচা ॥
মেঘলা একে, আবার তা'তে মাথায় বড় চুল।
হাতে ক'রে কেবল ঝাড়ে চালিয়ে আঙুল হুল ॥
শ্বেতচন্দন ঘষা ছিলো দিন দুয়েকের বাসী।
গুলে নিলে জল মিশিয়ে আদরমণির দাসী ॥
আয়না ধোরে ধীরে ধীরে কালো কপালময়।
শ্বেতচন্দন থাব্‌ড়ে দিলে; ঢাক্‌লো ভ্রূদ্বয় ॥
কাণের গোড়ায় খানিক ঘ'ষে কণ্ঠে দিলে ফোঁটা।
খানিক নিয়ে লেপে দিলে থ্যাব্‌ড়া বুকের পাটা ॥
এই রকমে মনের মত বেশ-ভূষাটা কোরে।
তাল-ফুলুরি খেতে শিবে ঢুক্‌লো রসুই-ঘরে ॥
[তিনের পালা হোলো।]

—

চারের পালা।

রান্না-ঘরের ভিতর গিয়ে,
বোকা শিবে দেখে চেয়ে,
ঘুঁটের ধোঁয়ায় তুঁষের ধোঁয়ায় পূর্ণ রসুই-ঘর।
দাঁড়িয়ে থাকে সাধ্যি কা'র,
চোখ কর্‌ কর্‌ করে তা'র,
ধোঁয়ার ঝাঁঝে নাক চিন্‌চিন্‌, চক্ষু দর দর ॥
সিঁটুকে কপাল, চক্ষু বুজে,
নীচু পানে ঘাড়টা গুঁজে,
থপাস্‌ কোরে ভূঁয়ের'পরে শিবকিঙ্কর বসে।
ধোঁয়ার গতি নীচে থেকে,
ক্রমেই জমে ঊর্দ্ধ দিকে,
উপর ঘোলা, তলা, খোলা; হাওয়ায় ধোঁয়া মেশে ॥
শিবকিঙ্কর যেমন ঢুকে,
বোস্‌লো রসুই-ঘরের ভূঁয়ে,
আদরমণি ভাঙা পিঁড়ে বোস্‌তে দিলে তা'কে।
বোলে আদর আদর কোরে,—
"একটু বোসো, ফেন্‌টা ঝেড়ে,
তাল-ফুলুরি দিচ্চি আমি; ভাতটা যা'বে এঁকে ॥"
আদরমণির কথা শুনে,
শিবকিঙ্কর আপন মনে,
ঘাড় দুলিয়ে তালি দিয়ে, গাইলে হেঁকে হেঁকে।
সুরে সুরে ছড়াছড়ি,
সুর ছাড়্‌চে ভাতের হাঁড়ী,
চোঙা-মুখে সুর ছাড়্‌চে আদর উনুন ফুঁকে ॥
"কা'র ভাবে নদেয় এসে কাঙালবেশে,
পটুর হ'য়ে বোল্‌চো হরি?
রইলো রে তোর গুঞ্জামালা, শিকেয় তোলা,
কোথায় রে তোর তাল-ফুলুরি?
(খুড়ি) রাইকিশোরী ॥"
শিবকিঙ্কর এই গানটা এক্‌ পাল্‌টা গেয়ে।
ফের পাল্‌টায় উঠলো কেসে ঘুঁটের ধোঁয়া পেয়ে ॥
খক্‌ খক্‌ খক্‌ মুখে কাসে, বক্‌ বক্‌ বক্‌ বকে।
কালো পানা মুখ্‌টো রাঙা, জল ফুট্‌লো চোকে ॥
চোটে উঠে বেরোয় ছুটে, রান্না-ঘরের দোরে।
মুখ্‌টো মোছে, চোক্‌টো মোছে, ডুরের আঁচল ধোরে ॥
এমন সময় আদরমণি গেলো ভাতের মাড়।
"তাল-ফুলুরি খা'বে এসো" বোলে দিলে সাড় ॥
শিবে বলে,—"বাইরে খাবো, বড্ড ধোঁয়া ঘরে।"
আদরমণি তালফুলুরি দিয়ে গেলো দোরে ॥

এক্‌টা খোরার আধটা ভোরে তাল-ফুলুরি দিলে।
শিবকিঙ্কর এক এক কোরে সকল গুণে নিলে॥
চাটেতে হয় এক গণ্ডা, বিশ গণ্ডায় পণ।
এম্নি কোরে গুণে শিবের চোম্‌কে ওঠে মন॥
"ও বৌ! ও বৌ!" বোলে শিবে ডাক্‌লে বড় রুখে।
আদর বলে,—"জল নিয়ে যাই; দাও না দু'টো মুখে॥
শিবে বলে,—"হাস্তোর জল! আয় শীগ্‌গির হেথা।
নে আয়, মাগি! তাল-ফুলুরি আর রেখেছিস্ কোথা?"
বেরিয়ে এসে আদরমণি বলে শিবের কাছে।—
"তাল-ফুলুরি সব দিয়েচি; আবার কোথায় আছে?"
শিবে বলে মুখ সিঁচিয়ে,—"হুঁ হুঁ!—বটে বটে!
আচ্ছা, আমি দেখ্‌চি গুণে খড়ির আঁচড় কেটে।"
এই-না বোলে শিবকিঙ্কর চালের বাতা থেকে।
টুক্‌রো খড়ি নিয়ে ভুঁয়ে চক্র নিলে এঁকে॥
হিজিবিজি আঁখর কেটে বিড়্ বিড়্ বিড়্ বোকে।
দৈবজ্ঞির মতন শিবে বোল্‌লে তখন হেঁকে॥—
"একটা ফুলের নামটা কোরে, চক্ষু দুটো বুজে।
রামচন্দ্রের একটা ঘরে আঙুল দে তো গুঁজে॥"
"চাঁপা" বোলে চক্ষু বুজে তখন আদরমণি।
এক্‌টা ঘরে হাতটা দিলে; শিবে বলে,—"গুণি॥"
এক্‌টুখানি বিড়্‌বিড়িয়ে শিবে তখন কয়।—
"পাঁচ গণ্ডা দু'পণ বড়া, একটিও কম নয়॥
আমায় শুধু বিশ গণ্ডা আর দশটা দিয়ে।
সব দিয়েচিস্ বলিস্ কেন, সিঁদেল চোরের মেয়ে?
কোথায় আছে, নে আয় কাছে, চুন্নী পেটুক মাগী!
নৈলে নোলায় ছ্যাকা দিয়ে কোরে দেবো দাগী॥"
শিবের মুখে এরূপ শুনে আদরমণি ভাবে।—
"এ মিন্সে দৈবজ্ঞির কাজ শিখ্‌লে কবে!
সত্যিই তো পাঁচ গণ্ডা দু'পোণ তালের বড়া॥
খড়ি কেটে সটেপটে খোল্‌লে আগাগোড়া!
ইচ্ছে ছিলো, আধেক দিয়ে, আধেক নিজে খা'বো।
এর কাছেও ফের্ দশ বারোটা অবিশ্যিই পা'বো॥

কে জানে মা! মিন্সে আবার দৈবজ্ঞি হোয়ে।
তাল-ফুলুরি ধোরবে গুণে খড়ির আঁচড় দিয়ে॥
কুঁড়ে বোকা—ছেয়ে ঢাকা আড্ডা এমন ধারা।
তা' জানি নি! আজ্‌কে আমায় কোল্‌লে লাজে সারা॥
বিশ গণ্ডা দু'পোণ বড়া হাঁড়ীর ভিতর ভোরে।
ঘুঁটের মাচায় রেখে দিচি ঘুঁটে ঢাকা কোরে॥
এখন যদি মিথ্যে বোলে সত্যি কথা ঢাকি।
মিন্সে আবার আঁচড় কেটে ধোর্‌বে আমার ফাঁকি।
এই-না ভেবে আদরমণি বোল্‌লে ধীরে ধীরে।
"আন্‌তে আমি ভুলে গেচি, তোমার মাথার কিরে॥
খা'বার তরে অধীর তুমি, তাড়াতাড়ি তাই।
আধেক এনে সব বোলেচি, ভুল্‌টো বোলে ছাই॥
খেতে তুমি সুরু কর, আন্‌চি আমি বাকী।
পত্নী হোয়ে স্বোয়ামীকে দিতে পারি ফাঁকি?"
শিবে বলে, "আর কাজ নি সর্‌ফরাজি কোরে।
আন্ শীগ্‌গির বাকী বড়া, খাই পেট্‌টা ভোরে॥"
বিশ গণ্ডা দশটা বড়া আদর দিলে এনে।
শিবকিঙ্কর "জয় জনার্দ্দন!" কোল্‌লে সুরু গুণে॥
আশ মিটিয়ে চব্‌চবিয়ে গব্‌গবিয়ে খায়।
আদরমণি এক এক বার দূরে থেকে চায়॥
পাণ্ডবদের শিবির দ্বারে ঘোর রজনীকালে।
দ্রোণ-কুমারের অস্ত্রগুলো শিব ফেল্‌লেন গিলে॥
তেম্নি কোরে শিবকিঙ্কর তাল-ফুলুরি গুলো।
টপ্‌টপাটপ্ গপ্‌গপাগপ্ গিল্‌চে যেন তুলো॥
এই খোরাতে, এই হাতেতে, এই মুখেতে ঢোকে।
এই চব্‌চব্, এই কোঁৎ কোঁৎ, এই তলালো টোকে॥
শিবকিঙ্কর বোকা কুঁড়ে অপর কাজের কালে।
ঠিক্ বিপরীত তাল-ফুলুরির বংশ যখন গেলে॥
ক্রমে ক্রমে তাল-ফুলুরি কোল্লে শিবে পার।
ছিটে বেড়ার পেট্‌টা হোলো 'কিম্ভুত-কিমাকার'॥
চাপ্‌লে পরেও পেট্ নোয় না, শক্ত যেন ইট।
পেট ঝুলিয়ে বোস্‌তে নারে, কাজেই সোজা পিঠ॥
গণ্ডা সাতেক তাল-ফুলুরি উঠলো না আর পেটে।
গোটা কয়েক বোয়ের তরেও রাখ্‌তে হ'বে বটে॥

কাজে কাজেই খাপে বয়ে গণ্ডা সাতেক বড়া।
খোরায় কোলে রৈলো পোড়ে, কতক চৌড়া
পোড়া ॥
দুই এক ঢোক জলটা খেয়ে, ঢেঁকুর তুলে শিবে।
ধটী নিয়ে মুখটো ধু'তে নীচে গেলো নেবে ॥
আঁচিয়ে এসে বোল্লে শিবে,—"আজকে আমি,
বউ।
ভাত খা'বো না" বোলেই ঢেঁকুর তুল্লে হেউক্, হেউ॥
মনে চোটে মুখে মিঠে বোল্লে আদর ভেবে।—
"সাত গণ্ডা তাল-ফুলুরি, খেয়ে ফেলো তবে ॥"
শিবে বলে,—"আরে ছি ছি! অমন কেন কও।
তাহলে তুমি তাল-ফুলুরি, খা'বার কি কেউ নও?
নিতান্তই সাত গণ্ডা খেতে যদি নারো।
দশ বারোটা আমার তরে রাখতে হবে পারো ॥
রেতের বেলায় খিদে হোলে, খেটে দেবো ফেলে।
কিন্তু আমি তুষ্ট হবো তুমি সকল খেলে ॥"
আদরমণি খোরা নিয়ে,
রান্না-ঘরের ভিতর গিয়ে,
সাত গণ্ডা তাল ফুলুরি এক এক কোরে খেলে।
মনের আশা রইলো মনে,
সাত গণ্ডা পেটের কোণে,
রইলো পোড়ে; কতক হোতো বিশ গণ্ডা পেলে ॥
ভাত ব্যান্নন কাজে কাজে,
আদরমণি পেটে গুঁজে,
খিদের জ্বালার হাত এড়া'লে যেমন তেমন কোরে।
শিবকিঙ্কর ভুড়ুক ভুড়ুক,
আচ্ছা কোরে টেনে গুড়ুক,
মাদুর পেতে রইলো শু'য়ে গিয়ে তাঁতের ঘরে ॥
ক্রমে ক্রমে বেলা গেলো,
ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যে এলো,
ক্রমে ক্রমে রাত্রি হোলো, আঁধার চারি ধার।
তা'র পরেতে ক্রমে ক্রমে,
রাত্রিদেবী ধরার সীমে,
ছেড়ে দিয়ে চোলে গেলো সাত সমুদ্র পার ॥
[চারের পালা হোলো।]

পাঁচের পালা।

রাতের শেষে সবার আগে ভাংলো উষার ঘুম।
ডাক্লো উষা,—"ওঠ্ রে পাখী!" পোড়্লো
সাড়ার ধুম ॥
রেতের বেলা যতেক পাখী ভিজেছিলো গাছে।
ডানা ঝেড়ে ডাক্লো এখন উষায় পেয়ে কাছে ॥
সাধনপুরের গাছগুলোতে পাখীর গলার সাড়া।
শিবের পেটে তাল-ফুলুরির কল্-কল্-কো তাড়া ॥
পেট্‌কো শিবের পেট্টা কেঁপে কুপিত বেগের ঠেলা।
টক্ গন্ধ চোঁয়া ঢেঁকুর উঠ্‌চে চিরে গলা ॥
বদ্‌হজমি, গিজ্ গিজ্ গিজ্, গজ্ গজ্ গজ্ পেটে।
বুকে পেটে একুশা হোয়ে নিটোল হোয়ে ওঠে ॥
"সামাল্ সামাল্" বোলে শিবে টিপে মলদ্বার।
ঘটী নিতে সয় না দেরি, গেলো বাড়ীর বা'র ॥
কাটা খোঁচা জল বা কাদা নাইকো কিছুর হুঁস।
ইংরেজকে তেড়ে যেন আস্‌চে ভালুক রুষ ॥
ইচ্ছে শিবের পথের পাশে বাহ্যে বোসে পড়ে।
কিন্তু যদি শব্দ ওঠে, আস্‌বে লোকে তেড়ে ॥
আবার তা'তে এক এক কোরে লোক জাগ্‌চে
গাঁয়ে।
বসি বসি কোরেও শিবে বোস্‌তে নারে ভয়ে ॥
উহ—উহু কোরে শিবে শরণ নিয়ে চলে।
এমন সময় একটা লোকে "কোথা যাচ্ছিস্" বলে ॥
শিবের কি আর কথা ফোটে, চক্ষু কি আর ওঠে।
ঘাড় নাড়াতে সাড়া দিয়ে, বড়ার তাড়ায় ছোটে ॥
আরো খানিক গিয়ে শিবে একটা ঝোপে ঢোকে।
সাম্‌লাতে আর পাল্লে নাকো এতও চেপে রেখে ॥
কাপড়খানা খারাপ হোলো, মুখ বিশ্রী কোরে।
আসসেওড়ার বনে শিবে বোস্‌লো মাটি খোরে ॥
যেমন বসা, অম্নি খসা; বায়ুর তাড়ার সাড়া।
হরেক রকম ডাক ডাকুনি শাঁখ ডাকুনির ছড়া ॥
টাট্‌কা-জাগা পাখীগুলো বোসেছিলো ডালে।
আওয়াজ শুনে কাওয়াজ ভেবে পালায় পালে পালে ॥
আসসেওড়ার ঝুপ্‌সি ঝোপে একটা ধাড়ী ভেড়া।
ভোরের বেলায় ঢুকেছিলো খেয়ে শাঁড়ের তাড়া ॥

ছুটোছুটির সময় সেটা লতায় জড়া হোয়ে।
আটকে পোড়ে দাঁড়িয়েছিলো চুপটি কোরে ভয়ে॥
বাহ্যে-বসা পেট্‌কো শিবের মল-ত্যাগের ডাকে।
ভ্যা ভ্যা কোরে উঠ্‌লো ডেকে, জড়িয়ে লতার
পাকে॥
পেছোন্ দিকে আচম্বিতে উঠ্‌লো আওয়াজ
ভ্যা ভ্যা।
বোকা শিবে চোম্‌কে দাঁড়ায় ভয়ে বোলে "ব্যা
ব্যা॥"
ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখে—লতায় বেড়া ভেড়া।
রক্ষে হোলো, চক্ষু হোলো আবার নরম মোড়া॥
ধক্‌ধকানি বুক্‌টো থেকে মিলিয়ে গেলো ফের।
আবার শিবে বোস্‌লো ভূঁয়ে মিটিয়ে দিতে জের॥
তা'র পরেতে সেথান থেকে গেলো দীঘির জলে।
জলশৌচটো সেরে নিয়ে কাপড় কেচে ধুলে॥
ভিজে কাপড় পোরে শিবে ফিরে এলো বাড়ী।
খানিক থেকেই বাহ্যে আবার গেলো তাড়াতাড়ি॥
ঘণ্টা তিনের মধ্যে শিবে আনাগোনা কোরে।
চার পাঁচ বার বাহ্যে গেলো; পেট্‌টা ক্রমে ধরে॥
[পাঁচের পালা হোলো।]

ছয়ের পালা।

দুপুর বেলা আদরমণি পাথর-বাটি নিয়ে।
দেখন্-হাসির বাড়ী গেলো,
দেখন্-হাসি কাছে এলো,
আদর বলে, "বাঁচা, দিদি! ঘোল একটু দিয়ে॥
দেখন্-হাসি বোল্লে তা'কে,
"ঘোল নিবি লো কিসের পাকে?"
আদর বলে,—"কাল মিন্সে তাল-ফুলুরি খেয়ে।
সারা হোলো হেগে হেগে,
ঘোল্ নেবো, বোন্, তা'রি লেগে,
ভাত খাবে না, চিঁড়ে খা'বে টাট্‌কা ঘোলে দিয়ে॥
দেখন্-হাসি গয়লা জেতে,
দইটে রাখে রেতে পেতে,
সকাল বেলা মাখন তোলে, নিজের হাতে মোয়ে॥
আদরমণির কথা শুনে,
বোল্‌লে তা'রে রুষ্টমনে,—
"ঘোল্ নাইকো, যা" চোলে যা', বোল্‌গে তা'কে
গিয়ে॥
আপ্‌নি মরি নিজের জালায়,
মাগী এলো দুপুরবেলায়,
হাঁদোল খোঁদোল বাটি নিয়ে অগ্নি নিতে ঘোল।"
আদর বলে,—দেখন্ দিদি,
নিতন্তই না দিস্ যদি,
মিষ্টিমুখে বল্ না কেন; কেন কড়া বোল?"
দেখন্-হাসি বোল্‌লে তা'রে,
"বকিস্ কেন যা' না ফিরে,
ভেড়া আমার কোথায় গেলো, ম'চ্ছি আমি ভেবে॥
কেউ কি চুরি কোরে নিলে,
কিম্বে তা'রে শ্যালে পেলে,
ম'চ্ছি ভেবে, মাগী বলে ঘোল একটু দেবে॥"
দেখন্-হাসির কথা শুনে আদর তখন কয়।—
"সেই ভেড়াটা! আহা আহা! দশ সেরের কম
নয়॥
এই-না বোলেই আদরমণির পোড়ে গেলো মনে।
তা'র স্বোয়ামী খড়ি পেতে বেস্ গুণ্‌তে জানে॥
দেখন্-হাসির পানে চেয়ে আদর বলে,—"দিদি।
মিন্সে আমার গুণতে জানে, তা'কে গণাস্ যদি॥"
এই-না বোলে আদরমণি তাল-ফুলুরির কথা।
বোল্লে তা'কে এক এক কোরে ঘোট্‌লো যথা যথা॥
প্রথম প্রথম দেখন্-হাসির লাগ্‌লো নাকো মনে।
বোকা শিবে দৈবজ্ঞি! খড়ি পেতে গণে॥
"হোতেও পারে—নাও বা পারে" দুটোই ভেবে
শেষে।
দেখন্-হাসি ভাবলে খানিক, লাগ্‌লো তবু দিশে॥
এমন সময় গউণ দেখে শিবকিঙ্কর নিজে।
সেথায় এলো পেটে দিয়ে গাম্‌ছাখানা ভিজে॥
কাছাকাছি এসে শিবে হেঁকে তখন কয়।—
"দেও না ধুয়ে ঘোয়ের হাঁড়ী, ঘোল যদি না হয়॥"
আদরমণি বোল্লে তখন,—"ঘোলের কথা রাখো।
দেখন্-হাসির সেইটে কোথা খড়ি পেতে দেখো॥

এত খানিক বেলা হোলো, খুঁজ্‌লে কত দিক্।
তবুও তা'কে পাচ্চে নাকো ; গুণে কয় ঠিক্ ॥'

ভেড়া গোণার কথা শুনে শিবকিঙ্কর ভাবে।
"মুক্ষু আমি, জ্যোতিষ গোণা শিখ্‌বুই বা কবে ! ॥"
এই-না ভেবে শিবকিঙ্কর পত্নীকে তা'র বলে।—
"খড়ি পেতে গুণ্‌তে পারি কে এম্‌ বোলে দিলে ?"
আদর বলে,—"বোল্‌নু আমি।" শিবে বলে,— "কেনো ?"
দেখন্‌-হাসি বলে, "আমি শুনচু, তুমি জানো ॥
কাল্‌কে নাকি তাল-ফুলুরি ঠিক্ কোরেচো গুণে;?"
শিবে ভাবে,—"এই বার যে সার্‌লে আমায় প্রাণে ॥
এখন যদি মনের কথা পেকাশ কোরে বোলি।
গুমোর ভেরোম ভেঙে যা'বে ; ফিকির কিবে খেলি ॥"
এই-না ভেবে বোকা শিবে চুপ্‌টি কোরে রয়।
গতিক দেখে দেখন্‌-হাসি তখন তা'রে কয় ॥—
"খড়ি পেতে গুণে বল, কোথায় ভেড়া মোর।"
শিবে ভাবে,—"কাটুলো আমার গোলোকধাঁধার ঘোর ॥
ভোরের বেলায় বাহ্যে গিয়ে সেওড়া-গাছের ঝোপে।
গোণার জিনিস দেখেচি রে, গুণ্‌বো এবার দাপে ॥"
এই-না ভেবে শিবকিঙ্কর হেসে তখন বলে।—
"পেট্‌টা আগে ঠাণ্ডা কর একটি পোরা ঘোলে ॥
তা'র পরেতে বোস্‌বো গুণে [illegible]।"
দেখন্‌-হাসি ঘোল্‌টো এনে দিলে [illegible]।
ঘোলে গুলে নুণ খানিকটে [illegible]।
পেট ঠাণ্ডা কোরে শিবে জুড়িয়ে নিলে প্রাণ [illegible]
তা'র পরেতে ভূঁয়ে বোসে বোল্লে,—"খড়ি আনো।"
খড়ি এনে দেখন্‌-হাসি বোল্লে, "তবে গোণো ॥"
বোকা শিবে খড়ির আঁচড় পাড়্‌বে যেমন ভুঁয়ে।
এমন সময় আদর বলে, খড়ি কেড়ে নিয়ে ॥
"হ্যাদ্দ্যাখ্‌ ভাই দেখন্‌-হাসি ! ভেড়া গোণার আগে।
পিরচ্ছেদের কত দিবি গণকাঁয়ের লেগে ? ॥"
দেখন্‌ বলে, "তোদের কাছে দুটো টাকা পা'বো।
একটা মাসের সুদটো আমি সবটা ছেড়ে দেবো ॥"
আদর বলে,—"তা' হ'বে না, তা'হ'বে না, ভাই।
দুটো টাকা ছাড়ো, নৈলে একটা টাকাও চাই ॥"
দেখন্‌-হাসি চোম্‌কে বলে,—'তা'ও কি কখন্ হয়
আদর বলে,—"ভেড়া গোণাও অল্লি তবে নয় ॥"
এই-না বোলে আদরমণি, শিবকে তখন বলে।—
"ঘোলের কড়ি কাল্‌ দে যা'বো ; আজ্‌কে চল চোলে ॥"
খড়ি ফেলে উঠ্‌লো শিবে, বুলিয়ে পেটে হাত।
দেখন্‌-হাসি বুঝ্‌লে তখন দেখন্‌-হাসির ধাত ॥
কাজে কাজে বোল্লে তখন গয়লা দেখন্‌-হাসি।
"ভেড়া পেলে একটা টাকাই দেবো, তোঁদার মাসি ॥"
গোটা চেরেক সাক্ষী মেনে আদরমণি তবে।
শিবকে বলে,—"এ বার গোণো ঠিক্‌টি কোরে ভেবে ॥"
এই-না শুনে বোকা শিবে ভাব্‌লে মনে মনে।
"আদর আমার চালাক বড়, টাকা নিলে টেনে ॥
বুদ্ধিখানা কিন্তু আমার যা'র পর নেই বোঁচা।
নৈলে কি আর হনুম রাজী ঘোলে দিয়ে চোঁচা ॥"
এই-না ভেবে শিবকিঙ্কর বোল্লে তখন হেঁকে।
"আন খড়ি, গুণে দেখি রাশ্‌চক্র এঁকে ॥"
খড়ি নিয়ে বোকা শিবে দাগ আঁক্‌লে ভুঁয়ে।
দেখন্‌-হাসি একটা দাগে হাতটা দিলে ছুঁয়ে ॥
শিবে বলে, "একটা ফুলের নামটা কর আগে।"
দেখন্‌-হাসি "গোলাপ" ব'লে হাতটা রেখে দাগে ॥
বিড় বিড় বিড় কোরে শিবে বোক্‌লে খানিকক্ষণ।
তা'র পরেতে বোল্লে হেঁকে,—"শোনো, সকল জন ॥
এখান থেকে ঈশেন কোণে বড় দীঘির ধারে।
আসসেওড়ার ঝোড়ে ভেড়া বাঁধা লতার ডোরে ॥"
শিবের মুখে এই-না শুনে দেখন্‌-হাসি ধায়।
আর যে সবাই সেথায় ছিলো, তা'রাও ছুটে যায় ॥
লম্বা ঠ্যাঙে গু-বোন্ ভেঙে ঝোপের ভিতর গিয়ে।
দেখ্‌লে খুঁজে-ভেড়া আছে, লতায় বাঁধা হোয়ে ॥

দেখন্-হাসি কাছে গিয়ে ডেকে স্নেহের ডাক।
তাড়াতাড়ি খুলে ভেড়া ছিঁড়ে লতার পাক ॥
চাদ্দিকেতে বোকা শিবের যশোর বেড়ে গেলো।
সাধনপুরের ঘরে ঘরে যশটা চাউর হোলো ॥
গ্রাম ছাড়িয়ে অপর গ্রামে নাম-ডাক্‌টা ছোটে।
সর্ব্বশেষে বিষ্ণুপুরের রাজার কাণে ওঠে ॥
[ছয়ের পালা হোলো]

সাতের পালা।

সাত আট দিন অতীত হোলো, কোথাও কিছুই নাই।
ন'দিনের দিন দু'জন পাইক এলো শিবের ঠাঁই ॥
সকাল বেলায় দোয়ার-গোড়ায় বোকা শিবে বোসে।
গুড়ুক তামাক টান্‌তেছিলো, দম্‌টা দিয়ে কোসে ॥
পাইক দু'জন সেইখানেতে এসে তাড়াতাড়ি।
বোল্‌লে তা'কে, "ওহে শিবু! চল রাজার বাড়ী ॥"
আচম্বিতে রাজার বাড়ীর নাম্‌টা শুনে শিবে।
অবাক্ হোয়ে রইলো খানিক আকাশ পাতাল ভেবে ॥
তা'র পরেতে বোল্‌লে শিবে, পা'কের পানে চেয়ে।
"রাজার বাড়ী;—কোন্ রাজা হে? বল, পাইক ভেয়ে ॥"
রাধু মাধু দু'জন পাইক; রাধু তখন বলে।—
"বিষ্টুপুরের রাজার বাড়ী, চল ত্বরায় চোলে ॥"
শিবে বলে, "দরকার কি?" রাধু বলে, "আছে।"
মাধু বলে,"বোল্‌বো কত? শুনবে রাজার কাছে ॥"
শিবে বলে,—"আপদ্ বিপদ্ ঘোটবে কি মোর, ভাই।"
মাধু বলে, "দূর্ পাগ্‌লা! নয় সে তেমন ঠাঁই ॥"
আদরমণির কাছে গিয়ে শিবে তখন কয়।—
"ডাক্‌চে আমায় বিষ্টুপুরের রাজা মহাশয় ॥
যাই কি, না যাই, ভাব্‌চি আমি, বুঝ্‌তে কিছুই নারি।"
আদর বলে,"যাও শীগ্‌গির,আর কোরো না দেরি ॥
হয় তো কোনো চাক্‌রি পা'বে, বরাৎ ফিরে যা'বে।
বেরিয়ে পড় দুগ্‌গা বোলে, মোচ্ছো কেন ভেবে ॥"
আদরমণির যুক্তি নিয়ে "জয় মা কালি!"ব'লে।
পা'ক সঙ্গে শিবকিঙ্কর হন্‌হনিয়ে চলে ॥
যথাকালে বিষ্ণুপুরে হোলো উপস্থিত।
রাজ-দরবার দেখে শিবের চিত্ত সশঙ্কিত ॥
ঘাড় নুইয়ে বোকা শিবে যুড়ে যুগল হাত।
ভূঁয়ের উপর মাথা মুড়ে, কোল্‌লে প্রণিপাত ॥
এক্‌টি ধারে দাঁড়িয়ে থেকে ফ্যাল্‌ফেলিয়ে চায়।
লাগ্‌লো শিবের ভ্যাবাচ্যাকা; কাঁপ্‌লো ভয়ে কায় ॥
রাজমন্ত্রী বোল্‌লে তখন,"এই লোক্‌টা কে?"
রাধু মাধু উত্তোর দিলে,—"সেই গণিয়ে এ ॥"
এই-না শুনে রাজমন্ত্রী, মহারাজের মনে।
লাগ্‌লো বড় খট্‌কা শিবের মূর্ত্তি দেখে শুনে ॥
খানিক ভেবে রাজমন্ত্রী শিবকে তখন বলে।—
"বড়া, ভেড়া, ওহে বাপু! তুমিই গুণেছিলে ॥"
"আজ্ঞে—মশয়!" বোলে শিবে উত্তোর দিলে ভয়ে।
রাজমন্ত্রী বোল্‌লে তখন শিবের পানে চেয়ে ॥
"মহারাজের ছেলের গলার উজ্জ্বল হীরের হার।
আজ তিন দিন চুরি গেছে, খুঁজে পাওয়া ভার ॥
হার-চোর্‌কে ধর ভুমি ভুঁয়ে খড়ি পেতে।
ধোল্‌লে পরে খোস্-বক্‌শিস্ পারবে তুমি পেতে ॥
কিন্তু যদি ধোত্তে নারো, তবে তোমার শির।
রাজ-হুকুমে দু'খান হ'বে, মনে জেনো স্থির ॥"
এই-না শুনে বোকা শিবের চোম্‌কে উঠে প্রাণ।
আঁউ মাঁউ কোরে আঁৎকে ওঠে,গায়ে ছোটে ঘাম ॥
বোকা শিবের মূর্ত্তি দেখে মন্ত্রী তখন কয়।—
"খড়ি পেতে গোণো তুমি, কোচ্ছো কেন ভয় ॥"
শিবে বলে,—"মন্ত্রী মশয়! আজকে গোণা থাক্।
গোণার সময় উৎরে গেচে, লগন হোলো ফাঁক ॥"
মন্ত্রী বলে,—"আচ্ছা, বাপু! কাল্‌কে গোণা হ'বে।
কিন্তু তোমায় আজ্‌কে হেথায় থাক্তে হ'বে তবে ॥"
এই-না বোলে রাজমন্ত্রী হুকুম দিলেন পা'কে।—
"আজকে একে লাগিয়ে তালা ঘরে দিগে রেখে ॥"
রাজমন্ত্রীর হুকুম পেয়ে রাধু মাধু মিলে।
এক্‌টা ঘরে শিবকে পুরে তালা এঁটে দিলে ॥

খাবার দাবার দেওয়া হোলো, শোবার তোষোক খাট।
ঘোচ্‌লো শিবের ঘোর সঙ্কট, খোল্‌লো প্রাণে ফাট॥
ক্রমে ক্রমে দিন ফুরুলো, সন্ধ্যে এলো ধীরে।
ঘরের ভিতর শিবকিঙ্কর ভাস্‌চে নয়ন-নীরে॥
সাম্নে পোড়ে খাবার দাবার, ঘটিভরা জল।
খাট মশারি তোষোক বালিশ, কোল্কে হুঁকো নল॥
হতাশ হোয়ে শিবকিঙ্কর কিছুই ছুঁলে না।
প্রাণ-পাখীটি উড়ে যা'বে, মুখ্‌টো ভয়ে হাঁ॥
তালা আঁটা আঁধার গৃহে আলো আঁধারময়।
শিবকিঙ্কর অন্ধকারে দেখ্‌চে কেবল ভয়॥
রাজবাড়ীতে জল-ঘড়ীতে দণ্ড প্রহর বাজে।
হাত-ঘড়ীটের আওয়াজ যেন যম-ডঙ্কা গাজে॥
প্রহর দু'য়েক রাত্‌টা গেলো, তিন প্রহরের পালা।
ক্রমে ক্রমে বোকা শিবের বাড়্‌লো প্রাণের জ্বালা॥
রেতের ভোরে প্রাণের ভোরে একসা হোয়ে যা'বে।
আনরমণির মুণ্ডটি শিবে দেখ্‌তে কি আর পা'বে॥
আড়াই প্রহর বাজ্‌লো যখন, তখন বোকা শিবে।
পাঙাশ্‌পানা হোয়ে গেলো, কেবল ভেবে ভেবে॥
যার-পর-নাই প্রাণের ভয়ে শিবে আপন মনে।
নিশেস ফেলে বোল্‌চে কেবল বোসে ঘরের কোণে॥
"রাজার বাড়ীর বিষম চুরি! হয় হারি কি পারি।
কাল্ সকালে মৃত্যু যা'বে, হুকুম হোলেই জারি।"
এমন সময় ঘরের দোরের কপাট-পাটের'পরে।
বাইরে থেকে ঘা দিলে কে ঠুক্‌স্ ঠুক্‌স্‌'কোরে॥
ভিতর থেকে শিবে ব'লে, "হয় হারি কি পারি।
কাল্ সকালেই মৃত্যু যা'বে, হোলেই হুকুম জারি॥"

দৈব-লীলার কাণ্ডখানা বড়ই চমৎকার।
এক ঘটনায় ঘোটে পড়ে এক ঘটনা আর॥
হারী, পারী নামে দু'বোন কোত্তো দাসীগিরি।
সেই দু'জনে কোরেছিলো হীরের মালা চুরি॥
যাট সত্তর দাসীর ভিতর হারী পারী দুটো।
কাজে কাজেই শক্ত ধরা ধাড়ী কে আর খুঁটো॥
আজ্ কিন্তু শিবের প্রতি শিবের কৃপা ভারী।
'হয় হারি কি পারি' হোলো 'হয় হারী কি পারী'॥
দোষী যা'রা সদাই তা'রা সশঙ্কিতে রয়।
সদাই তা'রা মনে ভাবে কখন কি যে হয়॥
অপর লোকে অপর কথা কোথাও যদি কয়।
দোষী যা'রা, ভাবে তা'রা তা'দের কথাই হয়॥
এই রকমে ভ্রমের ঘুমে ধরা পড়ে দোষী।
শিবের 'হারি পারি' হোলো 'হারী পারী' দাসী॥
আড়াই প্রহর রেতের সময় হারী পারী এসে।
চুপ্‌টি কোরে দাঁড়িয়েছিলো কপাটগোড়ায় ঘেঁসে॥
ঘরের ভিতর দৈবজ্ঞ, কাজেই বড় ভয়।
জ্যোতিষ গুণে দুই মাগীকে ধোরবে সুনিশ্চয়॥
শিবের মুখের 'হারি পারি' শুনেই দুটোর মনে।
ধরা পড়ার ভয়টা জেগে উঠ্‌লো শত গুণে॥
অম্‌নি দু'বোন হারী পারী বাইরে থেকে বলে।—
"বোক্কে কর, নৈলে মরি তুমি গুণে দিলে॥
হারী পারী আমরা দু'বোন রাজার বাড়ীর দাসী।
হীরের হারের চুরির দোষে আমরা দু'জন দুষী॥
ঘাট হোয়েচে—পঃ দি নাকে—এমন পাপের কাজ।
আর কখনো কোর্‌বো নাকো, বোক্কে কর আজ॥"
এই না শুনে বোকা শিবে ভাবে মনে মনে।—
"জয় ভগবান, দয়া দানে আজ্ বাঁচালে দীনে॥
এই-না ভেবে বোকা শিবে, দোম্‌কে তখন বলে।
"দুষ্টু ছোঁচোড় হারি পারি, ম'র্‌বি প্রভাত হ'লে॥
আন্ শীগগির হীরের মালা নৈলে সকাল বেলা।
দুই বেটীর কচাৎ কোরে কাটিয়ে দেবো গলা॥
বাঁচতে যদি ইচ্ছে থাকে, তবে হীরের হার।
জানলা দিয়ে গলিয়ে দে যা, হ'বি বিপদ্ পার॥"
হারী পারী দৌড়ে গিয়ে হারছড়াটা এনে।
জানলা দিয়ে গলিয়ে দিলে শঙ্কাভরা প্রাণে॥
তা'র পরেতে বোল্‌লে তা'রা—"শোনো, গণকার।
ত্রিরিশ টাকা দিচ্ছি, মোদের নাম বোলো না আর॥"
শিবে বলে, "দে টাকা দে, বোল্‌বো নাকো নাম।"
মনে ভাবে,—"হরির কৃপায় পূর্‌লো মনস্কাম॥"
হারী পারী পোঁট্‌লা বেঁধে গলিয়ে দিলে টাকা।
কোঁচার খুঁটে বেঁধে শিবে, কাপড় দিলে ঢাকা॥
হীরের মালা নিয়ে শিবে ভাব্‌চে মনে মনে।
ভেবে ভেবে বুদ্ধি এলো হরির কৃপার গুণে॥

রাত পোহালো, ফরসা হোলো ডাক্‌লো ডালে
কাক।
জান্‌লা খুলে দেখ্‌লে শিবে ঘরের পাঁদাড় ফাঁক॥
কচু, ঘেঁটু, আস্‌সেওড়া, সেয়াকুলের গাছে।
পেছন দিকের অনেক জমি ঝুপ্সী হোয়ে আছে॥
শিবকিঙ্কর পোঁট্‌লা-বাঁধা হারছড়াটা নিয়ে।
জান্‌লা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেখ্‌লে আবার চেয়ে॥
হার-পোঁট্‌লা পোড়্‌লো যেথা, তা'রি দু'হাত দূরে।
পোড়েছিলো একটা ছুতোহাঁড়ী ভেঙে চুরে॥
সেই জায়গা শিবকিঙ্কর পাঁচ সাত বার দেখে।
ঘরের ভিতর বোস্‌লো আবার নিশেন কোরে
রেখে॥

সকাল বেলায় ঝাধু মাধু ঘরের কপাট খুলে।
চেয়ে দেখে শিবকিঙ্কর খাচ্চে খাবার তুলে॥
ঝাধু বলে, "সকাল বেলায় কোচ্চো, শিবু কি।"
শিবে বলে, "দাঁড়াও, দাদা! আগে খেয়ে নি॥"
এই-না বোলে শিবকিঙ্কর আশ মিটিয়ে খেলে।
পেট্টা শেষে ফেল্‌লে কোরে টইটুম্বুর জলে॥
তা'র পরেতে চোল্‌লো শিবে ঝাধু মাধুর সাথে।
মাধু দিলে টুক্‌রো খড়ি বোকা শিবের হাতে॥
রাজসভাতে গিয়ে শিবে কৃতাঞ্জলি হোয়ে।
"জয় মহারাজ!" বোলে প্রণাম কোল্‌লে ভুঁয়ে
মুড়ে॥
সিংহাসনে রাজা শোভেন, রাজার মাথায় ছাতা।
রাজসভাসদ্ রাজসভাতে শোভে হেথা হোথা॥
রাজার বামে রাজমন্ত্রী দাঁড়িয়ে তখন বলে।—
"খোস্ বক্‌শিস্ অনেক পা'বে চোরকে ধোরে
দিলে॥"

শিবকিঙ্কর খড়ি দিয়ে রাশ-চক্র এঁকে।
বিড়্‌বিড়িয়ে মন্ত্র পড়ে রেখা দেখে দেখে॥
খানিক পরেই হাস্তমুখে শিবকিঙ্কর বলে।—
"পালিয়ে গেছে হারচোরটা হার-গাছটা ফেলে॥
যেই বাড়ীতে কাল্‌কে ছিনু, তা'রি পাঁদাড় ঝোপে।
হারগাছটা পোড়ে আছে নেক্‌ড়া-বাঁধা খোপে॥
একটা ভাঙা ছুতো হাঁড়ী হারের কাছে আছে।
হারপুঁটুলী ঢাকা আছে নখর মানের গাছে॥

চোর কিন্তু রাজার ভয়ে প্রাণে বেঁচে নাই।
জয় মা কালি! ঝোপে গেলেই হীরের মালা পাই॥"
এই-না শুনে রাজমন্ত্রী লোকজনকে নিয়ে।
সেই দিকেতে চোলে গেলেন কৌতূহলী হোয়ে॥
মন্ত্রী সনে ঝাধু মাধু হেথায় সেথায় খুঁজে।
দেক্তে পেলে হার-পুঁটুলী ঝোপে আছে গুঁজে॥
পোঁট্‌লা নিয়ে রাজমন্ত্রীর হাতে তা'রা দিলে।
আশ্চর্য্য হোলেন তিনি পোঁট্‌লা-বাঁধন খুলে॥
তাড়াতাড়ি মন্ত্রী মহাশয় রাজার কাছে গিয়ে।
হীরের মালা দিলেন তাঁ'কে; রাজা দেখেন চেয়ে॥
"সাবাস্, গণক!" বোলে তখন আপ্‌নি মহীপাল।
হাজার টাকা নগদ দিলেন, একটি জোড়া শাল॥
খোস্ বক্‌শিস্ পেয়ে শিবে, অবাক্ হোয়ে চায়।
"জয় মহারাজ!" বোলে শিবে রাজ-মহিমা গায়॥
[সাতের পালা হোলো।]

আটের পালা।

এই রকমে শিবে বোকা,
এক জোড়া শাল, হাজার টাকা,
হারী পারীর তিরিশ টাকা হস্তগত কোল্লে।
আহ্লাদেতে কি যে হোলো,
রইলো বেঁচে কিম্বে মোলো,
বুকে ওঠা বিষম লেঠা; চোল্‌লো শিবে ঘরে॥
শাল জোড়াটা গায়ে দিয়ে,
টাকার তোড়া কাঁধে নিয়ে,
হাস্তমুখে মনের সুখে শিবকিঙ্কর যায়।
দেড় ক্রোশ পথ হেঁটে এসে,
একটা গাঁয়ে ঢুক্‌লো শেষে,
গাঁয়ের লোকে শিবের পানে ফ্যাল্‌ফেলিয়ে চায়॥
শিবের কিবে নতুন হাল,
ভাদ্র মাসে গায়ে শাল,
গাঁয়ের লোকে কুতুক হোয়ে, শিবকে ডেকে বলে।—
"ওহে শিবু! টাকার তোড়া,
গঙ্গাজলী শালের জোড়া,
কোথায় পেলে, বল খুলে, যাচ্চো কোথায় চো'লে॥"

শিবকিঙ্কর বলে,—"ভাই!
বিষ্টুপুরের রাজার ঠাঁই,
জোড়া তোড়া লাভ কোরেচি, শুণে হীরের হার।"
গ্রামবাসীরে তাই-না শুনে,
ভাব্‌লে তখন মনে মনে,—
"বোকা শিবে শিখ্‌লে কবে জ্যোতিষ চমৎকার॥"
এই না ভেবে জন-কয়েকে,
চোলে গিয়ে সেখান থেকে,
বোকা শিবের জ্যোতিষ-গোণা পরখ করার তরে।
এটা ওটা সেটা ভেবে,
ঠোক্‌বে যা'তে বোকা শিবে,
সেই রকমের এক যুক্তি সবাই মিলে করে॥
তা'দের মাঝে এক জনাতে,
একটা ফড়িঙ্‌ নিয়ে হাতে,
মুঠোর ভিতর বেস্‌টি কোরে রাখ্‌লে দিয়ে চাপা।
তা'র পরেতে সবাই মিলে,
শিবের কাছে গেলো চোলে,
ক্ষুদ্র ফড়িঙ্‌ যায় না মরে*, তেন্নি মুঠো ফাঁপা॥
শিবকে হেথায় ঘেরে বেখে,
দাঁড়িয়ে আছে গ্রামের লোকে,
জ্যোতিষ গোণার তারিফখানা শুনচে পেতে কান।
এমন সময় সেই খানেতে,
এলো তা'রা ফড়িঙ্‌ হাতে,
ফড়িঙ্‌ ধরা লোকটা বলে, "শোনো ওহে জান্‌!†
কি যে আছে আমার হাতে,
পারো যদি শুণে দিতে,
বুঝ্‌তে পারি জ্যোতিষ-গোণা সত্যি তোমার তবে।
নৈলে মোরা সবাই মিলে,
শাল জোড়াটা নেবো খুলে,
টাকার তোড়া কেড়ে নেবো, শাস্তি আরো পা'বে॥"

শিবকে যদি সেই লোকটা বোল্লে এমন কথা।
বোকা শিবে মনে ভাবে পেয়ে বিষম ব্যথা॥—
"তাঁতের ঘরে আঁচড় পেড়ে পেনু তালের বড়া।
বাছে বোসে ভাগ্য দোষে শুণে দিলুম তোড়া॥
রাজার বাড়ীর হারটা চুরি, তা'তেও পেলুম প্রাণ।
কিন্তু এবার হ'লুম কাবার, নেইকো পরিত্রাণ॥"
মুখটো ভারি কোরে শিবে ভাব্‌চে প্রাণের ডরে।
মনের কথা মনেই চাপা, ঠোঁট দু'খানা নড়ে॥
গতিক দেখে থোম্‌কে উঠে গাঁয়ের লোকে বলে!—
"বল্‌ বোল্‌চি, নৈলে ঠেঙাই তোকে সবাই মিলে॥"
শিবে বলে, "বাঁচাও, বাবা! রক্ষে কর প্রাণ।
নৈলে এবার এ ফড়িঙের নেইকো পরিত্রাণ॥"

এই-না শুনে গাঁয়ের লোকে অবাক্‌ হোয়ে কয়।
শিবে বোকা গোণায় পাকা, সকল জনেই কয়॥
ফল ফুলুরি মুড়কি মুড়ি শাক সব্‌জি গুণ।
চাল ডাল ঘি তেল দিয়ে তা'র পূজলে তা'রা গুণ॥
দৈবলীলার কেমন খেলা কেউ বুঝ্‌তে নারে।
বোকা শিবে বিপদ্‌ থেকে বাঁচলো বারে বারে॥
সত্য কথা, দয়াল হরি যখন দয়ায় চান।
আপ্‌না হোতে সিদ্ধি এসে হয় মূর্ত্তিমান্‌॥
কে জানো, জ্যান্তো বোকা ঘোর অন্ধ শিবে।
ঠক্‌তে গিয়ে ঠকিয়ে দিয়ে জয়-টেকা নেবে॥
তা'র পরেতে বোকা শিবে
মজা কোরে বাড়ী এসে।
আদরমণির কাছে গিয়ে,
বোল্লে কালো মুখে হেসে॥—
"টাকার তোড়া, শালের জোড়া
এনেচি, গো আদরমণি।
কিন্তু আমায় দিব্যি লাগুক,
যদি আবার জ্যুতিষ গণি।"
এক এক কোরে বেওরা খানা,
বোল্লে শিবে ঘুরে ফিরে।
শুনে-আদর আদর কোরে
উঠ্‌লো হেসে ঠোঁটটি চিরে॥

* যায় না মরে—যাহাতে না মরে।
† জান্‌—যে জানে অর্থাৎ গণনা করিতে জানে, গণক,

যা'র কাছে ধার যতেক ছিলো,
আসল সুদে শুধ্‌লে সব।
সাঁজের বেলায় তুলসীতলায়,
হরিলুটের উঠ্‌লো রব ॥
তা'র পরেতে আদরমণি আগাম দাদন দিয়ে।
কারবারটা বাড়িয়ে দিলে কাদাও কোরে নিয়ে ॥

ভাল ভাল চাকর নফর কাপড় বোনে তাঁতে।
বোকা শিবে দিন রাত্তির থাকে হাতে তাতে ॥
তাল-ফুলুরির গুণে শিবে সময় কাটায় সুখে।
এই জন্তে তাল-ফুলুরি রোজি তোলে মুখে ॥
তালনবমীর দিনে আদর কোরে নিমন্ত্রণ।
গ্রামবাসীকে তাল-ফুলুরি কোরে বিতরণ ॥
[আটের পালা হোলো।]

সম্পূর্ণ।

তৃতীয় ভাগ গ্রন্থাবলী সমাপ্ত।